বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ঃ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর উপর একটি গবেষণা

গবেষক ঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুপারভাইজার ঃ ড. মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449639

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ঃ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর উপর একটি গবেষণা

গবেষক ঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
449639

449639

সুপারভাইজার ঃ ড. মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, এমফিল গবেষক, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার তত্ত্বাবধানে এই থিসিসটি সম্পন্ন করেছেন। থিসিসটির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা পর্ষদের দুইজন পরীক্ষকের রিপোর্টে নির্দেশিত ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও সংশোধন যথাযথভাবে করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

449639

এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম, আমার জানামতে ইতিপূর্বে এই শিরোনামে এমফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি এমফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং এমফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকদের নিকট মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পুনরায় দাখিল করার জন্য অনুরোধ করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ARahman

ড. মোঃ আতাউর রহমান 30.12.10
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্যটি পরিচালনা ও সুসম্পন্ন করার জন্য গবেষক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় অনুপ্রেরণা, অদম্য উৎসাহ, অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশনা পেয়েছেন ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমানের কাছ থেকে। তার সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও সহানুভুতি না পেলে এই গবেষণা কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। এজন্য গবেষক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আতাউর রহমানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

গবেষক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন শেখকে এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক সালমা আখতার কে যাহারা গবেষককে বিভিন্নভাবে অত্যান্ত আন্তরিকভাবে সহযোগীতা, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে গবেষনায় সহযোগিতা করেছেন।

প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য সাবেক প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সাবেক প্রকল্প পরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দীন (যুগ্ম-সচিব এবং সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানের (যুগ্ম-সচিব) নিকট গবেষক কৃতজ্ঞ। গবেষণা কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে তাঁরা গবেষককে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

449639

গবেষক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগার প্রধান সহকারী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। গবেষক আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন এর নিকট যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন।

গবেষক এ গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য যশোরে কর্মরত সংস্থা WARD, হবিগঞ্জের সংস্থা Country Vision, কিশোরগঞ্জের CDA, সাতক্ষীরার সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়ার তরফ সরতাজ শান্তি সংঘ, কুমিল্লার ADLP, ঝালকাঠীর সুন্দরবন বহুমূখী গ্রামীণ উন্নয়ণ সংস্থার নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

গবেষক সর্বোপরি তাঁর শ্রদ্ধেয় জননী, জীবনসঙ্গী নুসরাত জাহান শেলী ও প্রানপ্রিয় কন্যা নূহার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কারণ তাহারা গবেষকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা
বিশ্ব...
গ্রন্থা...

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্যটি পরিচালনা ও সুসম্পন্ন করার জন্য গবেষক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় অনুপ্রেরণা, অদম্য উৎসাহ, অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশনা পেয়েছেন ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমানের কাছ থেকে। তার সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও সহানুভূতি না পেলে এই গবেষণা কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। এজন্য গবেষক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আতাউর রহমানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য সাবেক প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সাবেক প্রকল্প পরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দীন (যুগ্ম-সচিব এবং সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানের (যুগ্ম-সচিব) নিকট গবেষক কৃতজ্ঞ। গবেষণা কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে তাঁরা গবেষককে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

গবেষক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. মো: দেলোয়ার হোসেন শেখকে এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক সালমা আখতার কে যাহারা গবেষককে বিভিন্নভাবে অত্যান্ত আন্তরিকভাবে সহযোগীতা, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে গবেষনায় সহযোগিতা করেছেন।

গবেষক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগার প্রধান সহকারী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। গবেষক আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন এর নিকট যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন।

গবেষক এ গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য যশোরে কর্মরত সংস্থা WARD, হবিগঞ্জের সংস্থা Country Vision, কিশোরগঞ্জের CDA, সাতক্ষীরার সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়ার তরফ সরতাজ শান্তি সংঘ, কুমিল্লার ADLP, ঝালকাঠীর সুন্দরবন বহুমূখী গ্রামীণ উন্নয়ণ সংস্থার নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

গবেষক সর্বোপরি তাঁর শ্রদ্বেয় জননী, জীবনসঙ্গী নুসরাত জাহান শেলী ও প্রানপ্রিয় কন্যা নূহার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কারণ তাহারা গবেষকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার যিনি আমাকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার তওফিক দিয়েছেন।

এ গবেষণা কমিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান। তার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ অভিসন্দর্ভের কোন একটি অংশও যদি ভবিষ্যতে কোন গবেষণায় সহায়ক হয় তাহলে গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

মোঃ খায়রুল ইসলাম
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদনের সারাংশ

গবেষণাার শিরোনাম : বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ঃ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর উপর একটি গবেষণা

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রথম প্রকল্প। এ প্রকল্পের সফলতার উপর নির্ভর করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অন্যান্য প্রকল্পের ভবিষ্যত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকল্পকে সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং নতুন নতুন আরো প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। সুতরাং এ প্রকল্প কতটা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা জরুরী। অভিষ্ট দল কি পরিমান উপকৃত হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি সমস্যা হচ্ছে, এক কথায় প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার জন্য এ গবেষণা।

এ গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) এর ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

১। এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

২। প্রকল্পের কাজের মান ও উপকরণের মান মূল্যায়ন করা।

৩। প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) এর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে এ গবেষণার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তারা হলো-

১। প্রকল্প কর্মকর্তা বিশেষ করে পিমুর (Project Implementation and Management Unit) কর্মকর্তা।

২। প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা।

৪। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সদস্য / সদস্যা।

প্রশ্নমালা তৈরী ঃ

প্রশ্নমালা তৈরী করার সময় গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল পক্ষ তারা হলো প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকা, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। এই চারটি দলের প্রতিটি দলের জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

সুপারভাইজারের সরাসরি তত্ত্ববধানে এ প্রশ্নমালা তৈরী করা হয় এবং পরবর্তীতে বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলার কয়েকটি পিএলসিই কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা ও সিএমসি সদস্য, এনজিও কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের বরিশাল বিভাগীয় টিম লিডারের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তৈরীকৃত এ প্রশ্নমালার ফিল্ড টেস্ট করা হয়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামতের আলোকে এ প্রশ্নপত্র সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে চুড়ান্ত করা হয়। প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালাতে মোট ৩১ টি প্রশ্ন,, এনজিও

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালাতে মোট ২৮ টি প্রশ্ন, সহায়ক / সহায়িকাদের প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালায় মোট ২১ টি প্রশ্ন,, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালায় ১৫টি প্রশ্ন রয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ৬টি বিভাগের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলার ৬টি ইউনিটকে (১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে ১টি ইউনিট) স্তরীভূত দৈবচয়নের (Stratified Random sampling) মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি ইউনিট থেকে ইউনিটের সকল কেন্দ্রের সকল সহায়ক/সহায়িকা মোট ১৮০ জন সহায়ক/ সহায়িকা এবং প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ২ জন করে সিএমসি সদস্য স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। ৬টি বিভাগ থেকে ৮০ জন এনজিও কর্মকর্তা স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে । প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন স্তরের ১৯ জন কর্মকর্তা স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে ।

মোট নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায়-

সহায়ক/সহায়িকা	ঃ	১৮০ জন
সিএমসি সভাপতি/সদস্য	ঃ	১৮০ জন
এনজিও কর্মকর্তা	ঃ	৮০ জন
প্রকল্প কর্মকর্তা	ঃ	১৯ জন
	মোট	৪৫৯ জন

তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ঃ

এ গবেষণায় গবেষক ২টি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন- (১) প্রাথমিক উৎস (২) মাধ্যমিক উৎস

(১) **প্রাথমিক উৎস ঃ** প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা এবং সিএমসি (কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি) সদস্য। প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকা ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রশ্নমালায় অধিকাংশ প্রশ্নই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। এ ছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এনজিও কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকাকে নিয়ে দল গঠন

Dhaka University Institutional Repository

করে ৪টি FGD করা হয়। গবেষক প্রকল্পের কার্যক্রম নিজে দেখার জন্য ৮টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থান করে শতাধিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

(২) মাধ্যমিক উৎস ঃ এ জাতীয় গবেষণা দলিল পত্র তেমন পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা যেমন- দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজসহ অন্যান্য কাগজ, পিএলসিইএইচডি-১ এর প্রকল্প প্রস্তাবনা, জার্নাল, প্রবন্ধ, ট্রেসার স্টাডি রিপোর্ট এবং অন্যান্য রিপোর্ট। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর এর এম.এড শ্রেণীর নিম্নে উল্লিখিত থিসিস গবেষককে গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক / সহায়িকাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত ঃ

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি, উপকরণের মান ও উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম সম্পর্কে দুইটি, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন সম্পর্কিত দুটি ,মাসিক সম্মানী সম্পর্কিত দুটি , ইউপিওদের কার্যক্রম সম্পর্কিত দুইটি, বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সমস্যা অবহিতকরণ ও সংস্থার সহযোগিতা মূল্যায়ন সম্পর্কে দুইটি, রিসোর্স পার্সোনদের শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কে দুইটি , শিক্ষা কেন্দ্রের রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্পর্কিত একটি, শিক্ষা কেন্দ্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত দুইটি , স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি , ঝরেপড়া সংখ্যা একটি , উপস্থিত প্রশিক্ষাণার্থী সংখ্যা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকসমূহ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সবল দিকসমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ফলাফল নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রমে উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচিত ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে কার্যক্রম সম্পর্কে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ৬৭ জন(৩৭%), সন্তুষ্টি প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেন ৯৮ জন (৫৪%), নিরপেক্ষ ছিলেন ১১ জন (৬%), মোটেই অসন্তোসজনক নয় ১ জন (৬%) এবং সন্তোসজনক নয় বলেছেন ৩ জন (১.৭%)।

সহায়ক সহায়িকাদের মতামত এবং প্রকল্পের বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদনে মার্চ-২০০৬, মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের কার্যক্রম সব বিভাগের চেয়ে ভাল। এর অন্যতম কারণ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থার কর্মকর্তারা ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন। তাছাড়া অধিকাংশ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হওয়ায় সংস্থার পক্ষ থেকেও মনিটরিং করা সম্ভব হয়।

২০০৪ সালের মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বরিশাল বিভাগের কার্যক্রম সব বিভাগ থেকে খারাপ। ২০০৪ সালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ৬৭টি সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল যার মধ্যে বরিশাল বিভাগের বরগুণা জেলায় কর্মরত ৮টি সংস্থা ছিল।

শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরদাতা ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে ৪০ জন (২২%) খুবই ভাল, ১১৬ জন (৬৪%) ভাল, ৭ জন (৩.৯%) নিরপেক্ষ, ৫ জন (২.৮%) মোটেই ভাল না, ১২জন (৬.৭%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

অধিকাংশ সংস্থাই বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ খরচ করে না বলে উপকরণের মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ। সংস্থা কর্তৃক তিন ধরণের উপকরণ সরবরাহ করা হয় বিনোদনমূলক উপকরণ অবকাঠামোগত উপকরণ এবং শিক্ষামূলক উপকরণ। অনেক ক্ষেত্রে উপকরণ সংখ্যায় ঠিক থাকলেও গুণগত মানে অত্যান্ত নিম্নমানের। শিক্ষার্থীদের যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। ৯৬ পৃষ্ঠার খাতা দেয়ার কথা থাকলেও অনেক সংস্থা ১৬/১৮ পৃষ্ঠার খাতা সরবরাহ করেছে যা অত্যান্ত নিম্নমানের। তাছাড়া যে সকল কলম সরবরাহ করা হয় তার অধিকাংশই লেখার অযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক/সহায়িকারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৭ জন (৯৮%) হ্যাঁ, ৩জন (১.৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং বিভিন্ন সভায় অংশ গ্রহণ করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় শতভাগ সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষিত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে/কৌশলে অনেক ভিন্নতা আছে। তাই প্রশিক্ষণ ছাড়া সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান যথাযথভাবে করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের সব স্তরের জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয় কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬৬ জন (৯২%) হ্যাঁ, ১৪ জন (৭.৮%) না বলে মতামত দিয়েছেন।
সরেজমিনে দেখা যায় প্রথম কয়েক মাস সংস্থা নিয়মিত বেতন ভাতা দিলেও শেষের ২/১ মাস বেতন ভাতা খুবই অনিয়মিত। অনেক সংস্থা ২/১ মাসের বেতন ভাতা না দিয়েও চলে গিয়েছে এমন প্রমাণ আছে।

ইউপিওদের কেন্দ্র পরিদর্শন নিয়মিত কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪৪ জন (৮০%) হ্যাঁ, ৩৬ জন (২০%) না বলে মতামত দিয়েছেন।
বিভিন্ন এলাকার ইউপিওদের সাথে আলাপ করলে তারা জানান যে তারা নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে আসছেন। ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত ইউপিওরা নিয়মিত পরিদর্শন করার প্রধান কারণ প্রকল্পের এবং স্ব-স্ব সংস্থার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আলাদা নজর দেয়া।

রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্রে আসেন কি না এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪৮ জন (৮২%) হ্যাঁ, ৩২ জন (১৮%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিসোর্স পার্সনদের ক্লাশ সংখ্যায় ঠিক থাকলেও মানের দিক দিয়ে অত্যান্ত নিম্নমানের। গবাদি পশু পালন ট্রেডে এমনও রিসোর্স পার্সনদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে যে তার ঐ বিষয়ে কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই। তিনি একটি গাইড দেখে ক্লাস নিয়ে থাকেন। আবার ৬ মাসের মৎস্য চাষ ট্রেডে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৭ দিন মৎস্য চাষ ট্রেডে প্রশিক্ষন পাওয়া সংশ্লিস্ট সংস্থার এক কর্মীকে।

কেন্দ্রের কাগজপত্র নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় কি না এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৩ জন (৯৬%) হ্যাঁ, ৭ জন (৩.৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় কি না এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭১ জন (৯৫%) হ্যাঁ, ৯ জন (৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকসমূহ সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ উদ্যোগের অভাব।

২। পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব।

৩। সময়মত প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় না করা।

৪। সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব।

৫। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া।

৬। যোগ্য সংস্থাকে কাজ না দিয়ে অর্থের বিনিময় খারাপ সংস্থাকে কাজ দেওয়া।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না দেওয়া।

৮। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পে জমাকৃত কাগজপত্র হারিয় ফেলা।

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া।

১০। এলাকার জনসাধারণকে প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত না করা।

১১। প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন বদলী হওয়া।

১২। উনফেক সহযোগিতা করতে চায় না।

১৩। কোন কোন খাতে বরাদ্দ কম থাকা বা না থাকা।

১৪। পিআই সংস্থার কোন কর্মকর্তার বেতন ভাতার বরাদ্দ না থাকা।

১৫। কেন্দ্র জ্বালানী ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

১৬। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।

১৭। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া।

১৮। নিয়মিত জিও-এনজিও মিটিং না করা।

১৯। ভাল কাজের মূল্যায়ন না করা।

২০। ভাল কাজের মূল্যায়ন না করা।

২১। সিএমসি সভায় আপ্যায়নের কোন ব্যবস্থা না থাকা।

২২। সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহ না করা।

২৩। নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করা।

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের কি কি ভাল দিক আছে তা জানতে চাওয়া হলে সংস্থার সহায়ক / সহায়িকা যে মতামত দেয় তা নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্প থেকে প্রতি মাসে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি রাখার ব্যবস্থা।

৩। মাষ্টার ট্রেইনার ও সহায়ক / সহায়িকাদের বুনিয়াদি এবং সতেজীকরণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪। জিও-এনজিও মিটিংয়ের ব্যবস্থা।

৫। প্রকল্পের যুগোপযোগী কারিকুলাম।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বিভিন্ন ধরনের বিনোদন উপকরণ সরবরাহ।

৭। সাক্ষরতা উত্তর পর্যায় সাধারণ ইস্যু ও আয়বর্ধক ইস্যুর ব্যবস্থা রাখা।

৮। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সহযোগিতা।

৯। বিভাগীয় টিমের আন্তরিক সহযোগিতা।

১০। জিও-এনজিও নিবিড় সম্পর্ক।

১১। পেপার, ম্যাগাজিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

১২। লিংকেজ কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখা।

১৩। বিভাগীয় কর্মকর্তারেদের সহযোগিতা।

১৪। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় দল নেতার অফিস।

১৫। সহায়ক / সহায়িকাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

১৬। সিএমসি কার্যকর রাকার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

১৭। নিয়মিত উনফেক (উপজেলা নন-ফরমল শিক্ষা কমিটি) সভা হওয়া।

১৮। নিয়মিত ডিউনফেক (জেলা নন-ফরমল শিক্ষা কমিটি) সভা হওয়া।

কি কি পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে চলতে পারে এমন প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতারা যে মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

১। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে।

২। শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করা যেমন-শীতবস্ত্র, বিভিন্ন রকম কার্ড ইত্যাদি।

৩। কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৪। কেন্দ্রে ফ্যানের ব্যবস্থা করা।

৫। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬। কেন্দ্রের উপকরণ যথাসময় সরবরাহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭। রিসোর্স পার্সনদের নিয়মিত ক্লাস নেয়া।

৮। দক্ষ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেওয়া।

৯। মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ করা।

১০। কেন্দ্র ঘরটি পাকা করা হলে।

১১। নষ্ট উপকরণ মেরামত করা।

১২। শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। সিএমসিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪। প্রচার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রচারণা চালালে।

১৫। শিক্ষার্থীদের ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে।

১৬। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের পরে পুরস্কার দেয়া।

১৭। সিএমসি মিটিংয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা।

১৮। কেন্দ্রের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হলে।

১৯। ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বরদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২০। প্রতিটি কেন্দ্রের সমস্যা চিহ্নিত করে কেন্দ্র ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

২১। এনজিও ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের বিনয়ী হতে হবে।

২২। সহায়ক/সহায়িকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৬দিন থেকে বাড়িয়ে ৮দিন করতে হবে।

২৩। সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

প্রকল্প পরিচালনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা , কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের জনবলের সহযোগিতা, প্রকল্পের অর্থ ব্যয়, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া , কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফিল্ড পর্যায় সমস্যা, সরবরাহকৃত উপকরণের মান , উনফেক সভা, কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন, স্থানীয় লোকজনের দেয়া সহযোগিতা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম, প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় ও অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বল দিক ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার প্রতিনিধিরা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নরূপঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম চলছে কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৫ জন (৮১%) হ্যাঁ, ১৫ জন (১৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন ।

প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে । আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে না । প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত থাকায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় হীনতার কারণে অনেক সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না । ২০০০ সালে প্রকল্প শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে কার্যক্রম শুরু হয় ২০০২ সালে । ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীকে এ সময়ে শিক্ষাদান করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি । এনজিও নির্বাচন সময় মত করা সম্ভব হয় না । তবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শুরু, শেষ, পিএল কোর্স চালু এবং সিই কোর্স চালু ইত্যাদি পরিকল্পনা মত করা সম্ভব হয়েছে ।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন । উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন (৬%) এনজিও কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ৭ জন (৯%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ২৬ জন (৩৩%) অর্থের অভাব, ১৮ জন (২৩%) রাজনৈতিক প্রভাব, ২২ জন (২৮%) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা, ২ জন (৩%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করলে তারা জানান যে এ প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত একটি প্রকল্প কিন্তু মূল সমস্যা হলো যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় সে সকল বেসরকারী সংস্থা অনেক সময় অতিরিক্ত মুনাফা মূখী হয়ে পড়ে। তারা প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে ব্যয় করতে চায় না। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ দেয়া হয় না ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। প্রকল্পের মনিটরিং কাজে নিয়োজিত মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটগণও বিভিন্ন সময় তাদের মনিটরিং প্রতিবেদন বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তা সঠিকভাবে সহযোগিতা করে না। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ২৬ জন (৩৩%) উত্তরদাতা প্রধান সমস্যা হিসাবে অর্থের অভাবকে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে এ প্রকল্পের অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। যেখাতে যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে। তাবে অনেক সময় যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহযোগিতা পর্যাপ্ততা কি না এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন এনজিও কর্মকর্তা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (১৬%) সম্পূর্ণ একমত, ৩৩ জন (৪১%) একমত, ১৪ জন (১৮%) নিরপেক্ষ, ৭ জন (৯%) মোটেই একমত নয়, ১৩ জন (১৬%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্প থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। প্রতিমাসে জিও-এনজিও সমন্বয় সভা করা হয় প্রকল্পের পক্ষ থেকে। এ সভায় এনজিওদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোথায় কোন সমস্যা আছে কিভাবে সমাধান করা যায় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। তবে ফিল্ড পর্যায় প্রকল্পের লোকবল কম থাকায় সব সময় প্রয়োজনমত সহযোগিতা করা সম্ভব হয় না। মাঠ পর্যায়ে ব্যুরো'র সহকারী পরিচালকগণ এবং প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তারা আর্থিক সুবিধা নেয়া ছাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করতে চায় না। এ ব্যাপারে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর উপজেলায় কর্মরত বাস্তবায়নাধীন সংস্থা স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুখ) প্রকল্প পরিচালক বরাবরে লিখিত অভিযোগ করলে ১ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটকে চাকরিচ্যুৎ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প কতৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া এ সম্পর্কিত পশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৭৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯ জন (১১%) সম্পূর্ণ একমত, ৩১ জন (৩৯%) একমত, ১৭ জন (২১%) নিরপেক্ষ, ১৪ জন (১৮%) মোটেই একমত নয়, ৮ জন (১০%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় তারা জানান- এনজিওদেরকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুবই সামান্য সময় আগে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। প্রকল্প কর্তৃক প্রতি মাসে একটি করে সমন্বয় সভা আহবান করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সভার তারিখ ২/১দিন আগে জানান হয় ফলে সারা দেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় কর্মরত সংস্থাকে তড়িঘড়ি করে সভায় কোন প্রস্তুতি ছাড়াই অংশ গ্রহণ করতে হয়। ৬ বি ফেজে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের তারিখ মাত্র ২ দিন আগে জানানো হয়। ফলে অনেক সংস্থার পক্ষে যথাসময় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭১ জন (৮৯%) হ্যাঁ, ৯ জন (১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্পের কার্যক্রম সুন্দরভাবে চালাতে উত্তরদাতারা যে সকল পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নরুপ ঃ

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দাতা সংস্থার মধ্যে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা, যাতে করে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে নেয়া যায়।

২. প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

৩. যথাসময়ে প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অর্থ ছাড় করা। অনেক সময় সঠিক সময়ে প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা হয় না বলে প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. এনজিও নির্বাচনে সততা ও স্বচ্ছতার সাথে সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত থেকে সংস্থা নির্বাচন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রকল্পের পক্ষ থেকে ঘন ঘন ও সততার সাথে কার্যক্রম মনিটরিং করা। মনিটরিং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।

৬. শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ্ করার কথা তা যথাসময়ে সরবরাহ্ করতে হবে।

৭. বিটিভিতে প্রকল্প সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার বা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮. বিলবোর্ড, পোষ্টার, সাইনবোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালান।

৯. জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায় অবহিত করণ সভা করা।

১০. শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রদান করা।

১১. প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া।

১২. কেন্দ্র ঘর স্থাপনের সময় অপেক্ষাকৃত গরীব এলাকা নির্বাচন করা।

১৩. সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচনে যাবতীয় প্রভাব মুক্ত থেকে সহায়ক / সহায়িকা নির্বাচন করা।

১৪. যে সকল সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনোনিত করা।

১৫. মনিটরিং সংস্থার ইউপিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা।

১৬. প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপ বিরামহীনভাবে চালান অর্থাৎ এক ধাপ (৯ মাস) শেষে অন্য ধাপ দ্রুত শুরু করা।

১৭. মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের পরিদর্শন সংখ্যা বাড়ান এবং পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্র মনিটরিং করা।

১৮. উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রকল্পের পক্ষ থেকে পরিদর্শন খরচ বহন করা।

১৯. ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা তাদের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় বর্ধন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যে সকল উপকরণ সরবরাহ করে তার মান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ জন (১৬%) খুব ভাল, ৫৬ জন (৬২%) ভাল, ৮ জন (৯%) নিরপেক্ষ, ১ জন (১%) মোটেই ভাল না, ১ জন (১%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণের মান অনেক ক্ষেত্রে তেমন ভাল না। সাদা কালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারী সহ) বাবদ ৭০০০/- টাকা দেয়া হলেও বাস্তবে তারা অত্যান্ত কম দামে নিম্ন মানের টেলিভিশন ক্রয় করে থাকে। অধিকাংশ কেন্দ্রের টেলিভিশন নষ্ট, চেয়ার-টেবিল ভেংগে গিয়েছে।

প্রতি মাসে উনফেকের সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১ জন (৭৬%) হ্যাঁ, ১৯ জন (২৪%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

বেশীর ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন উনফেক সভা নিয়মিত হয়। বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদন এবং সরেজমিনে দেখা যায় উনফেক সভা নিয়মিত হয় না। তবে জেলা সদরের ডিউনফেক সভা অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত হয়ে থাকে। গবেষকের দেখা এমন অনেক উপজেলা আছে যেখানে প্রকল্প শুরু থেকে পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে কোন উনফেক সভা হয় নি। ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর উপজেলায় ৪ বছরের মধ্যে কোন উনফেক সভা হয় নি। অন্যদিকে পিরোজপুর সদর উপজেলায় নিয়মিত উনফেক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উনফেক সভায় সভাপতি থাকেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদস্য সচিব উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং উপজেলার অন্যান্য অফিসারগণ উনফেক সদস্য হিসাবে থাকেন। ফলে এ সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ সভা হয় না।

নিয়মিত উনফেকের সভা না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রকল্প সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পাননি। শুরুতে একবার মাত্র ইউএনওদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছিল তাদের অধিকাংশই বদলী হয়ে অন্যত্র কাজ করছে।

২। ইউপিওগণ নিয়মিত কর্ম এলাকায় থাকেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ইউপিওগণ সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে না।

৪। ইউএনফেক সভার সিদ্ধান্ত প্রকল্প থেকে বাস্তবায়নে দেরি করার অনেক সময় ইউএনফেক সদস্যরা সভা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতনিধিরা অনেক সময় উপস্থিত থাকতে চায়না ফলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না।

৬। বাস্তবায়ন মডেল ইউএনওদের নিকট বিতরণ না করা।

৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনাগ্রহ।

৮। উপজেলা কর্মকর্তাদের রিসোর্স পার্সন হিসাবে সম্মানী না দেয়া।

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকজন কেমন সহযোগিতা করে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন (৯%) সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, ৪২ জন (৫৩%) সহযোগিতা করে, ১৭ জন (২১%) নিরপেক্ষ, ৬ জন (৮%) মোটেই সহযোগিতা করে না, ৮ জন (১০%) সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন।

বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে সর্বস্তরের লোক এ প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সহযোগিতা করে আসছেন। স্থানীয় লোকজন মনে করেন এ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। এলাকার সর্বস্তরের জনগন এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহযোগীতা করে থাকেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে যে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের উপকরণ অবৈধ দখল করে নিয়েছেন।

প্রকল্পের মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৭৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (১৬%) খুবই সন্তোসজনক, ৩৩ জন (৪১%) সন্তোসজনক, ১৪ জন (১৮%) নিরপেক্ষ, ৯ জন (১১%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ১০ জন (১৩%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪ জন (৫৫%) হ্যাঁ, ৩৬ জন (৪৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন দলিলপত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্প অর্থ ছাড়ে কখনও অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব করে না। বিশেষ কোন সমস্যা না থাকলে প্রকল্প থেকে যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা হয়। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার অর্থ ছাড় করতে বিলম্ব করা হয়।

প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় যথাসময়ে না করার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে ব্যয় বিবরণী সঠিক সময় প্রেরণ না করা। তাছাড়া সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়ম করার কারণেও অনেক সময় অর্থ ছাড় করা হয় না। আবার অনেক সময় দাতা সংস্থা সঠিক সময়ে প্রকল্পকে অর্থ ছাড় না করায় সংস্থাকেও অর্থ দেয়া সম্ভব হয় না।

প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বার বার বদলী প্রকল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯ জন (৬১%) সম্পূর্ণ একমত, ২১ জন (২৬%) একমত, ৬ জন (৮%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (৫%) মোটেই একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

একটি প্রকল্প যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বারবার বদলী প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত ১২ জুন-২০০৭ তারিখ বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়ান জু সচিবকে প্রেরিত এক পত্রে এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ৫ বছরে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ৬জন উপ-পরিচালক পরিবর্তন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কি কি দুর্বল দিক আছে সে সম্পর্কে উত্তরদাতারা যে মতামত দেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। ইউপিওরা যথাযথ ভাবে কার্যক্রম পরিদর্শন ও সহযোগিতা করে না।

২। কেন্দ্রে কেরোসিন বাবদ কম অর্থ বরাদ্দ রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। অসৎ সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করা।

৪। সংস্থার সমাজ সেবা মানসিকতার পরিবর্তে মুনাফা মূখী আচরণ।

৫। টিভি এবং টিভির ব্যাটারী মেরামতের বরাদ্দ না থাকা।

৬। সংস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়া।

৭। যে মানের উপকরণ দেওয়ার কথা সে মানের উপকরণ সরবরাহ না করা।

৮। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৯। পিআই সংস্থার জন্য মোটরসাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা না থাকা।

১০। সিএমসি সদস্যদের প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা না করা।

১১। সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজারদের কম সম্মানী ভাতা।

১২। সহায়ক/সহায়িকার মাসিক সম্মানী নিয়মিত পরিশোধ না করা।

১৩। প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ না করা।

১৪। পুরান উপকরণ মেরামতের ব্যবস্থা না করা।

১৫। সিএমসি মিটিংয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা না থাকা।

১৬। রিসোর্স পার্সনদের সম্মনী প্রদানে অনিয়ম।

১৭। কিছু কিছু কর্মকর্তাদের মধ্যে সুবিধা আদায়ে মানসিকতা।

১৮। প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা সকল কেন্দ্র মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না করা (কোন কোন কেন্দ্র বারবার পরিদর্শন করা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক কেন্দ্র একবারও পরিদর্শন করা হয় না)।

১৯। অসৎ সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করা।

প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

প্রকল্প পরিচালনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা সম্পর্কিত, প্রকল্পে প্রয়োজনীয় লোকবল, গাড়ী, যন্ত্রপাতির পরিমাণ স, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ও মনিটরিং

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কর্তৃক অর্থ ব্যয়, এনজিও কার্যক্রমে প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স, শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার সংখ্যা, কারণ ও প্রতিকার, কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণ ও তার মান, প্রকল্প কর্মকর্তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন , প্রকল্পের লক্ষ্য দল এ প্রকল্প দ্বারা কতটা উপকৃত হয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন, মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম, শর্ত ভংগে ব্যবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দূর্বল দিক ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প কর্মকর্তারা যে সকল মতামত প্রদান করেন তা নিম্নরুপঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন । উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮ জন (৪২.১%) এনজিও ও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহ, ২ জন (১০.৫%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ২ জন (১০.৫%) রাজনৈতিক প্রভাব, ৪ জন (২১.১%) সিদ্ধান্তহীনতা, ৩ জন (১৫.৮%) ফিল্ড পর্যায় অসহযোগিতা বলে মতামত দিয়েছেন ।

বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মত বিনিময় করে জানা যায় যে এ প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত একটি প্রকল্প কিন্তু মূল সমস্যা হলো যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় সে সকল বেসরকারী সংস্থা অনেক সময় অতিরিক্ত মুনাফা মূখী হয়ে পড়ে । তারা প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে ব্যয় করতে চায় না । বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ দেয়া হয় না ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না । প্রকল্পের মনিটরিং কাজে নিয়োজিত মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটগণও বিভিন্ন সময় তাদের মনিটরিং প্রতিবেদন বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন । এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তা সঠিকভাবে সহযোগিতা করে না ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে কি এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন প্রকল্প কর্মকর্তা । উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২ জন (৬৩%) হ্যাঁ, ৭ জন (৩৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়মমত ব্যয় করে কিনা এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১০.৫%) হ্যাঁ, ১৭ জন (৮৯.৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

অর্থ ঠিকমত ব্যয় না করার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকলেও সব থেকে বড় কারণ প্রকল্প এবং বেসরকারী সংস্থার লোকদের দূর্নীতি আর সে কাজে সহযোগিতা করে প্রকল্পের কিছু লোক। বেসরকারী সংস্থার লোকদের সাথে দূর্নীতি নিয়ে আলোচনা করলে তারা জানান প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায় কর্মকর্তা, মনিটরিং কর্মকর্তা এবং পিমু অফিসের লোকদের বিভিন্ন ভাবে অর্থ দিতে হয়। ফলে এই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা অর্থ ঠিক মত ব্যয় করে না। প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে বেসরকারী সংস্থা বিপুল অংকের টাকা প্রকল্প থেকে আত্মসাৎ করে তার সামান্য অংশ বিভিন্ন পর্যায় কিছু অসাধু কর্মকর্তাকে দিয়ে তারা পার পেয়ে যান। অনেক বেসরকারী সংস্থা সমাজ সেবী মনোভাবের পরিবর্তে মুনাফামুখী হয়ে পড়েছে ফলে তারা কাজের মানের চেয়ে অর্থ সাশ্রয় করার বেশী চেষ্টা করে।

প্রকল্প সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) অফিস কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে, ৮ জন (৪২.১%) চাপিয়ে দেয়া হয়, ৭ জন (৩৬.৮%) সরকারী নীতিমালা অনুসারে, ৩ জন (১৫.৮%) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ করে বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন (৫২.৬%) একমত, ১ জন (৫.৩%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২১.১%) মোটেই একমত নয় , ৩ জন (১৫.৮%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সাধারণত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে করার কথা কিন্তু এ প্রকল্পের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করা হয় না। ২/১ দিন আগে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয় এবং তা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খুবই কম সময় দেয়া হয়। তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কাজের গুণগত মান নিম্নমানের হয়। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনায় জানা যায় তাদেরকে কোন সময় না দিয়েই তাৎক্ষনিকভাবে অনেক সময় কাজ করতে বলা হয়। এতে কাজের মান খারাপ এবং অর্থের অপচয় ঘটে। অনেক সময় প্রকল্প থেকে সংস্থা সম্পর্কিত অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেখানে সংস্থার পক্ষে কোন প্রতিনিধি থাকে না। ফলে সংস্থার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ হয় না।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫ জন (৭৯%) মোটামুটি, ৩ জন (১৬%) খারাপ, ১ জন (৫%) খুবই খারাপ বলে মতামত দিয়েছেন।

বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণ মান তেমন ভাল না। সাদা কালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারীসহ) বাবদ ৭০০০/- টাকা দেয়া হলেও বাস্তবে তারা অত্যন্ত কম দামে নিম্ন মানের টেলিভিশন ক্রয় করেছে। অধিকাংশ কেন্দ্রের টেলিভিশন নষ্ট, চেয়ার-টেবিল ভেংগে গিয়েছে। ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা কেন্দ্র ঘর স্থাপনের জন্য দেয়া হলেও বাস্তবে তা ১০/১২ হাজার টাকায় তৈরী করা হয় অর্থাৎ নিম্মানের ঘর ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতন এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫%) সম্পূর্ণ একমত, ৪ জন (২১%) একমত, ৮ জন (৪২%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২১%) মোটেই একমত নয়, ২ জন (১১%) একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পে নিয়োজিত এনজিওসমূহ শর্তানুযায়ী কাজ না করলে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (১৫.৮%) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন, ১৩ জন (৬৮.৪%) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেন, ৩ জন (১৫.৮%) কিছুই করেন না বলে মতামত দিয়েছেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বল দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্মকর্তারা যে মতামত দেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। মনিটরিং সংস্থার ইউপিওরা যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে না।

২। শিক্ষা কেন্দ্রে কেরোসিন বাবদ কম অর্থ বরাদ্দ রাখা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমাজ সেবা মানসিকতার পরিবর্তে মুনাফা মুখী আচরণ।

৪। টিভি এবং টিভির ব্যাটারী মেরামতের জন্য বরাদ্দ না থাকা।

৫। সংস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়া।

৬। শিক্ষা কেন্দ্রে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করা।

৭। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৮। পিআই সংস্থার জন্য মোটরসাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা না থাকা।

৯। বেদখল হয়ে যাওয়া কেন্দ্র উপকরণ বা কেন্দ্র ঘর উদ্ধারের উদ্যোগ না নেয়া।

১০। যে সকল সহায়ক/সহায়িকা বা সংস্থা কাজে অবহেলা করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান না করা।

১১। রিসোর্স পার্সনদের সম্মানী প্রদানে অনিয়ম।

১২। প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা সকল কেন্দ্র মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না করা (কোন কোন কেন্দ্র বারবার পরিদর্শন করা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক কেন্দ্র একবারও পরিদর্শন করা হয় না)।

১৩। অসৎ সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি না দেয়া।

১৪। নিয়মিত রিসোর্স পার্সন কর্তৃক ক্লাস না নেয়া।

১৫। একটি ফেজ শেষ হওয়ার অনেক দিন পরে আরেকটি ফেজ চালু হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব।

১৭। প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ না করা।

১৮। পুরান উপকরণ মেরামতের ব্যবস্থা না করা।

১৯। কেন্দ্র ঘর মালিককে ঠিকমত ভাড়া পরিশোধে কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব।

২০। পিআই সংস্থা ঠিকমত মনিটরিং করে না।

২১। অধিকাংশ ইউপিও কর্ম এলাকায় থাকে না এবং ঠিকমত কেন্দ্র পরিদর্শন করে না।

২২। রিসোর্স পার্সনদের বেতন ঠিকমত দেওয়া হয় না।

২৩। অনেক সংস্থা শেষের কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে কর্মস্থান ত্যাগ করলে সে সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া।

২৪। সিএমসির সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

১৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিক ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্মকর্তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। প্রতিটি কেন্দ্রে নিয়মিত দুটি জাতীয় পত্রিকা ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন থাকে বলে সাধারণ মানুষ সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়।

২। বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় বলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

৩। প্রকল্পের পাশাপাশি পিএম সংস্থা দ্বারা কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা করা হয় বলে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৪। রিসোর্স পার্সন হিসেবে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখায় প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ পায়।

৫। অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদা নজর রাখার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া সুযোগ কম।

৬। বিভিন্ন ট্রেডের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

৭। প্রতি মাসে প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা মনিটরিং এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের জন্য আলাদা মনিটরিং সংস্থা নিয়োগের ব্যবস্থা।

৮। প্রকল্প থেকে নিয়মিত অর্থ ছাড় করা।

৯। সিএমসি সভাপতি ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। সুপারভাইজার কর্তৃক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করা।

১১। সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষার মাধ্যমে ইতিপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ঝালাইয়ের ব্যবস্থা করা।

১২। শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা।

১৩। সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

১৪। রিসোর্স পার্সন কর্তৃক নিয়মিত ক্লাস নেয়া।

১৫। আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা।

১৬। বিভাগীয় দল কর্তৃক চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিরূপণ করে সে অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৭। বিনামূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা।

১৮। বিনোদনের উপকরণ হিসাবে টিভি, রেডিও ব্যবস্থা থাকা।

১৯। ট্রেডভিত্তিক অনুসারক গ্রন্থ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা।

২০। সরকার এবং বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আলাদা আলাদা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকা।

২১। মাস্টার ট্রেইনার এবং সহায়ক/সহায়িকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

২২। সব থেকে অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে প্রকল্পের লক্ষ্য দল হিসাবে চিহ্নিত করণ।

২৩। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি রাখার ব্যবস্থা।

২৪। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

সিএমসি সদস্যদের কাছ থেকে মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম, সিএমসি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ, শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান, সহায়ক/সহায়িকার প্রশিক্ষণ, সহায়ক/সহায়িকার ক্লাস পরিচালনা, সহায়ক/সহায়িকার মাসিক ভাতা, সুপারভাইজার কর্তৃক কেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে সিএমসি সদস্যরা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নরূপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম কেমন জানতে চাওয়া হলে সর্বমোট ১৮০ জন সিএমসি সদস্য উত্তর দেন। সিএমসি সদস্যদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ জন (৩৭%) খুবই সন্তোসজনক, ১০১ জন (৫৬.১%) সন্তোসজনক, ৭ জন (৩.৮৯%) নিরপেক্ষ, ১ জন (০.৫৬%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৪ জন (২.২২%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

সিএমসি সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে সিএমসি সদস্য এবং এলাকার সাধারণ মানুষ সংস্থার কার্যক্রমে সন্তুষ্ট তবে অধিকাংশ সদস্যই জানেনা এ কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষ এবং প্রশিক্ষাণার্থীরা কি কি সুবিধা পাবেন। তারা মনে করেন সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের সিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত। সিএমসি সদস্যরা কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় তারা অনেকটাই অন্ধকারে সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে। অনেক সদস্যই জানতেন যে বেসরকারী সংস্থার নিজ উদ্দ্যেগে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আর তাই তারা সংস্থাটির প্রতি ছিল সন্তুষ্ট।

শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সভায় অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৮ জন (৯৮.৯%) হ্যাঁ, ২ জন (১.১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা কেন্দ্র ব্যবস্থা কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করেন বলে মতামত দিলেও বিভিন্ন উত্তরদাতার সাথে অত্যান্ত আন্তরিকভাবে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে অনেক সময় অনেক সদস্য সভায় উপস্থিত না থাকলেও পরবর্তী সভায় বা সুবিধাজনক সময়ে খাতায় উপস্থিতির স্বাক্ষর করেন। অনেক সদস্য তার স্বাক্ষরিত রেজুলেশনের বিষয় বলতে পারেন নি। কাগজে কলমে রেজুলেশন করা হয় এমন প্রমাণ থাকলেও সিনিয়র সহায়ক যিনি সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করেন তিনিই রেজুলেশন তৈরী করে কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর নেয়া হয়।

শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৩ জন (১৮.৩%) খুবই ভাল, ১১৯ জন (৬৬.১%) ভাল, ১৫ জন (৮.৩৩%) নিরপেক্ষ, ৬ জন (৩.৩৩%) মোটেই ভাল না, ৭ জন (৩.৮৯%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

অধিকাংশ উত্তরদাতা উপকরণের মান ভাল বলে মতামত দিলেও বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন উপকরণের বিপরীতে যে পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার অর্ধেক টাকাও খরচ করেনি সংশ্লিষ্ট সংস্থা। বিনোদনের উপকরণ হিসাবে প্রতিটি কেন্দ্রে সাদাকালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারী সহ) বাবদ ৭,০০০/- টাকা দেয়া হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে যে অধিকাংশ টেলিভিশনের মান অত্যান্ত খারাপ। চেয়ার টেবিলের কাঠের মান অত্যান্ত খারাপ। যেহেতু সিএমসি সদস্যরা সহায়ক/সহায়িকাদের আত্মীয় অথবা নিজস্ব লোক তাই তারা কোন ব্যাপারেই নেতিবাচক মতামত দিতে চায়নি। একটি টেবিল ববাদ ১,০০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে তুলা কাঠ অথবা স্থানীয় কম দামের কাঠের টেবিল বাজার থেকে ২০০/২৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে।

শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৮ জন (৯৮.৯%) হ্যাঁ, ২ জন (১.১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষা দানের কৌশল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়কদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে। এ প্রকল্পের সহায়কদের কেন্দ্র চালু করার আগেই ৬ দিনের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ৩ মাস পরে সিই কোর্স চালু হওয়ার আগে ৬ দিনের সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় যে প্রায় সকল সহায়ক/সহায়িকাই প্রশিক্ষিত।

শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত পাঠদান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৭ জন (৯৮.৩%) হ্যাঁ, ৩ জন (১.৬৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে সব বিভাগেই দেখা যায় সহায়ক / সহায়িকা নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠ দান করেন। সহায়ক/সহায়িকা ক্লাস নিলেও যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। ২ ঘন্টার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ ঘন্টা কেন্দ্র চালু থাকে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা, মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন এবং উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত ক্লাশ নিয়ে থাকেন। তবে অনেকেই যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। আবার অনেকে ২ ঘন্টার পরিবর্তে ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ ঘন্টা কেন্দ্র চালু রাখেন।

সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত মাসিক ভাতা পাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫৫ জন (৮৬.১%) হ্যাঁ, ২৫ জন (১৩.৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

সহায়ক/সহায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাস শেষে বেতন পান তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে টাকা পেতে দেরী হলে বেতন ভাতা দিতে সংস্থার দেরী হয়। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সংস্থার সহায়ক/সহায়িকাদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে, প্রতি মাসের ভাতা সম্মানী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন সংস্থা পরবর্তী মাসের শেষ সপ্তাহে বা ২/১ মাস পর দিয়ে থাকে। দেরীতে বেতন দেওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রকল্প থেকে দেরীতে অর্থ ছাড় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার অসহযোগিতাই মূল কারণ। সহায়ক / সহায়িকাদের মাসিক ভাতা হিসেবে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা বর্তমান বাজার মূল্যে খুবই সামান্য আর তা যদি নিয়মিত প্রদান না করা হয় তাহলে সহায়ক / সহায়িকাদের কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক ভাতার পরিমানে সন্তুষ্টি কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮ জন (৪৩.৩%) হ্যাঁ, ১০২ জন (৫৬.৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬.৭% উত্তরদাতা অপর্যাপ্ত বেতন ভাতা মনে করলেও বাস্তবে এ সংখ্যা আরো বেশী। কারণ সহায়ক/সহায়িকাদের বেতন ভাতা (পিএল পর্যায় ৮২৫ এবং সিই পায় ১০২৫ টাকা) বর্তমান বাজার মূল্যের খুবই কম এবং তাদের কোন উৎসব ভাতা নেই। ৯ মাস ব্যাপী কোর্সের প্রথম ৩ মাসে পিএল পর্যায় সিনিয়র সহায়ককে ৮২৫ টাকা, জুনিয়রকে ৭৭৫ টাকা এবং পরবর্তী ৩ মাস সিই পর্যায় সিনিয়র সহায়ককে ১০২৫, জুনিয়র সহায়ককে ৯৭৫ টাকা দেওয়া হয়। ২০০০ সালে এ প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলকে যে বেতন ভাতা দেওয়া হতো বর্তমানে ঠিক একই হারে বেতন ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাজার মূল্য বেড়েছে অনেক বেশী। তাই বেশীর ভাগ সিএমসি সদস্য মনে করেন সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক বেতন ভাতা অপর্যাপ্ত। বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ ভাতা বাড়ান উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়োকৃত সুপারভাইজারের শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৬ জন (২০%) খুবই সন্তোসজনক, ১৩০ জন (৭২.২%) সন্তোসজনক, ৭ জন (৩.৮৯%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২.২২%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৩ জন (১.৬৭%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় যে সুপারভাইজার প্রতি ১৫ দিনে প্রতিটি কেন্দ্র ১ বার পরিদর্শন করার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় সুপারভাইজারগণ ভাল যোগাযোগ সম্পন্ন এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্র বার বার পরিদর্শন করেন কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্র নিয়মিত পরিদর্শন করেন না ।

Focus Group Discussion

বর্তমান গবেষক এ গবেষণা কার্যটি সমৃদ্ধ করার জন্য চারটি উপজেলার চারটি স্থানে [Focus group discussion (FGD)] করেন। FGD তে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র যথাসময়ে চালু হয়না। তাই যত দ্রুত সম্ভব এক ধাপ শেষ হওয়ার পর পরই দ্বিতীয় ধাপ শুরু করা প্রয়োজন ।

২। বর্তমানে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হয় না ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ দেয়া প্রয়োজন ।

৩। মাঠ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তারা প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না ফলে তাদের পক্ষে সঠিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রত্যেকটি ফেজ শুরুর সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ / ওরিয়েন্টেশন দেয়া প্রয়োজন ।

৪। সারাদিন শারীরিক পরিশ্রম করার পর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে চায় না, তাই তাদেরকে মাসিক ভাতা প্রদান করে শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান অত্যন্ত খারাপ। বিভিন্ন উপকরনের বিপরীতে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ আছে তা যথাযথভাবে ব্যয় করা প্রয়োজন।

৬। মনিটরিং সংস্থার প্রতিনিধি উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহযোগিতা না করে বরং বিভিন্ন সময় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে মনিটরিং সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

৭। প্রত্যেক উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও সহযোগিতা করার জন্য উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (উনফেক) রয়েছে। বাস্তবে উনফেক সভা নিয়মিত হয় না এবং প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং করে না। প্রকল্প কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য উনফেককে আরো আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

৮। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন না করলে সেক্ষেত্রে ভাড়া বাবদ মাসিক ৫০০/- টাকা বাড়ীওয়ালকে দেওয়ার বিধান থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় বাড়ীওয়ালাকে কোন ভাড়া পরিশোধ করে না অথবা সামান্য পরিমাণ পরিশোধ করে। ফলে কেন্দ্র ঘর যথাযথভাবে ব্যবহার করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৯। প্রতি মাসে জিও এনজিও সমম্বয় সভা হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প মেয়াদের শেষ দিকে নিয়মিত সমম্বয় সভা হয়নি। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়মিত সমম্বয় সভা করা প্রয়োজন।

১০। প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ধাপে যে পরিমান টাকা প্রয়োজন তা অনেক সময় যথাসময়ে প্রকল্প অফিস থেকে ছাড় করা হয় না। প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন।

১১। প্রকল্পের অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে রিসোর্স পার্সন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পাঠদান করতে চায় না

Dhaka University Institutional Repository

১২। প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান করার জন্য যে সকল রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেয়া হয় অধিকাংশ কেন্দ্রেই তারা অনিয়মিত থাকেন।

১৭। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় তা উনফেক কর্তৃক অনুমোদন নিতে হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উনফেকের সভাপতি হওয়ায় তার প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অথবা অন্য কোন কারণে অনুমোদন দিতে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করেন। শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠদান কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য উনফেক কর্তৃক নিয়মমত রিসোর্স পার্সনদের তালিকার অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

১৮। রিসোর্স পার্সন হিসাবে যে সকল লোক নিয়োগ দেয়া হয় তারা প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ পান না। রিসোর্স পার্সনদের প্রকল্প থেকে যে পরিমান অর্থ দেওয়ার নির্দেশ আছে সে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে রিসোর্স পার্সন আরো আন্তরিক হবেন।

১৯। প্রকল্প কার্যক্রম প্রকল্পের পক্ষ থেকে আরো নিবীড়ভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষা কেন্দ্র নিয়মিত মনিটরিং করা হয় না।

২০। সিএমসি সভা নিয়মিত হয় না। সদস্র সচিব সিএমসি সভা করার জন্য সদস্যদের আমন্ত্রণ জানায় না। সদস্য সচিবসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে সিএমসি সভা করার আগ্রহ অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় না। সিএমসি সভা নিয়মিত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বাড়ান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

১। কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যে সকল স্টেক হোল্ডার আছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যারা প্রতি ১৫ দিন পর পর সমন্বয় সভা করে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২। স্টেক হোল্ডার কর্মকর্তাদের সৎ ও আন্তরিক হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে প্রকল্পের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩। প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। মনিটরিং কমিটি কার্যক্রম মনিটরিং করে উপজেলা সমন্বয় সভায় রিপোর্ট দাখিল করবেন।

৪। প্রকল্প কর্মকর্তা বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায় বার বার বদলি করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। এ প্রকল্প মেয়াদে ৬ বার প্রকল্প পরিচালক বদলি করা হয় যাহা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে।

৫। প্রকল্পের যে সকল গাড়ি আছে তা প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের টীম লিডারের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ি বিভাগীয় অফিসে দিতে হবে।

৬। প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে বিভাগীয় দল, পিমু অফিসের কর্মকর্তা, ইউপিও এবং মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট কর্তৃক আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তুতকৃত মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সার্ভিস চার্জ না দেয়ায় তারা সততার সাথে কাজ করতে পারে না।

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য নির্বাচিত মনিটরিং সংস্থার শাখা অফিস, অবশ্যই কর্ম এলাকায় থাকতে হবে। ইউপিও-কে কর্ম এলাকায় অবস্থান করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার জন্য কেন্দ্রের উপকরণ যথাসময়ে সরবারহ নিশ্চিত করতে হবে।

১০। উপকরণের মান নিশ্চিত করার জন্য খরচ বিবরনীতে প্রতিস্বাক্ষরের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্পের কর্মকর্তাকে আরো আন্তরিক ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১১। উপকরণ নষ্ট হলে তা মেরামতের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে যাতে কোন উপকরন নষ্ট হলে মেরামত করে কাজে লাগান যায়। বর্তমানে প্রকল্পের উপকরণ মেরামত করার জন্য কোন বরাদ্দ নাই।

১২। প্রকল্প থেকে ইউপিওদের জন্য সরবারহকৃত মটর সাইকেল ও কম্পিউটার অবশ্যই ইউপিও এর অফিসে ব্যবহার করতে হবে।

১৩। শিক্ষা কেন্দ্র সরবারহকৃত উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দিতে হবে।

১৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আকর্ষণীয় করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করে পাঠদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন সহায়ক সহায়িকাকে পাঠদান করান যাবে না।

১৫। নতুন নিয়োগকৃত সহায়ক / সহায়িকাকে মাষ্টার ট্রেনার দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষত করে ৬ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকদেরকে কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

১৬। মাষ্টার ট্রেনার হিসেবে যারা প্রশিক্ষণ নিবেন কেবনমাত্র সে সকল মাষ্টার ট্রেনার দ্বারা সহায়ক / সহায়িকা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মাষ্টার ট্রেনার হিসাবে সংস্থা যাদের মনোনয়ন দিবে তারা সংস্থার নিজস্ব নিয়োগকৃত লোক হতে হবে।

১৭। ৯ মাসের একটি কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরপরই আবার পরবর্তী ৯ মাসের কর্মসূচি শুরু করতে হবে। একটি কর্মসূচি শেষ হওয়ার ২/১ মাসের মধ্যে পরবর্তী কর্মসূচি শুরু না হলে কেন্দ্রে উপকরণ সংরক্ষণ, কেন্দ্র ঘর সংরক্ষণসহ নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মান ভাল করার জন্য নির্বাচিত সংস্থাকে স্ব স্ব এলাকায় কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। যে সকল সংস্থা ভাল মান সম্মত কাজ করবে না তাদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজ না দিয়ে বরং যারা ভাল কাজ করবে তাদের দ্বারা কাজ করালে তারা ভাল কাজ করতে উৎসাহ পাবে।

২০। যে এলাকায় মাইক্রো ক্রেডিটের কাজ করছে সেই এলাকার জন্য সেই সংস্থা নির্বাচন করলে কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়বে।

২১। ইউনিয়ন থেকে বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, পেশাজীবিদের নিয়ে সভা সেমিনার করে গণশিক্ষার গুরুত্ব বাড়ান প্রয়োজন।

২২। সরকারী বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতায় যেমন ভিজিএফ কার্ড, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদানে বয়স্ক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

২৩। শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করলে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে আগ্রহ বাড়বে।

২৪। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তার মাসিক নির্ধারিত হারে কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করতে হবে।

২৫। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের শূণ্য পদে নিয়োগ দান করতে হবে।

২৬। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) এর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে হবে এবং তাদের ভূমিকা কি সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

২৭। রিসোর্স পার্সন হিসাবে বাস্তবায়নকারী সংস্থায় কর্মরত কোন লোককে নির্বাচিত করা যাবে না।

২৮। প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সময় নেয়া সিদ্ধান্তের বা নির্দেশনার মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে। এক এক সময় এক এক রকম সিদ্ধান্ত দিলে মাঠ পর্যায়ে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

২৯। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সমন্বয় সভা প্রতি মাসে একবার করতে হবে। সভার রেজুলেশন জেলা, বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

৩০। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন নিয়ে রিসোর্স পার্সনদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং অনুমোদনকৃত রিসোর্স পার্সনদের তালিকা শিক্ষা কেন্দ্রে টানিয়ে রাখতে হবে।

৩১। রিসোর্স পার্সনদের পাঠদানের বিষয়বস্তুর নোট সংগ্রহ করে তা শিক্ষা কেন্দ্রে সংরক্ষন করতে হবে, যাহাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পড়ে নিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩২। সিএমসি সভা নিয়মিত করে যথাযথভাবে রেজুলেশন করে উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর করিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষনে করতে হবে।

৩৩। সিএমসি সভায় আপ্যায়ন করার জন্য বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

৩৪। প্রশিক্ষণার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে । এনজিও তার সুবিধামত ট্রেড চাপিয়ে দিলে তা ফলপ্রসূ হবে না।

৩৫। প্রশিক্ষণ উপকরণ যথাযথভাবে ক্রয় করে যথাসময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হতে দিতে হবে।

৩৬। প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপস্থিতি রোধ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ছোট ছোট দল গঠন করতে হবে। তারা পরস্পর পরস্পরকে ডেকে যথাসময়ে কেন্দ্রে নিয়ে আসবে।

৩৭। রিসোর্স পার্সন নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দিতে হবে। একই লোক দ্বারা বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ দিলে সে প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না।

৩৮। প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে তা বাস্তবায়নে সকলের আগ্রহ থাকবে।

৪৯। সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়নে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়।

৪০। একই লোক দ্বারা একাধিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে না। প্রত্যেক ট্রেডের জন্য ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষিত রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দিতে হবে। রিসোর্স পার্সন নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় ঃ	
১.১.১ পটভুমি	০১
১.১.২ উপমহাদেশে শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস	০৪
১.১.৩ বৈদিক যুগ	০৪
১.১.৪ বৌদ্ধ যুগ	০৬
১.১.৫ সুলতানি আমল	০৭
১.১.৬ মুঘল আমল	০৭
১.১.৭ ইংরেজ আমল	০৮
১.১.৮ পাকিস্তান আমল	১০
১.১.৯ বাংলাদেশ আমল	১১
১.১.১০ একনজরে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১	১৫
১.১.১১শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশক	১৮
১.২.১ শিক্ষা	২৫
১.২.২ মান সম্মত শিক্ষা	২৬
১.২.৩ মৌলিক শিক্ষা	২৬
১.২.৪ সাক্ষরতা	২৭
১.২.৫ ব্যবহারিক সাক্ষরতা	২৯
১.২.৬ বয়স্ক সাক্ষরতা	২৯
১.২.৭ শিক্ষার ধারা	৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.২.৮ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা	৩০
১.২.৯ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	৩১
১.২.১০ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	৩১
১.২.১১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পটভূমি	৩৩
১.২.১২ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পার্থক্য	৩৪
১.২.১৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃতি	৩৫
১.২.১৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ	৩৬
১.২.১৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট	৩৬
১.২.১৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত	৩৭
১.২.১৭ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি	৩৭
১.৩.১ শিখন	৫১
১.৩.২ শিখন ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য	৫১
১.৪.১ ব্যবস্থাপনা	৫২
১.৪.২ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৫৪
১.৪.৩ কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবস্থাপনা	৫৬
১.৪.৪ প্রাচীন সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা	৫৭
১.৪.৫ ব্যবস্থাপনার কম্পিউটার যুগ	৭৮
১.৪.৬ ব্যবস্থাপনার সূত্রবলী বা মূলনীতিসমূহ	৭৮
১.৪.৭ ব্যবস্থাপনার প্রকারভেদ	৮১
১.৫.১ সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	৮৩
১.৫.২ অভীষ্ট জনগোষ্ঠী	৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
১.৫.৩ কুশলী		৮৮
১.৫.৪ উপকরণ		৮৯
১.৫.৫ পদ্ধতি		১০১
১.৫.৬ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া		১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গবেষনা সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১	মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এবং ব্র্যাকের অব্যাহত শিক্ষার পরীবিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ।	১১৩
২.২	এডুকেশন ওয়াচ ২০০২, বাংলাদেশ সাক্ষরতা, প্রয়োজন নতুন ভাবনার, পরিচালনায় ঃ গণ সাক্ষরতা অভিযান ।	১১৯
২.৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা নিরূপণ ।	১২২
২.৪	বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা নিরূপণ ।	১২৫
২.৫	সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পাইলট প্রকল্পের উপর গবেষণা	১২৮
২.৬	মহিলাদের ক্ষমতায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলপ্রসূতার উপর একটি গবেষণা ।	১৩০
২.৭	আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মৌলিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ।	১৩২
২.৮	ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জন ।	১৩৬
২.৯	বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) ভূমিকা	১৩৯
২.১০	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে প্রশিকার ভূমিকা	১৪১
২.১১	The neglected outpost : a closer look at rural school in Bangladesh	১৪৪
২.১২	পল্লী এলাকার সাক্ষরতা ঃ এনএফইভূক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র	১৪৬
২.১৩	পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের প্রভাব	১৪৮
২.১৪	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১৫০

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
তৃতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণা পদ্ধতি	
৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য	১৫৭
৩.২ যৌক্তিকতা	১৫৮
৩.৩ গবেষণার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী	১৫৯
৩.৪ প্রশ্নমালা তৈরী	১৬০
৩.৫ নমুনায়ন পদ্ধতি	১৬০
৩.৬ তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া	১৬৩
৩.৭ টেবুলেশন	১৬৬
৩.৮ তথ্যের মান যাচাই	১৬৭
৩.৯ সীমাবদ্ধতা	১৬৭
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ফলাফল বিশ্লেষণ	
৪.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক / সহায়িকাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত	১৭০
৪.২ বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য	২১৩
৪.৩ প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য	২৬৩
৪.৪ সিএমসি সদস্যদের কাছ থেকে মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য	২৯৬
৪.৫ Focus Group Discussion এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য	৩১৭
পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার ও সুপারিশমালা	
উপসংহার	৩২১
৫.১.১সময়সীমা	৩২২
৫.১.২ সংস্থা নির্বাচন	৩২২
৫.১.৩ জনবল	৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৫.১.৪ আসবাবপত্র ও মেশিন	৩২৩
৫.১.৫ পরিবীক্ষণ সংস্থা	৩২৩
৫.১.৬ কর্মনিষ্ঠা	৩২৪
৫.১.৭ প্রশিক্ষণ	৩২৪
৫.১.৮ সমন্বয় সভা	৩২৪
৫.১.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৩২৪
৫.১.১০ আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩২৫
৫.১.১১ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৩২৬
৫.১.১২ শিক্ষার্থী	৩২৬
৫.১.১৩ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩২৭
৫.১.১৪ গ্রুপ ছবি, সাইন বোর্ড, নোটিশ বোর্ড	৩২৭
৫.১.১৫ কেন্দ্র ঘর ও কেন্দ্র উপকরণ	৩২৭
৫.১.১৬ এলাকা নির্বাচন	৩২৮
৫.১.১৭ সহায়ক / সহায়িকা নিয়োগ	৩২৮
সুপারিশমালা	
৫.২.১ কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৩৩১
৫.২.২ উপকরণ	৩৩৩
৫.২.৩ প্রশিক্ষণ	৩৩৫
৫.২.৪ সংস্থা নির্বাচন	৩৩৬
৫.২.৫ প্ররোচনা ও প্রনোদনা	৩৩৭
৫.২.৬ কেন্দ্র স্থাপন	৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং

৫.২.৭ কার্যক্রম মনিটরিং ৩৩৮

৫.২.৮ জনবল নিয়োগ ৩৩৯

৫.২.৯ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ৩৪০

৫.২.১০ দলগঠন ও ট্রেড নির্বাচন ৩৪১

৫.২.১১ বিনোদন ৩৪১

৫.২.১২সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ৩৪২

৫.২.১৩ উনফেক ৩৪২

৫.২.১৪ লিংকেজ ৩৪৩

৫.২.১৫ রিসোর্স পার্সন ৩৪৩

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৪

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট--১ : মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর কারিকুলাম ৩৪৭

পরিশিষ্ট--২: কারিকুলামের আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৩৪৮

পরিশিষ্ট--৩ : *বিভিন্ন কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী* ৩৫০

পরিশিষ্ট--৪ : প্রকল্পের বিভিন্ন অফিস ও শাখার কার্যাবলী ৩৫৫

পরিশিষ্ট--৫ : কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণকারী এনজিও নির্বাচন ৩৫৮

পরিশিষ্ট--৬ : ট্রেডসমূহ ৩৭৪

পরিশিষ্ট--৭ : অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ ৩৭৮

পরিশিষ্ট--৮ *: আর্থিক ব্যবস্থাপনা* ৩৮২

পরিশিষ্ট--৯ *: অনিয়ম* ৩৮৫

পরিশিষ্ট--১০ : মতামত জরীপের জন্য তৈরীকৃত প্রশ্নমালা ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলসমূহের তালিকা

টেবিলের নম্বর	টেবিলের তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
টেবিল নং- ১.১	উপমহাদেশে শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস	০৪
টেবিল নং- ১.২	শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশক	১৮
টেবিল নং- ১.৩	প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	২১
টেবিল নং- ১.৪	১৫ বছর এবং তদ্দোর্ধ বয়সের সাক্ষরতার হার	২১
টেবিল নং- ১.৫	২০০১ সালের বয়স্ক সাক্ষরতার হার	২৩
টেবিল নং- ১.৬	আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পার্থক্য	৩৪
'টেবিল নং- ১.৭	শিখন ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য	৫১
টেবিল নং- ১.৮	শিক্ষা ও লেখাপড়ার মধ্যে পার্থক্য	৫১
টেবিল নং- ৩.১	উত্তরদাতাদের পরিচিতি	১৬২
টেবিল নং- ৪.১	শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকাদের পরিচিতি	১৭০
টেবিল নং- ৪.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম	১৭৩
টেবিল নং- ৪.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	১৭৫
টেবিল নং- ৪.৪	প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	১৭৬
টেবিল নং-৪.৫	শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান	১৭৮
টেবিল নং- ৪.৬	প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ	১৭৯
টেবিল নং- ৪.৭	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়ক/সহায়িকা	১৮১
টেবিল নং- ৪.৮	সহায়ক/সহায়িকার প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা	১৮২
টেবিল নং- ৪.৯	সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক সম্মানী পাওয়া	১৮৩
টেবিল নং- ৪.১০	মাসিক সম্মানীর পরিমাণে প্রতিক্রিয়া	১৮৫
টেবিল নং- ৪.১১	ইউপিওদের নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন	১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের নম্বর	টেবিলের তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
টেবিল নং- ৪.১২	কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিওদের সহযোগিতা	১৮৮
টেবিল নং- ৪.১৩	শিক্ষা কেন্দ্রর সমস্যা সংস্থাকে অবহিতকরণ	১৯০
টেবিল নং- ৪.১৪	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগিতা	১৯১
টেবিল নং- ৪.১৫	রিসোর্স পার্সনদের নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠদান সম্পর্কে মতামত	১৯২
টেবিল নং- ৪.১৬	রিসোর্স পার্সন নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ	১৯৪
টেবিল নং- ৪.১৭	শিক্ষা কেন্দ্রের কাগজপত্র নিয়মিত সংরক্ষণ করা	১৯৫
টেবিল নং- ৪.১৮	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা	১৯৭
টেবিল নং- ৪.১৯	পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ	১৯৮
টেবিল নং- ৪.২০	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা	১৯৯
টেবিল নং- ৪.২১	প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা	২০১
টেবিল নং- ৪.২২	প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি	২০২
টেবিল নং- ৪.২৩	এনজিও প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিদের পরিচিতি	২১৩
টেবিল নং- ৪.২৪	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলা	২১৫
টেবিল নং- ৪.২৫	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ	২১৬
টেবিল নং- ৪.৬	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ	২১৭
টেবিল নং- ৪.২৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা	২১৯
টেবিল নং- ৪.২৮	কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহযোগিতার পর্যাপ্ত	২২১
টেবিল নং- ৪.২৯	প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা সংক্রান্ত মতামত	২২৩
টেবিল নং- ৪.৩০	নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় না করার কারণ	২২৪
টেবিল নং- ৪.৩১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	২২৫
টেবিল নং- ৪.৩২	গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া সংক্রান্ত মতামত	২২৬

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের নম্বর	টেবিলের তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
টেবিল নং- ৪.৩৩	প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা	২২৮
টেবিল নং- ৪.৩৪	ঝরে পড়া রোধ করার উপায়	২২৯
টেবিল নং- ৪.৩৫	ঝরে পড়ার সংখ্যা কম হওয়ার কারণ	২৩০
টেবিল নং- ৪.৩৬	শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান	২৪০
টেবিল নং- ৪.৩৭	বেসরকারী সংস্থায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা	২৪১
টেবিল নং- ৪.৩৮	নিয়মিত উনফেকের সভা ঃ	২৪৩
টেবিল নং- ৪.৩৯	প্রকল্প দ্বারা লক্ষ্য দলের উপকৃত হওয়া	২৪৫
টেবিল নং- ৪.৪০	প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আয় বৃদ্ধি	২৪৬
টেবিল নং- ৪.৪১	অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা	২৪৭
টেবিল নং- ৪.৪২	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা	২৪৯
টেবিল নং- ৪.৪৩	ভবিষ্যতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা	২৫০
টেবিল নং- ৪.৪৪	মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম	২৫১
টেবিল নং- ৪.৪৫	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময় প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা	২৫৩
টেবিল নং- ৪.৪৬	অর্থ ছাড় না করার কারণ	২৫৪
টেবিল নং- ৪.৪৭	প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত	২৫৫
টেবিল নং- ৪.৪৮	প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলীতে প্রকল্প কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে	২৫৬
টেবিল নং- ৪.৪৯	প্রকল্প কর্মকর্তাদের পরিচিতি	২৬৩
টেবিল নং- ৪.৫০	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলা	২৬৪
টেবিল নং- ৪.৫১	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ	২৬৫
টেবিল নং- ৪.৫২	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ	২৬৬
টেবিল নং- ৪.৫৩	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা	২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের নম্বর	টেবিলের তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
টেবিল নং- ৪.৫৪	প্রকল্পে জনবল গাড়ী যন্ত্রপাতি অপ্রতূলতা	২৬৯
টেবিল নং- ৪.৫৫	জনবল গাড়ী যন্ত্রপাতির অপ্রতূলতার কারণ	২৭০
টেবিল নং- ৪.৫৬	সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয়	২৭১
টেবিল নং- ৪.৫৭	নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয় না করার কারণ	২৭২
টেবিল নং- ৪.৫৮	এনজিওদের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি	২৭৩
টেবিল নং- ৪.৫৯	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	২৭৪
টেবিল নং- ৪.৬০	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	২৭৬
টেবিল নং- ৪.৬১	প্রকল্প থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া	২৭৭
টেবিল নং- ৪.৬২	শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা	২৭৮
টেবিল নং- ৪.৬৩	শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ঝরে পড়া রোধ করার উপায়	২৭৯
টেবিল নং- ৪.৬৪	শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ঝরে পড়া সংখ্যা কমের কারণ	২৮০
টেবিল নং- ৪.৬৫	শিক্ষা কেন্দ্রে উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা	২৮১
টেবিল নং- ৪.৬৬	শিক্ষা কেন্দ্র সরবরাহকৃত উপকরণের মান	২৮২
টেবিল নং- ৪.৬৭	সরবরাহকৃত উপকরণের মান খারাপ হওয়ার কারণ	২৮৩
টেবিল নং- ৪.৬৮	প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতনতা	২৮৪
টেবিল নং- ৪.৬৯	প্রকল্প কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা	২৮৫
টেবিল নং- ৪.৭০	প্রকল্পের লক্ষ্যদলের এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হওয়া	২৮৬
টেবিল নং- ৪.৭১	বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম	২৮৭
টেবিল নং- ৪.৭২	প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বাড়িয়ে	২৮৮
টেবিল নং- ৪.৭৩	ভবিষ্যতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা	২৮৯
টেবিল নং- ৪.৭৪	মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম	২৯০

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের নম্বর	টেবিলের তালিকা	পৃষ্ঠা নম্বর
টেবিল নং- ৪.৭৫	প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা	২৯১
টেবিল নং- ৪.৭৬	সিএমসি সদস্যদের পরিচিতি	২৯৬
টেবিল নং- ৪.৭৭	পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কার্যক্রম	২৯৮
টেবিল নং- ৪.৭৮	প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা	২৯৯
টেবিল নং- ৪.৭৯	সিএমসি কমিটির সদস্য হিসাব কার্যক্রম পরিচালনা করা	৩০১
টেবিল নং- ৪.৮০	সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ করে রেজুলেশন করা	৩০২
টেবিল নং- ৪.৮১	সভায় অংশ গ্রহণ না করার কারণ	৩০৩
টেবিল নং- ৪.৮২	শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান	৩০৪
টেবিল নং- ৪.৮৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহায়ক/সহায়িকা	৩০৫
টেবিল নং- ৪.৮৪	সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান	৩০৭
টেবিল নং- ৪.৮৫	শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান করার কারণ	৩০৮
টেবিল নং- ৪.৮৬	শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ	৩০৯
টেবিল নং- ৪.৮৭	সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক ভাতা পাওয়া	৩১০
টেবিল নং- ৪.৮৮	সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক ভাতা না পাওয়ার কারণ	৩১১
টেবিল নং- ৪.৮৯	সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক ভাতার পরিমাণের সন্তুষ্টি	৩১২
টেবিল নং- ৪.৯০	আয় বৃদ্ধি করতে পারা প্রশিক্ষণার্থীদের শতকরা হার	৩১৪
টেবিল নং- ৪.৯১	সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যা	৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

আদ্যক্ষরা

AD	-	Assistant Director
BBS	-	Bangladesh Bureau of Statistics
BIDS	-	Bangladesh Institute of Development Studies
BNFE	-	Bureau of Non Formal Education
BRAC	-	Bangladesh Rural Advancement Committee
CE	-	Continuing Education
CMC	-	Center Management Committee
DD	-	Deputy Director
DNFE	-	Directorate of Non Formal Education
DNFEC	-	District Non Formal Education Committee
DT	-	Divisional Team
DTL	-	Divisional team Leader
DTM	-	Divisional Team Member
FGD	-	Focus Group Discussion
GO	-	Government Organization
MA	-	Monitoring Associate
NGO	-	Non Government Organization
PACE	-	Post Primary Basic and Continuing Education
PD	-	Project Director
PGM	-	Participant Generated Material
PIMU	-	Project Implement & Management Unit
PL	-	Post Literacy
PLCE	-	Post Literacy and Continuing Education
PLCEHD-1	-	Post Literacy and Continuing Education for Human Development-1
PO	-	Program Officer
PP	-	Project Proposal
RLM	-	Real Learning Material
SDC	-	Swidis Development Co-operation
SMC	-	School Management Committee
SOE	-	Statement of Expenditure
TEO	-	Thana Education Officer
TLM	-	Total Literacy Movement
ToR	-	Terms of Reference
TS	-	Technical Specialist
UNFEC	-	Upazila Non Formal Education Committee
UNO	-	Upazila Nirbahi Officer
UPO	-	Upazila Program Officer
VIDA	-	Village Integrated Development Association
WB	-	World Bank

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভুমিকা ঃ বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস

পটভুমি

বাংলাদেশে দারিদ্র ও নিরক্ষরতা এক সূত্রে গাঁথা। একটি আর একটির কারণ ও ফলাফল। যে কোন উন্নতির কথা বলি না কেন সব ধরনের উন্নতির জন্য প্রয়োজন মানব সম্পদের। মানবকে মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্যও প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। মানবকে মানব সম্পদে রূপান্তর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে বিশেষ করে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী দেশ ব্যাপী বিস্তার করার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ১৯৭২ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন' নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০ সালে MEP (Mass Education Programme) চালু করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এটি বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৮৭ সালে পুনরায় কার্যক্রম হয়। ১৯৯০ সালে APPEAL এর উদ্যোগে থাইল্যান্ডের জমতিয়ানে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ এ কর্মসূচীতে একত্মতা প্রকাশ করে। ১৯৯১ সালে সরকার সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) গ্রহণ করে। ১৯৯১-১৯৯৭ সময়ে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের আওতায় ১৬.৭ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তবে এ প্রকল্পের আওতায় ২৪.৭ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম ছিল সারাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অবকাঠামো নির্মাণ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে ইনফেপ প্রকল্প কার্যালয়কে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে সারাদেশে অত্যন্ত সংগঠিত আকারে গণশিক্ষার বিস্তার ঘটে।

প্রকৃত অর্থে ১৯৯৫ সাল থেকেই সারাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নেতৃত্বে গণশিক্ষার একটি সুসংহত আন্দোলন শুরু হয় এবং ৩৪৫.৫৪ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১২৭৬.৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ ৪টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১ এবং প্রকল্প-২ এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প-৩ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং প্রকল্প-৪ আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প ৪ এর মাধ্যমে TLM (Total Literacy Movement) কার্যক্রম পরিচালিত হত। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে একদিকে কয়েকশত বেসরকারী সংস্থার নেতৃত্বে সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকারি অর্থায়নে ও কারিগরী সহায়তায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) শীর্ষক সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,৭৮,০৭,৭৭৫ জন নিরক্ষর ব্যক্তি মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে মৌলিক সাক্ষরতা কোর্সের সাথে সীমিত আকারে তিন মাসের সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী ব্যবস্থা ছিল। অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসাবে সারাদেশে ৯৩৫ টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রতিবেদন ও মতবিনিময় সভার আলোচনা থেকে এ সত্য বের হয়ে এসেছে যে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার উক্ত ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী ও কর্মসংস্থান/স্বকর্মসংস্থানমূলক করা না গেলে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হবে না এবং সর্বোপরি তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করাও সম্ভব হবে না।

এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা "মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১" নামে একটি নতুন, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করে। মূল প্রকল্প ছক অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জানুয়ারী ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ৫ বছর, যা পরিবর্তিত অনুমোদিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী ২ বৎসর বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত দাঁড়ায় এবং পরবর্তিতে আরো ১ বছর প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত করা হয়।

২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ একটি পূর্ণ মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দূনীতির দায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়। এ পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি স্থায়ী বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নীতিগত রূপরেখা প্রণয়নে উদ্যোগী হয় এবং মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর সহায়তায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতদানুসারে এপ্রিল ২০০৫ মাসে "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE)" নামে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপিত হয় এবং ডিসেম্বর ২০০৫ মাসে জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রবর্তিত হয়। উক্ত নীতি অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুবকদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপার্জনমুখী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

সরকার জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য TLM চালু করেছিল। এই TLM বাস্তবায়িত হয়েছিল জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে। TLM কর্মসূচী দ্বারা বাংলাদেশের ৬টি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়। জেলা ৬টি হলো রাজশাহী, জয়পুরহাট, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, লালমনিরহাট ও গাজিপুর। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর তখন একের পর এক জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা পায়। এক দশক যেতে না যেতেই এ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্ত হয়। TLM কে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে এর বিরোধীতা করতে থাকে অর্থাৎ TLM কে অনেকেই অর্থের অপচয় বলেছেন। বর্তমানে PLCEHD-1 প্রকল্পটি সরকার বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা পেয়ে আসছে এবং দাতা সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংকও কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এ প্রকল্পের সফলতা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় অন্য কোন প্রকল্প আসবে কি না। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থ বহন করে। তাই এ প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা করে কোথায় কোন জাতীয় সমস্যা আছে সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা বের করা গেলে একদিকে এ প্রকল্প উপকৃত

Dhaka University Institutional Repository

হবে অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রকল্প প্রণেতারা বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণও এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনা করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করতে পারবেন ।

উপমহাদেশে শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস ঃ

প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল এক বিশাল ঐতিহ্য । এ অঞ্চলে জন্ম নেন অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি যাদের আলোতে আলোকিত হয়েছিল এ উপমহাদেশ । আমেরিকা, ইউরোপ প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল অনেক পিছিয়ে আর এ উপমহাদেশে তখন ছিল শিক্ষার স্বর্ণযুগ ।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আজ আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি আর এগিয়ে গিয়াছে আমেরিকা, ইউরোপ । আজ পশ্চিমা দেশগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করে উন্নত জীবন যাপন করছে । উপমহাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাসকে আলোচনার সুবিধার্থে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

টেবিল নং- ১.১ ঃ উপমহাদেশে শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস ঃ

ক.	বৈদিক যুগ	: (১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব-৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
খ.	বৌদ্ধ যুগ	: (৫৭০ খ্রিষ্টপূর্বে বুদ্ধ জন্ম গ্রহন করেন এবং ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এসে সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটে ।)
গ.	সুলতানি আমল-মুঘল আমল	: (১৩৩৬-১৭৩৮)
ঘ.	ইংরেজ আমল	: (১৭৫৭-১৯৪৭)
ঙ.	পাকিস্তান আমল	: (১৯৪৭-১৯৭১)
চ.	বাংলাদেশ আমল	: (১৯৭১-অদ্যাবধি

উৎস ঃ সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

ক) বৈদিক যুগ ঃ

বৈদিক যুগে শিক্ষার মুলত অধিকার সংরক্ষিত ছিল ব্রাক্ষ্মণ সমাজের জন্য । ব্রাক্ষ্মণ সমাজের পুত্র সন্তানেরা শিক্ষক বা গুরুর গৃহে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহন করত । শিক্ষাথীরা গুরু গৃহে বছরের পর বছর অবস্থান করে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা অর্জন করত। শিক্ষার পাশাপাশি গুরুগৃহের যাবতীয় কাজকর্মে অংশগ্রহন করত। তখন গুরুগৃহকে চর্তুপাঠী বলা হতো। চর্তুপাঠীতে ঋগবেদ, সামবেদ,যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ এবং ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি ও দর্শন এই সকল শাস্ত্র পড়ান হতো। সাধারণত গুরুদেব বা শিক্ষকরা সন্যাসী চরিত্রের ছিলেন এবং পাহাড় জংগলে বসবাস করতেন।

বৈদিক যুগে রাজবংশ ও ক্ষত্রিয়দের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য আর এক ধরনের শিক্ষা ছিল যাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বলা হতো। রাজপরিবারের এবং ক্ষত্রিয় বংশের পুত্র সন্তানগণ এ বিদ্যায় অংশগ্রহন করে দেহবল ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হতো।

মৌর্য বংশসহ অন্যান্য রাজবংশ কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে উচ্চ বিত্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়।

সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক সমাজ তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করার জন্য এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যাদেরকে বলা হয় পাঠশালা। এ পাঠশালা শাসক শ্রেণীর সহায়তা ছাড়াই এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। এ পাঠশালায় যারা শিক্ষক হতেন তারা সাধারণত ঐ সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ আছে এমন সব বিষয় এ সকল পাঠশালায় পড়ালেখা করানো হতো।

এ প্রতিষ্ঠান এতই নমনীয় প্রকৃতির ছিল যে কখনও ভালভাবে চলত আবার কখনও বন্ধ থাকত। এ পাঠশালার সুনিদিষ্ঠভাবে ছিল না কোন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই।

এ সময়ে সমাজের বৃহৎ অংশ ছিল বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী অর্থাৎ সমাজের সব থেকে নিন্মমানের শ্রেণী ছিল এরা। এদের শিক্ষার কোনও অধিকার ছিল না। এমনও উদাহরণ ছিল যে কোন শূদ্র সম্প্রদায়ের লোক চুপিসারে শাস্ত্র আলোচনা শুনলে তার কানে গরম লাক্ষা ঢেলে দিয়ে বধির করে দেয়া হত। ফলে সমাজের একটা বৃহৎ

Dhaka University Institutional Repository

অংশ লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছিল। নিচু শ্রেণীর অর্থাৎ গরীবরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে এবং সব শ্রেণীর নারীরা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে দারুনভাবে পিছিয়ে।

এক কথায় বলা যায় এ যুগে সমাজের উচ্চস্তরের পুত্র সন্তানেরা লেখাপড়া করার পর্যাপ্ত সুযোগ পায় কিন্তু নারীরা পিছিয়ে থাকে এবং খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ লেখাপড়ার অধিকার থেকে ছিল একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

খ) বৌদ্ধ যুগ ঃ

গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাবের সময় শিক্ষা জগতে আসে এক নতুন দিগন্ত। বৌদ্ধ বিহারগুলো শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই এসকল বিহারে শিক্ষাদান করাতেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল মুক্তি বা নির্বান লাভ বা বনে প্রস্থ। সকল মানুষের জন্যই এ সময়ে শিক্ষার আহবান জানানো হয় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বৌদ্ধ দেবের ৮টি মূলবানী সম্বলিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত।

যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাদান করাতেন তারা ছিলেন নিঃস্বার্থ নির্লোভ আন্তরিক কর্মঠ ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপের উর্ধ্বে। তাদের আন্তরিকতায় এবং ধর্মপরায়ন নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে অন্যতম হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। এছাড়াও ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার, সোমপুর বৌদ্ধবিহার , পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত ছিল।

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ যুগে দুই ধারার শিক্ষা ছিল। সাধারাণ মানুষের জন্য ছিল টোল নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সাধারণ মানুষের সন্তানেরা বিদ্যার্জন করত। আর অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত হতো বৌদ্ধ বিহার। যেখানে শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর সন্তানেরা বিদ্যা অর্জন করত।

Dhaka University Institutional Repository

গ) সুলতানি আমল ঃ

সুলতানি আমলে সুলতানদের পৃষ্টপোষকতায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মধ্যযুগে অনেক সুলতান ছিলেন যারা নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন ও জ্ঞান চর্চায় সহায়তা করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইলতুৎমিশ, আলাউদ্দিন খিলজি প্রমুখ। পবিত্র ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে, নামাজ শেষ করার পরপরই কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড় এবং খোদার নেয়ামতের সন্ধান কর। সুলতানি আমলের শিক্ষা কেন্দ্রে এ মতামতের প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ এ সময়ের শিক্ষা কেন্দ্র গুলিতে ধর্মীয় বিষয়ের সংগে কর্মকুশলতার বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হত।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পরে বিভিন্ন আউলিয়া ও সাধকগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এ সময়ে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ফিরোজ শাহ্, হুসেন শাহ্, শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তাদের আমলকে বাংলাভাষার এক সুবর্ণযুগ হিসাবে ইতিহাসে খ্যাত। তৎকালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন দরবেশ এবং আউলিয়া কর্তৃক।
২. জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলোতে শিক্ষা দেয়া হতো ধর্মীয় শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ উপযোগী বিষয়াদি।
৩. রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলোতে বাংলাভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত।

ঘ) মুঘল আমল ঃ

অনেকে মনে করেন মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২ ধরনের ধারা ছিল। সাধারণ রাজন্যবর্গ ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রাসা। এখানে শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা ও ফারাসী ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

পড়ালেখা করত। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত গরীব সাধারণ জনগন প্রতিষ্ঠা করেছিল মক্তব যেখানে বাংলা ও আরবী ভাষায় পড়ালেখা হতো। তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষা নেয়া হতো আরবী ও ফারসী ভাষায়। তাই মক্তবে লেখাপড়া অপেক্ষা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার বেশী সুযোগ পেত।

মুঘল বাদশাহ্দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিক্ষানুরাগী বিশেষ করে হুমায়ুন, আকবর ও আরঙ্গজেব ছিলেন শিক্ষার বিশিষ্ট পৃষ্টপোষক। মুঘল সম্রাটদের আন্তরিকতার কারণে শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটেছিল এবং সাধারণ মানুষ লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিল। অধিকাংশে মসজিদ ও মন্দিরে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

উইলিয়াম এ্যাডামের মতে, 'ঐ সময়ে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের এক একটি বিদ্যালয় ছিল। অন্যদিকে ইউরোপে তখন ছিল এক তমসাচ্ছন্ন যুগ। জনগণের অধিকাংশই ছিল মূর্খ'।

ঙ) ইংরেজ আমল ঃ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ পরাজয়ের পরে শুরু হয় ইংরেজ শাসন। ইংরেজ শাসন আমলে এ অঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয় নাই। তবে বিভিন্ন আমলে গড়ে উঠা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রকম টিকেছিল।

আশ্চার্যের বিষয় হলো এ সময়কালের মধ্যেই ইউরোপে শিক্ষা ক্ষেত্রে আসে ব্যাপক উন্নতি। শিক্ষা বিস্তারের জন্য চার্চগুলি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শিল্প কারখানার মালিকগণ দক্ষ শ্রমিক তৈরীর লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে এতে অতি তাড়াতাড়ি সমগ্র ইউরোপের শিক্ষার ব্যবপক প্রসার ঘটে। ইউরোপ যখন অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার ব্যপক প্রসার ঘটায় তখন বুদ্ধিজীবিরা উপনিবেশগুলোর শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানান।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বলেন, 'ভারতে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ইংরেজদের। না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকবে না। বরং মানব সমাজের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অভিশাপ নিয়েই ইংরেজদেরকে ভারত ছাড়তে হবে।'

১৯০৭-১২ সালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, রামকৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন সূচনা করেন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়ে ইংরেজদের শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজরা এ দেশে শিক্ষা যতটুকু দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়েছে'।

ইংরেজ আমলে শিক্ষার জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগ (১৮৫৪-১৯৪৭)

১৮৫৪ সালঃ এদেশে শিক্ষা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু একটা করা উচিত এ জন্য কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর পক্ষ থেকে ডেসপাচ (Wood's Despatch) প্রেরিত হয়। এতে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা বলা হয় বাস্তবে তারা কোন টাকা ব্যয় করেনি।

১৮৫৫- বাংলাসহ পাঁচটি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৭- কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮২- স্যার উইলিয়াম হান্টার-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট প্রণতি হয়। এ রিপোর্টে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমগ্র জনগনের মধ্যে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে এমন শিক্ষার বিস্তার করা যা তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে এবং নানা পেশার জন্য যোগ্য করে তুলবে। প্রতিটি জেলায় এবং পৌর এলাকায় স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়।

১৮৮৩-৯৩ ঃ এ সময়ে সরকারের আগ্রহের পাশাপাশি সাধারণ জায়গায় নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে মফস্বল জেলাগুলোতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে বিত্তশালীরা বেশ সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০২-০৪ ঃ লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্ট ভারতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

১৯১০-১৩ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য গোপালকৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্ব আন্দোলন করা হয়।

১৯১১ সালে মিঃ গোখলে কর্তৃক আনীত "আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল" সরকার কর্তৃক আগ্রাহ্য হয়।

১৯১৯- দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন শহরাঞ্চলের জন্য পাশ করা হয়।

১৯২১- ভারতীয় মন্ত্রীদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫- খাঁন বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ, হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক প্রমুখ দেশে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৩৮- 'বেংগল রুরাল রিকনস্ট্রাকসন মুভমেন্ট' আসাম ও বংগদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে।

১৯৪৪- সার্জেন্ট কমিটির 'যুদ্ধের শিক্ষার পুনগঠন' বিষয়ক রিপোর্টে ৬-১৪ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের জন্য সার্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

চ) পাকিস্তান আমল ঃ

১৯৪৭ সালে বিট্রিশ ভারত বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি দেশ। ব্রিটিশরা এদেশবাসীকে অপরাপর অধিকারসহ শিক্ষার অধিকার থেকে বরাবরই বঞ্চিত রেখেছে। কিন্তু তার মধ্যেও আবার সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল অধিকতর অবহেলিত। মুসলমান জনগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতা ও বঞ্চনা দূর করার লক্ষ্যে জন্ম নিল স্বাধীন দেশ পাকিস্তান সূচনা লগ্নেই পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলো। ১৯৪৭ সালেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ৬-১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করা হবে।

১৯৫১-এ সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সকল বিদ্যালয় সরকারের আওতাধীনে পরিচালিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২- বাংলা ভাষার দাবীতে ভাষা আন্দোলন হয়। এ সময়ে আকরাম খাঁ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রথমিক শিক্ষা ৪ বছরের পরিবর্তে ৫ বছরের করা হয়।

১৯৫৩-নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রথম জাতীয় উদ্যোগ V-AID (Village Agriculture and Industrial Development) কর্মসূচী চালু হয়।

১৯৫৪- ৫০০০টি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৫৭- আতাউর রহমান কমিশন ও শরীফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯-৬৪- জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট ১০ বছরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। ১৫ বছরের মধ্যে ৮ বছর মেয়াদী করা হবে বলে ঘোষনা করা হয়।

ছ) বাংলাদেশ আমল ঃ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পর থেকেই সরকার, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে শিক্ষার হার বাড়াবার জন্য বা নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

i) বেসরকারী উদ্যোগ ঃ

১৯৭১ সাল- বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংসদ নামক সংস্থাটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় রংপুরের রৌমারী এলাকায় ২৭টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে এবং পরবর্তীতে ঐ এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে যথেষ্ট সফলতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২-৭৬ ঃ ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও জাতীয় তরুন সংঘ সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। রংপুরে স্বনির্ভর আন্দোলন ঠাকুরগাঁয়ের কচুবাড়ি-কৃষ্টপুর গ্রামে টিপসই ছিঃ ছিঃ আন্দোলন পরিচালিত হয়।

১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি' ১৮টি জেলায় ৬৮টি থানায় ১৪০টি অধিভূক্ত এবং ১৮৫টি অন্তবর্তীকালীন শাখার মাধ্যমে ৩২৫টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে। ৭ বছরে এরা প্রায় ১৮০০০ লোককে সাক্ষর করে তোলে।

১৯৭৬-৮০ ঃ দেশীয় কিছু বেসরকারী সংস্থা এবং বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় দেশীয় বেসরকারী সংস্থা যেমন-গণশিক্ষা-ডানিডা, এসএনএসপি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, ভার্ক, গণশিক্ষা সমিতি, বিএলএস সহ অনেক সংস্থা সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১৯৮০-৮৪ ঃ সিসিডিবি, কারিতাস, আরডিআরএস সহ আরো কিছু সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে কার্যক্রম গ্রহণ করে।

১৯৮৫-৮৬ ঃ কারিতাস বাংলাদেশ ফিডার স্কুল কার্যক্রম চালু করে। ব্র্যাক এনএফপিই (উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা) কার্যক্রম চালু করে।

১৯৮৭-৮৯ ঃ ব্র্যাক কিশোর-কিশোরীদের জন্য এনএফপিই (উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা) কার্যক্রম চালু করে।

১৯৯০- সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংস্থা সমূহের সমন্বয়ক হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯১- ব্র্যাক এনএফপিই কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার জন্য ছোট ছোট সংস্থাকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া শুরু করে।

১৯৯২- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের সফলতার কারণে ইউনিসেফ মরিস গ্যাটে এওয়ার্ড প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩- বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার জন্য ।

১৯৯৫- ৩৫০টি বেসরকারী সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্র্যাক অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ।

২০০৫- ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে ।

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ড্রপ আউট ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কোর্স প্রবর্তনের জন্য প্রকল্প গৃহীত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ ভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে ।

ii) সরকারী উদ্যোগ ঃ

১৯৭২ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন' নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার একটি সীমিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে তারা বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদানের জন্য বেশ কয়েকটি পুস্তক- পুস্তিকা রচনা করেন। এই কর্মসূচী খানিকটা অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার একটি গ্রাম কচুবাড়ী কৃষ্টপুরকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর মুক্ত করা হয়। এটিই বাংলাদেশে প্রথম নিরক্ষরতা মুক্ত গ্রাম ।

১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় শিক্ষা বাজাটে ১৮.৮% প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্ব প্রণিত হয়। এ রিপোর্ট প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮ বছর করার সুপারিশ করা হয়।

১৯৮০- ফেব্রুয়ারী মাসে দেশব্যাপী সাক্ষরতা কার্যক্রম বা MEP (Mass Education Programme) উপরাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠিত হয়।

১৯৮২- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ১ জন করে নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮১- প্রাথমিক শিক্ষা আইন ঘোষনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর গঠিত হয়।

১৯৮৭- গণশিক্ষা প্রকল্প MEP (Mass Education Programme) পুনরায় গৃহীত হয়।

১৯৯০- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। Asia Pacific Programme of Education for all (APPEAL) এর উদ্যেগে থাইল্যান্ডের জমতিয়ান সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ঘোষনা করা হয়। বাংলাদেশ এ কর্মসূচীর সাথে একাত্ত্বতা ঘোষনা করে।

১৯৯১-৯২- গণশিক্ষা কার্যক্রমকে পূর্ণগঠন করে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (INFEP) নামকরণ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে INFEP কাজ শুরু করে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (PMED) সৃষ্টি হয়। ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

১৯৯৩- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫- INFEP প্রকল্পকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DNFE)-এ উন্নীত করা হয়। সরকার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (TLM) চালু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় সর্বপ্রথম লালমনিরহাঁটকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষনা করা হয়।

১৯৯৯- শহরের কর্মজীবি শিশুদের শিক্ষার জন্য হার্ড টু রিচ প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

২০০১-০২ঃ **মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১** চালু হয়।

একনজরে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১

১. প্রকল্পের নাম ঃ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১

২.	প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকা	ঃ	বিভাগ-৬ টি জেলা-৩২ টি উপজেলা ২৩০ টি
৩.	প্রকল্পের লক্ষ্যদল	ঃ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কতৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১১-৪৫বছরের নব্য সাক্ষর।
৪.	মোট লক্ষ্যদল	ঃ	১৬.৫৬ লক্ষ (৫০% পুরুষ এবং ৫০% মহিলা)
৫.	মোট পর্যায়	ঃ	৪ টি
৬.	প্রত্যক পর্যায়ের মেয়াদ	ঃ	৯ মাস (৩ মাস সাক্ষরতা উত্তর এবং ৬ মাস অব্যাহত শিক্ষা)
৭.	ডিভিশনাল টিম	ঃ	৬ টি বিভাগে ৬ টি ডিভিশনাল টিম। প্রতি বিভাগে ১ জন টিম লিডার, ৩ জন টিম মেম্বার
৮.	মোট উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	ঃ	২৩০ জন (প্রত্যেক উপজেলায় ১ জন)
৯.	মোট সুপারভাইজার	ঃ	১৮৪০ জন

Dhaka University Institutional Repository

১০.	মোট কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা	ঃ	৫৫২০০ (পুরুষ-২৭৬০০ এবং মহিলা ২৭৬০০)
১১.	সাক্ষরতা উত্তর কোর্স	ঃ	২০ টি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা (৮ টি সাধারণ এবং ১২ টি আয়বর্ধক ইস্যু)
১২.	অব্যাহত শিক্ষা কোর্স	ঃ	এলাকার ও শিক্ষার্থীর চাহিদানির্ভর প্রশিক্ষণ
১৩.	সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে প্রতি শিক্ষার্থী-খরচ	ঃ	৩২০.৬২ টাকা
১৪.	অব্যাহত শিক্ষা পর্যায় প্রতি শিক্ষর্থী খরচ	ঃ	১২১৬.৬১ টাকা
১৫.	উভয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রতি খরচ	ঃ	১৫৩৭.২৩ টাকা
১৬.	বিভাগ অনুযায়ী প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ	(১) রাজশাহী -১০ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা) । উপজেলা - ৮৪ টি (২) খুলনা - ৫ টি (চুয়াডাঙ্গাঁ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা, যশোর) । উপজেলা - ২৮ টি (৩) বরিশাল - ৩ টি (পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা) । উপজেলা - ১৫ টি (৪) ঢাকা-১০টি (নেত্রকোনা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদি, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর) উপজেলা - ৭২ টি (৫) সিলেট- ১ টি (হবিগঞ্জ) । উপজেলা - ৮ টি (৬) চট্রগ্রাম- ৩ টি (কুমিল্লা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী) । উপজেলা - ২৩ টি,
১৭.	মোট কর্মশালা	ঃ	১২৯৬৪ টি

Dhaka University Institutional Repository

১৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটি ঃ (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক জাতীয় পরিষদ; (২) PCC; (৩) SMC (৪) DIMU (৫) UNFEC (৬) 6) CMC

২০০৩- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিলুপ্ত হয় এবং TLM বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৫- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DNFE) এর আদলে BNFE গঠিত হয়।

২০০৬- PLCEHD-1 এর মেয়াদ বাড়ানো হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ সাল পর্যন্ত।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক সরকারই কম-বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশক সম্বলিত একটি ছক উপস্থাপন করা হলো, যেখানে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ১.২ ঃ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশক ঃ

ক্রমিক নং	সূচকসমূহ	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
১.	প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৬৬,২৩৫	৬৫,৬১০	৭৬,৮০৯	৭৮,১২৬	৭৮,৩৬৩	৭৯,৮৩৩
২.	গড়ে প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৩.	গড়ে প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা	২৬৬	২৯৮	২৭৩	২৭৬	২৬৮	২১৯
৪.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৩,৪১৯	১৪,০৬৯	১৫,৭২০	১৬,১৬৬	১৬,৫৬২	১৭,৩৮৬
৫.	গড়ে প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	১২	১২	১২	১২	১৩	১২
৬.	গড়ে প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা	৬৮	৪৭৫	৪৮৬	৪৬০	৪৬৩	৪৬৭
৭.	মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা (সাধারণ)	৩,৩৪৪	২,২৮৮	২,৪২৭	২,৫১১	২,৬৩৪	২,৭৯৪
৮.	মেডিকেল কলেজের সংখ্যা (ডেন্টাল কলেজসহ) (সরকারী)	১৩	১৩	১৩	১৪	১৪	১৪
৯.	মেডিকেল কলেজের সংখ্যা (বেসরকারী)	৯	৯	১২	১২	১২	১৪
১০.	প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	-	-
১১.	আইন মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী)	৪০	৪২	৪২	৫৯	৫৯	৬৩
১২.	কৃষি মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	৪	-
১৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা	৬	৬	৬	৬	৬	৭
১৪.	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারী)	১২	১৩	১৩	১৭	১৭	২১
১৫.	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী)	১৪	১৯	১৯	২২	৪১	৫২
১৬.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	১২	১৩	১৩	১৩	১১	১১
১৭.	প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
১৮.	পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (সরকারী)	২০	২০	২৭	২৭	২০	২০
১৯.	ভকেশনাল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (সরকারী)	৫২	৫১	৫১	৫১	৬৪	৬৪
২০.	সেবা (নার্সিং) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪৪	৪৪	৩৮	৪৪	৪৪	৪৪
২১.	নন-প্রোফিট ট্রেড স্কুল	২০	২১	২২	-	-	-
২২.	হোমিও কলেজ	২৫	২৬	৩২	৩১	২৯	৩০
২৩.	আর্য়ুবেদিক কলেজ	১৬	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮
২৪.	মেডিকেল এ্যাসিটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	-	-	৮	৮	৮	-
২৫.	মাদ্রাসা সংখ্যা						
	দাখিল	৪,৮৩৯	৪,৮৬৫	৫,১২৯	৫,৩৯১	৫,৫৩৬	৫,৯৯৫
	আলিম	৯৯৭	১,০৯০	১,০৩৪	১,০৮৭	১,১০৫	১,২২০
	ফাজিল	৯৫৩	১,০০০	৯৭৯	১,০২৯	১,০৩২	১,০৩০
	কামিল	১২৬	১৪১	১৩৭	১৪৪	১৪৭	১৬৫
	মোট মাদ্রাসা	৬,৯১৫	৭,০৯৬	৭,২৭৯	৭,৬৫১	৭,৮২০	৮,৪১০
২৬.	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা						
	প্রাথমিক (৫-৯ বছর)	৮,১৪৪	৮৩.১৯	৮৫.৬৩	৮৬.৫৭	৮৬.৬৮	৮৭.৩৪
	মাধ্যমিক (১০-১৪ বছর)	-	-	-	১,৯২২	-	-
	উচ্চ শিক্ষা (১৫-২৪ বছর)	-	-	-	৩০.১৩	-	-
২৭.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন ছাত্র						
	পুরুষ	৫১,৩৮৮	৩৩,৪৮৫	৫৯,০৫৫	৭০,০৬৮	৬৮,৯২৯	৭৮,৯২৪
	মহিলা	১৬,৪১৯	১৬,৬৬০	১৮,৮১০	২২,৪৯৪	২৩,২২৩	২৫,৮১২
	মোট	৬৭,৮০৭	৭০,১৪৫	৭৭,৮৬৫	৯২,৫৬২	৯২,১৫২	১০৪৭৩৬
২৮.	শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত						

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	সূচকসমূহ	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
	প্রাথমিক	১:৭০	১:৭১	১:৫৭	১:৫৫	১:৫৬	১:৫৪
	মাধ্যমিক	১:৩৯	১:৩৯	১:৪৪	১:৪৩	১:৪৪	১:৩৯
	মহাবিদ্যালয় (সাধারণ)	১:৩৩	১:২৮	১:২৮	১:২৪	১:২৩	১:২০
	বিশ্ববিদ্যালয়	১:২৪	১:১৬	১:১৮	১:১৬	১:১৫	১:১৭
২৯.	সাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তর্তোদ্ধ)	৪৮.৭	৪৮.২	৪৮.৪	৪৫.৩	৪৮.৮	৪৯.১
৩০.	মোট জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক সাক্ষরতার হার	৫১.৩	৫২.৭	৫২.৮	৪৭.৫	৪৯.৬	৫০.৩
৩১.	শিক্ষা খাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকা)	২,৬৮৯	২,৯৬৮	২,২০৯	৩,৬০০	৩,৭৩৯	৩,৯৬৩
৩২.	শিক্ষা খাতে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকা)	১,৫৪২	১,৭৫১	২,০৬৪	২,২৫২	২,১৩৮	২,৫৪১
৩৩.	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	৫,২৩১	৪,৭১৯	৪,২৭৩	৫,৮৫২	৫,৮৭৭	৬,৫০৪

উৎস ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যানবেইজ

উপরোক্ত টেবিলে উপস্থাপিত তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৬,২৩৫ এবং ২০০৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯,৮৩৩ টিতে। মাত্র ৬ বছরে ১৩,৫৯৮ টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গড়ে প্রতি বছর ২১০০ টি প্রাথমিক পর্যাযের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে অর্থাৎ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত দিন দিন কমছে যা শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে। ১৯৯৮ সালে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১:৭০ এবং ২০০৩ সাতে তা দাঁড়ায় ১:৫৪ তে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি, বেড়েছে শিক্ষার গুণগতমান।

সরকার শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে রাজস্ব এবং উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়েছে প্রায় দেড়গুণ। ১৯৯৮ সালে শিক্ষা খাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছিল ২,৬৮৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ছিল ১,৫৪২ কোটি টাকা। ২০০৩ সালে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয় ছিল ৩,৯৬৩ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যং ছিল ২,৫৪১ কোটি টাকা। সরকার এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে প্রায় দেড় গুণ। এক কথায় বলা যায় সরকার শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মান বাড়াবারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত গত ১৮ বছরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৬,২৪৫ টি, শিক্ষক বৃদ্ধি পায় ১,৭০,৫৪৭ জন এবং ছাত্র ছাত্রী বৃদ্ধি পায় ৭৩,৪৯,০০০ জন।

১৯৮৫ সালে মোট ১,৮৩,৬৩৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ১,৫৯,৮৫২ জন শিক্ষক এবং ২৩,৭৮৬ জন শিক্ষিকা ছিল এবং ২০০৩ সালে মোট ৩,৫৪,২৮৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে শিক্ষকের সংখ্যা ২,২৫,৫৭৪ জন এবং শিক্ষিকার সংখ্যা ১,২৮,৭১১ জন।

১৯৮৫ সালে ১,০০,৮২,০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০,০২,০০০ জন বালক এবং ৪০,৮০,০০০ জন বালিকা এবং ২০০৩ সালে ১,৮৪,৩১,০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩,৫৮,০০০ জন বালক এবং ৯০,৭৩,০০০ জন বালিকা।

উপরোক্ত ১৮ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা এবং ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে।

১৯৮৫ সালে যেখানে শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ২৩৭৮৬ জন সেখানে ২০০৩ সালে শিক্ষিকার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৮,৭১১ জন। ১৯৮৫ সালে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪০,৮০,০০০ জন এবং ২০০৩ সারে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৯০,৭৩,০০০ জন।

উপরোক্ত টেবিলে উপস্থাপিত তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছরই শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে।

যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য প্রতি বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে প্রতি বছরই প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে চলছে। নিম্নে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং ছাত্রের তথ্য সম্বলিত একটি ছক উপস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ১.৩ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা		
	বালক	বালিকা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
১৯৮৫	৪৩২৪৮	৩৪০	৪৩৫৮৮	১৫৯৮৫২	২৩৭৮৬	১৮৩৬৩৮	৬০০২	৪০৮০	১০০৮২
১৯৮৬	৪৩৪১৭	২৯৫	৪৩৭১২	১৫৯৩১৭	২৫৩৫১	১৮৪৬৬৮	৬২০১	৪৫৭৫	১০৭৭৬
১৯৮৭	৪৩৬৬৫	৩২৭	৪৩৯৯২	১৫৮১৮৬	৩০১৮৩	১৮৮৩৬৯	৬৩৭৮	৪৮৮৫	১১২৬৩
১৯৮৮	৪৩৮৩১	৩৭১	৪৪২০২	১৫৬৪৮৪	৩২৭০৭	১৮৯১৯১	৬৭২৯	৫০২৬	১১৭৫৫
১৯৮৯	৪৫০৪৯	২৯০	৪৫৩৩৯	১৫৭৫১৩	৩৫৩০৩	১৯২৮১৬	৬৫৯৭	৫১৭৭	১১৭৭৫৪
১৯৯০	৪৫৪৮০	৩০৩	৪৫৭৮৩	১৬০১৮৩	৩৯৮৭৩	২০০০৫৬	৬৯১২	৫৪৩৩	১২৩৪৫
১৯৯১	৪৭৫৬১	৫৮৫	৪৮১৪৬	১৬১৪২৯	৪১৪১৮	২০২৮৪৭	৭১১১	৫৯২৪	১৩০৩৫
১৯৯২	৪৯৪৮৩	৪৮১	৪৯৯৬৪	১৬৩৬৪১	৪৪৬৩১	২০৮২৭১	৪৭৭২	৬২৪৫	১৩৭১৭
১৯৯৩	৪৭২১৪	৩৬৮৪	৫০৮৯৮	১৬৬২৩০	৪৮৫৪৯	২১৪৭৭৯	৭৫৮১	৬৬২১	১৪২০২
১৯৯৪	৬৪৬১৬	১৫৫২	৬৬১৬৮	১৭৪২৫৬	৬৭৯৯৬	২৪২২৫২	৮০৮০	৭১০৫	১৫১৮৫
১৯৯৫	৬১১৫০	১৪৬৭	৬২৬১৭	১৮০৫৭১	৬৮২১২	২৪৮৭৮৩	৮৭২০	৭৭০৯	১৬৪২৯
১৯৯৬	৬১০৮১	৫০২	৬১৫৮৩	১৮২৮০২	৬৬৯১৩	২৪৯৭১৫	৯১১৩	৭৯৫০	১৭০৬৮
১৯৯৭	৬০৬৫৪	৯৮৪	৬১৬৩৮	১৮১৬৫৬	৬৪২৭২	২৪৯৯২৮	৯১৯৪	৮১২৫	১৭৩১৯
১৯৯৮	৬৫৫০১	৭৩৪	৬৬২৩৫	১৮০৮৬৩	৭০১২৭	২৫০৯৯০	৯২৮৮	৮৩৩৯	১৭৬২৭
১৯৯৯	৬৫২৫০	৩৬০	৬৫৬১০	১৯৫৪১৫	৮৩৫৭৭	২৭৮৯৯২	১০২৪৫	৯৩৬৭	১৯৬১২
২০০০	-	-	৭৬৮০৯	২০৪৭৯২	১০৪৫৪৯	৩০৯৩৪১	৯০৩৩	৮৬৩৫	১৭৬৬৮
২০০১	-	-	৭৮১২৬	২০৫৩২৪	১১৫৩৭০	৩২০৬৯৪	৮৯৯০	৮৬৬৯	১৭৬৫৯
২০০২	-	-	৭৮৩৬৩	১৯৫৬১৫	১১৯৪৪০	৩১৫০৫৫	৮৮৪২	৮৭২০	১৭৫৬২
২০০৩	-	-	৭৯৮৩৩	২২৫৫৭৪	১২৮৭১১	৩৫৪২৮৫	৯৩৫৮	৯০৭৩	১৮৪৩১

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উপরোক্ত ছকে দেখা যায় যে, ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩৫৮৮ টি স্কুল, শিক্ষকের সংখ্যা ১৮৩৬৩৮ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০০৮২০০০ জন যা ২০০৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯৮৩৩, শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫৪২৮৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৮৪৩১০০০ জন অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে ।

টেবিল নং- ১.৪ ঃ ১৫ বছর এবং তদ্দোর্ধ বয়সের সাক্ষরতার হার ঃ

বছর	লিঙ্গ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৯১	উভয় লিঙ্গ	৩৭.২	৩০.১	৫৪.৪
	পুরুষ	৪৪.৩	৩৮.৭	৬২.৬
	মহিলা	২৫.৮	২১.৫	৪৪.০
১৯৯৫	উভয় লিঙ্গ	৪৫.৩	৪২.৯	৬৩.৫
	পুরুষ	৫৫.৬	৫২.০	৭১.২
	মহিলা	৩৮.১	৩৩.৬	৫৪.৩
১৯৯৮	উভয় লিঙ্গ	৫২.৬	৪৮.২	৬৮.৩
	পুরুষ	৫৯.৪	৫৬.৮	৭৫.৯
	মহিলা	৪২.৫	৩৮.২	৬০.৪

Dhaka University Institutional Repository

বছর	লিঙ্গ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৯৯	উভয় লিঙ্গ	৫২.৭	৪৮.৪	৬৮.৯
	পুরুষ	৬০.৭	৫৬.৯	৭৬.০
	মহিলা	৪২.৮	৩৮.৩	৬১.৯
২০০০	উভয় লিঙ্গ	৫২.৮	৪৮.৭	৬৯.৩
	পুরুষ	৬১.০	৫৭.১	৭৬.১
	মহিলা	৪৩.২	৩৮.৬	৬২.৩
২০০১	উভয় লিঙ্গ	৪৭.৫	৪১.৯	৬৪.৩
	পুরুষ	৫৩.৯	৪৭.৯	৭০.৩
	মহিলা	৪০.৮	৩৫.৯	৫৭.১
২০০২	উভয় লিঙ্গ	৪৯.৬	৪৫.৩	৬৬.৫
	পুরুষ	৫৫.৫	৫১.৪	৭২.২
	মহিলা	৪৩.৪	৩৯.১	৬০.৭
২০০৩	উভয় লিঙ্গ	৫০.৩	৪৬.১	৬৭.১
	পুরুষ	৫৬.৩	৫২.২	৭২.৭
	মহিলা	৪৪.২	৩৯.৯	৬১.২
২০০৬	উভয় লিঙ্গ	৫৩.৭	৪৮.৯	৬৯.৪
	পুরুষ	৫৮.৫	৫৩.৮	৭২.৩
	মহিলা	৪৮.৬	৪৪	৬২.৫
২০০৭	উভয় লিঙ্গ	৫৬.৩	৫৩.৭	৭১.৫
	পুরুষ	৬৩.১	৫৮.৬	৭৫.৯
	মহিলা	৫৩.৫	৪৮.৮	৬৭.১

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উপরোক্ত টেবিলে উপস্থাপিত উপাত্তে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৭.২% যার মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪৪.৩% এবং মহিলা সাক্ষরতার তার ২৫.৮% । সার্বিক সাক্ষরতা ৩৭.২% এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৩০.১% এবং শহরাঞ্চলে ৫৪.৪% । পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪৪.৩% এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৩৮.% এবং শহরাঞ্চলে ৬২.৬% । মহিলা সাক্ষরতার হার ২৫.৮% এর মধ্যে গ্রমাঞ্চলে ২১.৫% এবং শহরাঞ্চলে ৪৪% । মাত্র ১৫ বছর পর ২০০৭ সালে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৫৬.৩% যার মধ্যে পুস ৬৩.১% এবং মহিলা ৫৩.৫% । সাক্ষরতার হার ৫৬.৩% এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩.৭% এবং শহরাঞ্চলে ৭১.৫% । পুরুস সাক্ষরতার হার ৬৩.১% এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৮.৬% এবং শহরাঞ্চলে ৭৫.৯% । মহিলা সাক্ষরতার হার ৫৩.৫% এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪৮.৮% এবং শহরাঞ্চলে ৬৭.১% ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১৯.১% । পুরুষ সাক্ষরতার হার বেড়েছে এই সময়ের মধ্যে ১৮.৮% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার বেড়েছে ২৭.৭% ।

১৯৯১ সালে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে মহিলা সাক্ষরতার হার ছিল দ্বিগুণেরও বেশী । ২০০৭ সালে মহিলা সাক্ষরতার হার গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে পার্থক্য মাত্র দেড়গুণের কম ।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, পুরুষদের থেকে মহিলাদের সাক্ষরতার হার দিন দিন বাড়ছে এবং গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সাক্ষরতার হারও বাড়ছে । অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে ।

টেবিল নং- ১.৫ ঃ ২০০১ সালের বয়স্ক সাক্ষরতার হার ঃ

জেলার নাম	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
বরগুনা	৫৩.৬	৫৫.৯	৫১.১
বরিশাল	৫৬.৮	৫৮.৯	৫৪.৭
ভোলা	৩৬.৫	৩৮.৮	৩৪.২
ঝালকাঠী	৬৫.৯	৬৬.৯	৬৪.৮
পটুয়াখালী	৫১.৬	৫৫.৩	৪৭.৮
পিরোজপুর	৬৩.৩	৬৪.৫	৬২.১
বান্দরবান	২৮.০	৩৪.৬	২১.০
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৩৬.৬	৪০.০	৩৩.৩
চাঁদপুর	৪৯.৬	৫১.৬	৪৭.৭
চট্টগ্রাম	৫৪.৯	৪৯.৪	৪৯.৯
কুমিল্লা	৪৫.৪	৪৮.৮	৪২.০
কক্সবাজার	২৮.৯	৩২.৫	২৫.১
ফেনী	৫৩.৪	৫৬.৬	৫০.৪
হবিগঞ্জ	৩৭.০	৪১.৬	৩২.৪
খাগড়াছড়ি	৪২.২	৫০.২	৩৩.০
লক্ষ্মীপুর	৪৩.০	৪৪.৬	৪১.৪
মৌলভী বাজার	৪১.৩	৪৪.৭	৩৭.৮
নোয়াখালী	৫০.২	৫২.৮	৪৭.৭
রাংগামাটি	৪১.৮	৫০.৫	৩১.১
সুনামগঞ্জ	৩৩.৮	৪৩.২	৩৫.১
সিলেট	৪৪.৭	৪৮.৮	৪০.৪
ঢাকা	৬৪.৩	৬৯.৩	৫৭.৯
ফরিদপুর	৪০.৪	৪৪.২	৩৬.৩
গাজিপুর	৫৬.৪	৬০.৭	৫১.৭

Dhaka University Institutional Repository

জেলার নাম	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
গোপালগঞ্জ	৫০.৫	৫৪.৪	৪৭.৭
জামালপুর	৩১.০	৩৫.০	২৭.০
কিশোরগঞ্জ	৩৭.৬	৪৬.৯	৩৪.৩
মাদারীপুর	৪০.৬	৪৬.৪	৩৪.৮
মানিকগঞ্জ	৪০.০	৪৫.০	৩৫.০
মুন্সিগঞ্জ	৫১.৬	৫৪.২	৪৯.১
ময়মনসিংহ	৩৬.৬	৩৯.৬	৩৩.৬
নারায়নগঞ্জ	৫০.৮	৫৫.০	৪৫.৯
নরসিংদী	৪২.৭	৪৬.৩	৩৮.৯
নেত্রকোনা	৩২.৩	৩৫.৪	২৯.০
রাজবাড়ী	৪০.৪	৪৩.৮	৩৭.০
শরীয়তপুর	৩৮.২	৪১.৫	৩৫.০
শেরপুর	৩১.২	৩৪.৮	২৭.৩
টাংগাইল	৩৮.৮	৪৩.৩	৩৪.২
বাগেরহাট	৫৭.৯	৫৯.৯	৫৫.৮
চুয়াডাঙ্গা	৪০.৪	৪৩.৬	৩৭.০
যশোর	৫১.২	৫৬.২	৪৫.৯
ঝিনাইদহ	৪৪.৪	৪৮.৬	৩৯.৯
খুলনা	৫৭.৪	৬৩.০	৫১.১
কুষ্টিয়া	৩৯.৯	৪৩.০	৩৬.৭
মাগুরা	৪৩.৯	৪৮.৮	৩৮.৮
মেহেরপুর	৩৭.৬	৩৯.৮	৩৫.৩
নড়াইল	৪৭.৭	৫০.৯	৪৪.৫
সাতক্ষীরা	৪৫.০	৫১.২	৫৮.৫
বগুড়া	৪১.৭	৪৭.০	৩৬.২
দিনাজপুর	৪৫.৬	৫১.০	৩৯.৮
গাইবান্ধা	৩৪.৫	৩৯.৬	২৯.৪
জয়পুরহাট	৪৭.৯	৫৩.৮	৪১.৬
কুড়িগ্রাম	৩২.৫	৩৮.২	২৬.৮
লালমনিরহাট	৪১.০	৪৭.০	৩৫.০
নঁওগা	৪৪.৩	৪৯.৪	৩৮.৯
নাটোর	৪০.৯	৪৪.৭	৩৬.৯
নবাবগঞ্জ	৩৪.৫	৩৬.২	৩২.৭
নীলফামারী	৩৭.৩	৪২.৬	৩১.৮
পাবনা	৪১.৭	৪৪.৩	৩৯.০
পঞ্চগড়	৪৪.০	৫০.৫	৩৭.২
রাজশাহী	৪৭.৪	৫২.৬	৪১.৯
রংপুর	৪০.০	৪৪.৭	৩৫.০
শরিয়তপুর	৩৯.২	৪৩.৫	৩৪.৬
ঠাকুরগাঁও	৪২.২	৪৭.২	৩৫.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

Dhaka University Institutional Repository

বান্দরবানে ২৮% সাক্ষরতার হারের মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩৪.৬% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ২১% এবং ঝালকাঠী ৬৫.৯% সাক্ষরতার হারের মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতা ৬৬.৯% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৬৪.৮% । এ উপাত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যেখানে মহিলাদের স্বাক্ষরতা পিছিয়ে আছে সেখানে সার্বিক শিক্ষার হারও পিছিয়ে আছে এবং যেখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সাক্ষর হয়েছে সেখানে সাক্ষরতার হার বেশী ।

উপরোক্ত ছকে দেখা যায় ২০০১ সালে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল ৪৫.৩% । সর্বনিম্ন বয়স্ক শিক্ষার হার ২৮% বান্দরবানে এবং সর্বোচ্চ বয়স্ক শিক্ষার হার ঝালকাঠিতে ৬৫.৯% ।

শিক্ষা ঃ

শিক্ষা শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Education. সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে বুঝায় অজানাকে জানা । শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যকার লুপ্ত অবস্থায় থাকা প্রতিভার বা শক্তির বিকাশ সাধন । শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার ভিতর কিছু প্রতিভা বা সম্ভবনা লুকায়িত থাকে পরবর্তীতে এগুলো বিকশিত হয় । সমাজের একজন মানুষ হিসাবে বা রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য একজন মানুষের যা কিছু শেখার প্রয়োজন হয় তা পুরোপুরি শিখতে পারা বা অর্জন করতে পারাই শিক্ষা ।

Education. শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে গৃহীত হয়েছে । উফঁপধৎব শব্দের অর্থ সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করা, প্রতিপালন বা পরিচর্যা করা । কারো কারো মতে Education. শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educate থেকে হতে উৎপন্ন । এর অর্থ নিস্কাশন করা, ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা । প্রতিটি মানুষের মধ্যে কতগুলি শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এ শক্তিগুলোর সুষ্ঠ ও সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনাই হলো শিক্ষা । শিক্ষার কতিপয় সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

- এরিস্টেটল বলেন, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরী করাই হচ্ছে শিক্ষা' ।
- ফেডারিক হাবার্ড বলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন' ।

Dhaka University Institutional Repository

- জন ডিউই বলেন, 'ক্রমাগতভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন ও তা পুনগঠনের মাধ্যমে জীবন যাপনের নামই হচ্ছে শিক্ষা' ।
- রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'শিক্ষা কেবল নতুন নতুন তথ্যই পরিবেশন করে না বরং মানুষের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনকে গড়ে তোলে' ।

মান সম্মত শিক্ষা ঃ

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না এ কথাটি সত্য এবং বহুল ব্যবহৃত বাক্য । ইদানিং কালে এর সামনে জুড়ে দেয়া হয়েছে মান সম্মত শিক্ষা । মান সম্মত শিক্ষা ছাড়া মেধাবী জাতি গঠন সম্ভব নয় । মান সম্মত শিক্ষা প্রসঙ্গে ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারপার্সন ফজলে হাসান আবেদ বলেন- 'মানসম্মত শিক্ষা কথাটির অর্থ ব্যাপক । সাধারণভাবে বলা চলে, যে পর্যায়ে শ্রেণীভিত্তিক যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে এবং বাস্তব জীবনে ও জনস্বার্থে সামাজিক জীবনে তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে মানসম্মত শিক্ষা বলা যাবে । তবে মানসম্মত শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে শিক্ষার্থীর মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ, শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষাঙ্গনের ভৌত সুবিধাদি, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, আকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি ।

অর্থাৎ যে পর্যায় যা শেখার কথা তা শিখলে এবং তা সঠিক স্থানে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে তাকে মানসম্মত শিক্ষা বলা হয় ।

মৌলিক শিক্ষা ঃ

মানুষকে তার জীবন চলার পথে অনেক কিছু শিখতে হয়, জানতে হয় । এসব কিছু না জানলে বা না শিখলে জীবন পরিপূর্ণ হয় না । মৌলিক শিক্ষা হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর যোগ্যতা অর্জন । মৌলিক শিক্ষা সকলের জন্য প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক শিক্ষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা। মৌলিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। মৌলিক শিক্ষাকে এক সময় বলা হতো বুনিয়াদি শিক্ষা। সাক্ষরতা শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক শিক্ষার আওতাভূক্ত।

জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৯০) সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। এতে বলা হয়, মৌলিক শিক্ষা শিশু , যুবা, বয়স্ক সবার জন্য সমানভাবে অত্যাবশ্যকীয়।

সাক্ষরতা ঃ

সাক্ষরতা হলো শিক্ষা লাভের প্রাথমিক ধাপ। শিক্ষাকে একটি ফলবান বৃক্ষের সাথে তুলনা করলে সাক্ষরতাকে ধরা যায় তার বীজ হিসাবে। বীজ বপন ছাড়া যেমন ফল লাভের আশা করা যায় না, তেমনি সাক্ষরতা অর্জন ছাড়া শিক্ষার প্রসার কল্পনা করা যায় না।

অনেকে 'সাক্ষর' এবং 'স্বাক্ষর' শব্দ দু'টিকে সমার্থক হিসেবে মনে করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাক্ষর এবং স্বাক্ষর এক নয়। সাক্ষর বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি লেখাপড়া জানেন অর্থাৎ যিনি পড়তে, লিখতে ও হিসাব-নিকাশ করতে পারেন। অন্যদিকে স্বাক্ষর শব্দটির অর্থ নাম সই করতে পারা। সুতরাং একজন লোক নাম সই করতে পারলেই তাকে স্বাক্ষর বলা যায় না। নাম সই লেখাপড়া না জেনেও করা যায়, আবার অক্ষর না চিনেও করা যায়। পুরো সইটিকে একটা ছবি বা প্রতীক হিসেবে নিয়ে আঁকা যায়। অতএব, অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও একজন ব্যক্তিকে স্বাক্ষর বলা যায়। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান না থাকলে তাকে কখনোই সাক্ষর বলা যায় না। সুতরাং সব সাক্ষরই স্বাক্ষর কিন্তু সব স্বাক্ষর ব্যক্তিমাত্রই সাক্ষর নয়। সুতরাং বলা যায়-

স্বাক্ষর = স্ব+অক্ষর ঃ নিজ নামের প্রতীক বা অক্ষরের লিখিত রূপ।

সাক্ষর = স+অক্ষর ঃ যিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ লিখতে পড়তে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, সাক্ষরতা মানে অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসাব নিকাশ করতে পারা বুঝায়। তবে সময়ের ব্যবধানে, যুগের প্রয়োজনে ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে সাক্ষরতার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে সাক্ষরতার বিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংজ্ঞারূপ প্রদত্ত হলো ঃ

১৯৫১ ঃ স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন বাক্য পঠনের ক্ষমতাই হলো সাক্ষরতা।

১৯৬১ ঃ বুঝে যে কোন ভাষা পড়তে পারার ক্ষমতাই হলো সাক্ষরতা।

১৯৭৪ ঃ যে কোন ভাষা পড়তে এবং লিখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা।

১৯৮১ ঃ যে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা।

১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে তেহরানে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রীদের বিশ্ব সমাবেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বলা হয় ঃ "উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত সামাজিক অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষাই সাক্ষরতা"।

UNESCO প্রদত্ত সাক্ষরতার সংজ্ঞা হলো ঃ

- বুঝে পড়তে পারা,
- মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারা,
- সাধারণ হিসাব নিকাশ করতে পারা,
- পঠিত বিষয় অন্যকে বোঝাতে পারা,
- অর্জিত দক্ষতা (লেখাপড়া) কাজে লাগাতে পারা।

সর্বশেষ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে নিমোক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্তে আনতে হবে ঃ

- মুখের ভাষা ও মুদ্রিত ভাষার মধ্যস্থিত সংযোগ বুঝতে শেখা
- শব্দ চেনা এবং অর্থ বোঝা

Dhaka University Institutional Repository

- লেখা এবং ভাব প্রকাশ করতে পারা
- নির্দেশনা অনুধাবন করতে পারা
- বিষয়ের মূলভাব এবং ধারনা নিজ থেকে বুঝতে পারা
- হিসাব নিকাশ করতে পারা
- ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারা ।

১৯৮৯ সালের সাক্ষরতা সংজ্ঞায় বলা হয়, 'মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হিসাবনিকাশ করা এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা লাভই হচ্ছে সাক্ষরতা ।'

ব্যবহারিক সাক্ষরতা ঃ

সাক্ষরতা সঙ্গে বর্তমানে আরেকটা শব্দও যোগ করা হয়, সেটা হলো 'ব্যবহারিক' অর্থাৎ ব্যবহারিক সাক্ষরতা । সাধারণভাবে যে সাক্ষরতা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে তাই ব্যবহারিক সাক্ষরতা । UNESCO এর মতে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে যে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয়, তাকেই ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলে ।" ব্যবহারিক সাক্ষরতার ফলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সচেতনতা জন্মায় ।

সুতরাং বলা যায়, সাক্ষরতা একটি বিস্তৃত বিষয় । সাক্ষরতা অভিযান সত্যিকার অর্থেই সফল করতে পারলে শিক্ষার সম্প্রসারণ অনেক দূর এগিয়ে যাবে । সেইসাথে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমরা সফল হতে পারব । আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই সাফল্য অনেক বড় পাওয়া ।

বয়স্ক সাক্ষরতা ঃ

যে সাক্ষরতা কোন ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবন যাপন প্রণালীর উন্নয়ন সাধনের উপযোগী পড়া, লেখা, সংখ্যা জানা, সামাজিকতাবোধ ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রগতি অভিমুখী কারিগরি কুশলতার বিকাশ ঘটায়

Dhaka University Institutional Repository

তাকে বয়স্ক সাক্ষরতা বলা হয়। সময় এবং প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে বয়স্ক শিক্ষার সংজ্ঞা বা ধারণা ভিন্ন হতে পারে। তবে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১১ এর উর্ধ্ব বয়সের মধ্যে যারা স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ঝড়ে পড়েছেন বা যারা কোন ভাবেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি, যারা অক্ষর জ্ঞানহীন, তাদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রমই বয়স্ক শিক্ষা বা বয়স্ক সাক্ষরতা হিসেবে স্বীকৃত।

শিক্ষার ধারা ঃ

আমরা জানি মানুষের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য তিনটি- জ্ঞান অর্জন, দক্ষতার বিকাশ এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উপযোগী মূল্যবোধের বিকাশ সাধন। শিক্ষায় এই তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনটি ধারা প্রচলিত রয়েছে ঃ-

যথা- ১। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

২। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

১। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

জন্মের পর থেকে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষা হতে পারে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। এ শিক্ষা হতে পারে শিশুর কথা বলতে শেখা, হাঁটতে শেখা, মাতৃভাষা শেখা, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ অর্জন করা। এ ধরনের শিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় না। জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যদিয়ে মানুষ দেখে, শুনে, অনুকরণ করেও চেষ্টা করে এই ধরনের শিক্ষা লাভ করে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠশালা হলো প্রকৃতি, পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঘটে পরিবার, সমাজ, রাস্তা-ঘাট, হাঁট

Dhaka University Institutional Repository

বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব, যাদুঘর ও বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যম থেকে। সমাজ থেকে সমাজে এই শিক্ষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

২। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষালাভ করাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এই শিক্ষা মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড। এই শিক্ষা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর অভিমুখী, ধারাবাহিক, সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা ভিত্তিক। এর জন্য নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা শেষ করতে হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ-

১। এই শিক্ষা স্তর ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী;

২। শিক্ষাক্রম ও বিষয়বস্তু সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে পূর্ব নির্দ্ধারিত;

৩। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে খরচ বেশী;

৪। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তৈরী হয়;

৫। এই শিক্ষার নিয়ম কানুন অনমনীয়;

৬। এই শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা মূখ্য, শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ;

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাঝে রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মত বিধি বিধানহীন নয়, আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত বিধি বিধানিক কড়াকড়িতে আবদ্ধ নয়। এই শিক্ষায় বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপর নির্ভর করে বিষয় নির্বাচন করা হয় এবং বিশেষ নিয়ম ও ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এটি পরিচালনা করে। অন্যভাবে বলা যায় আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও বাস্তবতার সংগে সামঞ্জস্য রেখে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে দক্ষতা প্রদানের জন্য বা অর্জিত দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করার জন্য যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

ড. আবু হামিদ লতিফ তার 'বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' শীর্ষক বইতে লিখেছেন, 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদলের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আলাদা বা সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত হতে পারে।' গণস্বাক্ষরতা অভিযান এর প্রশিক্ষণ উপকরণে বলা হয়েছে, 'দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থার বাইরে পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।' আবার কেউ কেউ বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিকল্প ধারা। এ ব্যবস্থাটি কোনোক্রমেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল হতে পারে না।

ভারতের রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক বলেন, 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি দ্বিতীয় মানের শিক্ষা ব্যবস্থা।' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ডীন (২০০৩) আনসারুজ্জামান বলেন, 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মোটেই দ্বিতীয় সারির শিক্ষা নয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকৃতি ও পদ্ধতিগতভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চাইতে আলাদা। তবে মানের দিক থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে কম কিছু নয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের জীবনঘেঁষা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।' বাস্তবিকই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো একটি স্বতন্ত্র ধারা। এ ধারাটি অবশ্যই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার অধিকার লাভ করতে পারেন।

সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞ ম. হাবিবুর রহমান 'শিক্ষাকোষ'-এ লিখেছেন, (পৃষ্ঠা- ১২৯) 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছে তাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। নির্দিষ্ট বয়সে যারা বিভিন্ন কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার উদ্ভব। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনেন কড়াকড়ি কম, শিক্ষাক্রম তুলনামূলকভাবে আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট।'

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, অভিষ্টদল ও পদ্ধতি গত দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন লোক আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হতে পারেনি বা পারলে সমাপ্তির আগেই ঝরে পড়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়মকানুন কড়াকড়ি কম, শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও জীবন ঘনিষ্ট।

১। শিক্ষার বিষয় বস্তু শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত;

২। এই শিক্ষা খন্ডকালীন এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধামত সময় ও স্থানে পরিচালিত হয়;

৩। নিয়মকানুন অবস্থার উপর ভিত্তি করে নমনীয় কিন্তু অধিক আত্ম-উদ্যোগী;

৪। শিক্ষকের ভূমিকা সাহায্যকারী হিসাবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পায়;

৫। তুলনামূলকভাবে খরচ কম;

৬। স্থানীয় সম্পদ, স্থানীয় উপকরণ ও শিক্ষক হিসাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে লাগানো হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পটভূমি

আমাদের এ অঞ্চলে রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক সুমহান ঐতিহ্য। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী তাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃজন ও লালন করতেন। কিন্তু দরিদ্র শিশুদের প্রবেশাধিকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ছিল না। তখন দরিদ্র মানুষ তাদের সমাজে তাদের শিশুদের জন্য নিজেদের বাড়ির আঙিনায় এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতেন। দরিদ্র সমাজের একজন অপেক্ষাকৃত সচেতন প্রতিনিধি ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। এসব প্রতিষ্ঠানে কী পড়ানো হবে, কে পড়াবেন, কোন সময়ে কতজনকে পড়ানো হবে তার কোনো কিছুই পূর্ব নির্ধারিত থাকত না। সমাজের দশজনের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে তা নির্ধারিত হতো। সাধারণত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, চাষাবাদ, রোগশোক, সামাজিক রীতিনীতি ও আদবকায়দা ছিল শিক্ষার মূল উপজীব্য। কলাপাতা, তালপাতায় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চলত

Dhaka University Institutional Repository

লেখার কাজ আর বর্ণমালা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো সাধারণ কিছু বইপত্র। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এ সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দান করা হয়। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব সমাজে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিলীন হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সকল মানুষের শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না বলে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বেসরকারি সংগঠনগুলো পুনরায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করে।

বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, ঢাকা আহ্ছানিয়া শিমনসহ অনেক বেসরকারি সংস্থা বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ পন্থায় মানুষকে চাহিদাভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়, যা প্রয়োগ করে মানুষ জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

টেবিল নং- ১.৬ ঃ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পার্থক্য ঃ

ক্রমিক নং	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	ক্রমিক নং	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
১.	আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষণ ব্যাপারটাই মূখ্য। শিক্ষার প্রশস্ত ভীত গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক, বিদ্যালয়, সাজ-সরঞ্জাম ও শিক্ষার্থী নির্ধারিত হয়।	১.	শিক্ষার্থীর শিখন ব্যাপারটাই মূখ্য। কোন দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিশেষ প্রয়োজনে জানার ও শেখার বিষয়গুলি অনেক ক্ষেত্রেই আপন চেষ্টায় ও তাগিদে শিখে নেয়।
২.	এই শিক্ষা স্তর ভিত্তিক এবং প্রত্যেক স্তরের শেষে সনদপত্র বা ডিগ্রী প্রদান বাধ্যতামূলক।	২.	এই শিক্ষা স্তর ভিত্তিক নয় এবং সনদপত্র প্রদান মূখ্য নয়। প্রয়োগ দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণিত হয়।
৩.	দীর্ঘ মেয়াদী ও পূর্ণকালীন।	৩.	স্বল্প মেয়াদী ও খন্ডকালীন।
৪.	ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শিশু বয়সেই যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের ধরাবাঁধা বিধি নিষেধের মধ্যে থেকেই শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয়।	৪.	এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়স ও যোগ্যতা সেরূপভাবে বিবেচনা করা হয় না। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের যে ধরনের কার্যক্রম দরকার তাহাই গ্রহণ করা হয়। নিয়ম-কানুন নমনীয়, বিধি নিষেধের কড়াকড়ি কম।
৫.	বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান।	৫.	অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও যে কোন সুবিধাজনক স্থানে এই শিক্ষা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	ক্রমিক নং	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
৬.	শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণকালীন ও বিধি নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ফলে শিক্ষার্থীদের কোন উপার্জনমূলক কার্যে নিয়োজিত থাকার সুযোগ কম।	৬.	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মে নিয়োজিত থেকে তাদের সুবিধামত সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
৭.	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয় পূর্ব নির্ধারিত ও আর্দশায়িত। যে কোন ধরনের পরিবর্তন সময় সাপেক্ষে ব্যাপার।	৭.	শিক্ষাক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী স্বল্প সময়েও পরিবর্তন করা যেতে পারে।
৮.	পাঠ্য বিষয় তথ্যপূর্ণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা তাত্বিক। কর্মজীবনে প্রবেশের শিক্ষা উপাদান সাপেক্ষে ব্যাপার।	৮.	শিক্ষনীয় বিষয় জীবন ভিত্তিক ও ব্যবহারিক। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী তার কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে পারে।
৯.	শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কৃত্রিম পরিবেশ অধিকাংশ সময় কাটায়।	৯.	বাস্তব অবস্থার গন্ডির মধ্যে সময় কাটাতে হয়। কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় বলে কোন কৃত্রিম পরিবেশে সময় কাটাতে হয় না।
১০.	পূর্ণ সময়ের জন্য পেশাদার শিক্ষক নিযুক্ত এবং তারা শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত শিক্ষাদান করে থাকেন।	১০.	বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকেরা শিখনে সহায়তা করেন।
১১.	শিক্ষকের কর্তৃত্ব বেশি থাকে বলে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সীমিত।	১১.	শিক্ষক বা প্রশিক্ষক পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থীর ভূমিকাই এখানে মূখ্য।
১২.	প্রতিষ্ঠান নির্ভর বিধায় ব্যয়বহুল। প্রধানতঃ সরকারী তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং সরকারী নিয়ম মেনে চলে।	১২.	স্থানীয় সম্পদ নির্ভর বলে ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম তবে প্রয়োজনে বাহিরের অর্থ বা সাহায্য গ্রহণ করা হয়।
১৩.	প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। নিম্ন পর্যায়ে ক্ষমতা ব্যবহারের স্বাধীনতা কম।	১৩.	এই শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো বিকেন্দ্রীয়করণ। তৃর্ণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা থাকে।

উৎস ঃ মাষ্টার ট্রেইনার ম্যানুয়াল, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃতি

বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাগুলো যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে সে কার্যক্রমকেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বলা হয়। ব্র্যাক, প্রশিকা, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবিসহ প্রায় ৭০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান প্রধান নিম্নরূপ কর্মসূচিসমূহ আমাদের চোখে পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, কৈশোর শিক্ষা কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি,অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি।

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

১। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

২। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও নিজ পায়ে দাড়াতে সাহায্য করা।

৩। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৪। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

৫। আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭। জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলা।

৮। সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও উন্নয়ন করা।

৯। পরনির্ভরশীলতর পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীলতা করা।

১০। উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন করা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট ঃ

১. এ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো, সার্টিফিকেট নয়।

২. এ শিক্ষা নমনীয় প্রকৃতির, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়।

৩. এ শিক্ষার বয়স সীমা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়।

৪. সাধারণত প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ঘরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হয়।

৫. এ শিক্ষায় ব্যয় কম হয়।

৬. এ শিক্ষা সাধারণত বিকেন্দ্রীভুত ও স্বায়িত্তশাসিত।

৭. ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ যুবক-যুবতী সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারে।

৮. এ শিক্ষায় স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯. এ শিক্ষার সময়সূচী প্রয়োজন অনুয়ায়ী পরিবর্তন করা যায় ।

১০. এ শিক্ষায় শিক্ষক সহায়কদের ভূমিকা পালন করেন ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

জনগণকে যদি আমরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি তাহলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে, সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতি গতিশীল হবে। A wise saying goes to say "Guidance should be both Education and Vocational." অর্থাৎ কোন নির্দেশনা হবে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম ঃ

রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, নানা ধরনের পুস্তিকা, পোষ্টার ও সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্স উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

ক. পটভূমি

১। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখ ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের আওতায় নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধা করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্রমান্বয়ে জাতী উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ 'জাতিসংঘ নারী অধিকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ' এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' এর মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর প্রদানকারী রাষ্ট্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার অধিকারকে আরও অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২। মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত

নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের অবক্ষয়- অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। সরকার জনসাধারণের, বিশেষত অনগ্রসর মানুষের সাক্ষরতা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ ও জীবন ব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং একটি শিক্ষিত জনসমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সবার জন্য শিক্ষা'র জাতীয় কম-পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পসমূহে সরকারের অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যসমূ প্রতিফলিত হয়েছে। অংশীদারিত্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থার ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২০০৩ সালের মে মাসে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। জাতীয় টাস্কফোর্সকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পরামর্শক দল নিয়োগ করা হয়। এ পরামশৃক দল টাস্ক ফোর্সের ধারাবাহিক সভা এবং কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৪ সালের জুন মাসে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সের আওতায় প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখাটিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিধি এবং সম্ভাব্য সুবিধাভোগী কারা হবে ইত্রাদি বিষয় বিধৃত হয়েছে। সংগঠন হিসেবে তৎকালীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দু'টি প্রতিবেদনই ২১ জুলাই ২০০৪ তারিখে চূড়ান্ত কর্মশালায় উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত হয়।

৪। **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৫। সংজ্ঞাসমূহ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এটি বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সময়, স্থান ও সাংগঠনিকভাবে শিথিল প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত এবং মৌলিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। এ শিখন-প্রক্রিয়া উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি শিক্ষায় প্রবেশাধিকার এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে ধারাবহিকতা থাকতে পারে, অথবা এটি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে।

খ) সাক্ষরতা ঃ সাক্ষরতা হচ্ছে পড়া, অনুধাবন করা, মৌলিকভাবে এবং শিখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। এটি একটি ধারাবহিক শিখন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব বলয় এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা ও জ্ঞানের ভিত্তি তৈরী করতে পারে।

গ) অব্যাহত শিক্ষা ঃ অব্যাহত শিক্ষ হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার (সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা) বাইরে জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়ার একটি সুযোগ।

৬। ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) ভিশন ঃ সাংবিধানিক অঙ্গীকার সমুন্নত রাখতে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিক করে পরিবার ও সম্প্রদায়ের কার্যকর সদস্যরূপে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদেরকে উৎপাদনক্ষম ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

খ) **মিশন** ঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পর্যাপ্ত জ্ঞান, উৎপাদনমুখী দক্ষতা ও জীবনমুখী দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ) **লক্ষ্য** ঃ জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ (২০০৪-২০১৫) এবং দারিদ্র মোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৫০% ভাগে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে কার্যকর দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচন।

ঘ) **সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ**

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্ব

i) সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

ii) শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

iii) সরকার, বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

iv) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

v) শিক্ষার্থী, স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানাবোধ

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী ও কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।

৭। **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ডে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবক-যুবতীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সকল ধরনের সুযোগ বঞ্চিতদের যেমন ঃ উপজাতীয়, দুর্গম (হাওর, চর ও উপকূলীয় এলাকাবাসী), দুঃস্থ (যেমন ঃ পথশিশু, কর্মজীবী শিশু) এবং অন্য যে কোনভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;

খ) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) কিশোর-কিশোরী, ১৬-২৪ বছর এবং পঁচিশোর্ধ বয়সী যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি অথবা ঝরে পড়েছে, উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) সকল ধরনের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি এবং

ঙ) উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

৮। **গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ঃ**

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা ও শিখন-চাহিদা নিরূপণ;

খ) যথাযথ পরিবীক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা নিরূপণ;

গ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারীদের মূল ধারায় আনার ব্যবস্থাকরণ;

ঙ) বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কারিকুলাম ও শিখন মডিউল প্রণয়ন;

চ) যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠাকরণ;

ছ) শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

জ) কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় একটি সংস্থা নিয়োজিতকরণ;

ঝ) কমূসূচির লক্ষ্য সহজে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি, যা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, তা চিহ্নিতকরণ এবং গুণগত মানের সূচক নির্ধারণ ও মূল্যায়ন; এবং

ঞ) কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ধারণ।

৯। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপন ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, বেসরকারী সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং বেসরকারী সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। **স্থায়িত্ব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাবোধ ঃ**

ক) চাহিদা, ব্যয়, চাহিত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা এবং অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচির বাস্তবভিত্তিক অঙ্গসমূহ নির্ধারণ;

খ) যে সকল কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো ইতোপূর্বে যাচাইকৃত শিখন-চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা তা মূল্যায়ন করা;

গ) প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস, কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা এবং এতে কমিউনিটি এবং অন্যান্য অংশীজনের মালিকানাবোধ প্রতিষ্ঠা;

ঘ) শিখন কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন;

ঙ) কর্মসূচির কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার অব্যাহত মূল্যায়ন;

চ) শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে গুণগত মান নিরূপণের প্রক্রিয়া চালুকরণ; পরিবর্তনশীল চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য তথ্যপ্রবাহ, উপদেশমূলক সহায়তা, সংযোগ স্থাপন, ঋণ প্রাপ্রতা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহায়তা গ্রহণ।

১১। **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনা নীতিমালা ঃ**

প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যে ও কৌশলগত লক্ষ্য পূরণ করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে সরকার মূল বৈশিষ্ট্যাবলীসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো প্রস্তাব করেছে, যা নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) **জাতীয় পর্যায় ঃ** জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। সরকারকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য নীতি নির্ধারক, পেশাজীবি, বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।

খ) **বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা ঃ** ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী দলের বিভিন্নমুখী চাহিদা এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে ব্যাপক পরিধির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

গ) **আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং গতি সঞ্চার ঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্যতার বিষয়টিতে গতি সঞ্চাল ও সমন্বয় করবে।

ঘ) **অংশীদারিত্ব সৃষ্টির জন্য পদ্ধতি ঃ** জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থা, নিয়োগকর্তা এবং যারা উদ্যোগ উন্নয়নে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করতে পারে তাদের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করবে।

ঙ) **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উন্নযন ঃ** সার্বিক উন্নয়নের এবং জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো পেশাগত নেতৃত্ব প্রদান করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে বিযুক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী 'প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করা হবে।

১২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাংগঠনসমূহের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

i) জাতীয় পর্যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) **একটি সমন্বিত সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচ** ঃ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও উন্নয় সহযোগীদের সহায়তায় একটি সমন্বিত এনএফই সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং এর গতি সঞ্চার করবে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ডের সার্বিক সমন্বয়ের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে।

খ) **নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদান** ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উন্নয়ন ও পর্যালোচনা, প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে সরকারী ও বেসরকারী সকল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করবে।

গ) **অর্থ সঞ্চালন** ঃ দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ডের জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ ও সঞ্চালন করবে।

ঘ) **কারিগরি সহায়তা** ঃ প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম প্রয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা সহায়তা এবং স্থানীয়ভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ) **ডাটাবেজ স্থাপন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম** ঃ সমগ্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের মধ্যে ডাটাবেজ পরিচালনা ও এমআইএস চালু করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্র জাতীয় মানে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংগঠনের সরাসরি সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়ন করবে।

চ) **উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন** ঃ সংগঠনটি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনটি কেবল সুনির্দিষ্ট সরকারী ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে না বরং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সমস্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে।

ছ) **সাধারণ প্রশাসন** ঃ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসন (দৈনন্দিন কার্যক্রম, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা) পরিচালনা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ii) মাঠ প্রর্যায় ঃ

প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো জেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হবে। জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) জেলা পর্যায়ে প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং সকল অংশগ্রহণকারীর সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা;

খ) বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সঞ্চালন ও ব্যবহার;

গ) জেলা পর্যায়ে ডাটাবেজ স্থাপন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

ঘ) জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সমম্বয় এবং গতি সঞ্চার করা এবং

ঙ) জেলা পর্যায়ের কাঠামোর অভ্যন্তরীণ প্রশাসন।

১৩। প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন নিম্নরূপ ঃ

i) জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো ঃ

জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ড তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। ব্যুরো সরকারের পক্ষ হতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

খ) একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এছাড়াও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আরও ৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যুরোতে দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় সরকার তার বাৎসরিক নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করবে।

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ঙ) ৩৭ জন কর্মকর্তা / কর্মচারী সহযোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে, যা পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হয়েছে।

চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মূল পদসমূহের দায়িত্বাবলী পরিশিষ্ট 'গ' তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ii) জেলা পর্যায়ের কাঠামো ঃ

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে ৩ জন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে, যা পরিশিষ্ট 'খ' তে উপস্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের কাঠামো অনুচ্ছেদ 12(ii) অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

১৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল

সার্বিক ও কার্যকর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নরূপ বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণ করবে ঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) স্থানীয় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

গ) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি;

ঘ) শিথিল শিখন-পদ্ধতি ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটি শিথিল শিখন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যাতে সীমিত সম্পদের মধ্যে শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়, ধারা সময় এবং স্থান নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হবে;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পার্শ্ব প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

চ) পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীসমূহ সমতা, লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ সংবেদনশীলতা, সুশাসন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার একীভূতকরণের মত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ, সহায়তা ও উন্নয়ন করবে, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিখন শেখানো প্রক্রিয়া, শিক্ষক / সহায়কদের প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হবে;

ছ) দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী বিভাগসমূহ, বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাসমূহকে ব্যবহার করা হবে;

জ) বেসরকারী খাত এবং সেবরকারী সংস্থা যারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষানবিমি এবং কর্মসংস্থান করে ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হবে ।

১৫ । উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনের (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো) পরিচালনা কৌশল ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক কাঠামো নীতি ও যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র পরিচালনা কৌশল নিম্নরূপ হবে ঃ

ক) তদারকি, গতিসঞ্চার এবং সহায়তা ঃ জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নীতি এবং অগ্রধিকার নির্ধারণ এবং তাতে গতি সঞ্চার ও সহায়তা প্রদান করবে ।

খ) একাধিক উ॥সের অর্থায়ন ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য বহিঃ অনুদান ও ঋণ, সরকারী অনুদান, শিক্ষার্থী 'ফি' প্রভৃতি নানাবিধ উ॥সের অর্থায়নের বিষয় সন্ধান ও তাতে গতি সঞ্চার করবে । উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি মূল কাঠামো বজায় রাখা এবং অনুমোদিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীতে অর্থায়নের বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকবে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ) **স্বল্পসংখ্যক যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ** ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে স্বল্পসংখ্যক পেশাদার কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। সংগঠনটির মানব সম্পদ উন্নয়নের নীতিতে পেশাদারিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। একইভাবে জেলা পর্যায়েও পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখা হবে।

ঘ) **বহিঃ উৎসের সহায়তা** ঃ যখন প্রয়োজন বহিঃ উৎস হতে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, উপকরণ উন্নয়ন, যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য সহায়তা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণামূলক সংগঠন, সক্ষম বেসরকারী সংস্থা, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

ঙ) **দক্ষতা বৃদ্ধি** ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের সংগঠন এবং তাদের বাস্তবায়নকারী অংশীদারিত্বের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে

চ) **বিকেন্দ্রীকরণের বিস্তৃতি** ঃ জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে মালিকানাবোধ সৃষ্টি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

ছ) **ফলাফলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি** ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল কর্মকান্ডের ফলাফলকে সামনে রেখে ব্যয় কার্যকরী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন দক্ষতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত নিয়ম / বিধি, ফলাফল এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে অংশীদারি সংস্থাসমূহকে অর্থায়ন করা হবে।

সুবিধাভোগীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্রুরো সকল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারীর মধ্যে কার্যকর সহায়তা ও অংশগ্রহণের কৌশল নিশ্চিত করবে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে অধিক মাত্রায় আত্ম-নির্ভরতা আনয়ন করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং মালিকানাবোধ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফলতা ও স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিখন ঃ

জন্ম গ্রহন করার পর থেকেই একজন মানুষ শিখছে। শিখনের ফলে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটছে। একটি লোক আগুনে হাত দিয়ে দেখল হাত পুড়ে যায় আর তাই সে আগুনে হাত দিতে চাইবে না। তার অভিজ্ঞতা হলো যে আগুনে হাত পুড়ে যায়। তাই অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এবং পরিবর্তিত আচরনই হলো শিখন।

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্নাও শ বলেন, 'শিখন হলো মানুষের আচরনিক পরিবর্তন। মানুষ যা কিছু শেখে তাই শিখন। শিখনে শেখাকেই গুরুত্ব দেয়া হয় ভাল মন্দ বিচার করা হয় না। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার করা হয়। উভয়ের পার্থক্য দেখানো হলো-

টেবিল নং- ১.৭ ঃ শিখন ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য ঃ

শিখন	শিক্ষা
শিখনের বিষয়াদি নির্দিষ্ট, সীমিত, পর্যায় ভিত্তিক নয়।	শিক্ষার বিষয়বস্তু পর্যায়ভিত্তিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও সীমিত।
নিয়ম কাঠামো নেই বললেই চলে।	নিয়ম কাঠামোর মধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
পরিসর বড় বলে এর মধ্যে দোষত্রুটি কিংবা ভালো-মন্দ রয়েছে।	শিক্ষা সব সময়ই সত্য ও ত্রুটিমুক্ত।
ব্যক্তির তৎক্ষণিক চাহিদা প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে।	শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় চাহিদা-নির্ভর।
মানুষ অন্তদৃষ্টি লাভ করে।	শিক্ষা মানুষের অন্তদৃষ্টির ব্যাপকতা ও প্রসারণে সহায়ক।
শিখন খন্ডিত ও ক্ষণস্থায়ী হতে পারে।	শিক্ষা পরিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী।

উৎস ঃ সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ।

টেবিল নং- ১.৮ ঃ শিক্ষা ও লেখাপড়ার মধ্যে পার্থক্য ঃ

শিক্ষা (Education)	লেখাপড়া (Schooling)
১. শিক্ষার সময়কাল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।	১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত উহার সময়কাল।
২. শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে যেমন গৃহ, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ।	২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক উভয় সম্পর্ক বিদ্যমান।	৩. শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বিদ্যমান।
৪. শিক্ষা মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নমূখী।	৪. লেখাপড়া প্রাথমিক ভাবে মানসিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত।
৫. ক্ষেত্র ব্যপক।	৫. শিক্ষার একটি ক্ষেত্র বিশেষ।

উৎস ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝায়

ইংরেজী Management শব্দটি ইটালীয় শব্দ Maneggiare হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। Maneggiare শব্দের অর্থ অশ্বকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা। কেহ কেহ মনে করেন গধহধমবসবহঃ শব্দটি ফরাসী Manager ও Manage শব্দ হইতে উৎপত্তি। ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এক বা একাধিক দলভূক্ত লোকের উদ্দেশ্য ভিত্তিক পারস্পরিক কার্যাবলী সুসংবদ্ধ ও প্রায়োগিক পদ্ধতি। 'ব্যবস্থাপনার' কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল

রবিনস্ ও মুখার্জী (১৯৯০)-এর মতে, অপরাপর লোক নিয়ে পারদর্শিতার সঙ্গে কার্যাবলি সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে।

লরেন্স এপপলী বলেন, ব্যবস্থাপনার হলো অন্য লোকদের চেষ্টার মাধ্যামে কার্য সম্পাদন এবং সেই কার্য অন্তত‌পক্ষে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হতে হবে, যার একটি হলো পরিকল্পনা ও অন্যাটি নিয়ন্ত্রণ।

১. E. F. L. Brech

Management is concerned with seeing that the job gets done and done efficiently.[1] [কার্য সম্পন্ন হইল কিনা ও দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইল কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করার সহিত ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত।]

২. John F. Mee

Management may be defined as the art of securing maximum result with a minimum of efforts so as to secure maximum give the prosperity and happiness for both employer and employee and give the best public the best possible service.[2] [সব থেকে কম শ্রম নিয়োগ করিয়া সর্বাধিক সুফল অর্জন করিবার কলাকে ব্যবস্থাপনা বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করা যায়; যাহার ফলে নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত উভয়ের জন্য সর্বাধিক সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তি অর্জিত হয় এবং জনগণের জন্য সর্বোত্তম সেবাদান করা যায় ।]

৩. George R Terry

Management is a distinct process consisting of planning organising, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources.[3] [ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যাহা জন ও সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ ও অর্জনের নিমিত্ত প্রযুক্তি হয় ।]

৪. R. C. Davis

Management is the function of executive leadership anywhere.[4] [ব্যবস্থাপনা কোন স্থানের নির্বাহী নেতৃত্বের কার্য ।]

৫. Stanley Vance

Management is simply the process of decision making and control over the action of human beings for the express purpose of attaining predetermined goals. [ব্যবস্থাপনা সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত জনশক্তির নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ।]

৬. Henry Fayol

" To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and control."[6] [ব্যবস্থাপনা মানে পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ।]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের প্রখ্যাত লেখক এল. এ. এলেন বলিয়াছেন 'ব্যবস্থাপক যাহা করেন তাহাই ব্যবস্থাপনা'।

ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলীর ব্যাপারে Gullick একটি ফর্মূলা প্রদান করেন। তিনি চঙউঝঈঙজই শব্দ দ্বারা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে বুঝিয়েছেন। এখানে-

P দ্বারা Planning (পরিকল্পনা)
O দ্বারা Organising (সংগঠন)
D দ্বারা Directing (নির্দেশনা)
Co দ্বারা Co-ordination (সমন্বয় সাধন)
R দ্বারা Reporting (রিপোর্ট) এবং
B দ্বারা Budgeting (বাজেটকরণ)

উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার সঙ্গা গুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্ত উহার জন, মাল, ধন, পদ্ধতি ও কল-কব্জার (তথা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের) পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহার জনগণের নির্দেশনা, উন্নয়ন ও প্রনোদনার কার্যাবলী।

ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

ব্যবস্থাপনা শব্দটি কবে কোথা থেকে আসছে তা সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও সৃষ্টির আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আদিম সমাজেও ব্যবস্থাপনা ছিল। ধারনা করা হয় খ্রিষ্টের জন্মের ৯-১০ হাজার বছর আগ থেকে মানব জাতির বসতি শুরু হয়। আদিকালে মানুষ প্রকৃতির সংগে যুদ্ধ করেই টিকে থাকত। কখনও পশুর সংগে কখনও সমুদ্রের জোয়ারের সংগে কখনও ঝড় তুফানের সংগে যুদ্ধ করতে হতো। এ সকল যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এ সকল কৌশলকে তৎসময়ের ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে।

ব্যক্তি নেতৃত্ব হতে ব্যবস্থাপনার জন্ম। প্রথম দিকে মানব জাতি ছিল অসভ্য, বস্য তারা বনেবাদাড়ে আর পাহাড় পর্বতের গুহায় বসবাস করত। পশু-পাখী, মৎস্য প্রভৃতি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। আস্তে আস্তে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করতে শেখে। পাহাড় পর্বতের গুহা বাদ দিয়ে নদী বা হ্রদের উপত্যকার বসবাস করতে শুরু করে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পরিবারের কর্তৃত্ব অর্জন করে তার নেতৃত্বে পরিবার চলতে থাকে। সমাজের সব থেকে শক্তিশালী ব্যক্তি সমাজের নেতা নির্বাচিত হয়। কারণ তখন শারীরিক শক্তিই ছিল বেঁচে থাকার অন্যতম উপাদান। বিজয়ী হবার জন্য মানুষ তৈরী ও ব্যবহার করে নানা রকম উপকরণ। আবিস্কার করতে থাকে প্রাধান্য বিস্তারের বিভিন্ন উপায় এবং কলা কৌশল যাকে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। তৎকালীন সময়ে মানুষের কাজের পরিকল্পনা হয়তো ছিল না অর্থাৎ আগ থেকেই সুনিদিষ্ট ভাবে পরিকল্পনা না করা হলেও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ছিল। নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা খুবই কঠোর ছিল বলেই নেতাকে মান্য করতে বাধ্য থাকত।

কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবস্থাপনা ঃ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

ব্যবস্থাপনা শব্দটি কবে কোথা থেকে আসছে তা সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও সৃষ্টির আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আদিম সমাজেও ব্যবস্থাপনা ছিল। ধারনা করা হয় খ্রিষ্টের জন্মের ৯-১০ হাজার বছর আগ থেকে মানব জাতির বসতি শুরু হয়। আদিকালে মানুষ প্রকৃতির সংগে যুদ্ধ করেই টিকে থাকত। কখনও পশুর সংগে কখনও সমুদ্রের জোয়ারের সংগে কখনও ঝড় তুফানের সংগে যুদ্ধ করতে হতো। এ সকল যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এ সকল কৌশলকে তৎসময়ের ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে।

ব্যক্তি নেতৃত্ব হতে ব্যবস্থাপনার জন্ম। প্রথম দিকে মানব জাতি ছিল অসভ্য, বন্য তারা বনেবাদাড়ে আর পাহাড় পর্বতের গুহায় বসবাস করত। পশু-পাখী, মৎস্য প্রভৃতি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। আস্তে আস্তে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শেখে। পাহাড় পর্বতের গুহা বাদ দিয়ে নদী বা হ্রদের উপত্যকার বসবাস করতে শুরু করে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পরিবারের কর্তৃত্ব অর্জন করে তার নেতৃত্বে পরিবার চলতে থাকে। সমাজের সব থেকে শক্তিশালী ব্যক্তি সমাজের নেতা নির্বাচিত হয়। কারণ তখন শারীরিক শক্তিই ছিল বেঁচে থাকার অন্যতম উপাদান। বিজয়ী হবার জন্য মানুষ তৈরী ও ব্যবহার করে নানা রকম উপকরণ। আবিস্কার করতে থাকে প্রাধান্য বিস্তারের বিভিন্ন উপায় এবং কলা কৌশল যাকে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। তৎকালীন সময়ে মানুষের কাজের পরিকল্পনা হয়তো ছিল না

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আগ থেকেই সুনিদিষ্ট ভাবে পরিকল্পনা না করা হলেও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ছিল। নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা খুবই কঠোর ছিল বলেই নেতাকে মান্য করতে বাধ্য থাকত।

কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রগৈতিহাসিক কালেই মানুষের জীবন যাপন প্রণালীর পরিবর্তন শুরু হয়। মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে বসতি স্থাপন করে নদ-নদী ও হ্রদের উপত্যকায় এবং কৃষি কাজ করা আরম্ভ করে। এই সময়ে পরিবারগত ভাবে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উদ্দৃত্ত উৎপাদন শুরু হয় এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পারিক চাহিদা মিটাবার জন্য শুরু হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় (Barter trade) প্রথা। শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে একটি পরিবার এক এক ধরনের পণ্য উৎপাদন শুরু করে। তখন থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে দেখা যায় অর্থাৎ তখন পরিকল্পনা করা হয় কি পণ্য উৎপাদন করা হবে কিভাবে করা হবে কতটুকু উৎপাদন করা হবে কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে কখন কিভাবে বীজ লাগাতে হবে ইত্যাদি। ধীরে ধীরে মানুষ ভূমির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং সৃষ্টি হয় পরিবার প্রথা। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য গড়ে উঠে সমাজ। সমাজের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠে গ্রাম। মানুষের মধ্যে চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে এবং মানুষে মানুষে মতদ্বৈততা ঘটতে থাকে। আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত এড়াবার জন্য বা সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় সমম্বয় সাধনের প্রক্রিয়া।

এভাবেই ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন ধারণা তেরী হয় এবং ব্যবস্থাপনা একটি ভিত গড়ে উঠে আগুনের ব্যবহার, উপকরণ উদ্ভাবন, কৃষি কাজ, পরিবার প্রথা, মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, পরিকল্পনা, সমম্বয় সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠিত হয় ব্যবস্থাপনা। তাই প্রাগৈতিহাসিক কালেয় ব্যবস্থাপনা শুভ সূচনা হয় বলে ধারণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা

ভারতীয় সভ্যতা ঃ

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে ভারতীয় অতি সুপ্রাচীন। মহেঞ্জোদারো ও হরপপা সভ্যতা নির্দাশনগুলো উন্নত পরিকল্পনা ও সংগঠনের স্বাক্ষর বহন করেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৌটিল্যের অবদান উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্র নামক বিখ্যাত গ্রহন্থ রচনা করেন। ব্রাক্ষ্মণ পন্ডিত কৌটিল্য (Koutilya) তার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্র সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ বরেন। কৌটিল্য মন্ত্রীর গুণাবলী, নেতা নির্বাচন, বাজার কার্য, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি বর্ণনা করেন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, আইন ও বিচার প্রশাসন, অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেন।

ব্যবিলনীয় সভ্যতা ঃ

ব্যবিলনীয় সভ্যতা থেকে বিক্রয়, ঋণ, চুক্তি, অংশীদারী কারবার প্রমিজরী নোট ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ বিধি পাওয়া যায়। দায়িত্ব হস্তান্তর বা অর্পন করা যায় না এ ধারনা এখান থেকেই এসেছে। এ সভ্যতায় নিম্নতম মজুরী ব্যবস্থা সাক্ষ্যপ্রমাণ ও লিখিত তথ্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও দায় দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতা ঃ

সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম একটি সভ্যতা। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যক্তি নেতৃত্ব গড়ে উঠে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

সুমেরিয়ন ও মিশরীয় সভ্যতা ঃ

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনে এ সভ্যতার উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রয়েছে। এ সময়ে গীর্জার যাজকগণ খাজনা আদায় করতেন ও তার হিসাব নিকাশ রাখতেন। মিশরীয় সভ্যতার পরিকল্পনা সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনার আদি ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর সংযোজন। এ সভ্যতায় ব্যক্তি নেতৃত্ব হতে ব্যবস্থাপনা নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়। কার্যক্রমে এই ব্যবস্থাপনা নেতৃত্ব আজিকার দিনের ব্যবস্থাপনার রূপ পরিগ্রহ করে।

হিব্রু সভ্যতা (The Hebrew Civilization) ঃ

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে হিব্রুদের বিশেষ করে হযরত মুসা (আ:) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনায় তাহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে শ্রমিক, কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও সংগঠন বিষয়ে তাহার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

রোম সভ্যতা (The Roman Civilization) ঃ

প্রাচীন রোমের সেভেন হিলের সেলিয়ান পল্লীগুলোতে কারিগর ও বণিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠেছিল। তাহার শক্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃত্বাধীনে কার্যসম্পাদন করিত। সেখানে আস্তে আস্তে ব্যবস্থাপক শ্রেণী গড়ে উঠে। রোম সরকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষতার পরিচয় দেয়। মিশরীয়দের মতো রোমানরাও বিকেন্দ্রীকরণে প্রয়াসী ছিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতো। রোমানদের অনুসৃত ব্যবস্থাপনার নীতিমালার মধ্যে পরিকল্পনা, বিভাগীয়করণ, সমম্বয় সাধন ইত্যাদি উল্লেযোগ্য।

গ্রীক সভ্যতা ঃ

প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা ক্রমোন্নয়নে গ্রীক সভ্যতার বিশেষ অবদান রহিয়াছে। গ্রীক সভ্যতায় বিশেষায়ন ও শ্রম-বিভাগের ব্যপক প্রচলন ছিল। গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত যে, একজন ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অনুয়ায়ী একটি মাত্র কার্য সমাধী করিলে কার্যের পরিমান ও গুণগত মান উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। গ্রীক সভ্যতার যুগে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উহাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার সার্বজনীন ধারনা, শ্রম বিভাগ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার, কার্যপদ্ধতি ও গতির ব্যবহার, শ্রমবিভাগ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার, কার্যপদ্ধতি ও গতির ব্যবহার, পরামর্শমূলক তত্ত্বাবধান অন্যতম। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা গ্রীক সভ্যতার

Dhaka University Institutional Repository

ফসল। সক্রেটিসের শিষ্য স্কেনোফোন (Xenophon) বিশ্বাস করতেন ব্যবস্থাপনা একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র কলা।

চীনা সভ্যতা ঃ

আজ থেকে দেড় হাজার বৎসরের আগে চীনে এক ধরনের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এখানে 'টও' মতবাদের নায়ক রাও-জু কারবার পরিচালনার এক অভিনব পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে দক্ষতা অনুযায়ী কারবারের কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি বা শাস্তি দেওয়া হত।

মধ্য যুগে ব্যবস্থাপনার রীতি পদ্ধতি ঃ

৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আল-ফারাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সমন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি প্রধানত নেনৃত্বে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন। আল-ফারাবীর মতে একজন যুবরাজের কিছু গুণাবলী থাকিতে হয় যেমন- প্রচুর বুদ্ধিমত্তা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা, দূর্বলতাহীন দৃঢ়তা, ন্যায় বিচার-প্রীতি, অধ্যয়ন-প্রীতি, মিথ্যার প্রতি বিরূপভাব এবং সম্পদের অনাশক্তি থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র পরিচালার ক্ষেত্রে এই সমস্ত গুণাবলী যেমন প্রয়োজন কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও উহাদের গুরুত্ব কত নহে।

১১০০ খ্রিষ্টাব্দে 'নাসিহাত-আল-মুলুক' গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী রাজার উদ্দেশ্যে কতিপয় উপদেশ প্রদান করেন। তিনি রাজার আশ্যিক ৪টি গুণের কথা বলেন। গুণ ৪টি হলো ন্যায় বিচার, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও সংযম এবং এর পাশাপাশি ৪টি পরিত্যাজ্য গুণের কথা বলেন। যেগুলো হলো হিংসা, ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণতা ও শত্রুতা। রাজার আচারণ এমন হওয়া উচিত যাহাতে সমস্ত রাজা ও প্রজা তাহাকে হারানোর বেদনা অনুভাব করেন।

১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি তাহার প্রণিত গ্রন্থে দুই তরফা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন।

১৫ শতাব্দীতে ইটালিতে অংশীদারী ও যৌথ প্রচেষ্টা কারবারের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ শতাব্দীতে ভ্যানিস রাজ্য ও উহার নৌবাহিনী উন্নতির চরম শিখরে আরহণ করে। তাহাদের যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বৃহদাকার কারখানার উন্নয়ন ঘটে। এই বিরাট আকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা রীতির বহুবিধ বিষয়ের সংগে বর্তমান ব্যবস্থপনা রীতির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে যে সমস্ত রীতি অনুসরণ করা হতো সেগুলো হলো যন্ত্রাংশের সংখ্যায়ন, যন্ত্রাংশের গুদামজাতকরণ, কর্মী ব্যবস্থাপনার রীতি, যন্ত্রাংশের মান নির্ধারণ, মজুত নিয়ন্ত্রণ ও পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সম্পাদনের জন্য কার্য বিভাগ ছিল এবং সমজাতীয় কার্য সম্পাদের জন্য একই স্থান ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন স্থানের ব্যবস্থা করা হতো। শ্রমিক কর্মীদের জন্য কার্য আরম্ভের সময় ও পরিসমাপ্তির সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। চুরি প্রতিরোধ কল্পে প্রবেশ পথে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। কার্যের প্রকৃতি অনুসারে ফুরণ মজুরী (piece rate) ও সময় ভিত্তিক মজুরী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কর্মীদের কাজের মূল্যায়নের জন্য দক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হতো। শ্রমিকদের প্রথমে শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ দেওয়া এবং সম্ভব্য শ্রমিকদের নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। মধ্যপানের জন্য শ্রমিকদের অল্প সময়ের জন্য কার্য বিরতি দেওয়া হইত। যাহা অনেকটা আধুনিককালের চা কফি বিরতির সংগে তুলনা করা যায়। প্রতিটি কার্যের মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য কার্যের ডিজাইন আকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো।

মধ্য যুগের শেষার্দ্ধে যে সমস্ত চিন্তাভিদ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাহাদের বর্ণনা নিম্নে করা হলো ঃ

থমাস মুর (Thomas Moor) ঃ ১৪৭৮ সালে সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত থমাস মুর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। গীর্জার কর্তৃত্ব ও রাজার ২য় পত্নীর সন্তানদের উত্তরাধিকার বিষয় মতবিরোধের কারণে তাহাকে দেশদ্রোহিতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শিরচ্ছেদ করা হয়। আনুমাণিক ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার কুফলের বিস্তারিত বর্ণানা

Dhaka University Institutional Repository

দেন। তাহার মতে শাসক শ্রেণী সমাজের পরগাছা শ্রেণী। তাহারা কৃষক প্রজার শ্রমের বিনিময় উৎপাদিত ফসলের উপর জীবন ধারন করে। তাহাদের ঘিরিয়া অপর একটি শ্রেণীর উদ্ভাব হয় যাহাদের কোন পেশায় শিক্ষা নাই। সম্প্রতিককালের রাজনৈতিক কর্মীর ছদ্মাবরণে তোষামোদকারী, চাটুকার এবং সার্বক্ষণিক মাস্তানগণকে এই শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত করা যায়। ইউটোপিয়ায় বিশেষায়নে আদর্শ এবং সর্ব্বোর্চ মানব শক্তি ব্যবহারের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিকোলো মেকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) ঃ

১৪৬৯ সালে ইটালির ফ্লোরেন্সে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনার উপর লিখিত 'দি ডিসকোর্সেস' (The Discourses) এবং 'দি প্রিন্স' (The Prince) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িককালের ধর্মবিদ ও রাজ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পরিহার করিয়া তিনি ক্ষমতার অন্তনিহিত চালিকা শক্তি উদঘাটনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার জন্য যে সমস্ত আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন উহাদের কার্যকারিতা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রহিয়াছে।

নিম্নে মেকিয়াভেলি প্রদত্ত ব্যবস্থাপনায় আদর্শসমূহের উল্লেখ করা হইলঃ

১. গণসম্মতির উপর নির্ভরশীলতা ঃ তিনি বলেন একজন রাজপুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতা দখল করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য জনগণের অনুমোদন প্রয়োজন। একজন রাজপুত্রের জনগণের সাহায্যে বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভের বিকল্প বাছাই-এর সুযোগ থাকিলে তাঁহার উচিত জন সর্মথনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের পথ গ্রহণ করা। উহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিতবহ এবং কতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা তত্ত্বের অভিব্যক্তি।

২. সংসক্তি প্রবণতা (Cohesiveness) ঃ সংগঠনে সংসক্তি প্রবণতা রক্ষা করা প্রয়োজন। রাজ্য সংরক্ষণের জন্য রাজপুত্রের বন্ধুদের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে হয়। রাজপুত্রের দায়িত্ব বন্ধুদের

Dhaka University Institutional Repository

আচার-আচরণ বা মনোভাবের উপর নজর রাখা এবং প্রয়োজনে তাহাদের শান্ত করা। দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য রাজপুত্রের অধিকৃত এলাকায় বসবাস করা বিধেয়।

সংগঠনে সংসক্তি প্রবণতা রক্ষার জন্য রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাশা ও জনগণের কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এখানে সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্বের আদর্শের প্রতি গুরুত্ব আরোপকরা হইয়াছে। মেকিয়াভেলির মতে বিধি-বিধানের অনুপস্থিতি এবং ঘন ঘন নীতি পরিবর্তন জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্বের উত্তম কার্যের বিবেচনা না করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা উচিত।

৩. নেতৃত্ব (Leadership) ঃ তিনি দুই ধরনের নেতৃত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃতিগতভাবে নেতা এবং নৈপূণ্য আয়ত্তকরণের মাধ্যমে নেতা। তাঁহার মতে, যোগ্য নেতা হওয়ার গুণ অনেকের মধ্যে থাকে না বিধায় তাহাদের পক্ষে প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে হয় না। একজন উত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার জন্য শহর বা রাষ্ট্র উন্নয়নে সহায়তাকারী নাগরিকগণকে পুরস্কার ও অন্যান্য প্রণোদিত দেওয়া উচিত। নেতার সময়ের দাবি অনুধাবন করা এবং উহার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। নেতার প্রতি অনুগত এবং ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত ব্যক্তিবর্গের পার্থক্য কারার মত বিচক্ষণতা যোগ্য নেতার থাকা প্রয়োজন। সুযোগ উপস্থিত হইলে নেতার উহা সদ্ব্যবহার করার মত নৈপূণ্য থাকা উচিত।

৪. টিকিয়া থাকার ইচ্ছা (Will to Survive) ঃ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে প্রিন্স যে কোন নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এই ব্যাপারে গতানুগতিক ন্যায়ের আদর্শ গৌণ রাখা হয়। নিকোলো মেকিয়াভেলির পর দুই শত বৎসরের মধ্যে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তেমন কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে নাই।

জেমস্ স্টুয়ার্ট (James Stuart) ঃ ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জেমস্ স্টুয়ার্টের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে একটি গ্রন্থ (An Inquiry into the Principles of Political Economy) প্রকাশিত হয়। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ইহাতে ক্ষমতার উৎসের তত্ত্ব প্রদান করেন এবং অটোমেশনের অভিঘাত (রসঢ়ধপঃ) সম্বন্ধে মতামত প্রদান করেন। তাঁহার মতে, ক্ষমতা নির্ভরশীলতার সমানুপাতিক এবং উহা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। অনিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা কখনও প্রত্যর্পণ করা যায় না। কারণ, উহা রাজ্য এবং প্রজা উভয়ের বিপক্ষে রূপান্তরিত হইতে পারে। শিল্পোৎপাদন যন্ত্র প্রবর্তনের স্বপক্ষে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁহার মতে, যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সাময়িক বেকার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উহার দ্বারা আরও অধিক কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উহার দ্বারা যে সংখ্যক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে উহা হইতে অধিক সংখ্যক কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয়।

অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ঃ ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডাম স্মিথের 'অয়েলথ্ অব নেশনস্ (Wealth of Nations) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি বর্ধিত উৎপাদন লাভের জন্য শ্রম-বিভাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার বহুবিদ সমস্যা ও ধারণার ব্যাখ্যা দান করা হয়। ব্যবস্থাপনায় তাঁহার অবদানসমূহের মধ্যে উৎপাদন কর্মীদের জন্য বিশেষায়ণের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

বৃহদাকার শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে রিচার্ড আর্করাইটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবিরাম উৎপাদন, কারখানার অবস্থান পরিবর্তন, মানব শক্তি, মাল-মসলা, যন্ত্রপাতি ও পুঁজির সমন্বয় সাধন, কারখানা শৃঙ্খলা ও শ্রম-বিভাগের দক্ষ প্রয়োগে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সময়ের মানদন্ডে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য।

ঐ সময়ে শ্রমিকগণ ১৪ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব সময় কার্য সম্পাদন করিত। রিচার্ড আর্করাইট তাঁহার শ্রমিকদের কখনও ১২ ঘন্টার অধিক কাজ করিতে দেন নাই।

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্যবস্থাপনার রীতি পদ্ধতি ঃ

MANAGEMENT PRA CTICES DURING THE 19TH AND THE 20TH CENTURY

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ব্যবস্থাপনার ধ্যান ধারণার বিকাশে মৌলিকত্বের মাত্রা অধিক না হইলেও প্রয়োগিক কলাকৌশলের প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়। উনিশ শতকে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনীষী বা প্রতিষ্ঠান অবদান রাখেন তাঁহাদের মধ্যে জেমস্ ওয়াট (James Watt), ম্যাথো বোল্টন (Matthew Boulton), রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), জেমস্ মিল (James Mill), চার্লস্ ব্যাবেজ, হেনরী পুয়র (Henry Poor), উইলিয়াম জেভনস্ (William Jevons) অন্যাতম।

রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) ঃ রবার্ট ওয়েন ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের কার্য নিয়োগের রীতি ছিল। শ্রমিকগণ গড়ে দৈনিক ১৩ ঘন্টা শ্রম দিত। রবার্ট ওয়েন শ্রমিক নিয়েগের বয়স ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। অর্থাৎ তিনি ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের কর্মে নিয়োগ না করার প্রথা চালু করেন। তিনি শ্রমিকদের দৈনিক কার্য ঘন্টা ১৩ ঘন্টা থেকে হ্রাস করে সাড়ে ১০ ঘন্টা নির্ধারণ করেন।

রবার্ট ওয়েনের মতে, কার্য পরিবশে ও বাসস্থানের অবস্থার উন্নয়ন অধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের সহায়তা করেন। শ্রমিক কর্মী উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগকে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করেন। মেশিনের উপর শতকরা ১৫ ভাগ মুনাফার বিপরীতে শ্রমিক কর্মী খাতে বিনিয়োগের উপর ৫০ থেকে ১০০ ভাগ মুনাফা লাভ করা সম্ভব।

তিনি প্রমাণ করেন শিল্পায়নের জন্য সস্তা শ্রম এবং শ্রমিকের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তাঁহার অনুসৃত রীতি নীতি পরবর্তীতে শ্রম আইন প্রণায়নের পথকে সুগক করে। তার মতে ব্যবস্থাপনার দর্শন ছিল 'মানুষ অবস্থাবলীর সৃষ্টি'। সেই জন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করার সম্ভব হলে শ্রমিকের কার্যের মাত্রা ও গুণগত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত বিষয়ে মৌলিক অবদান রেখেছে উহার মধ্যে শ্রমিকের বাসস্থান সৃষ্টি, শ্রমিক এলাকার রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন, শিশু শ্রমিকের বয়স নির্ধারণ, দৈনিক কার্যঘন্টা হ্রাস এবং শ্রমিকের বিনোদনের ব্যবস্থা অন্যাতম। এই সকল কারণে রবার্ট ওয়েনকে আধুনিক শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক বলে অভিহিত করা হয়।

চার্লস্ ব্যাবেজ ঃ তিনি ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় গণিতশাস্ত্রে একজন অধ্যপক ছিলেন। তাঁহার মতে, সাফল্যজনক কারবারে উত্তম ব্যবস্থাপনার উপাদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্র ও শ্রমিকের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিয়া থাকে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অবদান রাখার প্রচেষ্টা চালান। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন উহাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক রীতির প্রয়োগ, বিশেষায়ণ, শ্রমবিভাগ, গতি এবং সময় সমীক্ষা, পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ এবং কর্মী-দক্ষতায় বিভিন্ন প্রকার রং-এর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তিনি যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল ঃ

১. উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ;

২. সময় নিরীক্ষা কৌশলের ব্যবহার;

৩. তথ্যানুসন্ধানের জন্য মুদ্রিত নিদিষ্ট ফরমের ব্যবহার;

৪. কারবারের রীতি পরীক্ষায় তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার;

৫. চোখের জন্য সর্বনিম্ন শ্রান্তিসম্পন্ন কালি ও কাগজের রং নির্ধারণের উদ্দেশ্য কাগজের রংয়ের আভা ও কালির রংয়ের প্রভাব সমীক্ষা;

৬. সর্বোত্তম প্রশ্ন করার কলাকৌশল নিরূপণ;

৭. আয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান হইতে চাহিদা নিরূপণ;

৮. অর্থনীতির জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীকরণ;

৯. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

Dhaka University Institutional Repository

১০. কারখানার অবস্থানের সংগে কাঁচামালের নৈকট্য সমীক্ষা করা এবং কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের ওজন বিবেচনা করা অর্থাৎ কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করার কারণে ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনা; এবং সুবিধাজনক পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থার ব্যবহার।

১১. সুবিধাজনক পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থার ব্যবহার।

তাঁহার মতে, কর্মীর আবিস্কৃত উন্নয়নের প্রয়োগের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপকৃত হয়। উপরোক্ত কারণে চার্লস্ ব্যাবেজকে অনেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করেন।

হুগো মানস্টারবার্গ ঃ হুগো মানস্টারবার্গ জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তাঁহার 'মনোবিজ্ঞান এবং শিল ।পীর দক্ষতা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থে ব্যবস্থাপনায় অধিকতর বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং বিশেষ করিয়া মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। তিনি শিল্পে মনোবিজ্ঞানীদের ভূমিকা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন ঃ

১. সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ কার্যে সহায়তা করে;

২. কোন মনোজাগতিক অবস্থায় সর্বাধিক মাথাপিছু উৎপাদন লাভ করা যায় তাহা নিরূপণ করা; এবং

৩. তাঁহার মতে, সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের বাছাই প্রক্রিয়ায় মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা সুফলপ্রদ।

হেনরী পুওর ঃ হেনরী পুওর 'দি অ্যামেরিকান রেইলরোড্ জার্নাল্, এর সম্পাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার মতে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সমস্যাবলী ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা হইতে পৃথক। রেলপথ ব্যবস্থাপকদের জন্য তিনি ৩টি আর্দশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ৩টি আদর্শ হইল-সংগঠন, যোগাযোগ, সংগঠনসহ তথ্য অথবা সযত্ন শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের বিষয়টিকে তিনি সর্বাধিক মৌলিক বিষয় বলিয়া অভিহিত করেন। রেলপথের সংগঠন এমন হওয়া উচিত যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তির সময় এবং রেলের যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। তাঁহার প্রদত্ত তথ্যের ধারণার দুইটি দিক

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত রাখে। দ্বিতীয়ত, তথ্য-আদর্শ প্রতিষ্ঠানের কার্যের উন্নয়নের জন্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণের সংগে সম্পৃক্ত।

ফ্রেডারিক উইন্স্লো টেলর (১৮৫৬-১৯১৫) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে টেলরের জন্ম হয়। ১৮৭০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি ছোট মেশিন প্রস্তুত কারখানায় একজন শিক্ষানবিস হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। অসাধারণ মেধা, কঠোর পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বলে তাঁহার পক্ষে কারখানার শীর্ষপদ লাভ করা সম্ভব হয়। টেলর ৩টি কোম্পানীতে চাকরি করেন, যথা-মিডভেল স্টীল কোম্পানী, সাইমন্স রোলিং মেশিন কোম্পানী এবং বেথেলহাম স্টীল কোম্পানী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশক্তির অভাব ছিল। এই কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও যন্ত্রশক্তির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে টেইলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করেন। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বৈপ্লবিক। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁহার প্রকাশনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

গ্রন্থ

১. Shop Management. New York: Harper & Row, 1903.

২. Concrete: Plain and Reinforced (with S.F. Thompson). New York: Wily and Sons, 1905.

৩. Principles and Methods of Scientific Management. New York: Harper & Row, 1911.

৪. Concrete Costs (with S.F. Thompson). New York Harper & Row, 1912.

৫. Scientific Management. Hanover: N.H. Dartmouth College, 1913.

Dhaka University Institutional Repository

টেলরের অবদানকে প্রধানত তিন ভাবে ভাগ করা যায়, যথা-১. ব্যবস্থাপনার আদর্শ; ২. ব্যবস্থাপনার বিন্যাস বা প্রগঠন ; এবং ৩. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দর্শন ।

টেলরের প্রদত্ত ব্যবস্থাপনার আদর্শসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষের প্রতিটি কার্য-উপাদানের জন্য বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করা। উহা টিপসহির পদ্ধতিকে অপনোদন করে;

২. বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ দান, শিক্ষণ ও উন্নয়ন করা;

৩. উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের আদর্শ অনুসারে কার্য সম্পাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মীদের সহৃদয় সহযোগিতা করা;

৪. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সম-পরিমাণ কার্য ও দায়িত্ব বিভাজন করা ।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তিনি ব্যবস্থাপনার প্রগঠনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উল্লেখ করা হইল ঃ

১. সময় নিরীক্ষা;

২. কার্যিক সংগঠন;

৩. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির বিনির্দিষ্ট মান স্থাপন;

৪. পরিকল্পন কক্ষ বা বিভাগ;

৫. ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রম আদর্শ;

৬. স্লাইড রুল এবং সমজাতীয় শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রপাতির ব্যবগার;

৭. শ্রমিকদের জন্য নির্দেশ কার্ড;

৮. ব্যবস্থাপনায় কার্যধারণা এবং সফল কার্যের জন্য বোনাস;

৯. পার্থক্যমূলক মজুরি হার;

১০. উৎপাদনে ব্যবহৃত কলকব্জা ও উৎপাদিত পণ্য শ্রেণীবিভাগে নিমোনিক বা স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতির ব্যবহার ।

Dhaka University Institutional Repository

টেলরের মতে ব্যবস্থাপনার আদর্শ বা ব্যবস্থাপনার প্রগঠনের উপাদার বা উপাদানসমূহ বা সামগ্রিকভাবে আদর্শ ও উপাদানের সমষ্টি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নহে। তাঁহার ভাষায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটি মানসিক বিপ্লব। শ্রমিক- ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনার সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের কার্য ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ মানসিক বিপ্লব সাধনই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মৌল তাৎপর্য।

হেনরী ফেয়ল (১৮৪১-১৯২৫) ঃ ইউরোপের ফ্রান্সে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৪১ সালে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বীয় ধারার অগ্রদূত হেনরী ফেয়ল জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে এ্যাস. এ. কমেন্ট্রি-ফোরচ্যামবল্ট এর একটি খনিতে তিনি প্রকৌশলী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে তাঁহার এই কোম্পানীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে উন্নীত করা হয়। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত কোম্পানীতে কার্য সম্পাদন করেন। অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা হইতে তিনি উক্ত কোম্পানীকে সাফল্যের শীর্ষে আনয়ন করিতে সক্ষম হন।

তাঁহার মতে কোম্পানীর সাফল্য তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে হয় নাই। কোম্পানীর সাফল্যের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ শুধু কারবার প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহা যে কোন সংগঠনে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করা সম্ভব। এই দিক হইতে হেনরী ফেয়লকে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রসারের একজন প্রবক্তা বলা হইয়া থাকে।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব উন্নয়নের জনক হিসাবে হেনরী ফেয়লকে বিবেচনা করা হয়। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমে ব্যবস্থাপনার রীতি-পদ্ধতির তত্ত্বায়ন করেন। হেনরী ফেয়লের ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় কাঠামোতে প্রধানত তিনটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে তিনি ছয় ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা-

১. কারিগরী কার্যাবলী (উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ ও অভিযোজন);

Dhaka University Institutional Repository

২. বাণিজ্যিক কার্যাবলী (ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময়);

৩. অর্থ-সংক্রান্ত কার্যাবলী (মূলধনের অনুসন্ধান ও কাম্য ব্যবহার);

৪. নিরাপত্তামূলক কার্যাবলী (ব্যক্তি ও সম্পদের সংরক্ষণ);

৫. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী (মজুদ পরিগণনা, উদ্বর্ত পত্র প্রস্তুত, পরিব্যয় প্রাক্কলন ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ);

৬. ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী (পরিকল্পন, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ) ।

উপরোক্ত কার্যাবলীর মধ্যে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলীর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় । প্রতিটি কার্যের বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় । ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত ১৪টি আদর্শ অনুসরণের পরামর্শ দান করিয়াছেন ঃ

১. কার্য বিভাগ বা বিশেষায়ণ;

২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব;

৩. শৃঙ্খলা;

৪. আদেশের ঐক্য;

৫. নির্দেশনার ঐক্য;

৬. সাধারণ স্বার্থের অনুগামী ব্যক্তি-স্বার্থ;

৭. পারিশ্রমিক;

৮. কেন্দ্রীকরণ;

৯. জোড়া-মই শিকল;

১০. অব্যবস্থা বা নিয়মানুবর্তিতা;

১১. সাম্য;

১২. কর্মীর চাকরিকালের স্থায়িত্ব;

১৩. উদ্যোগ; ও

১৪. দলীয় চেতনা ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত তত্ত্বীয় কাঠামোর বিস্তারিত বিবরণসহ 'সাধারণ ও শিল্পীয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক গ্রন্থ ১৯১৬ সালে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ ১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বীয় কাঠামো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

হেনরী এল. গ্যান্ট ঃ হেনরী এল. গ্যান্ট ১৮৮৭ সালে 'মিড ভেল স্টীল ওয়ার্কস'-এ টেলরের পরীক্ষামূলক কার্যে যোগদান করেন। তিনি টেলরের ধারণা ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। অবশ্য তাঁহার চিন্তা-চেতনার মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। টেলরের পার্থক্যমূলক মজুরি হার পদ্ধতির ভিত্তিতে গ্যান্ট কার্য বোনাস মজুরি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। তাঁহার পদ্ধতিতে একজন শ্রমিক নির্ধারিত কার্য সম্পাদনে সক্ষম হইলে তাহাকে নিয়মিত মজুরি ছাড়াও বোনাস দেওয়া হয়। শ্রমিক নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম না হইলে তাহাকে শুধু দৈনিক মজুরি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে তাঁহার মজুরি ব্যবস্থা ও টেলরের মজুরি ব্যবস্থায় পার্থক্য বিদ্যমান। টেলরের মজুরি ব্যবস্থার অধীনে বিনিদিষ্ট মানের নিম্ন উৎপাদনকারী শ্রমিককে দৈনিক মজুরি হার প্রদানের সুযোগ নাই। তুলনামূলকভাবে গ্যান্টের মজুরি প্রথা শ্রমিককেন্দ্রিক। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কখনও কখনও উৎপাদনের মাত্রা দ্বিগুণ করা নম্ভব হয়।

গ্যান্ট ব্যবস্থাপনায় 'দৈনিক জের ছক' উদ্ভাবন করেন। এই ছকের এক অক্ষে উৎপাদন ও অন্য অক্ষে সময় প্রদর্শিত হয়। ইহায় গ্যান্ট চার্ট নামে খ্যাত। ব্যবস্থাপনায় মানবিক দিকের প্রতি তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কারণে তাঁহাকে শিল্পীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার হসংস্কার নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ফ্রাঙ্ক বাঙ্কার গিলব্রেথ (১৮৬৮-১৯২৪) ঃ ১৮৬৮ সালে গিলব্রেথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে হুইড্ডি এন্ড কোম্পানীতে ইট-স্থাপনকারী শিক্ষানবিস হিসাবে যোগদান করেন। মাত্র ১০ বৎসরের মধ্যে তিনি ঐ কোম্পানীর আধিকারিক হিসাবে পদোন্নয়ন লাভ করেন। ব্যক্তিগত সমীক্ষায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন কার্য সম্পাদনের জন্য একজন ব্যক্তি বহুবিদ অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন করে। তিনি ইট-স্থাপনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অঙ্গসঞ্চালন বিষয়ে সমীক্ষার দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালনের উন্নত পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি ইট-স্থাপনে মোট ১৮টি কার্যাংশ দেখিতে পান। তিনি গতি নিরীক্ষা গবেষণার মাধ্যমে উক্ত ১৮টি কার্যাংশকে মোট ৫টি কার্যাংশে হ্রাস করেন। ইহাতে প্রদত্ত কার্য সম্পাদনের সময় বহুগুণে হ্রাস পায়। কার্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়নে তিনি ও তাঁহার পত্নী যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করেন। এই ব্যাপারে যে সমস্ত কৌশল ও হাতিয়ার তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হন উহাদের মধ্যে মাইক্রোক্রোনোমিটার, সাইকেল-গ্রাফ, ক্রোনোসাইক্লিগ্রাফ, প্রক্রিয়া চিত্র এবং প্রবাহ চিত্র অন্যতম।

কার্য বিশ্লেষণের জন্য তিনি প্রবাহ-প্রক্রিয়া চিত্র ব্যবহার করেন। তিনি এই চিত্র প্রস্তুতের জন্য প্রতিটি কার্যকে মৌলিক পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন; যথা-ক্রিয়া, পরিবহন, অবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও বিলম্বতকরণ। পরবর্তী সময়ে আরও কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সকল জাতীয় কার্যের জন্য তিনি ১৭টি মৌলিক উপাদান উদ্ভাবন করেন। গিলব্রেথের নামের অক্ষরগুলি বিপরীতভাবে সাজাইলেথারব্লিগ শব্দ তৈরী হয়।

লিলিয়ান মোলার গিলব্রেথ (১৮৫৩-১৯৭২) ঃ লিলিয়ান মোলার গিলব্রেথ ফ্রাঙ্ক বাঙ্কার গিলব্রেথের সংগে ১৯০৪ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। গিলব্রেথ দম্পতি ৭টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লিলিয়ান গিলব্রেথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ৬। ইহাছাড়া তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁহাকে একজন অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৬০ সালে তাহাকে 'ব্যবস্থাপনার প্রথম দূত' খেতাবে ভূষিত করা হয়। মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যবস্থাপনা পরামর্শক হিসাবও কার্য সম্পাদন করেন।

হেরিংটন ইমারসন (১৮৫৩-১৯৩১) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের টেনটনে ১৮৫৩ সালে হেরিংটন ইমারসন-এর জন্ম হয়। তিনি ১৯১১ সালে 'মজুরি ও কার্যের ভিত্তি হিসাবে দক্ষতা' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১৩ সালে তাঁহার 'দক্ষতার বার আদর্শ' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম পাঁচটি আদর্শ আন্তঃ ব্যক্তিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় এবং অন্য সাতটি আদর্শ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সম্বন্ধীয়।

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ এলটন মেয়ো (১৮৮০-১৯৪০) ঃ ১৮৮০ সালে অস্ট্রেলিয়ার এডেলেইডে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জর্জ এলটন মেয়ো এর জন্ম হয়। তিনি এডেলেইড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর যুক্তিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনের শিক্ষক হন। পরবর্তীকালে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। উপরোক্ত কোন বিষয়েই তাঁহার পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় নাই। তিনি ১৯০৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ফিরিয়া আসেন এবং মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে প্রভাষক নিয়োজিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আহত সৈনিকদের সেবায় নিয়োজিত হন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। এই পটভূমি তাঁহাকে মানব-সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৯২২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

১৯২৬ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের একটি শিল্পীয় গবেষণায় অনুক্রমের আওতায় নিয়োগ লাভ করেন। এই সময় ধ্রুপদী সমাজতত্ত্ব, সামজিক নৃতত্ত্ব এবং মানবীয় উপাদান সমীক্ষায় তাঁহার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ সালে তাঁহার 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'একটি শিল্পীয় সভ্যতার মানবীয় সমস্যাবলী' প্রকাশিত হয়। তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হথর্ন গবেষণার ফলাফল সম্বলিত ইহায় প্রথম গ্রন্থ।

হথর্ন গবেষণা ১৯২৪ হইতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত হয়। শিকাগোর ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীর হথর্ন কারখানায় উক্ত সমীক্ষা পরিচালিত হয় বলিয়া উহা 'হথর্ন সমীক্ষা' নামে পরিচিত। এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদনে আলোকিতকরণের প্রভাব পরীক্ষা করা। হথর্ন সমীক্ষা প্রধানত চারিটি ধাপে পরিচালিত হয়; যথা- (১) আলোকিতকরণ পরীক্ষা; ২. (ক) ফার্স্ট রিলে অ্যাসেমব্লী টেস্ট রুম; (খ) দ্বিতীয় রিলে অ্যাসেমব্লী গ্রুপ; (গ) মাইকা স্প্লিটিং গ্রুপ; (৩) ক্লিনিকাল পর্যায় ও (৪) ব্যাঙ্ক ওয়্যারিং অবজার্ভেশন গ্রুপ।

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আলোকিতকরণ একটি নগণ্য উপাদান মাত্র। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরচণ সম্বন্ধীয় উপাদানসমূহের গুরুত্ব অধিক। মেয়োর মতে, শ্রমিকগণ অনুভূতির যুক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও দক্ষতার যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই কারণেই শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে অপরিহার্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তিনি আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উৎপাদনের পরিমাণ শ্রমিকদের অনানুষ্ঠানিক সামাজিক বর্গীকরণের দ্বারা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাবিত হয়।

এফ. জি. রোয়েথলিস্‌বার্গার ঃ রোয়েথলিস্‌বার্গার হথর্ন সমীক্ষার সংগে যুক্ত ছিলেন। মানব-সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব উন্নয়নে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। এলটন মেয়োর ন্যায় তিনিও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহার মতে, প্রতিটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন থাকে। ফলপ্রদ সহযোগিতার অন্যতম প্রধান উপাদান অনানুষ্ঠানিক সংগঠন। তিনি আরও মনে করেন যে, প্রতিটি মানুষ অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একজনের আচরণ অন্যজনের আচরণ হইতে পৃথক। সেই কারণে প্রত্যেক পরিস্থিতির পৃথকভাবে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ওলিভার শেলডন (১৮৯৪-১৯৫১) ঃ একজন ব্যবস্থাপনাবিদ ও ব্যবস্থাপক হিসাবে ওলিভার শেলডন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি অত্যন্ত স্টষ্টভাবে প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেন। একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমর্থক এবং অন্য দিকে তিনি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্যবস্থাপনার দর্শন' ১৯২৩ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান ব্যাখ্যাদান করেন। এই দৃষ্টিকোণে তাঁহাকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মতবাদের আওতাভূক্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তিনি শুধু যন্ত্রপাতির সমাহার হিসাবে বিবেচনা না করিয়া উহাকে মানক শক্তি ও তাহাদের প্রচেষ্টার সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টিকোণে তাঁহাকে ব্যবস্থাপনার আচরণিক মতবাদভূক্ত ব্যবস্থাপনাবিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মেরী পার্কার ফল্লেট (১৮৬৬-১৯৩৩) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে ১৮৬৬ সালে মেরী পার্কার ফল্লেটের জন্ম হয়। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। যে সমস্ত বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন উহাদের মধ্যে দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন প্রধান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হয়েও অন্যন্ত সফলতার সংগে তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হয়। তিনি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেন। যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহার নিবন্ধ প্রকাশিত হয় উহাদের মধ্যে গঠনমূলক সংঘাত, আদেশ প্রদান, ক্ষমতা ও কর্তৃক, দায়িত্ব, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন প্রধান। ১৯৪১ সালে তাঁহার প্রবন্ধাবলী সম্বলিত প্রশাসনের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদনার দায়িত্ব মেটকালফ ও উরউইক পালন করেন। হথর্ন সমীক্ষার সংগে তাঁহার সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহার মতামতের সংগে উক্ত গবেষণার ফলাফলের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে ও ব্যক্তির প্রণোদনমূলক প্রত্যাশা কেন্দ্রানুগ ব্যবস্থাপনীয় দর্শন উন্নয়নে তিনি আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার মতে কর্মীবৃন্দ কার্যের এবং কার্যের বাহিরের অবস্থার দ্বারা একইভাবে প্রভাবিত হয়। ব্যবস্থাপকের প্রধান কর্তব্য দলীয় প্রচেষ্টাকে সুসমন্বিত করা। কার্য সম্পাদনের জন্য কর্মীদিগকে জোর করা এবং তাড়না দেওয়া ব্যবস্থপকের কার্য নহে। তিনি ব্যবস্থাপনায় একত্রে থাকার মনোভাব এবং দলীয় চিন্তা শব্দ দুইটি প্রবর্তন করেন। বর্তমান কালে ব্যবস্থাপনায় উহাদের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

জেমস্ ডি. মুনী ও এলান সি. রেইলী ঃ ১৯৩১ সালে জেমস্ ডি. মুনী এবং এলান সি. রেইলী রচিত শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উভয় লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মটরস্-এর নির্বাহী ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁহারা চারি প্রকার প্রধান সাংগঠনিক আদর্শের সুপারিশ করেন। গীর্জা, সামরিক সংগঠন ও তাঁহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত চারিটি আদর্শ ছিল ঃ

১. সমন্বয়ের আদর্শ;

২. পর্যায়ক্রমিক আদর্শ;

৩. কার্যিক আদর্শ;

Dhaka University Institutional Repository

৪. কার্যিক ব্যবস্থার পদস্থ কর্মীর স্তর;

মুনী ও রেইলী প্রধানত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের তত্ত্বীয় আলোচনা সংগঠন কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁহাদরে মতে সাংগঠনিক আদর্শসমূহ সর্বজনীন। উহাদের অ-কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োগ করা সম্ভব।

১৯৩৯ সালে উক্ত গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণে উল্লেখযোগ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হয় নাই।

হেনরী ডেন্নীসন ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে তাঁহার অনবদ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি একজন শিল্পপতি ছিলেন। ১৯১১ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মুনাফায় অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণসহ পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার কর্মচারীদের জন্য বেকার বীমা প্রচলন করেন। তিনি 'সংগঠন প্রকৌশল' শীর্ষক গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। তিনি ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রেষণা, নেতৃত্ব, দল-কর্ম ও বর্গীকরণ প্রধান।

চেস্টার ইরউইং বার্নার্ড (১৮৮৬-১৯৬১) ঃ চেস্টার আই. বার্নার্ড সংগঠনে মানবিক দিক তুলিয়া ধরেন। ব্যবস্থাপনাবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংগঠনকে সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি প্রধানত সংগঠনে নেতৃত্ব, যোগাযাগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মানবিক দিকের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি 'নির্বাহীর কার্যাবলী' বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁহার প্রবন্ধসমূহ 'সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহার মতে ধ্রুপদী সংগঠন তত্ত্ব অত্যধিক বর্ণনামূলক এবং অগভীর। ধ্রুপদী তত্ত্বে মানুষের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে জীবনধারণের স্তর অতিক্রমের পর বস্তুগত পুরস্কার অকার্যকর। অধিকাংশ মানুষ বস্তুগত পুরস্কারের জন্য অধিকতর পরিশ্রম করে না; বা বস্তুগত পুরস্কারের দ্বারা সংগঠনে তাহাদের অবদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় না। তিনি যে সমস্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা, কার্য-গর্ভ, মনোহর সংগঠন, অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগি ব্যক্তিক মনোভাব এবং মমত্ববোধ প্রধান।

দি নিউ জার্সি বেল টেলিফোন কোম্পানীতে তিনি দীর্ঘ ৪০বৎসর বিভিন্ন পদে সমাসীন হন। তাঁহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন।

ডগলাস ম্যাকগ্রেগর ঃ ডগলাস ম্যাকগ্রেগর এম. আই. টি-এর ব্যবস্থাপনার অধ্যাপক ছিলেন। ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধার ও ব্যাখ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থাপনাবিদ ফলিত আরচণ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাদের নিকট তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে 'দি হিউম্যান অব এন্টারপ্রাইজ' অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁহার মতেব্যবস্থাপকগণ সংগঠনে তাহাদের ভূমিকা পালনে দুইটি পৃথক দর্শন অনুসরণ করেন। এই দুইটি দর্শনকে তিনি থিয়রী এক্স এবং থিয়রী ওয়াই নামে অভিহিত করেন। এক্স তত্ত্বে যে সমস্ত প্রস্তাবনা রহিয়াছে উহারা নিম্নরূপ ঃ

১. একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা রহিয়াছে এবং সম্ভব হইলে সে তাহা পরিহার করে;

২. মানুষ উচ্চাকাঙ্খী নহে এবং দায়িত্ব গ্রহণে তাহাদের আগ্রহ খুব অল্প এবং তাহারা পরিচালিত হইতে পছন্দ করে;

৩. সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানে অধিকাংশ মানুষের ক্ষমতা খুব অল্প; ও

৪. অধিকাংশ মানুষের কাজের জন্য নিবিড় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাহাদের প্রতি হুমকি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ওয়াই তত্ত্বের প্রস্তাবনাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয়, খেলা বা বিশ্রামের ন্যায় স্বাভাবিক;

২. সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ এবং শাস্তির ভীতি একমাত্র উপাদান নহে।

৩. মানুষ অঙ্গীকারাবদ্ধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বনির্দেশনা এবং স্বনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে;

৪. মানুষের উদ্দেশ্যের প্রতি অঙ্গীকার কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরস্কারের দ্বারা প্রভাবিত; ও

৫. সাধারণ মানুষ উপযুক্ত পরিবেশে শুধু দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারা দায়িত্বও প্রত্যাশা করে।

ব্যবস্থাপনার কম্পিউটার যুগ ঃ

ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তির সংযুক্তি নতুন যুগের সূচনা করে। কম্পিউটার একদিকে জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে, অন্যদিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যাবলি সমাধানে সক্ষমতা আনয়ন করে ব্যবস্থাপনাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই 'সাংগঠনিক সমতা' নিয়ে আসে। উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণ জলের মতো সহজ হয়ে যায়। দক্ষ ব্যবস্থাপকদেরও বিস্মিত করে দিয়ে কম্পিউটার তাঁর ব্যবস্থাপনার হাত, কান ও চোখকে আরও সম্প্রসারিত করছে দিনকে দিন। ধারণা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করে ব্যবস্থাপনাকে সকল মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হবে কম্পিউটার।

ব্যবস্থাপনার সূত্রবলী বা মূলনীতিসমূহ ঃ

সূত্র বা নীতি হইল কোন বিষয়ের সুনিদিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইন কানুন ও নিয়মাবলী যাদের উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী ও কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। হেনরী ফেওল সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনার মূলনীতি বা সূত্রাবলী প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) **কার্য বিভাগ** ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে উহার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। ফেওলের মতে কার্যবিভাগ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

(খ) **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব** ঃ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে এমনভাবে দায়িত্ব বন্টন করিতে হবে যেন দায়িত্ব কর্তব্যের ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসম্য থাকে। কাউকে যে পরিমান দায়িত্ব দেয়া হবে সে পরিমান কর্তৃত্বও দিতে হবে। কাহাকেও অভিমিস্র কর্তৃত্ব সম্পদে ভুষিত করা যেমন হানীকর তেমনি অভিমিস্র দায়িত্ব চাপানোও হানীকর।

(গ) **নিয়মানুবর্তিতা** ঃ প্রতিষ্ঠানের জনবলের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা খুবই জরুরী। জনবলের মধ্যে আনুগত্য, সদ্ব্যবহার, নৈতিকতা সৃষ্টি, নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন ইত্যাদির উপর নিয়মানুবর্তিতা নির্ভর করে।

(ঘ) **অধিপত্যের ঐক্য** ঃ একজন কর্মচারীর একজন মাত্র মনিবের নির্দেশ মানিয়া চলতে হবে। একাধিক মনিবের নির্দেশ মানিয়া চলিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কারণ একাধিক মনিব কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বিপরীতমুখী ও গন্ডগোলপূর্ণ হইতে পারে।

(ঙ) **নির্দেশনার ঐক্য** ঃ একজন কর্মচারী একজন মাত্র মনিবের নির্দেশাধীন থকিলেই চলিবে না মনিব কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশগুলোর মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য থাকতে হবে। তিনি পরস্পর বিরোধী নির্দেশ জারী করিলে নির্বাহী কর্মীর পক্ষে উহাদের কোনটাই পালন করা সম্ভবপর হয় না।

(চ) **সাধারণ স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তির নতি স্বীকার** ঃ কারবার ব্যবস্থাপনায় সাধারণ স্বার্থকে যে-কোন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উভয় প্রকার স্বার্থের ভিতর সংঘাত দেখা দিলে ব্যবস্থাপনা উহাদের ভিতর সমঝোতা আনয়ন করিবে। কখনও সাধারণ স্বার্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করা চলিবে না।

(ছ) **পারিশ্রমিক** ঃ কোন কর্মীর কার্যের আর্থিক মূল্যই তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হইবে। ন্যায্য পারিশ্রমিক কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে কার্যের মান বৃদ্ধি পায়। কার্যের পরিমাণ, প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) **কেন্দ্রীকরণ** ঃ এই সূত্র কর্তৃত্বের ভাগ-বন্টন লইয়া আলোচনা করে। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হইবে (অর্থাৎ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থপনার হাতে থাকিবে) না উহার কিয়দংশ নিম্নস্তরের কার্যনির্বাহীদের হাতে অর্পণ করিতে হইবে তাহাই ইহার আলোচ্য বিষয়। এই সূত্রে অনুযায়ী নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ভিতর যথাসম্ভব কর্তৃত্ব বন্টনের পরেও কারবারের কতকগুলি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে কর্তৃত্ব অবশ্যই কেন্দ্রীভূত থাকিবে। কারবারের বিভিন্ন বিভাগের ভিতর সহযোগিতা বিধানের জন্য কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

(ঝ) **জোড়া-মই শিকল** ঃ ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব রেখা ধাপে ধাপে উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিবে। ব্যবস্থাপনার এই শিকলের দুই প্রান্ত অনেক দূরত্বে থাকিলেও শিকলের কড়াগুলি দ্বারা উহারা সম্পর্কযুক্ত থাকিবে। যোগাযোগের আবশ্যকীয় সংবাদ শিকলের ধাপগুলি দিয়া উর্ধ্ব হইতে নিম্নে অথবা নিম্ন হইতে উর্ধ্বে যাতায়াত করিবে। অবশ্য, উর্ধ্বতন মনিবের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনবোধে শিকলের ধীর্ঘতা হ্রাস করিয়া ব্যবস্থাপনার দুইটি স্তর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে।

(ঞ) **শৃঙ্খলা** ঃ কারবারী সংস্থার কর্মচারীদের ভিতর শৃঙ্খলা বজায় রাখা ব্যবস্থাপনার একটি সূত্র। এই সূত্র অনুযায়ী প্রত্যক কর্মচারীর জন্য কর্ম ও কর্মের স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব কর্মস্থানে কার্যরত থাকিবে। কর্মচারীদের যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা বিচার করিয়া তাহাদের স্থান নির্বাচন করিতে হইবে।

(ট) **ন্যায়পরায়ণতা** ঃ কারবার ব্যবস্থাপনায় সাম্যের নীতি প্রতিফলিত হইবে। সকল কর্মচারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, সকলের প্রতি সুবিচার, সদ্ব্যবহার ও দয়া প্রদর্শন করা ব্যবস্থাপনার একটি বড় নীতি।

(ঠ) **চাকরির কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান** ঃ কারবারের কর্মীদের চাকরির কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান আদর্শ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। অকারণে কর্মচারীর স্থানান্তর বা বহিস্কার কার্যের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং ব্যবস্থাপনাকে অপ্রিয় করে।

(ড) **উদ্যোগ** ঃ পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও উহা বাস্তবায়নের স্বাধীন প্রচেষ্টাকে উদ্যোগ বলে। নিম্নপদস্থ কর্মচারীর যাহাতে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঢ) **একতাই বল ঃ** একতাই বল ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য তাহাকে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে। কর্মচারিগণের মধ্যে যাহাতে একতা ও সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে (কর্মচারীদিগকে) পরিচালিত করিতে হইবে। একতা বিধানের জন্য আধিপত্যের ঐক্য বিধান অত্যাবশ্যক।

ব্যবস্থাপনার প্রকারভেদ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্টতা আসতে থাকে এবং ব্যবস্থাপনা প্রকরণভুক্ত হয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন শিরোনামে। যেমন ঃ অর্থ ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, কারবার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবরির সঙ্গে পেশাজীবিতা যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল কাজেও আলাদা ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে, যাকে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কিংবা মানব উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক আলাদাভাবে তুলে ধরা কঠিন ও তা একটি বিতর্কিত বিষয়। তথাপি এ পর্যায়ে এসে ব্যবস্থাপনাকে ২টি সাধারণভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নমুখী ব্যবস্থাপনা।

১। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ঃ লন্ডনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষা' নামক প্রতিবেদনে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার নয়টি দিক চিহ্নিত করেছেন। যেমন ঃ

ক) অর্থ ব্যবস্থাপনা
খ) উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা
গ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
ঘ) বন্টন ব্যবস্থাপনা
ঙ) ক্রয় ব্যবস্থাপনা
চ) সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা
ছ) জল, স্থল ও বিমানপথ ব্যবস্থাপনা

Dhaka University Institutional Repository

জ) শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনা

ঝ) অফিস ব্যবস্থাপনা

২। মানব সম্পদ উন্নয় ব্যবস্থাপনা ঃ মানব সম্পদ উন্নয়নমুখী সংগঠনগুলো ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রভূত করে দেখে না। বলা হয়ে থাকে, সব ধরনের কাজের সঙ্গে আলাদা ব্যবস্থাপনা যুক্ত আছে। তাই বলা হয়ে থাকে, সকল কর্মীই এক একজন ব্যবস্থাপক। তবুও এ ধরনের সংগঠনের ব্যবস্থাপনাকেও প্রকরণভুক্ত করে দেখা যেতে পারে। যেমন ঃ

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
- সমবায় ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

উল্লিখিত সকল কার্যক্রমকে আবার নানা ধরনের ব্যবস্থাপনামূলক কর্মকান্ডে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যবস্থাপনাতেই আবার নানা ধরনের বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা রয়েছে। যেমন ঃ

ক) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

খ) যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা (মানবিক যোগাযোগ)

গ) তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা

ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা

ঙ) সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

চ) উপকরণ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ছ) অফিস ব্যবস্থাপনা

জ) জেন্ডার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, ঋণ প্রদান কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত বিভাজন প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিতভাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এজন্য সঠিক পদ্ধতি, উপকরণ, অর্থ ও পরিসম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। আবার শুধু মানুষজন, উপকরণ বা টাকাকড়ি থাকলেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়না। এজন্য প্রয়োজন কাঠামোনির্ভর কর্মতৎপরতা, যাকে অনেক ব্যবস্থাপক Organised Action বলে অভিহিত করেছেন।

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা একটি বড় ধরনের কাজ। এ কাজটি কখনো একজন বা দু'একজন ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, সেবক / শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মী। পাশাপাশি সামাজিক অংশগ্রহণ ও গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এ সকল লোকের সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে কিছু নিয়ম এবং প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এ নিয়ম ও প্রক্রিয়াকে অনেক ব্যবস্থাপকই বলেছেন, 'working rules and system'।

কর্ম সম্পাদনের জন্য সব রকমের রীতিনীতি, পদ্ধতি ও সমন্বিত অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা গবেষক ড. পঙ্কজ এস. জৈন- এর মতে- Program Management means organised action to achieve organisational objectives.

প্রখ্যাত শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ম. হাবিবুর রহমান বলেন, 'কোন জনগোষ্ঠীকে কী দিয়ে কোন প্রক্রিয়ায় স্বাক্ষর করা হবে এবং অব্যাহত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হবে তা নির্ধারণ করা, আয়োজন করা এবং বাস্তবায়ন করাই সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা।'

ড. পঙ্কজ এস. জৈন এবং ম. হাবিবুর রহমান উভয়েই তাদের সংজ্ঞাতে ব্যবস্থাপনা বলতে কিছু সাংগঠনিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত সংজ্ঞাতে প্রথমেই যাদের জন্য সাক্ষরতা প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর বলা হয়েছে কী দিয়ে অথবা কার মাধ্যমে এবং কী উপকরণ ব্যবহার করে কাজটি করা হবে, কে কাজটি করবে, কাজটি কোন নিয়মে করা হবে বা কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি কি হবে। আরও বলা হয়েছে, কাজটির প্রক্রিয়া কী হবে। ম. হাবিবুর রহমানের মতে- সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার উপাদান ৫টি। এগুলো হলো-

- অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (Men)
- সহায়ক কুশলী (Means)
- উপকরণ (Materials)
- পদ্ধতি (Method)
- প্রক্রিয়া (Mechanism)

প্রখ্যাত ব্যবস্থাপক টেইলর তাঁর সংজ্ঞায় ব্যবস্থাপনার ৩টি উপাদান উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো Man, Money, Material যাকে 3Ms বলা যাকে হয়। সে আলোকে সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহকে 5Ms বলে অভিহিত করা যায়। 5Ms হলো Man, Money, Materials, Method এবং Mechanism.

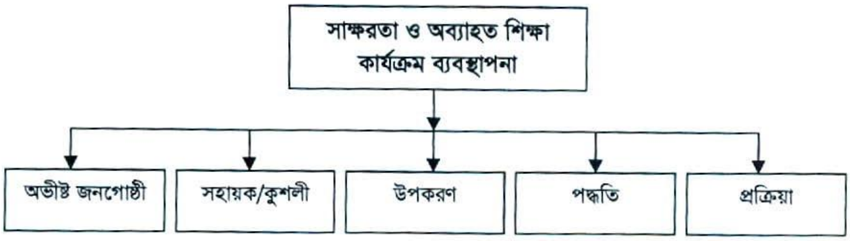

৫টি মৌলিক উপাদানকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় ঃ

ক. প্রথম M অর্থাৎ Men বা মানুষ বলতে Target audience বা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। সোজা কথায়, যাদের জন্যে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থী বা পড়ুয়ারাই হলেন সাক্ষরতা কার্যক্রমের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

খ. দ্বিতীয় M অর্থাৎ Means বা সহায়ক বলতে সাক্ষরতা কর্মী-কুশলী বোঝানো হয়েছে। যাদের মাধ্যমে বা সহায়তায় সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাঁরাই সাক্ষরতা কুশলী। মাঠকর্মী, সমন্বয়কারী, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পরিকল্পক সবাই এর আওতায় পড়েন।

গ. তৃতীয় M অর্থাৎ Material বা শিখন-শেখানো উপকরণ বলতে বোঝানো হয়েছে, যেসব উপকরণ দিয়ে লেখাপড়ার কাজ অর্থাৎ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন- বই, চার্ট, সহায়িকা, শ্লেট, পেন্সিল, বোর্ড ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে।

ঘ. চতুর্থ M অর্থাৎ Method বা পদ্ধতি বলতে বোঝানো হয়েছে, যে প্রক্রিয়া সাক্ষরতা কর্মী ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রথম M ও দ্বিতীয় M এর মানুষেরা এই প্রশিক্ষণ এর আওতায় পড়ে। কর্মীকে দক্ষ করার পদ্ধতি এবং দক্ষ কর্মী বা সাক্ষরতা সেবককে দিয়ে পড়ুয়াদের দক্ষ করে তোলাই এই উদ্দেশ্য।

ঙ. পঞ্চম M অর্থাৎ Mechanism বা সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বলতে বোঝায়, যে সমস্ত কলাকৌশলের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সাক্ষরতা কার্যক্রম সফল করে তোলা হয়। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপাংশ ৭টি। যথা ঃ কর্মসূচি সংগঠন, তত্ত্বাবধান, উদ্বুদ্ধকরণ ও জনঅংশগ্রহণ, অ্যাডভোকেসি ও সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ, নেতৃত্ব এবং অব্যাহত শিক্ষা। যেগুলোর মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রম সফলভাতে বাস্তবায়ন করা হয় তা নিচের ছকে দেখানো হলো ঃ

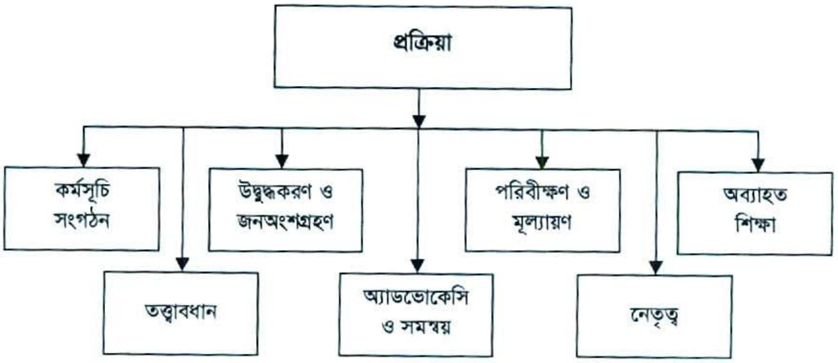

Dhaka University Institutional Repository

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর বিভাজন

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে বিভক্ত করা যায়। এ সকল নির্ণায়কসমূহ হতে পারে ঃ

- বয়স
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- সাক্ষরতার প্রকৃত অবস্থা

বয়সভিত্তিক নির্বাচন ঃ বয়সভিত্তিক নির্বাচন বলতে বোঝানো হচ্ছে, কোন বিশেষ বয়সের মানুষকে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হবে। যেমন, যদি শিশুর শিক্ষার জন্য কার্যক্রম চালানো হয় তাহলে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর বয়স হবে ৪-১১ বছর পর্যন্ত। অন্যদিকে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের বয়স হবে ১৫ থেকে ৪৫ বছর কিংবা আরো বেশি বয়সীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বয়সভিত্তিক বিভাজনের পর্যায়গুলো হতে পারে নিম্নরূপ ঃ

৪-৬ বছর	ঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
৬-৮ বছর	ঃ	মৌলিক শিক্ষা
৬-১০ বছর	ঃ	মৌলিক অথবা প্রাথমিক শিক্ষা
৯-১৫ বছর	ঃ	কৌশোর শিক্ষা
১৫-৪৫ বছর কিংবা আরো বেশি	ঃ	বয়স্ক শিক্ষা
সকলের জন্য	ঃ	অব্যাহত শিক্ষা

আর্থ-সামাজিক অবস্থাভিত্তিক বিভাজন ঃ আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণ ও তাদের সামাজিক অবস্থান। অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় কেবলমাত্র ভূমিহীনদের জন্য। যেমন- ভূমিহীন সমবায় সমিতি। এ কার্যক্রমের অভীষ্টজন হচ্ছে ভূমিহীন কৃষক। আবার

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ব্যাংকের অভীষ্টজন হচ্ছে ভূমিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। সামাজিক শিক্ষা কিংবা পরিবেশ শিক্ষার অভীষ্টজন হচ্ছে সমাজের সকল জনগণ। আবার পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের অভীষ্টজন হচ্ছে শুধু সক্ষম দম্পতিবৃন্দ। সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভাজন করা যেতে পারে। যেমন- অতীব দরিদ্র শ্রেণী, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, মজুর শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

এছাড়াও বর্তমানে ক্যাম্পেইন এপ্রোচে যে কাজ হচ্ছে, সেখানে সাক্ষরতার অভীষ্টজন বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র নিরক্ষরদের বোঝানো হয় না। অর্থনৈতিক সামর্থ্য নির্বিশেষে সকল নিরক্ষরদের সাক্ষর করাই হয়ে ওঠে ঐ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। আর সাক্ষরতাপ্রাপ্ত সকলেই অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আসার সুযোগ পায়।

বর্তমানে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে দেশের সকল মানুষকে সাক্ষর করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই মনে করা হচ্ছে যে, সাক্ষরতার জনগোষ্ঠী হবে প্রথমতঃ নিরক্ষর, দ্বিতীয়তঃ যারা প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়েছে, ধনী-গরিব এখানে বিবেচ্য নয়। আর সাক্ষর কিংবা স্বল্পসাক্ষর সকলেই হবে অব্যাহত শিক্ষার শিক্ষার্থী।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন প্রক্রিয়া

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। ধাপে ধাপে কতগুলো কাজ সুসম্পন্ন করার মাধ্যমেই প্রকৃত অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা সম্ভব। নিম্নে অভিষ্ট জনগোষ্ঠি নির্বাচনের ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো-

অবহিতকরণ সভা, জরিপ, চক্ষু জরিপ, খাতা জরিপ, শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি, পূর্ণাঙ্গ জরিপ, তালিকা চূড়ান্তকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

কুশলীদের নানা স্তর

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কুশলীদের কাজের ধরণ অনুসারে তাঁদেরকে নানা স্তরে বিভক্ত করা যায়। ইউনেস্কোর 'এ্যাপিল' কর্তৃক প্রকাশিত 'এটিএলপি' উপকরণমালায় কুশলীদেরকে ৩টি স্তরে বিভাজিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহারিকতা অনুসারে আমরা কুশলীদেরকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করতে পারি। যেমন 'ক' স্তরে থাকবেন পরিচালক, সমন্বয়ক, ব্যবস্থাপক অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যারা যুক্ত সে ধরনের কুশলী। 'খ' স্তরে থাকবেন উপকরণ উন্নয়নবিদ, প্রশিক্ষক, পরিবীক্ষক, মূল্যায়ক, গবেষক, আঞ্চলিক সমন্বয়কের মতো পদবিধারী ব্যক্তিবর্গ। 'গ' স্তরে থাকবেন তত্ত্বাবধায়ক, সংগঠক, মাঠ ব্যবস্থাপক, মাঠ প্রশিক্ষক অর্থাৎ তৃণমূল বা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীবৃন্দ। 'ঘ' পর্যায়ে থাকবেন সেবক, শিক্ষক পর্যায়ের অর্থাৎ যারা সরাসরি সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালনা করবেন তারা। নিচের ছকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে ঃ

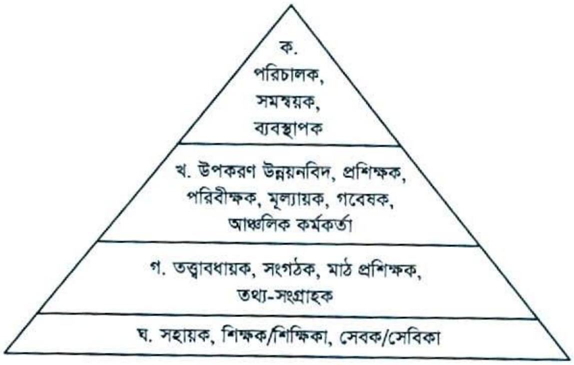

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সাধারণ নমুনা। কোথাও হয়তবা এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত নমুনা অনুসারে কুশলী নিয়োগপূর্বক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একটি প্রধান সাক্ষরতা সংস্থার কুশলীদের স্তর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হলো

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক এর প্রশাসনিক স্তর ঃ

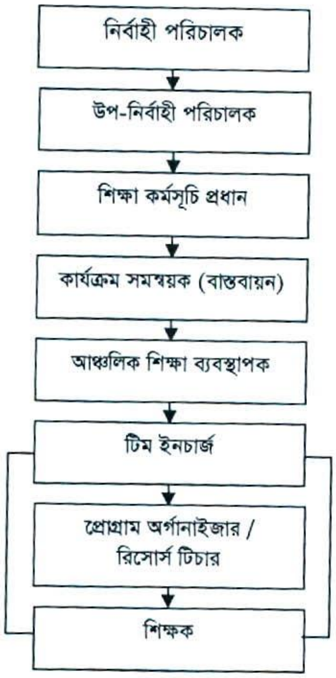

উপকরণের শ্রেণী বিভাগ

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণসমূহকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তবে তার আগে ঠিক করা দরকার কিসের ভিত্তিতে শ্রেনীকরণ করা হবে। যদি বলা হয় পঠন উপকরণ, তাহলে বই, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি এর আওতায় আসবে। যদি বলা হয় লেখার উপকরণ, তাহলে এর আওতায় আসবে বোর্ড, মার্কার, কলম, খাতা, শ্লেট ইত্যাদি। সুতরাং উপকরণ বিভাজনের নির্ণায়ক কী হবে প্রথমেই তা ঠিক করা দরকার। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রণীত প্রশিক্ষণ উপকরণে সাক্ষরতা উপকরণ বিভাজনের জন্য ৪টি নির্ণায়ক ঠিক করা হয়েছে।

১. আঙ্গিক অনুযায়ী
২. মাধ্যম অনুযায়ী
৩. ব্যবহার অনুযায়ী
৪. কর্মসূচি অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

১. আঙ্গিক অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

১.১ বইপত্র, পুস্তক, বই, পুস্তিকা

১.২ পোস্টার ও চার্ট, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, ফ্লানেল চার্ট

১.৩ বইপত্র, বিল বোর্ড, ফোল্ডার, কার্ড ইত্যাদি

২. মাধ্যম অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ

২.১ লিখিত উপকরণ ঃ যে কোনো ধরনের লিখিত উপকরণ। যেমন- বইপত্র, লিফলেট, সাইনবোর্ড ইত্যাদি।

২.২ শ্রুতিমূলক উপকরণ ঃ গান, নাটক, বার্তা, বাণী ইত্যাদি।

২.৩ দর্শনমূলক উপকরণ ঃ চার্ট, পোস্টার, স্লাইড ইত্যাদি।

২.৪ শ্রুতি-দর্শনমূলক উপকরণ ঃ চলচ্চিত্র, নাটক (সিনেমা, টিভি) ইত্যাদি।

৩. ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

৩.১ মূল উপকরণ ঃ যেমন- শিক্ষার্থীর পাঠ্য বই

৩.২ সম্পূরক উপকরণ ঃ যেমন- চার্ট, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, কার্ড ইত্যাদি

৩.৩ সহযোগী উপকরণ ঃ যেমন- খাতা, পেন্সিল, চক, বোর্ড, ডাস্টার, সেবক / শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি।

৩.৪ খেলামূলক উপকরণ ঃ ম্যাচিং কার্ড, মডেল বিল্ডিং, লুডু ইত্যাদি।

৪. কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

৪.১ সাক্ষরতা কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ, যেমন- প্রাইমার, চার্ট, ফ্লাশকার্ড ইত্যাদি।

৪.২ অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ, যেমন- বইপত্র, দেয়াল পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ উন্নয়নে অনুসৃত তৎপরতাসমূহ

সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়নের জন্য প্রথমেই উপকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। অর্থাৎ, উপকরণটি কার জন্য, কী জন্য কী বিষয়ে রচিত হবে ইত্যাদি বিষয় নির্ধারন করা দরকার। উপকরণটি কোন ধরনের শিক্ষার্থীদের কী যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হবে তা নির্ধারণ করা দরকার। উপকরণটি হতে পারে মৌলিক সাক্ষরতা দেওয়ার জন্য, কিংবা সম্পূরক শিক্ষার জন্য কিংবা অব্যাহত শিক্ষার জন্য। যাই হোক না কেন, প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে উপকরণ কার জন্য ও কী জন্য। সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা অনুসারেই এ বিষয়টি নির্ধারিত হয় বলে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

এর পর নির্দিষ্ট কর্ম-তৎপরতা গ্রহণপূর্বক উপকরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে হবে।

১. চাহিদা নিরূপণ

উপকরণ উন্নয়নে সর্বপ্রথম কাজ হলো চাহিদা নিরূপণ। চাহিদা নিরূপণ হলো এমন একটি কার্যক্রম যার দ্বারা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের সে সব প্রয়োজনীয় দিক চিহ্নিত করা কিংবা খুঁজে বের করা যায় এবং শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান করা যায়।

এজন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত চাহিদা নিরূপণের পদ্ধতিগুলো হতে পারে ঃ

- প্রচলিত উপকরণ পর্যালোচনা,
- প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ,
- কর্মশালার আয়োজন,
- দরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ,
- দরিদ্র মানুষদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

২. উদ্দেশ্য নির্ধারণ

চাহিদা নিরূপণের পর নিরূপিত চাহিদাভিত্তিক বিষয়গুলো কেন শিক্ষ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ কেন ঐ বিষয়গুলো পড়ানো হবে এবং এর ফলে শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে তা ঠিক করতে হবে। এ কাজটি হলো উদ্দেশ্য নির্ধারণ। অনেকে উপকরণের উদ্দেশ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। সাধারণ উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

৩. ধরণ ও মাধ্যম নির্বাচন

ধরন বলতে বোঝানো হচ্ছে উপকরণটি কী একটি বই হবে, নাকি চার্ট হবে, নাকি অন্য কিছু হবে তা নির্ধরণ করা। মাধ্যম বলতে বোঝানো হচ্ছে যদি উপকরণের ধরণ হয় বই, তাহলে বইতে কী গল্প থাকবে, নাকি কবিতা থাকবে, নাকি গান থাকবে, নাকি অন্য কিছু থাকবে তা নির্ধারণ করা।

৪. পদ্ধতি নির্বাচন

এরপর ঠিক করতে হবে কোন বিষয়টি কোন পদ্ধতিতে শেখানো হবে। নানা বিষয় শেখানোর জন্য নানা পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারে। যেমন- গণিত শেখানোর জন্য প্রয়োজনী অনুশীলন। পড়তে কিংবা লিখতে শেখানের জন্যও অনুশীলন দরকার। এসব আবার দলীয়ভাবেও শেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ ছাত্র/ছাত্রীরা দলীয়ভাবে 'রাম-শ্যাম-যদু-মধু' ধরনের খেলার মাধ্যমে পঠন কিংবা গণিত শিখতে পারে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি হবে দলীয় শিখন। আরও নানা পদ্ধতি ব্যবহার হবে পারে। শিখন কার্যে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো প্রদর্শন, অনুশীলন, প্রশ্নোত্তর, মাথাখাটানো, প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদি।

৫. উপকরণ উন্নয়ন কাঠামো প্রণয়ন

উপকরণ উন্নয়ন কাঠামো বলতে উপকরণ সম্পর্কে কিছু সাধারণ চিন্তাভাবনা বোঝায়, যা উপকরণ রচনার আগেই ঠিক করতে হয়। এটাকে উপকরণ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে উপকরণ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। উপকরণ উন্নয়ন কাঠামোটি হতে পারে নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. উপকরণের শিরোনাম (বিষয়ভিত্তিক)

খ. সাধারণ উদ্দেশ্যে

গ. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

ঘ. অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

ঙ. আঙ্গিক

চ. উপস্থাপন রীতি

ছ. উৎস

জ. পর্যায় / স্তর

ঝ. শিখন নির্দেশনা (ব্যবহারের নিয়ম) ।

৬. উপকরণ উন্নয়ন

উপকরণ উন্নয়ন বলতে বইপত্র/উপকরণ রচনা বা তৈরি বোঝানো হচ্ছে। কোনো কোনো সংস্থা উপকরণ উন্নয়নের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা চালিয়ে যায়। তারা দুই/একটি পাঠ রচনা করে শিক্ষার্থীদের কাছে যায় ও উন্নীত উপকরণ পরীক্ষা করে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া ফিডব্যাক অনুসারে তা সংশোধন করে ও পরবর্তী কাজ শুরু করে। কেউ আবার একসঙ্গে উপকরণ তৈরির কাজটি শেষ করে ফেলে ও শেষে মাঠ পরীক্ষার কাজ শুরু করে।

449639

অনেকেই উপকরণ প্রণয়নের আগেই শব্দশুমারি তৈরি করেন। শিক্ষা উপকরণে কী কী শব্দ ব্যবহৃত হবে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেসব শব্দ নির্বাচন ও তালিকা তৈরিকে বলা হয় শব্দশুমারী। শব্দশুমারী থেকে শব্দ ব্যবহার করেই তারা উপকরণ উন্নয়ন করেন।

সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়নে কিছু নীতিমালা পালন করা আবশ্যক। এ নীতিমালাকে এক কথায় AIDA বলা যেতে পারে। AIDA বিশ্লেষণ করে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন নীতিমালা ব্যাখ্যা করা যায়।

ক. A- Attractiveness (আকর্ষণীয়তা)

প্রথমত ঃ ভাষার দিক থেকে আকর্ষণীয় হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ রঙ নির্বাচনেও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ হবে আকর্ষণীয়।

চতুর্থ ঃ বইয়ের শিরোনাম হতে হবে আকর্ষণীয়।

পঞ্চমত ঃ আঙ্গিক নির্বাচনেও যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। উপকরণের অনেকগুলো আঙ্গিক শিক্ষার্থীদের কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি অনেকগুলো আবার যথেষ্ট আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। সাধারণত আঙ্গিক হতে পারে ৪ ধরনের। যেমন- (ক) প্রকাশনা (বই) (খ) প্রকাশনা (ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপকার্ড) (গ) শ্রুতি- দৃশ্য (ঘ) খেলা ও অন্যান্য।

ষষ্ঠত ঃ আকার নির্বাচনেও উপকরণটি যেন আকর্ষণীয় হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে। এখানে আকার বলতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পৃষ্ঠা, সংখ্যা, ওজন ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। শিক্ষা উপকরণ সাধারণত ম্যাগাজিন সাইজ ও ৮ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সপ্তমত ঃ অক্ষরের মাপও যথাযথ থাকা দরকার। অব্যাহত শিক্ষা উপকরণে অক্ষরের মাপ সাধারণত ১৪-১৮ পয়েন্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অষ্টমত ঃ উপস্থাপন রীতি অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। বিষয়টা কী বর্ণণাত্মক, প্রবন্ধ আকারে, গল্পের মাধ্যমে, ছড়ার মাধ্যমে না অন্য কোনো মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে তা সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত পুঁথি বা আমাদের গ্রামীণ জনপদের হাট-বাজারে পঠিত অন্ত্যমিলের কবিতা, ছড়া, গল্প ইত্যাদি মাধ্যমগুলোই নব্যসাক্ষরদের কাছে খুব আকর্ষণীয়।

খ. I- Interest (আগ্রহ)

শিক্ষা উপকরণের বিষয় ও ব্যাখ্যাসমূহ হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী বোধগম্য ও ব্যবহার উপযোগী। ফলে এ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গ. D- Desire (আকাঙ্ক্ষা)

শিক্ষা উপকরণের প্রতিটি অংশ শিক্ষার্থীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। তা না হলে উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. A- Action (উদ্যোগ)

শিক্ষা উপকরণে এমন সব ভাববস্তু থাকবে যা শিক্ষার্থীদের কর্ম-উদ্যোগী করে তুলবে এবং যার প্রভাবে উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জীবন মান পরিবর্তিত হতে থাকবে ।

৭. প্রাথমিক সম্পাদনা

উপকরণের একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করার পর সম্পদনা পরিষদ কিংবা সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদনা করিয়ে নিতে হবে । যদি মাঠকর্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপকরণ রচনা করেন তাহলে শিক্ষাতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ কর্তৃক ঐ উপকরণ সম্পাদনা করা হলে তা সর্বাংশে দুষণমুক্ত হতে পারে । আবার, মাঠ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হতে পারে ।

৮. মাঠ পরীক্ষা

শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক বিষয় নিয়ে রচিত উপকরণ তাদের পছন্দমতো হলো কিনা তা যাচাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । উপকরণ চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষার্থীদের মাঝে তা যাচাই করাকেই মাঠ পরীক্ষা বলা যেতে পারে । মাঠ পরীক্ষায় যে সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক নেওয়া হবে সেগুলো হতে পারে-

প্রথমত ঃ উপকরণের ভাষা, ব্যবহৃত ছবি ও বিষয়টি বোধগম্য হলো কিনা,

দ্বিতীয়ত ঃ সময় পরিকল্পনা অর্থাৎ যে বিষয়টি যথাযথভাবে পড়ানোর জন্য যে সময় নির্ধারিত হয়েছে তা ঠিক আছে কিনা ।

তৃতীয়ত ঃ উপকরণটি নারী, পুরুষ এবং বয়সভেদে সকল শিক্ষার্থীর জন্য ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি । এছাড়াও উপকরণের উপর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও দলীয় মতামতকেও গুরুত্ব প্রদান করতে হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. চূড়ান্ত সম্পাদনা, প্রকাশনা ও বিতরণ

মাঠ পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে উপকরণ সংশোধন করতে হবে ও চূড়ান্ত করে তা মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে হবে। তারপরই তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।

১০. মূল্যায়ণ

উন্নয়ন কাজে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। আজ যা সঠিক ও আধুনিক, কাল তা হয়ে পড়ে গতানুগতিক। সদা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সব পরিবর্তনকে ধারণ করতে হলে শিক্ষা উপকরণেরও পরিবর্তন ও সংশোধন দরকার। এজন্য বছর বছর কিংবা দুই তিন বছর পরপর শিক্ষা উপকরণের মূল্যায়ন করে তা সময়োপযোগী করা অতি আবশ্যক।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

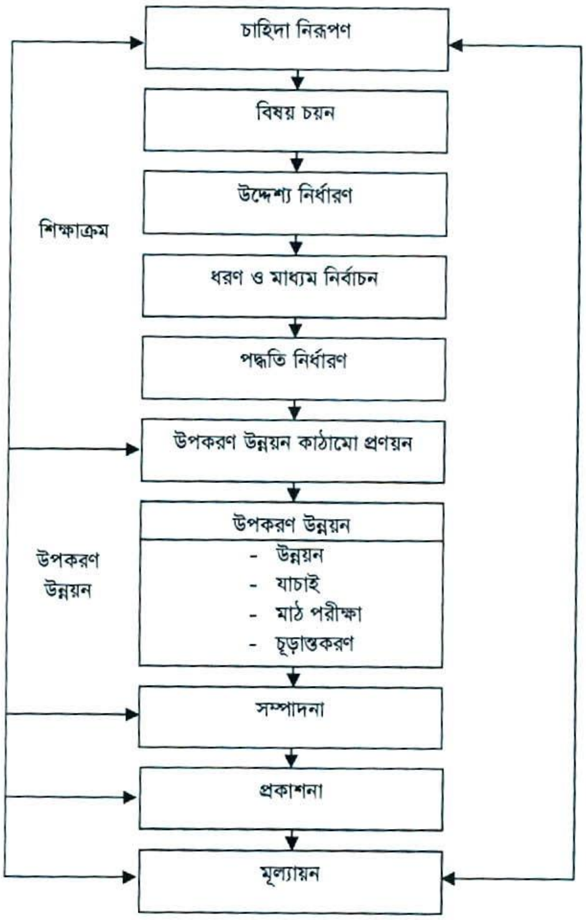

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম

যে কোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম অপরিহার্য। বাংলাদেশেও একাধারে প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নিজস্ব আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারা অনুসারে শিক্ষাক্রম তৈরি করে। বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবি, সিডিএ, সিসিডিবিসহ অনেক সংস্থার স্বতন্ত্র শিক্ষাক্রম রয়েছে।

শিক্ষাক্রম বলতে কী বোঝায়

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে পর্যায়ক্রমিক ও সামগ্রিক পরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। একজন শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, ধারণক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে তাকে কী বিষয়, কীভাবে, কতক্ষণ ধরে, কী কী মাধ্যম ব্যবহার করে শেখানো হবে এবং এতে তার সামগ্রিক লাভ বা ফলাফল কী হবে তার বিস্তারিত বর্ণনাই হলো শিক্ষাক্রম।

শিক্ষাক্রমে থাকে নানা অংশ। শিক্ষাক্রমে প্রথমেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হয়। এতে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে হয়। তারপর চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষার বিষয় এবং প্রতিটি বিষয়ের আবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঠিক করতে হয়। তারপর শিখন কাঠামো প্রণয়ন করতে হয় এবং ঐ কাঠামো অনুসারেই উপকরণ উন্নীত হয়।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা উপকরণ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ব্র্যাক সাক্ষরতা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং উপকরণ উন্নয়নের কাজে হাত দেয়। ১৯৭৬ সালে ব্র্যাক কর্তৃক প্রকাশিক হয় পাওলো ফ্রেইরির মতাদর্শ অনুসারে বয়স্ক শিক্ষার জন্য সচেতনতা বিকাশী ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠমালা। এটিই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম কাঠামো নির্ভর শিক্ষা উপকরণ। ১৯৭৬ সালের পর থেকে আরডিআরএস, এফআইভিডিবি, জিইউপি, জাগরণী চক্র, আশা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থা সাক্ষরতা কার্যক্রম হাতে নেয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে উপকরণ উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস গ্রহণ করে। আশির দশকে এফআইভিডিবি, গণশিক্ষা-ডানিডা, জিএসএস, এসএনএসপি প্রভৃতি সংস্থা মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং উপকরণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে গণশিক্ষা-ডানিডা, বেইসসহ কয়েকটি সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাক এবং পরবর্তীকালে জিএসএস, কারিতাস, এফআইভিডিবি ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রশিকাসহ বেশ কিছু সংগঠন সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। এসব সংস্থার মাধ্যমে প্রশিকাসহ অনেক সংস্থাই উপকরণ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১৯৮০ সালে জাতীয়ভাবে 'জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল' গঠিত হয় এবং বড়দের বই ও লেখাপড়া নামে ২টি বই প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে জাতীয়ভাবে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণীত হয় এবং প্রণীত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৯৯১ সালে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত হয় এক সেট বয়স্ক শিক্ষা উপকরণ। ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে জাতীয়ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা বিষয়ক অনেক উপকরণ উন্নীত হয়। জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষের চাহিদা অনুসারে উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কোডেক, সিডিএ, জাগরণী চক্র, রূপান্তর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপকরণ উন্নয়ন করেছে।

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো নানা ধরনের উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত নানা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারেই এসব উপকরণ প্রণীত হয়। উপকরণের এসব ধরনের মধ্যে প্রাক-শৈশব শিক্ষা ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উল্লেখযোগ্য। অনেক সংস্থাই নব্যসাক্ষরদের জন্য দেয়াল পত্রিকাসহ নিয়মিতভাবে মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক উন্নীত মৌলিক শিক্ষা উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানত প্রাইমার (বই), চার্ট, কার্ড, পোস্টার, লিফলেট, খেলার সামগ্রী ইত্যাদি এবং অব্যাহত শিক্ষা উপকরণগুলো মধ্যে রয়েছে প্রধানত বই / পুস্তিকা, ফোল্ডার, কার্ডসেট, চার্ট, পোস্টার, টেবলয়েড ও মাসিক পত্রিকা। এছাড়াও কিছু কিছু সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিপূরক ও সম্পূরক শিক্ষা উপকরণও উন্নয়ন করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রণীত হয়েছে অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ, যার সংখ্যা প্রায় ৭০৮টি। নিচের চিত্রের মাধ্যমে উন্নীত উপকরণসমূহের ধরণ উপস্থাপন করা হলো ঃ

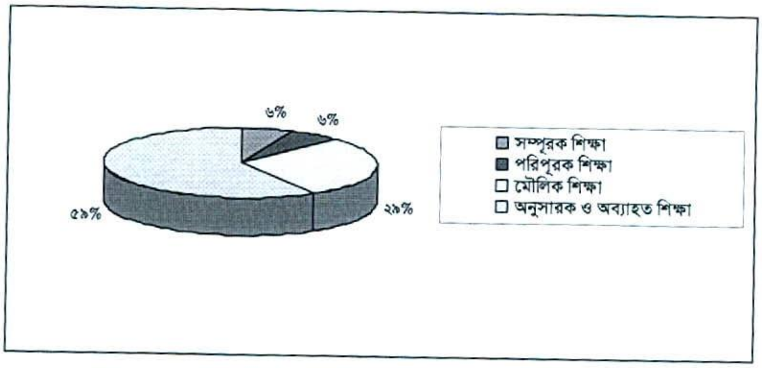

এসব সংগঠন কর্তৃক এ পর্যন্ত মুদ্রিত মোট উপকরণের সংখ্যা হলো ১,২১৪টি। ১৯৯২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩০৩টি। বিগত ১১ বছরে সাক্ষরতা উপকরণের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৯১১, যার হার প্রায় ৪০.১%।

বাংলাদেশে অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ পরিস্থিতি

অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নযনের ক্ষেত্রে ব্র্যাক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবি ও গণসাক্ষরতা অভিযান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে ব্র্যাকের উপকরণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭১টি এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপকরণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১টি। ২০০৩ সালে অভিযান কর্তৃক পরিচালিত একই ধরনের জরিপে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের বর্তমান উপকরণের সংখ্যা ১৪৮টি এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপকরণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬৬টিতে।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি ১৯৯৩ সালে উপকরণ উন্নয়নের কাজ শুরু করে ইতোমধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ১০৮টি এবং প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৯৪ সালে উপকরণ উন্নয়নের কাজ শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১টি শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করেছে। এছাড়াও ১৯৯২ সালের জরিপ অনুসারে জাগরণী চক্র এর উপকরণের সংখ্যা ছিল ৯টি, হীড বাংলাদেশ এর ৮টি এবং ভার্ক এর উপকরণের সংখ্যা ছিল ২৭টি। কিন্তু ২০০৩ সালের জরিপ অনুসারি এসব সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত উপকরণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রকাশিত উপকরণের সংখ্যাই কেবল বৃদ্ধি পায়নি, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে বিষয়ভিত্তিক ব্যাপ্তি। নব্বই এর দশকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ডায়রিয়া, আয়বৃদ্ধি, ধর্মীয় নীতিকথাসহ অল্প কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে উপকরণ সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে পরিবেশ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, নারী-পুরুষ সমতা ও নারী উন্নয়ন, জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া বিষয়ের মধ্যেও এসেছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য।

তবে একথা স্বীকার্য যে, বেশ কিছু সংগঠন ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বলে তাদের উপকরণ উন্নয়নের কাজও পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। যেমন- গণশিক্ষা-ডানিডা, এসএনএসপি। এসব সংগঠন প্রণীত শিক্ষা উপকরণগুলো সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি অথবা সংগঠনসমূহ পুনমুদ্রণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত বর্তমান জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ৩৪টি সংগঠনের মধ্যে প্রাক-শৈশব যত্ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ২টি সংগঠন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩টি সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১০টি সংগঠন, কৈশোর শিক্ষার জন্য ৫টি সংগঠন, বয়স্ক শিক্ষার জন্য ১৬টি সংগঠন এবং অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য ২৪টি সংগঠন উপকরণ উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সাক্ষরতা ও শিক্ষা পরিসরে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত রয়েছেন। এদের সকলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে উন্নীত উপকরণের সংখ্যা আরও বেশি হতো বলে ধরে নেওয়া যায়।

তবে অব্যাহত শিক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উপকরণ উন্নীত হলেও দেশের তাবৎ নব্যসাক্ষরদের চাহিদার তুলনায় বর্তমান উপকরণের সংখ্যা অপ্রতুল বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক ব্যক্তি ও সংস্থার উপকরণ উন্নয়ন কাজে এগিয়ে আসা উচিত। অপরাপর পঠন উপকরণের মতো নব্যসাক্ষরদের জন্য শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও সরবরাহ পর্যাপ্ত হোক এটাই এ সময়ের সবিশেষ চাহিদা।

কয়েকটি বহুল প্রচলিত শিখন পদ্ধতি

উন্নত বিশ্বে নানারূপ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সব সময়ই গবেষণা করা হয়। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই একটি করে 'স্কুল অব-এডুকেশন' নামে পৃথক সংস্থা/বিভাগ আছে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গবেষণা করা হয় ও আবিস্কৃত হয় নতুন নতুন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিসমূহ সামাজিক স্বীকৃতি পায় এবং স্কুল কলেজগুলো তাদের কার্যক্রমে নতুন নতুন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ব্রিটেনে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ বর্তমান বিশ্বে জনপ্রিয়। উইনচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাম্প্রতিক রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ বিশ্ব জুড়ে প্রশংসিত। বলা বাহুল্য, ইউরোপ, আমেরিকা ছাড়াও বর্তমানে জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এমন কি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও নতুন নতুন শিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদানের ধারা (Approach) ও পাঠদানের পদ্ধতি (Method) এর ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ আছে। কেউ যাকে ধারা বলেছেন অন্য কেউ তাকে আবার পদ্ধতি বলেছেন। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ আবার ইংরেজী Approach শব্দটির বাংলা করেছেন 'পদ্ধতি'।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে কয়েকটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি ৪টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত ঃ প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি,

দ্বিতীয়ত ঃ বয়স্ক বা কৈশোর শিক্ষা পদ্ধতি,

তৃতীয়ত ঃ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও

চতুর্থত ঃ ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি।

প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি

প্রজেক্ট পদ্ধতি বা বাস্তব সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

আমেরিকার জন ডিউই ও প্রফেসর কিল প্যাট্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক। সমস্যা সমাধান করা এবং তার বিবরণ লেখার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের পদ্ধতিকে প্রজেক্ট বা বাস্তব সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বলে। প্রজেক্ট পদ্ধতি দু'ধরনের।

ক. কর্মকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি

খ. বুদ্ধিকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি

ক. কর্মকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি ঃ দলীয়ভাবে কোনো কাজ করে শিক্ষা গ্রহণ করাকে বলে কর্মকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি। যেমন- একটি মাটির ঘর তৈরি করা বা মাটির অক্ষর বানানো।

খ. বুদ্ধিকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি ঃ বুদ্ধির সাহায্যে পরিকল্পনা করে কার্য সম্পন্ন করাকে বলে বুদ্ধিকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতি। হিসাব নিকাশ করা, বাজারে গিয়ে লেনদেন করা এর অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মন্টেসরী পদ্ধতি

ইতালির শিক্ষক ড. মেরিয়া মন্টেসরী এ পদ্ধতির আবিষ্কারক। ৩-৭ বছরের শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি এ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'শিশু নিকেতন' নামে অভিহিত। তিনি কতগুলো শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে তাঁর পদ্ধতি মতো অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা দিয়ে সুফল পান। এ পদ্ধতির কিছুটা রদবদল করে তিনি সাধারণ শিশুদের জন্য একটি শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যা আজকে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

ড. মন্টেসরী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হন যে, শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করে শিক্ষা লাভ করতে চায়। স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করাই তার পদ্ধতির মূলনীতি। এজন্য তিনি যে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদানের অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দলীয় অনুশীলন বা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রদর্শন তার পদ্ধতির মূলকথা। য. মন্টেসরী শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য কতগুলো শিক্ষা উপকরণ বা খেলনা তৈরি করেন। এগুলো এমন স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা উপকরণ যা দিয়ে শিশুরা খেলতে গিয়ে ভুল করলেও নিজেরাই সংশোধন করতে পারে।

এরূপ শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলো শেখার জন্য তৈরি হয়। মন্টেসরী বলেন, ইন্দ্রিয় হচ্ছে জ্ঞানের দরজা। ইন্দ্রিয় ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারলে শিশুর শিক্ষা নির্ভুল হবে।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি

জার্মান দার্শনিক শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির জনক। তিনি ৪-৭ বছরের শিশুদের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাকে কিন্ডারগার্টেন বলে। কিন্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ শিশুদের বাগান। ফ্রেয়েবেল শিশুদের চারাগাছ এবং শিক্ষককে বাগানের মালি বলে অভিহিত করেছেন। মালী যত্ন করে বাগানের চারাগাছের বিকাশে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করেও বাগানের আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি চারার জাতের পরিবর্তন করতে পারেনা। অর্থাৎ মালী আম গাছে কাঁঠাল ফলাতে পারেনা কিংবা কাঁঠাল গাছে

Dhaka University Institutional Repository

আম। শিক্ষকও সেরকম সুশিক্ষা দিয়ে শিশুদের স্বকীয় বৈশিষ্ট বা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারেন। কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট ও সম্ভাবনার রূপান্তর করতে পারেন না। এ মৌলিক ধারণা ও চিন্তাভাবনাকে তিনি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা আজ সারা বিশ্বেই সমাদৃত। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষনীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ফ্রোয়েবেল ৩টি উপকরণ দিয়ে এ পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। একটি গোল, একটি ঘন ও একটি নলাকৃতি বস্তু। এগুলোর অপর নাম গিফটা। তিনটি গিলটার সঙ্গে তিনি কাঠি, আংটি, ত্রিকোণাকৃতি বা চতুষ্কোণোকৃতি বস্তু প্রভৃতি যোগ করেন। গোল বস্তুটি শিশু গড়িয়ে বেদে বা ছুঁড়ে দেবে, ঘনাকৃতি বস্তু বা কিউব দ্বারা শিশুর কোনো কিছু তৈরি করবে আর নলাকৃতি বস্তুতি শিশুরা গড়িয়ে দিবে বা দাঁড় করিয়ে রেখে কোনো কিছু তৈরি করবে। এ গিফটাগুলোর সংমিশ্রণে শিশুর খেলা সহজ ও বুদ্ধিনির্ভর হয় এবং তাদের সামগ্রিক তথা শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক হয়।

মুক্তাঙ্গন শিক্ষা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিকে অনেকে মিশ্র পদ্ধতিও বলে থাকেন। ইউরোপের অনেক প্রাথমিক স্কুল বর্তমানে এ পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি নিকেতন' এ ধরনেরই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফ্রোয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন ও ড. মন্টেসরীর শিশু নিকেতনের মূল লক্ষ্য হলো শিশুর চাহিদা, সামর্থ্য ও রুচিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মুক্তাঙ্গন শিক্ষা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করা । বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্য আবদ্ধ থেকে পুঁথিগত তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ শিশু মনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক পরিবেশে বইয়ের পাঠ্য বিষয়কে শিশুর চারদিকের জগতের সঙ্গে পরিচয় ও সমন্বয় করে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রসস্ত করাই মুক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকথা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্লক টিচিং পদ্ধতি

ব্লক টিচিং পদ্ধতিতে সমগ্র স্কুলকে কয়েকটি ব্লকে বা দলে ভাগ করা হয়। প্রতিজন শিক্ষক এক একটি দল বা শ্রেণীতে কাজ করেন। তিনি সকল বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেন। সারা বছর একই শিক্ষক কর্তৃক একই শ্রেনীর সকল বিষয় পাঠদানের ব্যবস্থাকে সাধারণত ব্লক টিচিং বলা হয়। তাছাড়া সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন। ছাত্রদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হাজিরা, অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান, পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

প্রথম শ্রেণীতে যখন বছর শেষে প্রমোশন পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ন হবে তখন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবেন এবং তাদের সব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি

জার্মানির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পাঠ উপস্থাপন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে বিশেষত ৫টি ভাগে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ পরিবেশন করার পদ্ধতিকে পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি বলে।

৫টি সোপান হচ্ছে-

১. প্রস্তুতি

২. উপস্থাপন

৩. অভিযোজন

৪. মর্ম গ্রহণ

৫. সূত্র নিরূপণ

Dhaka University Institutional Repository

দূরশিক্ষণ পদ্ধতি

বর্তমান পৃথিবীতে দূরশিক্ষণ একটি আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়ে অথবা ভর্তি হয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বা স্বীয় পেশায় নিয়োজিত থেকে বা ঘরে বসে কেবলমাত্র যোগাযোগের মাধ্যমে দূর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও বিভিন্ন প্রকার প্রচার উপকরণের মাধ্যমে জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করে।

যারা কোনো না কোনো কারণে প্রচলিত নিয়ম নীতি মেনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষকেন্দ্রে লেখাপড়া করতে পারে না তাদের জন্যই এ পদ্ধতি। ভারতে National Institute of Open School (NIOS), Indira Gandhi Open University (IGNU), রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত বিদ্যালয় শাখা এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

ক্লাস্টার ট্রেনিং পদ্ধতি

ক্লাস্টার শব্দের অর্থ গুচ্ছ, পুঞ্জ বা সমষ্টি। কোনে নির্দিষ্ট এলাকায় কর্মরত কোনো পেশাজীবী গোষ্ঠীকে একত্রিত করে ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করে স্বল্পসময়ের জন্য পর্যায়ক্রমে যে পৌনঃপুনিক শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয় তাকে ক্লাস্টার ট্রেনিং বলা হয়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি

বাংলাদেশে বয়স্ব শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রায় সকল সংস্থা একই নিয়ম অনুসরণ করে। প্রায় প্রতিটি সংস্থাই ১৫ থেকে ২৫ জনের এক একটি শিক্ষাদল গঠন করে। একজন সেবক / শিক্ষক তাদেরকে ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। একই বই ও ভাষার সাহায্যে একই সেবক / শিক্ষক বিশেষ কায়দায় সকল বিষয়ে পাঠ দান করে থাকেন। পাওলো ফ্রেইরীর মতাদর্শ এবং বাংলাদেশে কর্মরত তাঁর অনুসরণকারী জেমস্ জেনিংস, ডেভিড আর্চার প্রমুখ প্রগতিশীল চিন্তাধারার শিক্ষাবিদ কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচেতনীকরণের ধারণা প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত বয়স্ক শিক্ষা সচেতনতা ও লেখাপড়ার অংশ

Dhaka University Institutional Repository

নামে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সচেতনতা অংশে শিক্ষার্থী পারস্পরিক আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনে সংগঠিত নানারকম সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেন। আর লেখাপড়ার অংশে পড়া, লেখা ও হিসাব নিকাশের (3RS) দক্ষতা অর্জন করেন।

সমবেত শিখন বা সংঘ পদ্ধতি

একাধিক শিক্ষার্থী বা শিক্ষক মিলিতভাবে কোনো সমস্যা চিহ্নিত করা ও পরবর্তীকালে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও অনুশীলন করে সমস্যার সমাধান বের করা ও তা গোটা দলে উপস্থাপন করার যে পদ্ধতি তাকে সমবেত বা সংঘ পদ্ধতি বলা হয়।

সাধারণ কোনো সেমিনার বা ওয়ার্কশপ বা প্রশিক্ষণ এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে কেউ কেউ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলে থাকেন। এ জন্য বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষককে কেউ কেউ বলে থাকেন সহায়ক বা ফ্যাসিলিটেটর।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে কৈশোর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্র্যাক, বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অনেক সংস্থাই বর্তমানে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর (বর্তমানে ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশন) এ হার্ড টু রীচ প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শত শত কিশোরী স্কুল। শিশু শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মিশ্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করেই এখন পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে (২০০৩-২০০৪ সাল) কৈশোর শিক্ষার জন্য নতুন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী কক্ষে ব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি

প্রদর্শন পদ্ধতি ঃ পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক নানা জিনিস প্রদর্শন করেন। যেমন- জলবায়ু বোঝানোর জন্য এক কেতলি পাতিতে তাপ দিয়ে পানির বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া দেখানো হলো অথবা পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হলো, এটাই প্রদর্শন পদ্ধতি।

দলীয় আলোচনা ঃ কোনো বিষয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ক্লাশে ছোট ছোট দল গঠন করে কোনো সমস্যার সমাধান করতে দেওয়ার যে পদ্ধতি তাই হলো দলীয় আলোচনা পদ্ধতি।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ঃ কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর বের করে এনে ঐ উত্তরের ওপর আলোচনা করতে করতে শেখানোর পদ্ধতি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

শিক্ষা ভ্রমণ ঃ দেখে-শুনে, অনুভব করে কোনো বিষয় শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট পরিবেশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়াকে 'শিক্ষা ভ্রমণ' বলা হয়।

আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি ঃ সঠিক উচ্চারণ, দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার শেখানোর জন্য শিক্ষক কর্তৃক আদর্শ পঠন উপস্থাপন করাকে আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি বলে।

অভিনয় পদ্ধতি ঃ শিক্ষক ও ছাত্রের পারস্পরিক অভিনয়ের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়াকে অভিনয় পদ্ধতি বলে। যেমন- শিক্ষক অভিনয় করে দেখালেন মাঝি কীভাবে নৌকা বায়, একজন ছাত্র অভিনয় করল পাখি কীভাবে আকাশে উড়ে ইত্যাদি।

গল্প বলা পদ্ধতি ঃ ছাত্রদের আনন্দ দান ও বিভিন্ন নীতিমালা বা আদর্শ শেখানোর জন্য শিক্ষক যখন গল্প বলেন বা ছাত্রদের কাছ থেকে গল্প শোনেন সে পদ্ধতিকে 'গল্প বলা পদ্ধতি' বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রিফ্লেক্ট পদ্ধতি ঃ বর্তমানে রিফ্লেক্ট নামে একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালু হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ, বাক্য বা ভাষা থাকবে না। শিক্ষার্থীরা যা শিখতে চায় এবং যেভাবে শিখতে চায় সেভাবেই শেখানো হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে একটি মূলশব্দ। যেমন- 'ঝগড়া'। সহায়ক ঐদিন ঐ শব্দটিই শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (Implementation Mechanism)

সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোকে নানাভাবে বিভাজিত ও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। তবে আমরা সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কাজগুলোকে নিম্নলিখিত শিরোনামভূক্ত কাজ বা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন-

১। কর্মসূচি সংগঠন

২। তত্ত্বাবধান

৩। উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক আন্দোলন

৪। এ্যাডভোকেসী ও সমন্বয়

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ

৬। নেতৃত্ব

৭। অব্যাহত শিক্ষা

কর্মসূচি সংগঠন

সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কর্মসূচি সংগঠন। কর্মসূচি সংগঠন মানে ধাপে ধাপে কাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ ও পূর্ন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেওয়া। এছাড়াও বলা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষরতা কর্মসূচি সংগঠন মানে সাক্ষরতা কেন্দ্র সংগঠন করা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম তৎপরতাসমূহ সার্বিকভাবে পরিচালনা করা।

তত্ত্বাবধান

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠিত হওয়ার পর ঐ কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়ে যায় না। কেন্দ্রে ঠিক মতো লেখাপড়া হচ্ছে কিনা, শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো আসছে কিনা, উপকরণ ঠিকমতো সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখাশুনা করতে হয়। এ কাজগুলো তথা সার্বিক সাক্ষরতা কর্মকান্ডের দেখাশুনা করার কাজকে তত্ত্বাবধান বলা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায়, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা ও কর্ম সম্পাদনার্থে তাৎক্ষনিক সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে তত্ত্বাবধান।

উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক আন্দোলন

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নানা ধরনের লোকজনের অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- প্রথমতঃ অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, দ্বিতীয়তঃ কর্মী বাহিনী, তৃতীয়তঃ স্থানীয় জনগণ। এদের সকলের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধি জাগ্রত করার মধ্যেমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদেরকে অংশগ্রহণ করানো হয়। সকল জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধকরণ বলা যেতে পারে। সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতেই উদ্বুদ্ধকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অ্যাডভোকেসি ও সমন্বয়

কার্যকরভাবে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট সকলকে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রমকে সফল করার ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠন করার প্রাক্কালে শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে নানা রকমের সম্পদ সরবরাহ করতে হয়। যেমন- বই, খাতা, কাগজ, কলম, বোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি। এছাড়াও সেবক, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, প্রশিক্ষক ইত্যাদি নিয়োগ করতে হয়। তারপর সম্পদসমূহের সঠিক ব্যবহারপূর্বক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠদান শুরু হয়। প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লেখাপড়ার সুফল অর্জন করতে থাকে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় যেমন- সম্পদ সরবরাহ প্রক্রিয়া, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া, ফলাফল অর্জন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট বিষয় অবহিতকরণের প্রক্রিয়াই হলো পরিবীক্ষণ।

এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার পর কাজের সফলতা যাচাই কিংবা কাজটি উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হলো কিনা তা যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন কাজ সাধারণত প্রকল্প সমাপ্তির পর অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রকল্প চলাকালীনও প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

নেতৃত্ব

নেতৃত্ব দেওয়া মানে সফলভাবে পরিচালনা করা। সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনাই হলো নেতৃত্ব। সাক্ষরতা পরিসরে কর্মরত সকল সদস্যকেই স্তরভেদে নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়। সার্থক নেতৃত্বের ওপরই কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত শিক্ষা

অব্যাহত শিক্ষা মানে চলমান শিক্ষা। সাধারণত মৌখিক সাক্ষরতা অর্জনের পর আজীবনের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত শিক্ষা বলা হয়। সাক্ষরতা কার্যক্রম একটি স্বল্প সময়ের কোর্স। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চিহ্নিত জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতা প্রদান করা এ কোর্সের উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্যান্য দক্ষতার মতো চর্চার অভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম শেষ হলে তাদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অব্যাহত শিক্ষা হবে জনগণের দ্বারা পরিচালিত আজীবনের জন্য পরিকল্পিত একটি প্রক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

কোন গবেষণা শুরুর আগে সেই গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণা সম্পর্কে গবেষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা করে গবেষক তার গবেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ঠ ধারণা অর্জন করতে পারেন। গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই,ই,আর গণসাক্ষরতা অভিযান, ব্যানবেইস, ব্র্যাক অফিসের বিভিন্ন বই, থিসিস অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন গবেষণা পত্রের মধ্যে কয়েকটি থিসিসের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল-

শিরোনাম ঃ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এবং ব্র্যাকের অব্যাহত শিক্ষার পরীবিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

গবেষক ঃ সালাউদ্দীন
MED ২০০২-২০০৩।

সুপারভাইজার ঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফলাফল ঃ

১) Post lliteracy continues education for human development project এবং Post primary basic and continuing education কার্যক্রমে মনিটরিং কর্মকর্তারা নিয়মিত মনিটরিং করেন তবে PLCEHD কার্যক্রমে কিছু কিছু কেন্দ্রে মাঝে মাঝে মনিটরিং করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২) কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে, দেরীতে আসলে মনিটরিং কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। মাঝে মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয় PLCEHD কার্যক্রমের শিক্ষকদেরকে।

৩) PLCEHD এবং PACE (Post Primary Basic and Continuing Education) এর CMC সদস্যরা সক্রিয় মনিটরিং করে না।

৪) Upazila Progra Organizer রা তাদের বেতনে সন্তুষ্ট না।

৫) UPO গণ Monitoring Report তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে।

৬) শিক্ষক অনুপস্থিত, দেরীতে আসা ইত্যাদি সমস্যায় CMC সদস্যরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে।

৭) PACE এর POগণ PLCEHD এর PO থেকে বেশী আন্তরিক।

৮) উভয় PO রা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, কেন্দ্র খরচের সমস্যা সহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানে উদ্দ্যেগী।

PLCEHD প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থার ভাল দিক ঃ

১) মনিটরিং করার জন্য আলাদা মনিটরিং শাখা আছে।

২) মনিটরিং কর্মকর্তা মনিটরিং এর উপর প্রশিক্ষিত।

৩) ৩২ জেলার জন্য ৬৪ জন কর্মকর্তা আছে।

৪) CMC সদস্যরা খুবই আন্তরিক।

খারাপ দিক ঃ

১) মনিটরিং সংস্থা তার ইউপিওকে বরাদ্দকৃত অর্থ অর্থাৎ পরিমাণমত ও সময়মত বেতন দেয় না।

২) মনিটরিং সংস্থা নির্বাচন স্বচ্ছতার সাথে হয় না।

৩) সিএমসি সদস্যদের শিক্ষকদের উপর তেমন কতৃত্ব নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৪) সিএমসি কে বাদ দিয়ে মাঝে মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫) সিএমসি সদস্যদের কোন ট্রেনিং হয় না।

সুপারিশ ঃ

১) মনিটরিং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিকে মনিটরিং করে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে।

২) মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩) সিএমসি সদস্যদের কে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) সহায়কদের বেতন ভাতা বাড়াতে হবে।

৫) শিক্ষার্থী শিক্ষক মনিটরিং কর্মকর্তার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে।

উদ্দেশ্য ঃ

১) PLCEHD এবং PACE এর Monitoring System পর্যালোচনা করা।

২) উভয় কর্মসূচীর মনিটরিং ব্যবস্থার ভাল দিক মন্দ দিক চিহ্নিতকরণ।

৩) মনিটরিং কর্মকর্তাদের মতামতের সঠিকতা পরিমাপ করা বাস্তবে ফলপ্রসূ মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য।

আওতা ঃ

কুমিল্লা জেলায় PLCEHD-1 প্রকল্পের ২০টি কেন্দ্র থেকে ২০জন সহায়ক / সহায়িকা এবং PACE এর ২০টি কেন্দ্র থেকে ২০ জন সহায়ক / সহায়িকা, PLCEHD-1 এবং PACE থেকে ৫জন করে মোট ১০জন মনিটরিং কর্মকর্তা সর্বমোট ৫০ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

PACE ভাল দিক ঃ

১) সবাই স্নাতক পাশ ।

২) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিণ পাওয়া ।

৩) নিয়মিত SMC মিটিং ।

৪) SMC সদস্যদের সাথে Monitoring Personnel যোগাযোগ ।

৫) SMC সদস্যদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয় মনিটরিং কর্মকর্তারা ।

ভাল দিক ঃ

১) PACE থেকে মনিটরিং কার্যক্রম করার জন্য আলাদা শাখা নেই ।

২) বেতনে সন্তুষ্ট নয় Monitoring Personnel গণ ।

৩) SMC দের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না ।

গবেষকের মতামত ঃ

গবেষক তার গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করেছেন যে, পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে কিছু কিছু শিক্ষা কেন্দ্রে মাঝে মাঝে মনিটরিং করা হয় । এ বক্তব্যে বর্তমান গবেষক একমত নয় কারণ-

(১) পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে মনিটরিং করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত ১জন সুপারভাইজার এবং প্রকল্পের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য ৬২ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট রয়েছেন । তারা পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্র পরিদর্শন করেন । সুপারভাইজার এবং উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার প্রতি মাসে সকল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে জেলা সহকারী পরিচালক এবং বিভাগীয় দলনেতা বরাবর রিপোর্ট প্রদান করতে হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ইউপিও-গণ তাদের বেতনে সন্তুষ্ট না। এ বক্তব্যে বর্তমান গবেষক একমত তবে প্রকল্প থেকে মাসিক যে পরিমান বেতন ইউপিও-দের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দেয়া হয় তা যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ঠিকমত ইউপিও-দের দেয় তাহলে ইউপিওরা সন্তুষ্ট থাকতেন বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন। ইউপিওদের মাসিক বেতন ১০,০০০/- টাকা করে প্রকল্প থেকে মনিটরিং সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। বাস্তবে অনেক সংস্থা ৪/৫ হাজার টাকা ইউপিওদের মাসিক বেতন হিসাবে দিয়ে থাকেন।

(৩) ইউপিওরা তারা তাদের রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত প্রেরণ করার কথা। বাস্তবায়ন মডেল অনুযায়ী ইউপিওরা বিভাগীয় টিম লিডারের বরাবরে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং তার অনুলিপি প্রকল্প পরিচালককে দিবেন। বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ ইউপিও তাদের মনিটরিং প্রতিবেদন পিডি (প্রকল্প পরিচালক) বরাবরে প্রেরণ করেন কিন্তু বিভাগীয় টিম লিডারের বরাবর এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার বরাবর কোন রিপোর্ট তারা প্রেরণ করেন না। ফলে বিভাগীয় দলনেতা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

(৪) ইউপিওরা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়াবার জন্য ভূমিকা নেয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় অনেক ইউপিও কেন্দ্রের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে শুধুমাত্র মনিটরিং ফরম পূরণে ব্যস্ত থাকেন। অর্থাৎ তারা গুণগত মনিটরিং করেন না।

(৫) গবেষক PLCEHD প্রকল্পের ভাল যে সকল দিক উল্লেখ করেছেন বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষন করেন। গবেষক তার গবেষণায় বলেছেন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট পর্যাপ্ত ভ্রমণভাতা পায়। বর্তমান গবেষক এ বক্তব্যে একমত নয় কারণ TOR অনুযায়ী মনিটরিং কর্মকর্তাকে মাসে ২০ দিন ফিল্ডে থাকতে হয়, তাই থাকা খাওয়া এবং যানবাহন ভাড়া বাবদ মাত্র ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়, যা বর্তমান গবেষক পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) গবেষক তার গবেষণা পত্রে ৩২ জেলায় ৬৪ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট আছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে ৩২ জেলায় ৬৪ জন থাকার কথা থাকলেও সর্বোচ্চ ৪২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছিল যার বর্তমানে ৩০ জন আছেন (১৫-১০-০৭ তারিখ)।

(৭) গবেষক খারাপ দিক যেগুলো উল্লেখ করেছেন বর্তমান গবেষক সবগুলিতে সম্পূর্ণ একমত হলেও সিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না এ বক্তব্যে একমত নয়। কারণ প্রকল্প থেকে বিভাগীয় দলের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সিএমসি (কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি) ইতোমধ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ সাক্ষরতা ঃ প্রয়োজন নতুন ভাবনা

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ গণসাক্ষরতা অভিযান

তথ্য সংগ্রহ ঃ

এ গবেষণায় তিন ধরনের প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

- থানা জরিপ প্রশ্নপত্র।
- শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক তথ্য জরিপ প্রশ্নপত্র।
- গ্রাম/মহল্লা তথ্য জরিপ প্রশ্নপত্র।

⇒ এ গবেষণায় গবেষণার ক্ষেত্রকে ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ৬ বিভাগের গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে ৬টি, মহানগরীগুলোকে নিয়ে একটি এবং পৌরসভাগুলোকে নিয়ে একটি।

ফলাফল ঃ এ সাক্ষরতা কার্যক্রম প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কিত। এ গবেষণায় যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

⇒ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মান আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উত্তম।

⇒ নারীরা সাক্ষরতার হারে পুরুষদের চেয়ে ১২% পিছিয়ে আছে।

⇒ শহরের জনসাধারণ গ্রামীণ জনসাধারণ থেকে ২৬% পিছিয়ে আছে।

⇒ বস্তিতে সাক্ষরতার হার খুবই কম যেখানে জাতীয় পর্যায় ৪১.৪% সেখানে বস্তিতে শিক্ষার হার ১৯.৭% মাত্র।

⇒ ১১ বছর ও তদ্ধোর্ধ জনগোষ্ঠির মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪১.৪%।

⇒ মোট নমুনার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠি লিখতে, পড়তে ও হিসাব করতে পারে না।

⇒ যারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ৪/৫ বছর পড়াশুনা করেছে তাদের ৯৭% প্রারম্ভিক দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনে স্কুল বর্হিভূত শিক্ষা কার্যক্রম তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।

⇒ যারা শুধুমাত্র টিএলএম অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সাক্ষরতার হার মাত্র ১.৩%।

⇒ যারা সাক্ষরতা অর্জন করেছে তাদের মতে সাক্ষরতা দক্ষতা তারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং শিশুদের পড়াশুনায় সহায়তা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে।

গবেষকের মতামত ঃ

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত এ গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত উচুমানের গবেষণা পত্র। দেশের প্রখ্যাত গবেষকগণ এ গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছেন। এ গবেষণায় বলা হয়েছে টিএলএম (Total Literacy Movement) এর মাধ্যমে যারা সাক্ষরতা অর্জন করেছেন তাদের সাক্ষরতার হার মাত্র ১.৩%। টিএলএম কার্যক্রমের মান নিয়ে দেশের সর্বমহলে বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা হয়েছে।

টিএলএম দ্বারা মাত্র ১.৩% সাক্ষরতার হার হওয়ার প্রধান কারণ সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার অনেক পরে এ জরীপ কার্যটি পরিচালিত হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তাদের লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে। তাছাড়া টিএলএম কার্যক্রম জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কেন্দ্রে ভয়ে নাম অন্তর্ভুক্ত করলেও বাস্তবে শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ফলে অনেক শিক্ষার্থী কাগজে কলমে সাক্ষর বলা হলেও বাস্তবে তারা সাক্ষর হয়নি। গবেষণায় বলা হয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠি থেকে শহরে জনগোষ্ঠি বেশ অগ্রসর। বর্তমান গবেষক মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠি থেকে শহরের জনগোষ্ঠি বেশী সচেতন হওয়ায় তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গবেষনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীদের থেকে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ১২% বেশী। বর্তমান গবেষক মনে করেন বর্তমানে এ সংখ্যা থাকলেও আস্তে আস্তে এ ব্যবধান কমে যাবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০৫ এর তথ্য মতে ২০০১ সালে নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের থেকে প্রায় ১৩.১% কম। ২০০৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ সাক্ষরতার হার ৬৩.১% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৫৩.৫% অর্থাৎ ৯.৬% কম। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকদের থেকে বালিকাদের উপস্থিতি বেশী। এ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় নারীরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে।

এ গবেষণা পত্রে বস্তিতে সাক্ষরতার হার ১৯.৭% উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষক মনে করেন এ সংখ্যা এমনটি হওয়ার কারণ বস্তির অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত। কাজে নিয়োজিত থাকার তাদের পক্ষে বিদ্যালয় এসে লেখাপড়া করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বাসায় বসেও লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। কারণ তাদের বাবা-মা একদিকে কাজে ব্যস্ত থাকে এবং তারা অধিকাংশই নিরক্ষর। এছাড়া হাতে গণনা করা যায় এমন সংখ্যক কিছু বেসরকারী সংস্থা বস্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালালেও বাস্তবে তা তেমন ফলপ্রসূ হয়না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় পরিচালিত হার্ট টু রীচ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মজীবি শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও তা যথেষ্ট সফলভাবে পরিচালিত হয় না এবং প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা নিরূপণ ।**
গবেষক	ঃ	ফারাহ, দিবা
শিক্ষা বর্ষ	ঃ	১৯৯৬-৯৭
		MED (শিক্ষা প্রশাসন) ।
সুপারভাইজার	ঃ	মোঃ আশরাফ আলী
		শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

উদ্দেশ্য ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাজে নিয়োজিত পলিসি মেকার প্লানার ও বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের নারী শিক্ষার উন্নয়ন বাস্তবায়নে সহায়তা করে ।

আওতায় ঃ নরসিংদী জেলার তিনটি ইউনিয়নের ১০ জন শিক্ষক ও ১০ জন কর্মকর্তাকে নমূনা হিসাবে নেয়া হয় ।

ফলাফল ঃ

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন সম্ভব ।

২) ছেলে শিক্ষার্থী অপেক্ষা মেয়ে শিক্ষার্থীকে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।

৩) ব্র্যাকের কার্যক্রম সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে ।

৪) ঝরে পড়া (Drop out) শিক্ষার্থীদের এখানে নতুন করে পড়ার সুযোগ হয় ।

৫) স্কুলের সময় শিক্ষার্থীদের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় উপস্থিতি প্রায় ১০০% ।

৬) শিক্ষক নিয়োগে ব্র্যাক পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ।

৭) যে কোন বয়সী শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে ।

৮) বিদ্যালয়ে সাক্ষরতা কার্যক্রমের পাশাপাশি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ ঃ

১) শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য স্নাতক পাশ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া উচিত।

২) শিক্ষার পরিবেশ উন্নত সহ ভৌত সুযোগ সুবিধা বাড়ান দরকার।

৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন/ভাতা খুবই কম। এ বেতন ভাতা বাড়ান দরকার।

৪) মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৫) শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তির আওতায় আনা দরকার কারণ অধিকাংশ শিক্ষার্থী খুবই গরীব।

৬) ভাল ফলাফল কৃত শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

৭) শিক্ষার্থীদেরকে উপার্জনশীল কর্মকান্ডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৮) উপস্থিতি বাড়াবার জন্য খাদ্যের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে।

গবেষকের মতামত ঃ

বর্তমান গবেষক এ গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে একমত পোষণ করেন। ব্র্যাক স্কুলে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী সংখ্যা খুবই কম, উপস্থিতি প্রায় ৯৯%। ব্র্যাক স্কুলে পুরুষ শিক্ষক থেকে মহিলা শিক্ষক বেশী। শিক্ষকদের মাসিক ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। স্কুলে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা করে অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ তৈরী করা হয়। অভিভাবক সভা এবং উঠান বৈঠক করে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ দিতে নিরুৎসাহী করা হয়। বাড়ীর কাজ না দেয়ায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার চাপ কম থাকে বলে তারা শিক্ষাকে কষ্ট হিসাবে মনে করেন না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষার্থী সমান সংখ্যক থাকলেও বাস্তবে মহিলা শিক্ষার্থীর উপস্থিতি পুরুষ শিক্ষার্থী থেকে বেশী। ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০। ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আন্তরিক হয়। গবেষক যে সকল সুপারিশ করেছেন বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত পোষন করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন মতামত পোষণ করেন। বর্তমান গবেষক মনে করেন ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে বরং আলাদা আলাদা শিফট করলে অর্থনৈতিক বিবেচনায় ফলপ্রসূ হবে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সুবিধা সরকার দিয়ে থাকেন ব্র্যাক স্কুলেও সে সকল সুযোগ-সুবিধা সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া যেতে পারে। উপবৃত্তি, খাদ্যের বিনিময় শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচীর সাথে ব্র্যাক স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ব্র্যাক স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরো বাড়বে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা আরো জনপ্রিয় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা নিরূপণ ।

গবেষক ঃ সন্ধ্যা রাণী

MED ১৯৯৫-৯৬ ।

উদ্দেশ্য ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাজে নিয়োজিত পলিসি, মেকার, প্লানার ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়নে সহায়তা করা ।

নমুনা ঃ

ব্র্যাক স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৫ জন কর্মকর্তা, ১০ জন ব্র্যাক স্কুল শিক্ষক, ৫ জন TEO, ১০ জন ATEO এবং ১০ জন সরকারী স্কুলের শিক্ষক ।

ফলাফল ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কিত ঃ

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্র্যাকের শিক্ষার্থী উপস্থিতি হার ৯৯% ।

২) অভিভাবকদের স্কুলের সাথে সম্পৃক্তকরণ করা হয় ।

৩) ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করা হয় ।

৪) শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয় ।

৫) শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানে শিক্ষক আন্তরিক থাকেন ।

৬) শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়ী যাওয়া হয় ।

৭) প্রতিমাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

৮) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ।

৯) সঠিক উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

খারাপ দিক ঃ

১) শিক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ নিম্নমানের

২) শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই নিম্নমানের ।

৩) কম বেতনের কারণে সহায়কের আন্তরিকতা কম ।

৪) খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে চায় ।

৫) পাঠ্য বই বার বার পরিবর্তন করা হয় ।

সুপারিশ ঃ

১) কেন্দ্র ঘরের ভাড়া বাড়ান উচিত ।

২) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষতা বাড়াতে হবে শিক্ষকদের ।

৩) শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো দরকার ।

গবেষকের মতামত ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্র্যাক সফল হয়েছে । আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং কর্মজীবি শিক্ষার্থীদের চাহিদা মত সময় ও স্থানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হয় বলে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় উপস্থিতি বেশী । ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দ ঘন পরিবেশে শিক্ষা দেয়া হয় এবং জীবনভিত্তিক পাঠদান করা হয় বলে সাধারণ বিদ্যালয় থেকে ব্র্যাক স্কুলে উপস্থিতি অনেক বেশী । ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত করা হয় বলে তারা শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিসহ স্থানীয় যে কোন সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হয়ে থাকে । শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং স্থানীয়দের নিয়ে প্রতি মাসে মাসিক সভা এবং অনেক সময় জরুরীভিত্তিতে অনেক সভা হয়ে থাকে । যেহেতু শিক্ষার্থীরা কর্মজীবি তাই তাদেরকে এমনভাবে পড়ান যাতে তাদের বাসায় পড়তে হয় না, স্কুলের পড়া স্কুলেই শেষ হয়ে যায় । ব্র্যাক স্কুলে Real Learing Material, Learner / Local Generated Material ব্যবহার করে লিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। শিক্ষক / শিক্ষিকাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে তারা দক্ষতার সাথে কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারে।

গবেষক ব্র্যাক স্কুলের খারাপ দিক হিসাবে শিক্ষা কেন্দ্রের খারাপ পরিবেশ, সহায়কদের কম বেতনের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান গবেষক মনে করেন ব্র্যাক স্কুল অন্যের দানকৃত জায়গার উপর স্বল্প ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে তেমন উন্নত ঘর করা সম্ভব হয় না তবে পাঠের জন্য উপযোগী। সহায়কদের কম বেতন হলেও তাদের আন্তরিকতা কম বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন না, সহায়কদের নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও সভা তাদের আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পাইলট প্রকল্পের উপর গবেষণা**
পরিচালনায়	ঃ	ভিলেজ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (ভিডা)
		১ এপ্রিল ২০০০ থেকে ৫ এপ্রিল ২০০১
উপজেলা	ঃ	দৌলতপুর
জেলা	ঃ	কুষ্টিয়া

ভাল দিক ঃ

- সকল শিক্ষার্থী দৈনিক খবরের কাগজ পড়তে পারে ;
- সাক্ষরতা কর্মসূচী অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ;
- অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে ;
- দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীরা দেশী-বিদেশী সংবাদ সম্পর্কে জানতে পারে ;
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- মহিলা শিক্ষার্থীদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং তারা পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায় ;
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি জ্ঞান বৃদ্ধি পায় ;
- শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করতে পারে ;
- মহিলা শিক্ষার্থীদের ঋণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা আয় বৃদ্ধি করতে পারে ।

খারাপ দিক ঃ

- শিক্ষার্থীদের কোন পকেট মানির ব্যবস্থা নেই যেমনটি আছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ;
- কিছু কিছু দুর্বল শিক্ষার্থীর কারণে প্রশিক্ষণ সময় লম্বা করতে হয় ;
- আর্থিক সুবিধা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ;
- CMC সদস্য অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে ;
- অনেক সময় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের মতামত ঃ

এ গবেষণার প্রজেক্টের যে সকল ভাল মন্দ দিক চিহ্নিত করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষক একমত তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদন এবং গবেষকের সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা পত্রিকার বড় ফন্টের শিরোনাম পড়তে পারলেও ভিতরের অংশ পড়তে পারেন না। শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাপিয়ে দেয় হয়। ট্রেডের দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ট্রেড সম্পর্কিত উপকরণ ঠিকমত সরবরাহ করা হয় না। বর্তমানে মহিলাদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ বেশী তবে পুরুষরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ঋণ পেয়ে থাকেন বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কাছ থেকে। মহিলা শিক্ষার্থীরা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে বলে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে পরিবারে সমাজে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

গবেষণার মন্দ দিক হিসাবে বলা হয়েছে এ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদেরকে যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণের মত প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়া হয় না। প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়া হয় না ঠিকই তবে সীড মানি দেয়া হয় যা দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ উপকরণ কিনতে পারেন। প্রকল্প দ্বারা প্রশিক্ষণ সময়সূচী পূর্ব নির্ধারিত অর্থাৎ সপ্তাহে ৬ দিন প্রতি দিন ২ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বাস্তবে আরো কম সময় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদনে রয়েছে। ২৬ জুন, ২০০৭ তারিখ ডিজি তার মাসিক সভায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন প্রকল্প থেকে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে CMC সদস্যদের জন্য কোন ওরিয়েন্টেশন, মিটিং, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না ফলে তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হন না। তাই তাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। বর্তমানে এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি CMC-কে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**মহিলাদের ক্ষমতায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলপ্রসূতার উপর একটি গবেষণা ।**
গবেষক	ঃ	দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবিব
সুপারভাইজার	ঃ	ড. আজহারুল ইসলাম শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দেশ্য ঃ

১।	মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা নির্ধারণ করা ।

২।	অভিষ্ট মহিলাদের সাক্ষরতা দক্ষতা যাচাই করা ।

৩।	মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ ।

নমুনা ঃ

চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার মোহনপুর ও এখলাসপুর ইউনিয়নের ৫টি উপানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের প্রতিটি থেকে ৮ জন করে উত্তরদাতা এবং কেন্দ্র যে গ্রামে অবস্থিত সে গ্রামের ৮ জন করে সর্বমোট ৮০ জনকে নমুনা হিসাবে নেয়া হয়েছে ।

ফলাফল ঃ

১।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উত্তরদাতারা অনেক বেশী সচেতন তাদের অধিকার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ।

২।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উত্তরদাতারা অন্য উত্তরদাতা অপেক্ষা বেশী সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে ।

৩।	অন্য উত্তরদাতা থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উত্তরদাতারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে বেশী জড়িত ।

৪।	উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯০% পড়তে, ৭০% অংক করতে এবং ৬০% লিখতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ ঃ

১। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ অথবা কারিগরি প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। এবং সাথে অব্যাহত শিক্ষা রাখতে হবে।

২। বেসিক শিক্ষার সাথে সাথে অব্যাহত শিক্ষা চালু করতে হবে। গ্যাপ থাকলে শিক্ষার্থীরা ভুলে যায়।

৩। যে সকল মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য করতে হবে।

গবেষকের মতামত ঃ

এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কারিকুলামে সাক্ষরতা, সচেতনতা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত আয় বর্ধক এবং জীবন ঘনিষ্ট বিষয় শিখান হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় শিখান হয় বলে শিক্ষার্থীরা বেশী সচেতন হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মৌলিক শিক্ষার পরে অব্যাহত শিক্ষা চালু করতে বেশ কিছু দিন লাগে। এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যায়। শিক্ষার্থীরা অর্জিত সাক্ষরতা অনেক সময় ভুলে যেতে থাকে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আয় বর্ধক কর্মসুচী অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে সহজেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে নিজের ও পরিবারের আয় বৃদ্ধি করে থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড লিংকেজ করা প্রয়োজন। সঠিক লিংকেজ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আরো বেশী সফল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মৌলিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

গবেষক ঃ ফারহানা সারমীন ৯৭-৯৮

সুপারভাইজার ঃ মোঃ নাজমুল হক

উদ্দেশ্য ঃ

১। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিশুদের মৌলিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

২। দুই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিখন, পঠন ও গাণিতিক দক্ষতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৩। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিশুদের শিখন, পঠন ও গাণিতিক দক্ষতার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান।

নমুনায়ন ঃ

১। ২টি আনুষ্ঠানিক এবং ২টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মোট ৪টি বিদ্যালয় প্রতিটি থেকে ২৫ জন করে মোট ২৫×৪ = ১০০ জন শিক্ষার্থী নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সবাই ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

ফলাফল ঃ

১। পরিবেশ পরিচিতি, ইংরেজীর ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের গড়, আদর্শ বিচ্যুতি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী হয়েছে।

২। গণিতের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি বেশী উপানুষ্ঠানিক থেকে।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষার অর্জিত গড় সাফল্য আনুষ্ঠানিক থেকে বেশী হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ ঃ

১। উভয় বিদ্যালয়ের কাঠামোগত সুবিধার উন্নতি করতে হবে।

২। উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি, শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের আচরণ মূল্যায়ন করার সুযোগ রাখতে হবে।

৩। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে হবে এবং যে সকল পাঠ উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখতে হবে।

৪। মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন-টিকাদান, বিশুদ্ধপানি ইত্যাদি বিষয়ে অন্তভূক্ত আছে। এ বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ফলাফল আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ফলাফল অপেক্ষা বেশী ভাল হয়েছে। এই পার্থক্যের জন্য নিচের কারণগুলি চিহ্নিত করা যায়।

১। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে শিখন, শিক্ষাদান পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় থেকে সম্পূন্ন ভিন্ন।

২। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার দক্ষতার উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। যা আনুষ্ঠানিকে দেয়া হয় না।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আকর্ষণীয় থাকে ফলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ ততটা আকর্ষণীয় নয় বলে শিক্ষার্থীরা নিক্রিয় থাকে।

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকগণকে কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হয় বলে তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি সচেতন থাকেন। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকদেরকে জবাবদিহি করতে হয় না বলে তারা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে ও পাঠদানে সচেতন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক তার গবেষণায় আরো বলেছেন যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকগণ উপানুষ্ঠানিক থেকে বেশী শিক্ষিত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষিত হলেও তারা কর্মক্ষেত্র ততটা দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারেনি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়-

⇒ পরিদর্শন ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল। থানা কর্মকর্তারা মাসে ২/১ বার স্কুল পরিদর্শন করে। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিকে সবসময় মনিটরিং করা হয়। ফলে শিক্ষকরা সবসময় সতর্ক ও আন্তরিক থাকেন।

⇒ আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা উপানুষ্ঠানিক থেকে অনেক বেশী হওয়ায় শিক্ষকরা সবার প্রতি নজর দিতে পারেন না। উপানুষ্ঠানিকে এ সংখ্যা একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৩০-৩৫ জন শিক্ষার্থী।

⇒ উপানুষ্ঠানিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিকে বন্ধুত্বমূলক নয়।

⇒ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ। কারণ বাস্তবতার সাথে মিল রেখে করা হয়।

⇒ উপানুষ্ঠানিকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী করা হয়, যা আনুষ্ঠানিকে করা হয় না বললেই চলে।

⇒ উপানুষ্ঠানিকে কমপক্ষে ১০/১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকতা শুরু করান হয়। অন্যদিকে অনেক শিক্ষক আনুষ্ঠানিকে অপ্রশিক্ষিত থাকেন। ফলে উপানুষ্ঠানিকের শিক্ষক দক্ষ হয়ে থাকে।

⇒ উপানুষ্ঠানিকে শিক্ষা উপকরণ বেশী ব্যবহার করা হয় যা আনুষ্ঠানিকে করা হয় না।

⇒ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজী বিষয়ের প্রতি ভীতি বেশী পক্ষান্তরে এখানে ভীতি থাকে না। সব বিষয়ই সমান করে পাঠদান করে শিক্ষক।

গবেষকের মতামত ঃ

এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশের সাথে বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত। গবেষণায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের গড় সাফল্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বেশী বলে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষক বাস্তবে বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমান গবেষক দেখতে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছেন যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা বেশী আন্তরিক ও মনোযোগী। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় একটি শিফটে একটি শ্রেণীতে ৩০/৩৫ জন শিক্ষার্থী থাকে বলে শিক্ষকের পক্ষে সঠিকভাবে পাঠদান করা সম্ভব হয়। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষকগণকে কাজে যোগদানের আগে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এবং মাসে মাসে বা তিনমান পর পর সতেজিকরণ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে থাকেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক সময় অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের বাস্তব সম্মত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা আন্তরিক হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মনিটরিং ব্যবস্থা তেমন জোরদার নয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন সুপারভাইজার থাকে যিনি নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালিত না হলে শিক্ষক ও সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জন ।

গবেষক ঃ কাকলী রাণী সরকার ।

শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০০২-০৩ ।

গাইড ঃ ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন ।

উদ্দেশ্য ঃ

১। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সাফল্যের পার্থক্য নির্ধারণ ।

২। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ ।

নমূনা ঃ

ঢাকা জেলার মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর থানার মোট ৫টি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি থেকে ১০ জন করে শিক্ষার্থী মোট ৫×১০ = ৫০ জনকে নমূনা হিসাবে নির্বাচন করা হয় । নির্বাচিত নমুনার মধ্যে ২৫ জন বালক এবং ২৫ জন বালিকা যারা বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করছে ।

ফলাফল ঃ ভালদিক-

১। যৌক্তিক ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ।

২। শিক্ষার্থীদের বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ।

৩। ফ্যান, আলো এবং প্রাকৃতিক বাতাস সমৃদ্ধ শ্রেণী কক্ষ ।

৪। শিক্ষকদের ভয়েস এবং উচ্চারণ যথাযথ ।

৫। সকল শিক্ষকরা পাঠকক্ষে মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে ।

খারাপ দিক ঃ

১। বই এবং চক বোর্ড ছাড়া অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয় না ।

২। যারা টেবিলের চার পাশে বসে তারা চক বোর্ড দেখতে পারে না ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বই ও ব্যাগ রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই শ্রেণী কক্ষে।

৪। শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে পড়াশুনা অন্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিরক্তি সৃষ্টি করে।

৫। শিক্ষকরা যথাযথ শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করে না।

সুপারিশ ঃ

১। শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে এবং তা কেন্দ্রে ব্যবহার করতে হবে।

২। যখন চক বোর্ড ব্যবহার করবে তখন শিক্ষার্থীদের গোলাকার না বসিয়ে কলাম আকারে বসাতে হবে।

৩। ছাত্র শিক্ষকদের নিম্নস্বরে আবৃত্তি করতে হবে।

৪। শিক্ষককে আন্তরিক হতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে আন্তরিক রাখতে হবে।

৫। সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের জন্য ড্যাম কর্তৃপক্ষকে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গবেষকের মতামত ঃ

গবেষকের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে বর্তমান গবেষক একমত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন। গবেষক উল্লেখ করেছেন বই, চক, বোর্ড ছাড়া অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয় না, বাস্তবে ড্যাম তার শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের RLM, PGM ব্যবহার করে থাকে। এ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের বই খাতা রাখার জায়গা নেই। বর্তমান গবেষক এ ব্যাপারে ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। ঢাকা আহসানিয়া মিশন (ড্যাম) বিভিন্ন দাতার বিভিন্ন রকম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের ধরণ বিভিন্ন রকম। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত হার্ট টু রার্চ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের ফ্লোর ম্যাটে বসতে দেয়া হয়। তাদের সামনে অথবা পাশে বই খাতা রাখতে পারে। আবার আরবান কমিউনিটি ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের চেয়ার টেবিলে বসতে দেয়া হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষকদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এ প্রশিক্ষণ কোন কোন প্রকল্পে কমপক্ষে ৬ দিন আবার কোন

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রকল্পে ১২ দিন। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় প্রশিক্ষণ ছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে পারে না। তবে হঠাৎ করে কোন শিক্ষক চাকুরী ছেড়ে দিলে বা অন্য কোন কারণে নতুন কাউকে নিতে হলে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত নাও হতে পারে। গবেষক কলাম রো আকারে শ্রেণী কক্ষে বসবার সুপারিশ করলেও বর্তমান গবেষক U আকৃতিতে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের বসালে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) ভূমিকা**
প্রস্তুতকারক	ঃ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কারিগরী সহায়তা দল ডিসেম্বর, ২০০২

ফলাফল ঃ

- কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫-৭ জন।
- সদস্যরা জানে না স্কুল পরিচালনায় তাদের কাজ কি
- ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচনে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে কোন গাইড লাইন নেই। অনেকটা অগণতান্ত্রিকভাবে সদস্য নির্বাচিত হয়।
- CMC অধিকাংশ সদস্যই শিক্ষকের আপন অথবা দুরের আত্মীয়। মোট সদস্যের মধ্যে ৭৪% CMC সদস্য শিক্ষকের আত্মীয়।
- CMC সদস্যদের Orientation করার জন্য কোন বরাদ্দ নেই।
- কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিব এই দুই জনই শুধু সক্রিয় ভূমিকা পালন করে অন্যরা নিরব থাকে।
- মোট উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১৩% উত্তরদাতা মহিলা। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুবই কম।
- CMC মাসিক মিটিং খুবই অকার্যকর। মিটিং হলেও তার কোন প্রভাব কার্যক্রম পরিচালনায় পড়েনা।
- CMC কার্যাবলী কি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা নেই। তাদেরকে কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।
- রোজার মাসে এবং ফসল কাটার সময়ে (Harvesting Season) সিএমসি সদস্যদের উপস্থিতি খুবই কম।

সুপারিশ ঃ

১. সিএমসি সক্রিয় করতে হবে।

২. সিএমসি সদস্য সংখ্যা পুনর্গঠন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গ্রামবাসীদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিএমসি সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

৪. Capacity building, Trains, Orientation এবং Workshop করতে হবে।

৫. সিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ, যরিয়েন্টেশন এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

পদ্ধতি ঃ

TLM, PLCE pilot project এর মোট ৩৬ জন সিএমসি সদস্য নেয়া হয়। নমুনা হিসাবে এবং ৩৬জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জন (৫০%) মহিলাকে নির্বাচন করা হয়।

গবেষকের মতামত ঃ

বর্তমান গবেষক এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত। তবে বর্তমানে সিএমসি সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিএমসি সদস্যরা জানেন না সিএমসি সদস্য হিসাবে তাদের কাজ কি। বর্তমানে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় তারা আগের থেকে এখন অনেক সক্রিয়। পূর্বে সিএমসি মিটিং এর জন্য কোন বরাদ্দ না থাকলেও বর্তমানে PLCEHD-1 প্রকল্পে প্রতি মাসে ২০০/- টাকা বরাদ্দ আছে। সিএমসি সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন দিয়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে প্রশিকার ভূমিকা ঃ কামরাঙ্গীর চর এলাকার উপর সমীক্ষা**
গবেষক	ঃ	জাকিয়া আখতার
রোল নং	ঃ	৯৫৭৬
	ঃ	অধ্যাপক মোঃ আজাহার আলী

উদ্দেশ্য ঃ

১। প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামোগত তথ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং কর্মরত শিক্ষকদের নিয়োগবিধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সুবিধাদি প্রদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

২। প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

৩। প্রশিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রী ঝরেপড়া দূরীকরণে প্রশিকা কর্মকর্তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

নমুনা নির্বাচন ঃ

ঢাকা জেলার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় প্রশিকা পরিচালিত ৬৫টি বিদ্যালয়ের ১৫০ জন শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়।

ফলাফল ঃ

১। গরীব শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া রোধ করে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে সাহায্য করে।

২। প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ক্লাশের সময়সূচী সকাল অথবা বিকালে হওয়ার কারণে দরিদ্র পিতা-মাতা তার সন্তানকে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হয়েছে।

৩। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেনা।

৪। গরীব শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ ঃ

১। দেশের যে সকল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে প্রশিকা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা উচিত।

২। শুধুমাত্র দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী নয় বরং ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়া উচিত।

৩। সামাজিক সমস্যা দূরীভূত করার অবলম্বন হিসাবে শিক্ষাকে ব্যবহার করে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করার চেষ্টা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য সামাজিক সমস্যাবলী দুরীভূত করাও প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত।

গবেষকের মতামত ঃ

এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের চাহিদামত সময়ে পাঠদান করা হয় এবং স্কুলের সময়, স্থান শিক্ষার্থীরা নির্ধারণ করে বলে তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকম সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষা দেয়া হয় অর্থাৎ শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয় বলে শিক্ষা কেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করে। শিক্ষার্থীরা আনন্দের মাঝে লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ দিতে নিরুৎসাহী করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কেন্দ্রেই তাদের পড়াশুনা শেষ করে বাড়ীতে পাঠ সংক্রান্ত অতিরিক্ত সময় দিতে হয়না। এ কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশী এবং ঝড়েপড়ার সংখ্যা কম।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংস্থা শিক্ষার্থীদের বই, খাতা, কলমসহ যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। ফলে গরীব পিতা-মাতার সন্তানরা বিনা ব্যয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। গবেষক তার গবেষণায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ধনী অভিভাবকদের সন্তানকে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করেছেন। বাস্তবে

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ধনী গরীব সকল অভিভাবকদের সন্তান লেখাপড়া করতে পারে। তবে গরীবদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কারণ ধনীদের অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ আছে কিন্তু গরীবদের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং সময় সীমাবদ্ধতার কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাই তাদের জন্য উত্তম।

প্রশিকা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে আট থেকে এগার বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ বয়সী ছেলে-মেয়েদের শিখন ক্ষমতা বেশী থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঁচটি শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তে চারটি শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর শেষ করা হয়। অর্থাৎ ১২ মাসের পরিবর্তে ৯ মাসে একটি শিক্ষা বর্ষ শেষ করা হয়। একটি শিক্ষা বর্ষে ঐ শ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড যে শিক্ষাক্রম তৈরী করেছে তা পুরোটাই প্রশিকা বিদ্যালয়ে ৯ মাসে শেষ করা হয়।

প্রশিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিক্ষকরা এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণী কক্ষে সক্রিয় ও আন্তরিক থাকেন। পাঠদান আকর্ষনীয় করার জন্য গল্প বলা, শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গল্প শোনা, কার্ডের সাহায্যে শব্দ বানানো ইত্যাদি কাজ করা হয়। প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। কেন্দ্রে U আকৃতির মাদুরে বসে শিক্ষাদান করা হয় বলে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের আই কন্ট্রাক্ট ভাল থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ **The neglected outpost : a closer look at rural school in Bangladesh**

গবেষক ঃ জহুর আহম্মদ চৌধুরী এবং আহম্মদ মোশতাক রাজা
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ পল্লী এলাকার সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর হাল হকিকত এবং কিভাবে সেগুলো চলছে সে সম্পর্কে সুস্থ ধারণা তুলে ধরা।

পদ্ধতি ঃ পল্লী এলাকার তিনটি প্রাথমিক স্কুল বাছাই করে সেই তিনটি স্কুলের দৈনন্দিন কার্যক্রম পর্যাবেক্ষন, শিক্ষক, ছাত্র এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল ঃ

১। কমিটির সদস্য নিজেরাই জানেন না তারা কমিটির সদস্য কিনা। কমিটির সভা খুবই কম হয়। সভা হলেও সদস্য উপস্থিতি খুবই কম। ফলে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না।

২। থানা অফিস ঠিকমত মনিটরিং করেনা। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

৩। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র ও উর্ধ্বতন শ্রেণীর কিছু সংখ্যক ছাত্র শব্দ বা বর্ণ ঠিকমত লিখতে পারেনা। ৫ম শ্রেণীর ছাত্রদের সহজ গণনা ও অংক বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত কম।

৪। শিক্ষকগণ নিয়মিত স্কুলে আসেন না এবং আসলেও দেরীতে আসেন। ছুটির আগে চলে যান। স্কুলে অধিকাংশ সময় গল্প গুজব করে কাটান।

৫। পাঠ্যসূচীই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ করেন না। ধর্ম এবং সমাজের ক্লাশ খুবই কম হয়।

৬। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করেন না। ব্লাক বোর্ড ব্যবহার করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৭। পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে শিক্ষামূলক কোন কার্যক্রমে তারা অংশ গ্রহণ করে না। খেলাধূলা, ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়না। কিছু কিছু শিক্ষা উপকরণ স্কুলে থাকলেও ব্যবহার করা হয়না।

৮। শিক্ষকরা পুরানো পদ্ধতিতে পাঠদান করান। অর্থাৎ শিক্ষক পড়ে যান শিক্ষার্থীদের কোন ফিডব্যাক নেয়া হয়না।

৯। স্কুলে উপস্থিতির হার কম।

১০। স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় নয়। শিক্ষকরা দায়িত্বশীল নন।

গবেষকের মতামত ঃ

বর্তমান গবেষক এ গবেষণায় প্রাপ্ত অধিকাংশ ফলাফলের সাথে একমত। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য অনেক ক্ষেত্রেই তারা জানেন না তাদের কাজ কি। কমিটির সদস্যদেরকে তাদের কার্যক্রম নিয়ে কোন ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসএমসি সদস্যরা সংশ্লিষ্ট স্কুল শিক্ষকের আত্মীয় হওয়ায় অনেক সময় মিটিং এ উপস্থিত না হয়েও স্বাক্ষর করে থাকেন। গবেষক উল্লেখ করেছেন শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়না। বাস্তবে বর্তমানে শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে মাসিক ক্লাষ্টার প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করতে হয়। গবেষক এ গবেষণাটি করেছেন ১৯৯২ সালে। বর্তমান ২০০৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানকালে শিক্ষকরা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করে থাকেন।

বর্তমান গবেষক প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে করলেও প্রত্যাশিক পরিমানে মান উন্নয়ন হয়নি বলে মনে করেন। প্রত্যেন্ত অঞ্চলে যে সকল স্কুল অবস্থিত যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকার কারণে সঠিকভাবে মনিটরিং করা অনেক সময় সম্ভব হয় না বিশেষ করে বর্ষাকালে। গবেষক উল্লেখ করেছেন ধর্ম ও সমাজের ক্লাশ খুবই কম এর অন্যতম কারণ হলো যেখানে একটি স্কুলে ৪জন শিক্ষক থাকার কথা বাস্তবে সেখানে মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক থাকায় অনেক সময় সব ক্লাশ নেয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, বর্তমানে শিক্ষকদের দ্বারা বিভিন্ন রকম সরকারী কাজ করানোর ফলে তাদের স্কুলের বাহিরেও সময় দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ পল্লী এলাকায় স্বাক্ষরতা ঃ এনএফপিইভূক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র শীর্ষক একটি প্রতিবেদন।

পরিচালনায় ঃ ব্র্যাকের গবেষণা মূল্যায়ন বিভাগ

উদ্দেশ্য ঃ আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্র্যাক যেসব গ্রামে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করে সে সব এলাকায় ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের স্কুলে লেখাপড়ার অবস্থা যাচাই করে দেখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্যে।

১। পড়াশুনার সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং

২। গবেষণাধীন গ্রামগুলোকে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ব্রাকের ভূমিকা।

পদ্ধতি ঃ

যে সব এলাকায় ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল রয়েছে সে সব এলাকার ১৮টি গ্রাম এই গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশ্নমালার মাধ্যমে ৬ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল ঃ

১। ১৮ গ্রামের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ৬৮.৪% বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী ২২.৯% কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি এবং বাকী বা স্কুলে গিয়েছিল কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির আগেই ঝড়ে পড়েছে।

২। পিতামাতার সামর্থতাই ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি হতে সহযোগিতা করে। ৯৬ ভাগ ছেলে-মেয়ে মায়েদের শিক্ষার কারণে স্কুলে ভর্তি হয়।

৩। কায়িক পরিশ্রম করে এমন অভিভাবকদের সন্তানরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে। যে সব অভিভাবকরা কায়িক পরিশ্রম করেনা তাদের ছেলে মেয়েদের ৮০.৭ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪। গবেষণাধীন গ্রামগুলোর মোট ছেলেমেয়েদের শতকরা প্রায় ১৫% ছেলেমেয়ে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে পড়াশুনা করে। প্রথম শ্রেণীতে পাঠরত ছেলেমেয়েদের শতকরা মাত্র ৬.৮ ভাগ ব্যাক স্কুলে যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৬০ ভাগ ব্র্যাক স্কুলে পড়ছে। এসব গ্রামে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি।

গবেষকের মতামত ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কারিকুলামে সাক্ষরতা, সচেতনতা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা যথেষ্ট সচেতন হওয়ায় তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ও ঝড়েপড়া হার কমছে। বর্তমানে ভর্তির হার প্রায় ৯৫%। অধিকাংশ পিতা-মাতা তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করান প্রয়োজন বলে মনে করেন। তবে যে সকল পিতা-মাতা খুবই দরিদ্র তাদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করান সম্ভব হলেও পরবর্তীতে নিয়মিত স্কুলে পাঠান হয়না। নিয়মিত স্কুলে না পাঠাবার অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সচেতন না হওয়া, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ছেলে-মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছেদ এবং শিক্ষা উপকরণ দিতে না পারা এবং ছেলে মেয়েদেরকে শিশু শ্রমে নিযুক্ত করা। গবেষণায় দেখা গেছে শতকরা ৩০% আয় শিশু শ্রম থেকে আসে হত দরিদ্র পরিবারে।

পিতামাতার শিক্ষার মান, ভূমি মালিকানা, মাতাপিতার পেশা ইত্যাদি ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি এবং স্কুল ছেড়ে দেয়ার পেছনে মূল্যবান ভূমিকা কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম	ঃ	**পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের প্রভাব**
গবেষক	ঃ	মোঃ মিজানুর রহমান এমবিএ, ৪র্থ ব্যাচ আইবিএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দেশ্য ঃ

পিএলসিইএইচ-১ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের প্রভাব নিরূপণ

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ঃ

১। ইউপিদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

২। জেলা সহকারী পরিচালকদের নিকট থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা।

৩। বাস্তবায়নকারী এবং মনিটরিং সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

ভাল দিক ঃ

১। প্রকল্পে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে

২। মনিটরিং এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি এ প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়।

৩। প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৪। প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপ পরিচালনা করা হয় দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ বিভাগীয় দল কর্তৃক।

৫। নমনীয় শিখন পদ্ধতি

দুর্বল দিক ঃ

১। কখনও কখনও এনজিও এর উপর প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

২। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার।

৩। এনজিও ও জিও এর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

৪। দাতা গোষ্ঠির প্রভাব বিস্তার।

৫। প্রকল্প কর্মকর্তা / কর্মচারীদের অসন্তুষ্টি।

৬। শিক্ষা কেন্দ্রের দুর্বল অবকাঠামো।

সুপারিশ ঃ

১। সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।

২। প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ান দরকার।

৩। প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে ছাড় করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকল্প কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। জবাবদিহীতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। দাতা সংস্থার অযাচিত প্রভাব কমাতে হবে।

বর্তমান গবেষকের মতামত ঃ

বর্তমান গবেষক এ গবেষণার ফলাফলে অনেক ক্ষেত্রে একমত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত প্রকাশ করেন। গবেষক তার গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকল্পে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে বর্তমান গবেষক এ বক্তব্যে একমত হলেও তিনি মনে করেন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট পদে ৬৪ জন লোক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় সেখানে মাত্র ২৬ জন আছেন, ১০ জন টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে আছেন মাত্র ৬ জন।

ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না কারন প্রকল্পে যে সকল ফরমেট ব্যবহার করা হয় তা একেবারেই পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য। গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তেমন একটা গুরুত্ব ফরমেটে দেয়া হয় নাই। তাছাড়া মনিটরিং করার ক্ষেত্রে দেখা যায় একই শিক্ষা কেন্দ্র বারবার মনিটরিং করা হয়। যে সকল শিক্ষা কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সে সকল শিক্ষা কেন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনিটরিং করা হয় না।

গবেষক প্রকল্পের কিছু দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন কখনও কখনও এনজিও এর উপর প্রকল্পের নিয়ন্ত্রন থাকে না। বাস্তবে দেখা যায় এনজিও এর উপর প্রকল্পের যথেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তবে কিছু কিছু কর্মকর্তা এনজিও থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা নেয়ার কারণে এনজিও সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে না।

গবেষক দুর্বল দিক হিসাবে দাতা গোষ্ঠির প্রভাবকে উল্লেখ করলেও বর্তমান গবেষক মনে করেন এ বক্তব্য ঠিক না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতা গোষ্ঠি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

গবেষক যে সকল সুপারিশ করেছেন বর্তমান গবেষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত। গবেষক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে ছাড় করার জন্য সুপারিশ করেছেন। বর্তমান গবেষক মনে করেন ওয়ার্কসপ এবং প্রশিক্ষণের টাকা অগ্রিম প্রদান করা যেতে পারে।। প্রশিক্ষণের টাকা অগ্রিম বিভাগীয় দলকে প্রদান করা হলে বিভাগীয় দলের পক্ষে প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কসপ ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। গবেষক জিও এবং এনজিও সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান গবেষক মনে করেন জিও এবং এনজিও সমন্বয়ের জন্য প্রতি মাসে সমন্বয় সভা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ফেজে মাসিক সমন্বয় সবা করা হতো জিও এবং এনজিও কর্মকর্তাদের নিয়ে। কিন্তু ২০০৮ সালে এ সভা ৩ / ৪ মাস পর পর হওয়ায় জিও এবং এনজিও সমন্বয় ঠিকমত করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ।

গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ঃ গণসাক্ষরতা অভিযান।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের স্তর ও মুখ্য দক্ষতা সূচকসহ মানসম্মত শিক্ষা বিবিধ পরিমাপকের নিরিখে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশ কতটা অগ্রগতি লাভ করেছে তা পরিমান করা;

২. শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের সাথে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ মানসম্মত শিক্ষার নানা সূচকের (জোগান ও প্রক্রিয়া উভয়েই) সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা;

৩. শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ পরিস্থিতির অগ্রগতি, এর সহসম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলো অনুসন্ধান করা;

৪. জনগণের শিক্ষা ও সাক্ষরতার বর্তমান স্তর সম্পর্কে জানা এবং সময়ের আবর্তে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সাথে এ সংক্রান্ত কী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ

গবেষণার প্রথম দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খানা জরিপের আশ্রয় নেওয়া হয়। খানা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণার তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলিত ১০ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই গবেষণার জন্য ছয় ধরনের প্রতিষ্ঠান নেওয়া হয়। এগুলো হলো, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা। গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলোকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে বিদ্যালয় জারিপের জন্য সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় প্রতিটি স্ট্র্যাটা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ২০ জন শিক্ষার্থীর অভীক্ষা নেয়া হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা এবং শিখন সংস্থান

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উপযুক্ত মানের সুযোগ সুবিধা তৈরি করা। ১৯৯৮ সালের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান জরিপের ফলফল তুলনা করে এ সম্পর্কিত অগ্রগতিসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

❖ সামগ্রিকভাবে গত ১০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা, ভবন নির্মাণ উপাদানের গুণগতমান, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতার নিরিখে এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

❖ শ্রেণী কক্ষের সংখ্যার বিচারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও নির্মাণ উপাদানের গুণগতমানের দিক দিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো অবস্থা ভালো।

খাবার পানির উৎস হিসেবে ১৯৯৮ সালে ৪৭% প্রাথমিক বিদ্যালয় পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ বা নলকূপের ব্যবস্থা ছিলো যা ২০০৮ সালে ৫৩.৮% এ উন্নীত হয়েছে। একতৃতীয়াংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেশী পরিবার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে খাবার পানির সুবিধা গ্রহণ করে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হয় কলসিতে পানি সংরক্ষণ করে বা তাদের খাবার পানির কোন সুবিধা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৯৮ সালে এক চতুর্থাংশের কম সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিলো, যা ২০০৮ সালে বেড়ে যথাক্রমে ৫০.৭% এবং ৪২.৯% এ উন্নীত হয়েছে।
- ২০০৮ সালে মাত্র ১৬% বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা পাওয়া গেছে।
- প্রায় ৮০% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও মাত্র ৮.৫% বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান দেখা গেছে।
- ২০০৮ সালে তিন-পঞ্চমাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেঝে ও বারান্দা জরিপের দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া গেছে।
- স্পষ্টভাবে লিখতে পারার নিরিখে প্রায় ৮০% শ্রেণীকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থা খুবই ভালো।
- সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৮ সালে গড়ে ৪.৪ জন শিক্ষক ছিলো যা ২০০৮ সালে বেড়ে ৫.২ জন হয়েছে। গত এক দশকে বেসরকারি বা উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি। ১৯৯৮ সালে সার্বিকভাবে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো মোট শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশেরও কম যা ২০০৮ সালে বেড়ে ৩৯.৩% হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের প্রবিধানই হচ্ছে নারী শিক্ষক নিয়োগ করা।
- গত এক দশকে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের এক-চতুর্থাংশ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলো মাধ্যমিকেরও নিচে। ২০০৮ সালে কোন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এত কম পড়ালেখা জানা শিক্ষক পাওয়া যায়নি। ১৯৯৮ সালে স্নাতকোত্তর পাশ শিক্ষকের হার ছিলো ১৪.৪% যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৯% হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে নারী শিক্ষকরা পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় পিছিয়ে আছেন।
- অর্ধেকেরও কম শিক্ষক এক বা একাধিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মোট শিক্ষকদের ১৯.২% বাংলা, ২২.১% ইংরেজি, ২৩.৪% গণিত, ১৩.১% পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও

Dhaka University Institutional Repository

১৪.৩% পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রায় ৪০% নারী শিক্ষক ও ৫৮.৫% পুরুষ শিক্ষকের কোনো বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই।

❖ সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতেও উন্নতি ঘটেছে। ২০০৮ সালে এই অনুপাত পাওয়া গেছে ৩৯:১। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে বেশ উন্নতি হয়েছে (৭৩:১ থেকে ৪৯:১ হয়েছে) এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১৯৯৮ সালে ৫৫:১ থেকে ২০০৮ সালে ৫০:১ হয়েছে। তবে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় এ বিষয়ে খুব সামান্যই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার মনোন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়ের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনে পার্থক্য রয়েছে। এ অংশে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো ঃ

❖ সব উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ৯৭% সরকারি বিদ্যালয়, ৯৩-৯৪% বেসরকারি বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং ৮৩% এর বেশি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

❖ গত দশ বছরে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির হার বেড়েছে- ১৯৯৮ সালের ১৯.২% থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে তা ২৫.৯% হয়েছে।

❖ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের গড়ে নয় বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে- সবচেয়ে বেশি রয়েছে উচ্চ-বিদ্যালয়ের কমিটি সদস্যদের (১৩ বছর) এবং সবচেয়ে কম উপানুষ্ঠানক বিদ্যালয়ের কমিটি সদস্যদের (৫.২ বছর)। নারী সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যরা বেশি লেখাপড়া করেছেন (গড়ে যথাক্রমে ৭.৩ বছর ও ৯.৬ বছর)

Dhaka University Institutional Repository

- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে ২১.৬% সদস্য নারী। বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে সবচেয়ে বেশি নারী রয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৩৮.৪%) আর সবচেয়ে কম রয়েছেন মাদ্রাসায় (২% এর কম)।
- ২০০৮ সালে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো গড়ে ৮.১ টি করে সভা করেছে; প্রায় ৯৪% সভার লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। সভাগুলোতে গড়ে ৭৯.২% সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির বিষয়টি ঠিক তার পরের ধাপ। এই অংশে শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং উপস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো খানা জরিপ ও বিদ্যালয় জরিপের তথ্য থেকে উপস্থাপন করা হলো ঃ

- ২০০৮ সালে গ্রস ভর্তির অনুপাত ছিলো ১০৩%। নারী ও গ্রামের শিশুদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমেছে বলে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। ২০০৮ সালে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি ছিলো গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের মধ্যে (১০৭%) আর সবচেয়ে কম শহরের ছেলেদের (৯৭%) মধ্যে।
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সংখ্যা শ্রেণী বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু ও শেষ পর্যায়ের শিক্ষার্থী সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য ১৯৯৮ সালে ছিলো ১৯.৭% পয়েন্ট যা ২০০৫ সালে কমে ৮.৫% পয়েন্ট হয়েছিলো; কিন্তু ২০০৮ সালে তা পুনরায় বেড়ে ১৪.১% পয়েন্ট হয়েছে।
- সব জরিপেই দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সময়ের নিরিখে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার দিন দিন কমছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রটি এক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়। মোট শিক্ষার্থীর এক-পঞ্চমাংশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

- দরিদ্রতম পরিবার ও প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অধিক হারে ভর্তি করার ক্ষেত্রে অন্য ধরনের বিদ্যালয়ের চেয়ে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো এগিয়ে রয়েছে। অবশ্য এই ধরনের কিছু শিক্ষার্থী কিন্ডারগার্টেন বা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। সরকারি, বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় বয়স প্রায় কাছাকাছি (গড়ে ৯ বছর)। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের গড় বয়স সবচেয়ে বেশি আর কিন্ডারগার্টেনে ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় বয়স সবচেয়ে কম। মাদ্রাসাগুলোতে কোন অমুসলিম শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি।
- গত এক দশকে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের হার ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৩% বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ছিলো, যা কমে ২০০৮ সালে ১৩.৬% এ দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন (হ্রাস) দেখা গেছে দরিদ্রতম পরিবারগুলোতে।

গবেষকের মতামত ঃ

বর্তমান গবেষক এ গবেষণার ফলাফলের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত পোষণ করেন। বর্তমান গবেষক মনে করেন এ গবেষণা কার্যটি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে থাকবে।

বর্তমান গবেষক মনে করেন বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অধিকাংশ স্কুলে দালান বা টিনসেড দালান তৈরি করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও স্কুল ঘর পুনর্নির্মাণ বা মেরামতের জন্য বরাদ্দ দিয়ে থাকে। শ্রেণী কক্ষের নির্মাণ উপাদানের গুণগত মান বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর মান ভাল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্থানীয় এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষকরা এবং এসএমসি অত্যাধিক আন্তরিক হয়ে নির্মাণ কাজ দেখাশুনা করে থাকেন। অনেক বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবন ভাল থাকা সত্তেও পিইডিপি-২ এর আওতায় নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে ।আবার অনেক বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবন এতই খারাপ যে সেখানে পাঠ দান করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ২টি টয়লেট থাকলেও শিক্ষার্থীদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংরক্ষিত টয়লেটটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুপযোগী । বর্তমানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধি) শিশুদের বিষয় বিবেচনা করে অনেক বিদ্যালয়ের বর্তমানে টয়লেট নির্মান করে তাকে । ১০০% শিশু ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ পিইডিপি-২ এর আওতায় গ্রহন করেছে বিশেষ করে জেলা পর্যায় একজন জুনিয়র পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষক, এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করার জন্য Food and Agriculture Orgination (FAO) এর উদ্যোগে প্রতিটি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ১২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা যায় রেজুলেশন লেখা না থাকলেও এসএমসির নারী সদস্যদের আগাম স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতি মাসে এসএমসি সভা হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক বিদ্যালয় তা নিয়মিত করে না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প- ১ নামে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি ২০০১ সালে শুরু হয়ে ২০০৮ সালে শেষ হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৩২টি জেলার ২০৫টি উপজেলায় ৪ ধাপে মোট ৪৬০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং ২৩০টি মনিটরিং সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) এর ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় ৬টি ইউনিটকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিভাগের ১টি জেলার ১টি উপজেলার ১টি ইউনিটকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ইউনিটের সহায়ক/সহায়িকা, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, এনজিও কর্মকর্তা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য মোট ৪ প্রকারের প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এ ছাড়া গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও চারটি জেলায় ৪টি FGD (Focus Group discussion) করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রথম প্রকল্প। এ প্রকল্পের সফলতার উপর নির্ভর করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অন্যান্য প্রকল্পের ভবিষ্যত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকল্পকে সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং নতুন নতুন আরো প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। সুতরাং এ প্রকল্প কতটা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা

Dhaka University Institutional Repository

জরুরী। অভিষ্ট দল কি পরিমান উপকৃত হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি সমস্যা হচ্ছে, এক কথায় প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার জন্য এ গবেষণা।

এ গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) এর ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

১। এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

২। প্রকল্পের কাজের মান ও উপকরণের মান মূল্যায়ন করা।

৩। প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করা।

যৌক্তিকতা ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা (পিএলসিইএইচডি)-১ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ১৫% সরকার, ৭৫% বিশ্ব ব্যাংক এবং ১০% SDC দিয়ে থাকে। দাতাদের দেয়া সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ হিসাবে, অনুদান হিসাবে নয়। ইতোমধ্য SDC প্রকল্পের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে তারা দাতা হিসাবে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ প্রকল্পের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে বিশেষ করে ব্যবস্থাপনাগত দিক নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থা নির্বাচনে ব্যবস্থাপনা অনিয়ম গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সরকার এ নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পটি এর আওতায় পরিচালিত হয়। ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প চালু হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে পিএলসিইএইচডি-১ এর সফলতার উপর। সুতরাং সব মহল চায় এ প্রকল্প সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হোক। এ প্রকল্প ফিল্ড পর্যায় বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সে কারণে এ প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করে প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা জরুরী বলে গবেষক মনে করেন। এ গবেষণায় প্রাপ্ত প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা দ্বারা এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারকগণ এবং ফিল্ড পর্যায় কর্মকর্তারা বাস্তব অবস্থা জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন বলে গবেষক মনে করেন।

এক কথায় পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প তথা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ গবেষণা খুবই জরুরী। এ গবেষনা দ্বারা বর্তমানে বাস্তবায়িত এই প্রকল্প যেমন উপকৃত হবে তেমনি উপকৃত হবেন ভবিষ্যতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় যারা নতুন নতুন প্রকল্পের উদ্দ্যোগ গ্রহন করবেন ।

গবেষণার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ঃ

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (PLCEHD-1) এর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে এ গবেষণার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তারা হলো-

১। প্রকল্প কর্মকর্তা বিশেষ করে পিমুর (Project Implementation and Management Unit) কর্মকর্তা।

২। প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা।

৪। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সদস্য / সদস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা তৈরী ঃ

প্রশ্নমালা তৈরী করার সময় গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল পক্ষ তারা হলো প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকা, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। এই চারটি দলের প্রতিটি দলের জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

সুপারভাইজারের সরাসরি তত্ত্বধানে এ প্রশ্নমালা তৈরী করা হয় এবং পরবর্তীতে বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলার কয়েকটি পিএলসিই কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা ও সিএমসি সদস্য, এনজিও কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের বরিশাল বিভাগীয় টিম লিডারের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তৈরীকৃত এ প্রশ্নমালার ফিল্ড টেস্ট করা হয়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামতের আলোকে এ প্রশ্নপত্র সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে চুড়ান্ত করা হয়। প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালাতে মোট ৩১ টি প্রশ্ন, এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালাতে মোট ২৮ টি প্রশ্ন, সহায়ক / সহায়িকাদের প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালায় মোট ২১ টি প্রশ্ন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালায় ১৫টি প্রশ্ন রয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ৬টি বিভাগের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলার ৬টি ইউনিটকে (১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে ১টি ইউনিট) স্তরীভূত দৈবচয়নের (Stratified Random sampling) মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি ইউনিট থেকে ইউনিটের সকল কেন্দ্রের সকল সহায়ক/সহায়িকা মোট ১৮০ জন সহায়ক/ সহায়িকা এবং প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ২ জন করে সিএমসি সদস্য স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। ৬টি বিভাগ থেকে ৮০ জন এনজিও কর্মকর্তা স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে । প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন স্তরের ১৯ জন কর্মকর্তা স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে । নির্বাচিত ইউনিটগুলো হলো-

১) বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলায় কর্মরত সুন্দরবন বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

২) ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার তারাইল উপজেলায় কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৩) খুলনা বিভাগের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৪) রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার বগুড়া সদর উপজেলায় টিএসএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৫) সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় কান্ট্রি ভিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৬) চট্রগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় এ্যাসোসিয়েশন ফর ডেভোলপমেন্ট অব দ্যা প্রিভিলাইজড কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

প্রতিটি ইউনিটে ১৫টি কেন্দ্র আছে এবং প্রতি কেন্দ্রে ১জন জুনিয়র এবং ১জন সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা আছেন। নমুনা হিসাবে ৬টি ইউনিটের প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ২জন করে সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন করায় মোট সহায়ক/সহায়িকার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬×১৫×২= ১৮০ জন।

একইভাবে নমুনা হিসাবে ৬টি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিটের ১৫টি কেন্দ্র থেকে ২ জন করে সিএমসি সদস্য নির্বাচন করায় মোট সিএমসি সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬×১৫×২= ১৮০ জন।

প্রকল্প কর্ম এলাকার ৬টি বিভাগের ৩২টি জেলার মধ্য থেকে ৪ টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে ১৫ জন করে এনজিও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে সহজে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে এবং সিলেট বিভাগ এবং বরিশাল বিভাগ থেকে ১০ জন করে এনজিও কর্মকর্তাকে উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। সে হিসাবে এনজিও কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪×১৫+২×১০= ৮০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিমু) অফিস কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পিমুতে বর্তমানে কর্মরত আছেন একজন প্রকল্প পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক, ৩ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ৩ জন টেকনিক্যাল স্পেশালিস্টসহ মোট ১২ জন কর্মকর্তা। এই ১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে থেকে ৩ জন কর্মকর্তাকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমানে পিমুতে অবস্থানরত ২২ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটের মধ্যে ১০ জনকে নমূনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ৬ বিভাগের প্রতিটি বিভাগে ১ জন টিম লিডার এবং ৩ জন টিম মেম্বার নিয়ে মোট ৪ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। ৬ বিভাগে মোট ২৪ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। বিভাগীয় অফিস থেকে ৬ জন কর্মকর্তাকে নমূনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় পিমু থেকে ৩জন কর্মকর্তাকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

মোট নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায়-

সহায়ক/সহায়িকা	ঃ	১৮০ জন
সিএমসি সভাপতি/সদস্য	ঃ	১৮০ জন
এনজিও কর্মকর্তা	ঃ	৮০ জন
প্রকল্প কর্মকর্তা	ঃ	১৯ জন
	মোট	৪৫৯ জন

টেবিল নং- ৩.১ ঃ উত্তরদাতাদের পরিচিতি ঃ

	সংখ্যা	লিঙ্গ		শিক্ষাগত যোগ্যতা				অভিজ্ঞতা				ধর্ম	
		পুরুষ	মহিলা	এস এস সি	এইচ এস সি	বি এ	এম এ	১ বছরের কম	১-৩ বছর	৩+ থেকে ৫ বছর	৫ বছরের অধিক	ইসলাম	হিন্দু
সহায়ক/ সহায়িকা	১৮০	৯০	৯০	৭৬	৭৮	২৬	-	৬২	৯৩	২১	৪	১৪৬	৩৪
সিএমসি সদস্য	১৮০	১৩৮	৪২	৫৩	২৬	২৪	-	৯০	৬৬	১৪	১০	১৬১	১৯
এনজিও কর্মকর্তা	৮০	৫৯	২১	-	৭	৫৩	২০	১৯	৩২	১২	১৭	৭৩	৭
প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯	১৯	০			২	১৭	-	-	৭	১২	১৯	-

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ঃ

এ গবেষণায় গবেষক ২টি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন- (১) মাধ্যমিক উৎস (২) প্রাথমিক উৎস

(১) **মাধ্যমিক উৎস ঃ** এ জাতীয় গবেষণা দলিল পত্র তেমন পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা যেমন- দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজসহ অন্যান্য কাগজ, পিএলসিইএইচডি-১ এর প্রকল্প প্রস্তাবনা, জার্নাল, প্রবন্ধ, ট্রেসার স্টাডি রিপোর্ট এবং অন্যান্য রিপোর্ট। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর এর এম.এড শ্রেণীর নিম্নে উল্লিখিত থিসিস গবেষককে গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছে।

১. এডুকেশন ওয়াচ ২০০২, বাংলাদেশ সাক্ষরতা, প্রয়োজন নতুন ভাবনার, পরিচালনায় ঃ গণ সাক্ষরতা অভিযান।
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা নিরূপণ। (অপ্রকাশিত)
৩. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এবং ব্র্যাকের অব্যাহত শিক্ষার পরীবিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। (অপ্রকাশিত)
৪. বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা নিরূপণ। (অপ্রকাশিত)
৫. সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পাইলট প্রকল্পের উপর গবেষণা (অপ্রকাশিত)
৬. মহিলাদের ক্ষমতায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলপ্রসূতার উপর একটি গবেষণা। (অপ্রকাশিত)
৭. আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মৌলিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। (অপ্রকাশিত)
৮. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জন। (অপ্রকাশিত)
৯. বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) ভূমিকা (অপ্রকাশিত)
১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে প্রশিকার ভূমিকা (অপ্রকাশিত)
১১. The neglected outpost : a closer look at rural school in Bangladesh (অপ্রকাশিত)
১২. পল্লী এলাকার সাক্ষরতা ঃ এনএফইভূক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র (অপ্রকাশিত)
১৩. পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপের প্রভাব (অপ্রকাশিত)
১৪. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

(২) **প্রাথমিক উৎস** ঃ প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা এবং সিএমসি (কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি) সদস্য। প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকা ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রশ্নমালায় অধিকাংশ প্রশ্নই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। এ ছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এনজিও কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকাকে নিয়ে দল গঠন করে ৪টি FGD করা হয়। গবেষক প্রকল্পের কার্যক্রম নিজে দেখার জন্য ৮টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থান করে শতাধিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহের কাজ ঃ

এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক প্রশ্নমালা, FGD ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রতিটি বিভাগের একটি ইউনিকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ইউনিটগুলো হলো-

১) বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলায় কর্মরত সুন্দরবন বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

২) ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার তারাইল উপজেলায় কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৩) খুলনা বিভাগের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৪) রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার বগুড়া সদর উপজেলায় টিএসএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৫) সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় কান্ট্রি ভিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

৬) চট্রগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় এ্যাসোসিয়েশন ফর ডেভোলপমেন্ট অব দ্যা প্রিভিলাইজড কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত ৬টি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিটের কর্মরত সংস্থার এলাকা সমন্বয়ের সাথে আলাপ করে তারিখ নির্ধারণ করেন। প্রতিটি ইউনিটের সহায়ক/সহায়িকার কাছ থেকে প্রশ্নমালা পূরণ করে কাজ ২টি কর্মদিবসে সম্পন্ন করা হয় এবং সিএমসি সদস্যদের দ্বারা প্রশ্নমালা পূরণের কাজটিও ২ কর্ম দিবসে সম্পন্ন করা হয়। সর্বমোট একটি ইউনিটের সহায়ক/সহায়িকা ও সিএমসি সদস্যদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা পূরণের জন্য ২×২=৪ দিন ব্যয় করেন। প্রতিটি ইউনিটে ৩০ জন সহায়ক/সহায়িকা আছেন। তাদের মধ্যে ১৫ জন একদিন অপর ১৫ জনকে পরের দিন সংস্থার ঐ এলাকস্থ অফিসে ডেকে এনে প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিটে ১৫টি কেন্দ্র আছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং অপর যে কেন্দ্র একজন সদস্য দ্বারা এ প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়। সিএমসি সভাপতি/সদস্যদের ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জনকে একদিন এবং পরের দিন অপর ১৫ জনকে সংস্থার কার্যালয়ে ডেকে এনে প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়। গবেষক স্বশরীরে উপস্থিত থেকে গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। উত্তদাতারা প্রথমে প্রশ্নমালা পূরন করতে চাননি কারণ তারা মনে করেন এভাবে লিখিত দিলে সংস্থার কিংবা সহায়ক/সহায়িকার ক্ষতি হতে পারে। গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করায় তারা আন্তরিক ভাবেই পূরণ করেছেন তবে সংস্থার বিপক্ষে সহজে কিছু লিখতে চায়নি। গবেষক ফরম পূরণ শেষে উত্তদাতাদের আপ্যায়ন করেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াতের ভাড়ার ব্যবস্থা করেন।

Focus Group Discussion

গবেষক ৪টি FGD পরিচালনা করেন। গবেষককে সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী ছিলেন। যিনি প্রত্যেকটি FGD তে আলোচনার প্রত্যেকটি অংশের নোট গ্রহণ করেন। ঝালকাঠী, যশোর, কিশোরগঞ্জ ও বগুড়া এই চার জেলায় একটি করে FGD করা হয় এবং প্রতিটি FGD তে ৬ থেকে ৮ জন সদস্য থাকে । ঝালকাঠীতে এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে, যশোরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে, কিশোরগঞ্জে সহায়ক / সহায়িকাদের নিয়ে এবং বগুড়ায় এসএমসি সদস্য নিয়ে FGD করা হয়। প্রত্যেকটি

Dhaka University Institutional Repository

FGDতে সমবয়সী, সম আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে FGD করা হয়। FGD করার আগে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের কাছে FGD করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। প্রতিটি FGD তে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সাথে পারস্পরিক পরিচয় করা হয়। প্রত্যেকটি FGD সকাল ৯টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের চা নাস্তা এবং দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা হয়। অংশগ্রহণকারীরা মূল আলোচনার বিষয়ে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে মতামত ব্যাখ্যা করেন। তথ্য সংগ্রহকারী তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে গবেষক তাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এ গবেষণায় লিপিবদ্ধ করেন।

যে সকল এলাকায় FGD করা হয় তা হলো-

১। ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলায় ষাটপাকিয়া।

২। বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় ঢেউয়াতলা।

৩। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা সদর।

৪। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় হরিণ চাতুরী।

টেবুলেশন ঃ

বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে পূরণকৃত প্রশ্নমালা টেবুলেশন করার জন্য গবেষক তার কর্মস্থল বরিশাল বিভাগীয় টিম লিডারের কার্যালয় ব্যবহার করেন। গবেষককে সহযোগিতা করেন তার ২ জন সহকর্মী। টেবুলেশন করার জন্য গবেষক তাদের আধা দিন প্রশিক্ষণ দেন। গবেষক ও তার সহকর্মীরা প্রতিদিন অফিস সময় শেষে অর্থাৎ বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রায় ৫ ঘন্টা কাজ করেন। এ কাজে তাদের সময় লাগে ১৫দিন। পূরণকৃত বিভিন্ন প্রশ্নমালা প্রথমে ইডনিট করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেক প্রকার প্রশ্নমালার জন্য আলাদা আলাদা ফরমেট তৈরী করে টেবুলেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের মান যাচাই ঃ

গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য গবেষক নিজে প্রতিটি উত্তর দাতার সাথে দেখা করে গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। উত্তরদাতারা প্রথমে প্রশ্নমালা পূরণ করতে না চাইলেও গবেষকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারায় তারা রাজি হন। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা পূরণকারীদের মতামত কতটা সঠিক তা পরিমাপ করার জন্য গবেষক প্রকল্প কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতি এলাকায় একটি করে FGD করেন। এতে দেখা যায় প্রদত্ত মতামত ও বাস্তবতা প্রায় একই রকম।

সীমাবদ্ধতা ঃ

প্রত্যেক গবেষণা কাজে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। গবেষণার প্রকৃতি ও ধরনের উপর নির্ভর করে ঐ গবেষনার সীমাবদ্ধতা। গবেষণা যে প্রকৃতির হোক না কেন কম বা বেশী সীমাবদ্ধতা থাকবেই। বর্তমান গবেষণা কার্যটি করতে গিয়ে গবেষকের যে সকল সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে তাহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে ৪টি বিভাগের প্রতিটি থেকে ১৫ জন করে এনজিও কর্মকর্তাকে নির্বাচন করা হলেও সিলেট বিভাগ এবং বরিশাল বিভাগ থেকে ১০ জন করে এনজিও কর্মকর্তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। S.P Gupta এর মতে যত বেশী নিভুলতা (accuracy) প্রত্যাশিত, তত নমুনাকে স্ফীত করতে হবে। কিন্তু গবেষকের অর্থ ও সময়ের অভাবে নমুনা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন নি।

২। নমুনা হিসাবে যে সকল ইউনিটকে নির্বাচন করা হয়েছে সে সকল ইউনিটের উত্তর দাতাদের দ্বারা প্রশ্নমালা পূরণ করা এবং সততার সাথে তথ্য আদায় করা ছিল প্রায় অসম্ভব। প্রকল্প কর্মকর্তারা কোন ভাবেই প্রশ্নমালা পূরণ করতে চাননি কারণ তারা মনে করেন সত্যি কথা লিখলে সে ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় পড়তে পারেন। এনজিও কর্মকর্তারাও তাদের জন্য প্রস্তুতকৃ প্রশ্নমালার উত্তর দিলেও নিজেদের ব্যর্থতাকে স্বীকার করতে চাননি। সহায়ক/সহায়িকা তারা সংস্থার ৯ মাসের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত তাই তারা এনজিও এর বিপক্ষে মতামত দিতে চাননি। একই ভাবে সিএমসি সদস্যরা সহায়ক/সহায়িকার আত্মীয় হওয়ায় তারাও সঠিক তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিতে চাননি। তবে গবেষক স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করায় তারা প্রশ্নমালা পূরণ করেছেন আন্তরিকভাবে।

৩। ৩২ জেলার মধ্য থেকে গবেষক স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে ৪টি জেলায় FGD (Focus Group Discussion) করেন। আরো বেশি FGD করতে পারলে এ গবেষণা সমৃদ্ধ হতো। গবেষকের সময় সীমাবদ্ধতা এবং অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে ৪টি জেলায় FGD সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

৪। নির্বাচিত ইউনিটে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ অধিকাংশ নির্বাচিত এলাকাই গবেষকের অপরিচিত। অপরিচিত এলাকায় থাকা, খাওয়ার সমস্যা এবং অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সময় নেয়া খুবই কষ্টকর ছিল। সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্থার আন্তরিকতা এবং গবেষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

৫। এ গবেষণায় PLCEHD-1 এর শুধু মাত্র ব্যবস্থাপনা দিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কতটা শিখছে, শিখে কি পরিমান নিজের দেশ ও জাতির উন্নতি করতে পেরেছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

৬। গবেষক প্রকল্প কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য সমস্ত কর্মএলাকা অর্থাৎ ৩২টি জেলা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। গবেষক মাত্র ৮টি জেলায় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য সফর করেন এবং প্রতি জেলায় ৪ দিন করে অবস্থান করেন।

৭। এ গবেষণাটি মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর উপর করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় আরও অনেক প্রকল্প আছে সেগুলোর উপর সামগ্রিক ভাবে গবেষণা করলে এ গবেষণাটি আরো বেশী সমৃদ্ধ হত।

মন্তব্য ঃ উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধতা যতটা সম্ভব অতিক্রম করে গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সুপারভাইজারের দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ, গবেষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কিছু কিছু সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতা এ গবেষণা কার্যটিকে সফলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ফলাফল বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ের গবেষক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষক এ গবেষণায় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক যেমন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী এবং মনিটরিং সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন উপকরণ, সহায়ক-সহায়িকা (শিক্ষক শিক্ষিকা) এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ, ইউপিওদের কেন্দ্র পরিদর্শন এবং তাদের সহযোগিতা, শিক্ষা কেন্দ্রে সমস্যা, রিসোর্স পার্সনদের ক্লাস পরিচালনা, শিক্ষা কেন্দ্রে রেকর্ড সংরক্ষণ, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া, প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা, অর্থ ব্যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন, স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা, সংস্থার অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম সমূহ এবং অনিয়মে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা, এফজিডি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। বর্তমান গবেষক এ গবেষণায় ৪ প্রস্থ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করেন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলের জন্য। ৪ প্রস্থ প্রশ্নমালার মধ্যে ১ম প্রস্থ প্রশ্নমালা তৈরী করেন বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য। এ প্রকল্পে শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সহায়ক/সহায়িকা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রস্থ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয় শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য গঠিত স্থানীয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি CMC (Center Management Committee) সদস্যদের জন্য। তৃতীয় প্রস্থটি প্রকল্পে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য এবং সর্বশেষ চতুর্থ প্রস্থটি প্রস্তুত করা হয় প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধির জন্য। উল্লেখিত ৪ প্রস্থ প্রশ্নমালা, FGD (Focus Group discussion), পর্যবেক্ষণ এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা কতগুলো Subtitle এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের ফলাফল উপাস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক / সহায়িকাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত ঃ

বাংলাদেশের ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে ১টি করে জেলার ১টি উপজেলার ১টি ইউনিট অর্থাৎ ৬ বিভাগের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলার ৬ টি ইউনিকে ৬টি জেলার ৬টি উপজেলার ৬টি ইউনিটকে (১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে ১টি ইউনিট এবং প্রতি কেন্দ্রে ২ জন সহায়ক/সহায়িকা আছেন) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় । নির্বাচিত সহায়ক/সহায়িকা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে টেবিলে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল নং- ৪.১ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকাদের ব্যক্তিগত তথ্য ঃ

বিভাগ	মোট অংশ	সেক্স		শিক্ষাগত যোগ্যতা			অভিজ্ঞতা				পদবী		ধর্ম	
		পুরুঃ	মহিঃ	এস. এস. সি	এইচ.এস. সি	বিএ +	১ বছরের কম	১-৩ বছর	৩⁺ থেকে ৫ বছর	৫ +	সিনিঃ	জুনিঃ	ইসঃ	হিন্দু
ঢাকা	৩০	১৫	১৫	১১	১২	৭	১	২৮	১	০	১৫	১৫	২৭	৩
খুলনা	৩০	১৫	১৫	১০	১৩	৭	১৬	৮	৬	০	১৫	১৫	২৬	৪
রাজশাহী	৩০	১৫	১৫	১৫	১২	৩	১১	১৭	২	০	১৫	১৫	২৯	১
বরিশাল	৩০	১৫	১৫	১২	১৬	২	১২	১৭	১	০	১৫	১৫	২৪	৬
সিলেট	৩০	১৫	১৫	১৯	১০	১	১২	১০	৪	৪	১৫	১৫	১০	২০
চট্টগ্রাম	৩০	১৫	১৫	৯	১৫	৬	১০	১৩	৭	০	১৫	১৫	৩০	০
মোট	১৮০	৯০	৯০	৭৬	৭৮	২৬	৬২	৯৩	২১	৪	৯০	৯০	১৪৬	৩৪

উৎস ঃ মতামত জরীপে

মোট ১৮০ জন সহায়ক সহায়িকার মধ্যে ৯০ জন সহায়ক পুরুষ এবং ৯০ জন সহায়িকা মহিলা । প্রত্যেক বিভাগ থেকে ৩০ জন সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে সমান সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা সহায়ক/সহায়িকা । নির্বাচিত সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে৭৬ জন এস.এস.সি পাস, ৭৮ জন এইচ.এস.সি পাস এবং ২৬ জন বিএ পাস । সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৫ জন, বরিশাল বিভাগে ১২ জন, সিলেট বিভাগে ১৯ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ০৯ জন সর্বমোট ৭৬ জন এস.এস.সি পাস । সর্বমোট ৭৮ জন এইচ.এস.সি পাস সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১২ জন, খুলনা বিভাগে ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগে ১২ জন, বরিশাল বিভাগে ১৬ জন, সিলেট বিভাগে ১০ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জন । সর্বমোট ২৬ জন বিএ পাস সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে ঢাকা এবং খুলনা বিভাগে ০৭ জন করে, রাজশাহী ০৩ জন, বরিশালে ০২ জন, সিলেটে ০১ জন এবং চট্টগ্রামে ০৬

Dhaka University Institutional Repository

জন। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকা আছেন ৬২ জন, ১ থেকে ৩ বছরের মধ্যে অভিজ্ঞতা আছে এমন সংখ্যা ৯৩ জন এবং ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে অভিজ্ঞতা আছে এমন সংখ্যা ২১ জন। ৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক / সহায়িকা মাত্র ৪ জন।

১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ১৬ জন, রাজশাহীতে ১১ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, বরিশাল এবং সিলেটে ১২ জন করে সর্বমোট ৬২ জন। ১ থেকে ৩ বছরের মধ্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে ঢাকায় ২৮ জন, খুলনায় ৮ জন, রাজশাহী ও বরিশালে ১৭ জন করে , সিলেটে ১০ জন এবং চট্টগ্রামে ১৩ জন সর্বমোট ৯৩ জন। ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকার মধ্যে ঢাকায় ১ জন, খুলনায় ৬ জন, রাজশাহীতে ২ জন, বরিশালে ১ জন , সিলেটে ৪ জন এবং চট্টগ্রামে ৭ জন সর্বমোট ২১ জন। শুধুমাত্র সিলেট বিভাগে ৪ জন ৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকার রয়েছেন। মোট ১৮০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা ৯০ জন এবং জুনিয়র সহায়ক/সহায়িকা ৯০ জন। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১৫ জন সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা এবং ১৫ জন জুনিয়র সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন করা হয়েছে। ১৮০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪৬ জন ইসলাম ধর্ম এবং ৩৪ জন হিন্দু ধর্মের সহায়ক/সহায়িকা রয়েছেন। ১৪৬ জন মুসলমান সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, খুলনা বিভাগে ২৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ২৯ জন, বরিশাল বিভাগে ২৪ জন, সিলেট বিভাগে ১০ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন রয়েছেন। ৩৪ জন হিন্দু সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ৬ জন, সিলেট বিভাগে ২০ জন রয়েছেন।

উপরোক্ত টেবিলে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বিভাগ থেকে সমান সংখ্যক পুরুষ মহিলা, জুনিয়র সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন করা হয়েছে। সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিএ পাস সহায়ক/সহায়িকা ঢাকা বিভাগে ৭ জন এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে ১ জন। এর কারণ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার হার ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ থেকে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জে কম। তাই হবিগঞ্জ থেকে কিশোরগঞ্জে বিএ পাস সহায়ক/সহায়িকা বেশী পাওয়া স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখা যায় ১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকা সবচেয়ে কম ঢাকা বিভাগে ১ জন এবং সব থেকে বেশী খুলনা বিভাগে ১৬ জন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ ধরণের শিক্ষা। এই শিক্ষা দেশের সব জায়গায় সমান ভাবে বিস্তার লাভ করেনি। শুরু থেকে এ শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা তার কর্মএলাকা নির্ধারণে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা যে সকল এলাকা সে সকল এলাকা নির্বাচন করে। কিশোরগঞ্জ জেলার তারাইল উপজেলা থেকে যশোরের কেশবপুর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল তাই সেখানে অনেক আগ থেকেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কারণে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ থেকে খুলনা বিভাগের যশোরে বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়ক / সহায়িকা পাওয়া গিয়েছে। ৫ বছরের অভিজ্ঞত সম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকা একমাত্র সিলেট বিভাগে ৪ জন। মুসলমান ধর্মের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে সবোর্চ্চ ৩০ জন এবং সর্বনিম্ন সিলেটে ১০ জন সহায়ক/সহায়িকা আছেন। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে সবোর্চ্চ ২০ জন সিলেটে এবং চট্টগ্রামে কোন হিন্দু ধর্মের সহায়ক/সহায়িকা পাওয়া যায় নি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দের কেন্দ্র সহায়ক/ সহায়িকাদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের আলোকে প্রাপ্ত মতামত নিম্নে কতগুলো Subtitle এর মাধ্যমে উপাস্থপন করা হলো।

১। বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন ঃ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত সহায়ক/সহায়িকার মাধ্যমে। মাঠ পর্যায় শিক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম এই সহায়ক/সহায়িকার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই বাস্তবায়নকারী সংস্থার বাস্তবায়ন কার্যক্রম, বাস্তবায়নকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় তা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়ক/সহায়িকার কাছে এ সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্ন করে তাদের মতামত মূল্যায়ন করা হয়।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মোট ৩টি প্রশ্ন সহায়ক / সহায়িকাদের করা হয়। ১ম প্রশ্নটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম, ২য়টি সংস্থার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়ন, ৩য়টি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত। নিম্নে প্রশ্ন তিনটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো।

১। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম কেমন এ প্রশ্নের উত্তর দেন মোট ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকা। তাদের মধ্যে কার্যক্রম সম্পর্কে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ৬৭ জন(৩৭%), সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ৯৮ জন (৫৪%), নিরপেক্ষ ছিলেন ১১ জন (৬%), মোটেই অসন্তোসজনক নয় ১ জন (৬%) এবং সন্তোসজনক নয় বলেছেন ৩ জন (১.৭%)।

টেবিল নং- ৪.২ ঃ বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	১৬	৫৩	১১	৩৭	৮	২৭	৩	১০	১৫	৫০	১৪	৪৭	৬৭	৩৭
সন্তোসজনক	১৪	৪৭	১২	৪০	১৬	৫৩	২৭	৯০	১৫	৫০	১৪	৪৭	৯৮	৫৪
নিরপেক্ষ	০	০	৫	১৭	৫	১৭	০	০	০	০	১	৩.৩	১১	৬.১
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	৩.৩	১	০.৬
সন্তোসজনক নয়	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	৩	১.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিভাগের উত্তরদাতাদের দেয়া মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কার্যক্রম খুবই সন্তোসজনক বলে মতামত দিয়েছেন সর্বমোট ৬৭ জন (৩৭%) এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), খুলনা বিভাগে ১১ জন (৩৭%), বরিশাল বিভাগে ৮ জন (২৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন (১০%), সিলেট বিভাগে ১৫ জন (৫০%), রাজশাহী বিভাগে ১৪ জন (৪৭%)।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে মতামত দেন মোট উত্তরদাতার ৯৮ জন (৫৪%) এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২২ জন (৭৩%) উত্তরদাতা চট্টগ্রাম বিভাগের, ২০ জন (৬৭%) রাজশাহী বিভাগে, ১৬ জন (৫৩%) বরিশাল বিভাগে এবং সবনিু ১২ জন (৪০%) ঢাকা বিভাগে। নিরপেক্ষ বলে মতামত দিয়েছেন মোট ১৪ জন এর মধ্যে সর্বোচ্চ বরিশালে ৪ জন (১৩%) এবং ঢাকা বিভাগে সর্বনিু ১ জন (৩%)। মোটেই সন্তোষজনক নয় বরে মতামত দিয়েছেন মাত্র ৩ জন (১.৭%) এর মধ্যে বরিশাল, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটিতে ১ জন করে এবং ঢাকা, খুলনা এবং সিলেট বিভাগে কোন উত্তরদাতা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেন নি। এ মতামত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম ভালভাবে সম্পাদন করছেন।

সহায়ক সহায়িকাদের মতামত এবং প্রকল্পের বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদনে মার্চ-২০০৬, মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের কার্যক্রম সব বিভাগের চেয়ে ভাল। এর অন্যতম কারণ হলো অধিকাংশ সময় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থার কর্মকর্তারা ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন। তাছাড়া অধিকাংশ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হওয়ায় সংস্থার পক্ষ থেকেও মনিটরিং করা সম্ভব হয়। যে সকল সংস্থার সুনাম রয়েছে এবং সুনামের সাথে এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষনা করেছে তাদেরকে ঢাকা অথবা ঢাকার পাশের জেলায় কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সর্ম্পকিত প্রশ্নের উত্তর দেন মোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৩ জন (৩৫%) খুবই সন্তোসজনক, ৯৮ জন (৫৪%) সন্তোসজনক, ১৪ জন (৭.৮%) নিরপেক্ষ, ৩ জন (১.৭%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ২ জন (১.১%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩ ঃ বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	১৭	৫৭	১৪	৪৭	৭	২৩	৫	১৭	১৩	৪৩	৭	২৩	৬৩	৩৫
সন্তোসজনক	১২	৪০	১৩	৪৩	১৬	৫৩	২২	৭৩	১৫	৫০	২০	৬৭	৯৮	৫৪
নিরপেক্ষ	১	৩.৩	৩	১০	৪	১৩	২	৬.৭	২	৬.৭	২	৬.৭	১৪	৭.৮
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	১	৩.৩	৩	১.৭
সন্তোসজনক নয়	০	০	০	০	২	৬.৭	০	০	০	০	০	০	২	১.১
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন ১৮০ জন এর মধ্যে দেখা যায় যে খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দিয়েছেন ৬৩ জন (৩৫%) যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঢাকা বিভাগে ১৭ জন (৫৭%) এবং চট্রগ্রামে সব থেকে কম ৫ জন (১৭%)।

খুলনা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%) বরিশাল বিভাগে ৭ জন (২৩%), সিলেটে ১৩ জন (৪৩%) এবং রাজশাহীতে ৭ জন (২৩%)। সন্তোষজনক বলে মতামত দিয়েছেন সর্বমোট ৯৮ জন (৫৪%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১২ জন (৪০%), খুলনা বিভাগে ১৩ জন (৪৩%), বরিশাল বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২২ জন (৭৩%), সিলেট বিভাগে ১৫ জন (৫০%) এবং রাজশাহী বিভাগে ২০ জন (৬৭%)। কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন একমাত্র বরিশাল বিভাগের ২ জন উত্তরদাতা, অন্যকোন বিভাগের উত্তরদাতা সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেন নি। নিরপেক্ষ ছিলেন ১৪ জন, মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন ৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা বলতে এখানে এনজিও কর্তৃক কেন্দ্র পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, উপকরণ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ, অর্থ ব্যয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিএমসি গঠন ও সভা ইত্যাদি কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করাকে বুঝান হয়েছে। ২০০৪ সালের মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বরিশাল বিভাগের কার্যক্রম সব বিভাগ থেকে খারাপ। ২০০৪ সালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ৬৭টি সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল যার মধ্যে বরিশাল বিভাগের বরগুণা জেলায় কর্মরত ৮টি সংস্থা ছিল। কোন একটি জেলা থেকে এত অধিক সংখ্যক বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ আর কখনও করা হয় নি। ঢাকা বিভাগে অন্যান্য বিভাগ থেকে কার্যক্রম প্রকল্পের পক্ষ থেকে এবং সংস্থার পক্ষ থেকে যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয় বলে এ বিভাগের কার্যক্রম ভাল হওয়া স্বাভাবিক।

প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানান সর্বমোট ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০ জন (২৮%) খুবই সন্তোসজনক, ১০১ জন (৫৬%) সন্তোসজনক, ২১ জন (১২%) নিরপেক্ষ, ৭ জন (৩.৯%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ১ জন (০.৬%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪ ঃ প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	৯	৩০	১৪	৪৭	৭	২৩	৩	১০	৯	৩০	৮	২৭	৫০	২৮
সন্তোসজনক	১৭	৫৭	১৩	৪৩	১৫	৫০	২০	৬৭	১৬	৫৩	২০	৬৭	১০১	৫৬
নিরপেক্ষ	৩	১০	১	৩.৩	৬	২০	৫	১৭	৫	১৭	১	৩.৩	২১	১২
মোটেই সন্তোসজনক নয়	১	৩.৩	১	৩.৩	২	৬.৭	২	৬.৭	০	০	১	৩.৩	৭	৩.৯
সন্তোসজনক নয়	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০.৬
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বলতে প্রকল্প কর্তৃক এনজিওদের নিয়ে সমম্বয় সভা করা, নিয়মিত অর্থ ছাড় করা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বুঝান হয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কেমন সে সম্পর্কে মতামতে ৫০ জন উত্তরদাতা খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেন। ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সবথেকে বেশি খুলনা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%), ঢাকা বিভাগে ৯ জন (৩০%), বরিশাল বিভাগে ৭ জন (২৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন (১০%), সিলেট বিভাগে ৯ জন (৩০%) এবং রাজশাহী বিভাগে ৮ জন (২৭%) উত্তরদাতা ছিলেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ১০১ জন (৫৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে, ১৭ জন, খুলনা বিভাগে ১৩ জন, বরিশাল বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ জন, সিলেট বিভাগে ১৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ৮ জন (৫%) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ২১ জন (১২%) উত্তরদাতা নিরপেক্ষ ছিলেন যার মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬ জন। কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা না করার কারনে বরিশাল বিভাগের কয়েকটি সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ করায় সেই সকল সংস্থার অর্থ ছাড় বন্ধ ছিল বলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাদেরকে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধ্য করা সম্ভব হয় নি। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্থার পাশাপাশি পিএলসিইএইচডি ১ প্রকল্প সম্পর্কেও সাধারণ শিক্ষার্থী সহায়ক/সহায়িকাদের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে। সহায়ক সহায়িকারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন বলে তারা অনেক সময় প্রকল্পের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নাও থাকতে পারে। ফলে তাদের পক্ষে সুবিবেচনা পূর্ণ মতামত দেয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে।

২। উপকরণের মান ও উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার ব্যবহার এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকারা করে থাকে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত সহায়ক/সহায়িকার কাছে শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান এবং সরবরাহ কার্যক্রম সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন করে উপকরণ সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়।শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান কেমন এবং শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত উপকরণ সরবরাহ করা হয় কিনা এ সম্পর্কে ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র চেতনা-১,

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা-২ এবং চেতনা-৩ নামক ৩ খন্ড প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়। বাকী প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সরবরাহ করার জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তাই সংস্থা কর্তৃক ক্রয়কৃত বা সরবরাহকৃত উপকরণের মান এবং সরবরাহকৃত উপকরণ নিয়মিত কিনা তা মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। নিম্নে প্রশ্ন দুটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০ জন (২২%) খুবই ভাল, ১১৬ জন (৬৪%) ভাল, ৭ জন (৩.৯%) নিরপেক্ষ, ৫ জন (২.৮%) মোটেই ভাল না, ১২জন (৬.৭%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং-৪.৫ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই ভাল	১০	৩৩	৯	৩০	৩	১০	৩	১০	৬	২০	৯	৩০	৪০	২২
ভাল	১৭	৫৭	১৬	৫৩	২০	৬৭	১৯	৬৩	২৩	৭৭	২১	৭০	১১৬	৬৪
নিরপেক্ষ	০	০	০	০	৩	১০	৩	১০	১	৩.৩	০	০	৭	৩.৯
মোটেই ভাল না	১	৩.৩	৪	১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	৫	২.৮
ভাল না	২	৬.৭	১	৩.৩	৪	১৩	৫	১৭	০	০	০	০	১২	৬.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে খুব ভাল বলে মতামত দিয়েছেন ৪০ জন (২২%)। উত্তরদাতাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১০ জন (৩৩%), খুলনা বিভাগে ৯ জন (৩০%), বরিশাল বিভাগে ৩ জন (১০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন (১০%), সিলেট বিভাগে ৬ জন (২০%), রাজশাহী বিভাগে ৯ জন (৩০%) উত্তরদাতা ছিলেন।

উপকরনের মান ভাল বলে মতামত দিয়েছেন ১১৬ জন (৬৪%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৭ জন (৫৭%), খুলনা বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), বরিশাল বিভাগে ২০ জন (৬৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯ জন (৬৩%), সিলেট বিভাগে ২৩ জন (৭৭%), রাজশাহী বিভাগে ২১ জন (৭০%) উত্তরদাতা ছিলেন। বরিশাল ও চট্টগ্রাম

বিভাগে ৩ জন করে এবং সিলেটে ১ জন উত্তরদাতা নিরপেক্ষ বলে মতামত দেন। মোটেই ভালনা ৫ জন এবং না ১২ জন বলে মতামত দিয়েছেন।

বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণ স্ব-স্ব সংস্থা স্থানীয় ভাবে সরবরাহ করে থাকে। উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। অধিকাংশ সংস্থাই বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ খরচ করে না। তাই উপকরণের মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ। সংস্থা কর্তৃক তিন ধরণের উপকরণ সরবরাহ করা হয় বিনোদনমূলক উপকরণ অবকাঠামোগত উপকরণ এবং শিক্ষামূলক উপকরণ। অনেক ক্ষেত্রে উপকরণ সংখ্যায় ঠিক থাকলেও গুণগত মানে অত্যান্ত নিম্নমানের। শিক্ষার্থীদের যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। ৯৬ পৃষ্ঠার খাতা দেয়ার কথা থাকলেও অনেক সংস্থা ১৬/১৮ পৃষ্ঠার খাতা সরবরাহ করেছে যা অত্যান্ত নিম্নমানের। তাছাড়া যে সকল কলম সরবরাহ করা হয় তার অধিকাংশই লেখার অযোগ্য।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণ নিয়মিত সরবরাহ করা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০ জন (৫৬%) সম্পূর্ণ একমত, ৬৫ জন (৩৬%) একমত, ১০ জন (৫.৬%) নিরপেক্ষ, ২ জন (১.১%) মোটেই একমত নয়, ৩ জন (১.৭%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬ ঃ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	২৭	৯০	১৫	৫০	৯	৩০	৮	২৭	২২	৭৩	১৯	৬৩	১০০	৫৬
একমত	৩	১০	১১	৩৭	১৬	৫৩	২০	৬৭	৬	২০	৯	৩০	৬৫	৩৬
নিরপেক্ষ	০	০	২	৬.৭	৫	১৭	১	৩.৩	১	৩.৩	১	৩.৩	১০	৫.৬
মোটেই একমত নয়	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	১	৩.৩	২	১.১
একমত নয়	০	০	১	৩.৩	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	৩	১.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত উপকরণ সরবরাহ করা সম্পর্কে ১৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সম্পূর্ণ একমত বরে মতামত দেন ১০০ জন (৫৬%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ২৭ জন (৯০%), খুলনা বিভাগে ১৫ জন (৫০%), বরিশালে ৯ জন (৩০%), চট্টগ্রামে ৮ জন (২৭%), সিলেট বিভাগে ২২ জন (৭৩%), রাজশাহীতে ১৯ জন (৬৩%)। একমত বলে মতামত দিয়েছেন মোট ৬৫ জন (৩৬%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন (১০%), খুলনা বিভাগে ১১ জন (৩৭%), বরিশাল বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ জন (৬৭%), সিলেট বিভাগে ৬ জন (২০%), রাজশাহী বিভাগে ৯ জন (৩০%)। নিরপেক্ষ ছিলেন ১০ জন যার মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৫ জন রয়েছেন।

উপরোক্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে প্রশিক্ষণার্থীদের ঠিকমত উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এর অন্যতম কারণ হলো প্রকল্পের পক্ষ থেকে এবং সংস্থার পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা।

৩। প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ ছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা হিসাবে শিক্ষা দান করা কার্যকরভাবে সম্ভব নয়। শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকাগণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা এবং পেলে তার মেয়াদ পর্যাপ্ত কিনা সে সম্পর্কে সহায়ক/সহায়িকার মতামত নেয়া হয়। নিম্নে প্রশ্ন দুটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো।

সহায়ক/সহায়িকারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৭ জন (৯৮%) হ্যাঁ, ৩জন (১.৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৭ ঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়ক/সহায়িকা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৮	৯৩	২৯	৯৭	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৭	৯৮
না	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	৩	১.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সর্বমোট ১৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৭৭ জন (৯৮%) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং মাত্র ৩ জন (২%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা প্রশিক্ষণ পাননি। ৩ জন প্রশিক্ষণ না পাওয়া সহায়ক/সহায়িকাদের মধ্যে ২ জন খুলনা বিভাগে এবং ১ জন বরিশাল বিভাগে।

খুলনা বিভাগের ২ জন এবং বরিশাল বিভাগের ১ জন মোট ৩ জন প্রশিক্ষণ না পাওয়া সহায়ক / সহায়িকাদের সাথে বর্তমান গবেষক সরাসরি কথা বরে জেনেছেন যে, ৩ জন সহায়ক / সহাায়িকাদের চাকরি হওয়ায় তারা এ চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় নতুন করে তারা ১০/১৫ দিন আগে এ কাজে যোগদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, সহায়ক / সহাায়িকাদের প্রতি ফেজ শুরুতে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৩ মাস পর অব্যাহত শিক্ষা শুরুর আগে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রকল্পের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং বিভিন্ন সভায় অংশ গ্রহণ করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় শতভাগ সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষিত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে/কৌশলে অনেক ভিন্নতা আছে। তাই প্রশিক্ষণ ছাড়া সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান যথাযথভাবে করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের সব স্তরের জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক/সহায়িকাদের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত কি না এ প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬৩ জন (৯১%) হ্যাঁ, ১৭ জন (৯.৪%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮ ঃ সহায়ক/সহায়িকার প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	২৯	৯৭	২৭	৯০	২৭	৯০	২৬	৮৭	২৯	৯৭	২৫	৮৩	১৬৩	৯১
না	১	৩.৩	৩	১০	৩	১০	৪	১৩	১	৩.৩	৫	১৭	১৭	৯.৪
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সহায়ক / সহায়িকাদের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত মনে করছেন ১৩৩ জন (৯১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, খুলনা বিভাগে ২৭ জন, বরিশাল বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৬ জন, সিলেট বিভাগে ২৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ২৫ জন।

সহায়ক / সহায়িকাদের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত বলে মনে করেছেন না ১৭ জন (৯%) যার মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৫ জন (১৭%), সিলেট বিভাগে ১ জন (৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন (১৩%), বরিশাল বিভাগে ৩ জন (১০%), খুলনা বিভাগে ৩ জন (১০%) এবং ঢাকা বিভাগে ১ জন (৩%)।

এ প্রকল্পের ৯ মাস ব্যাপী একটি ফেজের শুরুতে সহায়ক/সহায়িকাকে ৬ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৩ মাস পরে ৬ মাস ব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার শুরুতে ৬ দিন ব্যাপী সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং মেয়াদ গবেষকের কাছে পর্যাপ্ত মনে হয়েছে। তবে পাঠদানের যে সকল কলাকৌশল প্রশিক্ষণে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়ক/সহায়িকা সেগুলো প্রয়োগ করে না। প্রশিক্ষণ মেয়াদ পর্যাপ্ত হলে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান কাজে প্রয়োগ করা হয় না। আবার কিছু

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংস্থা ঠিকমত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। বরগুনার সংস্থা দি ক্রাপদা পাথরঘাটায় কাজ করেছিল। তারা ৬ দিনের স্থলে মাত্র ২ দিন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল যা গবেষক নিজে সরেজমিনে দেখেছেন। এছাড়া ঝালকাঠীর নলছিটি উপজেলায় কর্মরত সংস্থা দুমাউস ৬ দিনের প্রশিক্ষণ ৫ দিনে শেষ করেছে।

৪। মাসিক সম্মানী সম্পর্কে মতামত ঃ

কোন কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য নায্য পরিশ্রমিক এবং স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সহায়ক/ সহায়িকার মাসিক ভাতা সম্পর্কিত দুটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় মাসিক সম্মানী নিয়মিত দেয়া হয় কিনা সে সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি যে পরিমান মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয় তা যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে।

সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয় কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬৬ জন (৯২%) হ্যাঁ, ১৪ জন (৭.৮%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৯ ঃ সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক সম্মানী পাওয়া ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৯	৯৭	২৯	৯৭	১৯	৬৩	২৯	৯৭	৩০	১০০	১৬৬	৯২
না	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	১১	৩৭	১	৩.৩	০	০	১৪	৭.৮
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক সম্মানী নিয়মিত পাওয়া যায় বলে মতামত দেয়া ১৬৬ জন (৯২%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ২৯ জন, বরিশাল বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯ জন, সিলেট বিভাগে ২৯ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

সহায়ক / সহায়িকা মাসিক সম্মানী নিয়মিত পায় না বলে মতামত দিয়েছেন ১৪ জন (৮%) যার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী ও ঢাকা ভিগে সমকল সহায়ক / সহায়িকা নিয়মিত সম্মানী পান বলে মতামত দিয়েছেন। গবেষক মনে করেন অন্যান্য বিভাগ থেকে ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগে কার্যক্রম ভাল চলার অন্যতম কারণ সংস্থার আন্তরিকতা এবং প্রকল্প অফিসের সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা।

৯ মাস ব্যাপী একটি পর্যায়ের শুরুতে এ গবেষণাটি করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় অনেক সংস্থা প্রথম কয়েক মাস সংস্থা নিয়মিত বেতন ভাতা দিলেও শেষের ২/১ মাস বেতন ভাতা খুবই অনিয়মিত। অনেক সংস্থা ২/১ মাসের বেতন ভাতা না দিয়েও চলে গিয়েছে এমন প্রমাণ আছে। বরগুনার বেতাগীতে ইনসাফ শেষের ২/৩ মাসের বেতন অধিকাংশ সহায়ক/সহায়িকাকে দেয়নি। এর কারণ ২টি প্রথমতঃ সংস্থার আন্তরিকতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব করা। পাথরঘাটায় দি ক্রাপদা সংস্থা শেষের ২ মাস বেতন, ভাতা দেয়নি। এতে প্রকল্প সম্পর্কে এলাকায় নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে।

প্রকল্প থেকে যে হারে সহায়ক/সহায়িকাদেরকে মাসিক সম্মানী দেয়া হয় তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে সর্বমোট ১৮০ জন সহায়ক/সহায়িকা উত্তর দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৬ জন (১৪%) খুবই সন্তোসজনক, ৯১ জন (৫১%) সন্তোসজনক, ১৯ জন (১১%) নিরপেক্ষ, ১৯ জন (১১%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ২৫ জন (১৪%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.১০ ঃ মাসিক সম্মানীর পরিমাণে প্রতিক্রিয়া ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	৪	১৩	২	৬.৭	৪	১৩	১	৩.৩	১০	৩৩	৫	১৭	২৬	১৪
সন্তোসজনক	৭	২৩	২৪	৮০	১১	৩৭	১৫	৫০	১৫	৫০	১৯	৬৩	৯১	৫১
নিরপেক্ষ	০	০	২	৬.৭	৭	২৩	৩	১০	৪	১৩	৩	১০	১৯	১১
মোটেই সন্তোসজনক নয়	৭	২৩	১	৩.৩	২	৬.৭	৬	২০	০	০	৩	১০	১৯	১১
সন্তোসজনক নয়	১২	৪০	১	৩.৩	৬	২০	৫	১৭	১	৩.৩	০	০	২৫	১৪
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	৩৩	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমান মাসিক সম্মানীতে খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দিয়েছেন ২৬ জন (১৪%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪ জন (১৩%), খুলনা বিভাগে ২ জন (৬.৭%), বরিশাল বিভাগে ৪ জন (১৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন (৩%), সিলেট বিভাগে ১০ জন (৩৩%) এবং রাজশাহী বিভাগে ৫ জন (১৭%)। মাসিক সম্মানী সন্তোষজনক বলে মতামত দিয়েছেন মোট ৯১ জন (৫১%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭ জন (২৩%), খুলনা বিভাগে ২৪ জন (৮০%), বরিশাল বিভাগে ১১ জন (৩৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জন (৫০%), সিলেট বিভাগে ১৫ জন (৫০%), রাজশাহী বিভাগে ১৯ জন (৬৩%), মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন ১৯ জন যার মধ্যে ৭ জন ঢাকা বিভাগে, ১ জন (৩%), খুলনা বিভাগে, বরিশাল বিভাগে ২ জন (৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন (২০%), রাজশাহী বিভাগে ৩ জন (১০%), সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন ২৫ জন (১৪%) যার মধ্যে সর্বোচ্চ ঢাকা বিভাগে ১২ জন (৪০%), বরিশাল বিভাগে ৬ জন (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জন (১৭%), খুলনা এবং সিলেট বিভাগে ১ জন করে উত্তরদাতা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

PL পর্যায়ে জুনিয়র সহায়ক/সহায়িকার বেতন ৭৭৫ এবং সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকার সম্মানী ৮২৫ টাকা। CE পর্যায়ে এ বেতন ২০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সিনিয়র এবং জুনিয়র সহায়ক/সহায়িকার সম্মানী যথাক্রমে ৯৭৫ এবং ১০২৫ টাকা। এ বেতন কাঠামো ২০০০ সাল থেকে বর্তমান ২০০৭ সালে একই আছে। ইতিমধ্যে বাজারদর অনেক পরিবর্তন হলেও তাদের বেতন কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

বাস্তবে অধিকাংশ সহায়ক/সহায়িকা এ বেতনে সন্তোষ্ট নয়। তারা মনে করেন বর্তমান বাজার মূল্যে এ বেতন খুবই সামান্য। কিন্তু অধিকাংশ সহায়ক/সহায়িকার এ চাকুরীটি একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হবে এ চিন্তায় তারা নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। শিক্ষার্থীরা এবং সহায়ক / সহায়িকারা মনে করেন আন্তরিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাসিক সম্মানী করা প্রয়োজন।

৫। ইউপিওদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ঃ

মনিটরিং সংস্থার প্রতিনিধি ইউপিও প্রকল্পের পক্ষ থেকে উপজেলা পর্যায় নিয়োগকৃত একজন কর্মকর্তা। ইউপিও এর প্রধান দায়িত্ব প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। ইউপিও ঠিকমত কার্যক্রম মনিটরিং করছে কিনা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিও ঠিকমত সহযোগিতা করছে কিনা তা জানার জন্য সহায়ক/সহায়িকাদের মতামত নেয়া হয়। ইউপিওদের মনিটরিং কার্যক্রম এবং তাদের সহযোগিতা সম্পর্কে ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় ইউপিওদের কেন্দ্র পরিদর্শন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিওদের সহযোগিতা সম্পর্কে।

ইউপিওদের কেন্দ্র পরিদর্শন নিয়মিত কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪৪ জন (৮০%) হ্যাঁ, ৩৬ জন (২০%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.১১ ঃ ইউপিওদের নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	২৯	৯৭	৩০	১০০	১১	৩৭	২১	৭০	২৪	৮০	২৯	৯৭	১৪৪	৮০
না	১	৩.৩	০	০	১৯	৬৩	৯	৩০	৬	২০	১	৩.৩	৩৬	২০
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

ইউপিওরা নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে বলে মতামত দিয়েছেন সর্বমোট ১৪৪ জন যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৯ জন (৯৭%), খুলনা বিভাগে ২১ জন (৭০%), সিলেট বিভাগে ২৪ জন (৮০%), রাজশাহী বিভাগে ২৯ জন (৯৭%) উত্তরদাতা রয়েছেন। নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে না বলে মতামত দিয়েছেন ৩৬ (২০%) জন যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন (৩%), বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ১৯ জন (৬৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন (৩০%), সিলেট বিভাগে ৬ জন (২০%), রাজশাহী বিভাগে ১ জন (৩%) উত্তরদাতা ছিলেন।

ইউপিও প্রতিদিন ২টি পুরুষ শিফট এবং ২টি মহিলা শিফট পরিদর্শন করার কথা। বাস্তবে দেখা যায় বরিশাল বিভাগের যে এলাকাটা গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল সে উপজেলার ইউপিও (আইভিডিএস সংস্থা) কর্ম এলাকায় খুবই অনিয়মিত থাকত। তাই তার সাথে প্রকল্পের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার ইউপিওদের সাথে আলাপ করলে তারা জানান যে তারা নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে আসছেন। ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত ইউপিওরা নিয়মিত পরিদর্শন করার প্রধান কারণ প্রকল্পের এবং স্ব-স্ব সংস্থার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আলাদা নজর দেয়া।

ইউপিওরা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কতটা সহযোগিতা করেন তা জানতে চাওয়া হলে সর্বমোট ১৮০ জন উত্তরদাতা উত্তর দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫ জন (২৫%) সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, ৯৭ জন (৫৪%)

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করে, ২৫ জন (১৪%) নিরপেক্ষ, ৬ জন (৩.৩%) মোটেই সহযোগিতা করে না, ৭ জন (৩.৯%) সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১২ ঃ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিওদের সহযোগিতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে	৫	১৭	৮	২৭	০	০	৪	১৩	৯	৩০	১৯	৬৩	৪৫	২৫
সহযোগিতা করে	২১	৭০	১৯	৬৩	১৬	৫৩	১৮	৬০	১৩	৪৩	১০	৩৩	৯৭	৫৪
নিরপেক্ষ	৩	১০	২	৬.৭	৫	১৭	৬	২০	৮	২৭	১	৩.৩	২৫	১৪
মোটেই সহযোগিতা করে না	০	০	০	০	৬	২০	০	০	০	০	০	০	৬	৩.৩
সহযোগিতা করে না	১	৩.৩	১	৩.৩	৩	১০	২	৬.৭	০	০	০	০	৭	৩.৯
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিওরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৪৫ জন (২৫%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন (১৭%), খুলনা বিভাগে ৮ জন (২৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন (১৩%), সিলেট বিভাগে ৯ জন (৩০%), রাজশাহী বিভাগে ১৯ জন (৬৩%) উত্তরদাতা ছিলেন এবং বরিশাল বিবাগে কান উত্তরদাতা পাওয়া যায়নি যার মনে করেন ইউপিওরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে। ইউপিওরা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৯৭ জন (৫৪%) যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২১ জন (৭০%), খুলনা বিভাগে ১৯ জন (৬৩%), বরিশাল বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮ জন (৬০%), সিলেট বিভাগে ১৩ জন (৪৩%) এবং রাজশাহী বিভাগে ১০ জন (৩৩%) উত্তরদাতা ছিলেন। ২৫ জন (১৪%) নিরপেক্ষ উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন (১০%), খুলনা বিভাগে ২ জন (৭%), বরিশাল বিভাগে ৫ জন (১৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন (২০%), সিলেট বিভাগে ৮ জন (২৭%), রাজশাহী বিভাগে ১ জন (৩%) উত্তরদাতা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে দেখা যায় যে ইউপিওরা ঠিকমত সহযোগিতা করে না। প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত বাস্তবায়নের মডেল অনুযায়ী যে সকল কাজ করার কথা তা বাস্তবে তারা করছে না। তারা একমাত্র মনিটরিং কাজটাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে অন্যান্য অনেক কাজ আছে যা তারা করে না। যেমন লিংকেজ এবং রিসোর্স পার্সনদের সময় সূচী নির্ধারণ। বাস্তবে তারা এটা করে না এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহযোগিতাও করে না। সহায়ক/সহায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানেন না ইউপিওদের কাজ কি? তারা জানেন কেন্দ্র পরিদর্শনই ইউপিওদের একমাত্র কাজ তাই তারা মনে করেন মাঝে মধ্যে তারা যতটুকু সহযোগিতা করে সেটাই অনেক।

৬। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সমস্যা অবহিতকরণ ও সংস্থার সহযোগিতা মূল্যায়ন ঃ

সহায়ক/সহায়িকা প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায় বাস্তবায়ন করে থাকেন। মাঠ পর্যায় অবস্থিত শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়, এই সকল সমস্যার সমাধান সহায়ক/সহায়িকা নিজেরা না পারলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কে অবহিত করার প্রয়োজন হয়। সংস্থার কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হয়। সহায়ক/সহায়িকারা তারা তাদের সমস্যা সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিকে অবহিত করেন কিনা এবং অবহিত করলে তারা কতটা সহযোগিতা করেন সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। এ সম্পর্কে ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় শিক্ষা কেন্দ্রের সমস্যা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করা হয় কিনা তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগিতা সম্পর্কে।

কেন্দ্রের কোন সমস্যা বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে জানানো হয় কি না এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৯ জন (৯৯%) হ্যাঁ, ১ জন (০.৬%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.১৩ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রর সমস্যা সংস্থাকে অবহিতকরণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	৩০	১০০	২৯	৯৭	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৯	৯৯
না	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০		০	০	১	০.৬
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

শিক্ষা কেন্দ্রের কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে জানানো হয় বলে মতামত দিয়েছেন ১৭৯ জন (৯৯%) এবং মাত্র ১ জন (৬%) উত্তরদাতা বলেছেন সংস্থাকে জানানো হয় না। যে সংস্থার উত্তরদাতা বলেছেন যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কেন্দ্রের সমস্যা জানানো হয় না বর্তমান গবেষক তার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছেন যে উত্তরদাতা কেন্দ্র সহায়ক মাত্র ১৫ দিন আগে এ প্রকল্পে যোগদান করেছেন ফলে সে জানেন না কোন সমস্যা কাকে জানাতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়ক/সহায়িকারা তারা তাদের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সমস্যা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে জানান হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় প্রায় ১০০% উত্তরদাতাই বলেছেন হ্যাঁ। বাস্তবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে আলাপে জানা যায় যে সহায়ক/সহায়িকা তাদের সমস্যা সংস্থাকে জানায়। প্রকল্প প্রস্তাবনায় (পিপি) একজন সুপারভাইজার রাখার ব্যবস্থা আছে যার বেতন মাত্র ১৫০০ টাকা। তিনিই একমাত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধি। তাই তাকে জানানো হলে তার পক্ষে অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় জানালেও তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহায়ক / সহায়িকা সমস্যা সম্পর্কে সুপারভাইজারকে জানালেও সুপারভাইজারের পক্ষে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো সম্ভব হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমস্যা সমাধানে কেমন সহযোগিতা করে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৮ জন (৩৮%) সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, ৯৪ জন (৫২%) সহযোগিতা করে, ১৪ জন (৭.৮%) নিরপেক্ষ, ১ জন (০.৬%) মোটেই সহযোগিতা করে না, ৩ জন (১.৭%) সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১৪ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগিতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে	১৩	৪৩	১১	৩৭	৫	১৭	৫	১৭	১৭	৫৭	১৭	৫৭	৬৮	৩৮
সহযোগিতা করে	১৪	৪৭	১৫	৫০	১৯	৬৩	২৩	৭৭	১২	৪০	১১	৩৭	৯৪	৫২
নিরপেক্ষ	২	৬.৭	২	৬.৭	৫	১৭	২	৬.৭	১	৩.৩	২	৬.৭	১৪	৭.৮
মোটেই সহযোগিতা করে না	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	১	০.৬
সহযোগিতা করে না	১	৩.৩	২	৬.৭	০	০	০	০	০	০	০	০	৩	১.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সমস্যা জানালে তারা কতটা সহযোগিতা করে বলে এ সম্পর্কে মতামতে দেখা যায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৬৮ জন (৩৮%)। যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৩ জন (৪৩%), খুলনা বিভাগে ১১ জন (৩৭%), বরিশাল বিভাগে ৫ জন (১৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জন (১৭%), সিলেট বিভাগে ১৭ জন (৫৭%), রাজশাহী বিভাগে ১১ জন (৩৭%) উত্তরদাতা ছিলেন। সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৯৪ জন (৫২%), যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%), খুলনা বিভাগে ১৫ জন (৫০%), বরিশাল বিভাগে ১৯ জন (৬৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ জন (৭৭%), সিলেট বিভাগে ১২ জন (৪০%), রাজশাহী বিভাগে ১১ জন (৩৭%) উত্তরদাতা ছিলেন। নিরপেক্ষ ১৪ জন (৮%) উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ বরিশাল বিভাগে ৫ জন (১৭%) এবং সর্বনিম্ন সিলেটে ১ জন (৩%) উত্তরদাতা ছিলেন। বাস্তবে দেখা যায় যে সহযোগিতা করলেও অনেক ক্ষেত্রে সে সহযোগিতা নামে মাত্র। সহযোগিতা বলতে একমাত্র সুপারভাইজার তার সাধ্যমত চেষ্টা করেন সহযোগিতা করতে কিন্তু সংস্থার অন্য কোন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তার সহযোগিতা পাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। পিরোজপুর সদরে কর্মরত বাস্তবায়নকারী সংস্থা জাতীয় বন্ধুজন পরিষদ তারা কাজ পেলেও তাদের কোন প্রতিনিধিকে কোন দিন পিরোজপুরে পাওয়া যায়নি। তারা নামে মাত্র একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করেছেন যিনি কর্ম-এলাকায় থাকেন না। এতে প্রকল্পের কার্যক্রম, দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প সম্পর্কে প্রশাসনে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে ১৫ অক্টোবর, ০৭ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালককে লিখিত অভিযোগ জানান।

৭। রিসোর্স পার্সোনিদের শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যদলকে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকা ছাড়াও একজন রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগকৃত রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠদান করেন কিনা এবং নিয়মিত পাঠদান না করলে কি কারণে করেন না সে সম্পর্কে সহায়ক/সহায়িকাদের কাছে মতামত নেয়া হয়।

রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্রে আসেন কি না এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪৮ জন (৮২%) হ্যাঁ, ৩২ জন (১৮%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১৫ ঃ রিসোর্স পার্সনদের নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠদান সম্পর্কে মতামত ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	২৫	৮৩	২৯	৯৭	১৫	৫০	২৩	৭৭	২৬	৮৭	৩০	১০০	১৪৮	৮২
না	৫	১৭	১	৩.৩	১৫	৫০	৭	২৩	৪	১৩	০	০	৩২	১৮
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত রিসোর্স পার্সন পাঠদান করেন বলে মতামত দিয়েছেন ১৮৪ জন (৮২%), যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৫ জন (৮৩%), খুলনা বিভাগে ২৯ জন (৮৭%), বরিশাল বিভাগে ১৫ জন (৫০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ জন (৭৭%), সিলেট বিভাগে ২৬ জন (৮৭%) এবং রাজশাহী বিভাগের সকলে ৩০ জন (১০০%) উত্তরদাতা রয়েছেন।

রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্র পাঠদান করেন না বলে মতামত দিয়েছেন ৩২ জন (১৮%) যার মধ্যে সর্বোচ্চ বরিশাল বিভাগে ১৫ জন (৫০%) এবং রাজশাহী বিভাগে কোন উত্তরদাতা রিসোর্স পার্সন পাঠদান করেন না বলে মতামত দেননি।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে রিসোর্স পার্সনদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পে ২ ধরণের রিসোর্স পার্সন আছেন। PL পর্যায়ে ৮টি সাধারণ এবং ১২টি আয় বর্ধক ইস্যু আলোচনা করেন রিসোর্স পার্সন এবং CE পর্যায়ে কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত ট্রেডের জন্য ১ জন রিসোর্স পার্সন থাকবে। PL পর্যায়ে প্রতি সপ্তাহে ২ জন রিসোর্স পার্সন ক্লাস নিবেন এবং CE পর্যায় প্রতি সপ্তাহে ৪ দিন করে ৬ মাসে মোট ৬০ থেকে ৮০ টি ক্লাস নিবেন ১ জন রিসোর্স পার্সন। সরেজমিনে দেখা যায় রিসোর্স পার্সন যিনি আছেন তিনি নামে রিসোর্স পার্সন বাস্তবে রিসোর্স পার্সন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিসোর্স পার্সনদের ক্লাশ সংখ্যায় ঠিক থাকলেও মানের দিক দিয়ে অত্যান্ত নিম্নমানের। গবাদি পশু পালন ট্রেডে এমনও রিসোর্স পার্সনদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে যে তার ঐ বিষয়ে কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই। তিনি একটি গাইড দেখে ক্লাস নিয়ে থাকেন। আবার ৬ মাসের মৎস্য চাষ ট্রেডে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৭দিনের প্রশিক্ষিত একজনকে। অথচ এখানে নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল উপাজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা অন্য কোন দক্ষ লোককে। তাই বলা যায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে অদক্ষ লোক নিয়োগ দিয়ে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় কর্মরত বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুখ) অফিসের হিসাব রক্ষককে গবাদী পশু ট্রেডে রিসোর্স পার্সন হিসাবে নিয়োগ দেন। তার সাথে আলাপে তিনি জানান তার পূর্বে এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা বা পড়াশোনা করার সুযোগ হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে বলা যায় অন্যান্য বিভাগ থেকে বরিশাল বিভাগের কার্যক্রম খারাপ। রিসোর্স পার্সন নিয়মিত না আসার কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৩২ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯ জন (৫%) এনজিওদের অসহযোগিতা, ৯ জন (৫%) রিসোর্স পার্সনদের অবহেলা, ১১ জন (৬.১%) খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ২ জন (১.১%) সম্মানী প্রদানে অনিয়ম, ১ জন (০.৬%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

রিসোর্স পার্সন শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান না করার কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন ৩২ জন। উত্তরদাতার মধ্যে ৯ জন (৫%) এনজিওদের সহযোগিতা, ৯ জন (৫%) রিসোর্স পার্সনদের অবহেলা ১১ জন (৬%) খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ২ (১%) সম্মানী প্রদানে অনিয়ম, ১ জন (৬%) অন্যান্য কারণ বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১৬ ঃ রিসোর্স পার্সন নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
এনজিওদের অসহযোগিতা	১	৩.৩	১	৩.৩	৩	১০	৩	১০	১	৩.৩	০	০	৯	৫
রিসোর্স পার্সনদের অবহেলা	২	৬.৭	০	০	৩	১০	৪	১৩	০		০	০	৯	৫
খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা	২	৬.৭	০	০	৬	২০	০	০	৩		০	০	১১	৬.১
সম্মানী প্রদানে অনিয়ম	০	০	০	০	২	৬.৭	০	০	০		০	০	২	১.১
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০		০	০	১	০.৬
মোট	৫	১৭	১	৩.৩	১৫	৫০	৭	২৩	৪	৩.৩	০	০	৩২	১৮

উৎস ঃ মতামত জরীপ

রিসোর্স পার্সন নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান করেন না বলে মতামত দিয়েছেন ৩২ জন (১৮%) যার মধ্যে সর্বোচ্চ বরিশাল বিভাগে ১৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। বরিশাল বিভাগের ১৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩ জন

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন এনজিওদের অসহযোগিতা, ৩ জন রিসোর্স পার্সনদের অবহেলা, ৬ খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রিসোর্স পার্সনদের কেন্দ্রে না আসার বা কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ।

রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠদান করেন এমন মতামত অধিকাংশ উত্তরদাতা দিলেও মাত্র ১৮% উত্তর দাতার মতে রিসোর্স পার্সন নিয়মিত পাঠদান করেন না বলে মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে প্রকল্পের কেন্দ্রগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় অনেক সময় রিসোর্স পার্সনদের আন্তরিকতা থাকলেও খারাপ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কারণে অনেক সময় ক্লাস নিতে পারেন না। তাছাড়া যে হারে সংস্থা থেকে রিসোর্স পার্সনকে সম্মানী দেওয়ার কথা বাস্তবে তার অনেক কম দেয়া হয়। ফলে তারা অনেক সময় প্রকল্পের কাজে আন্তরিকতা দেখাতে চায় না। আবার অনেক সময় অনেক সংস্থা সময়মত সম্মানী প্রদান করে না। নিয়মিত ভাতা প্রদান করলে অবশ্যই রিসোর্স পার্সন নিয়মিত ও আন্তরিক হবেন বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলায় বাস্তবায়নকারী সংস্থার দুমাউস রিসোর্স পার্সনকে প্রতি ক্লাশে ২০০ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা করে দিয়েছেন বলে মনিটরিং প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

৮। শিক্ষা কেন্দ্রের রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রের রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ শিক্ষা কেন্দের রেকর্ড সংরক্ষণ প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদান করার জন্য জরুরী। শিক্ষা কেন্দ্রে রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্পর্কিত ১টি প্রশ্ন করা হয় সহায়ক / সহায়িকাদের নিকট।

কেন্দ্রের কাগজপত্র নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় কি না এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৩ জন (৯৬%) হ্যাঁ, ৭ জন (৩.৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১৭ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রের কাগজপত্র নিয়মিত সংরক্ষণ করা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৮	৯৩	২৯	৯৭	২৭	৯০	২৯	৯৭	৩০	১০০	১৭৩	৯৬
না	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	৩	১০	১	৩.৩	০	০	৭	৩.৯
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন ১৭৩ জন (৯৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগের সকলে ৩০ জন (১০০%), খুলনা বিভাগে ২৮ জন (৯৩%), বরিশাল বিভাগে ২৯ জন (৯৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৭ জন (৯০%), সিলেট বিভাগে ২৯ জন (৯৭%) এবং রাজশাহী বিভাগে সকলে ৩০ জন (১০০%) উত্তরদাতা রয়েছেন। শিক্ষা কেন্দ্র নিয়মিত কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয় না বলে মতামত দিয়েছেন ৭ জন (৪%) উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ জন (১০%) চট্টগ্রাম বিভাগে।

বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে অধিকাংশ কেন্দ্রেই কাগজপত্র নিয়মমত সংরক্ষণ করা হয়েছে। একটি কেন্দ্রে ৮ ধরণের রেজিস্ট্রার থাকার কথা যা অধিকাংশ কেন্দ্রেই পাওয়া গিয়াছে। তবে শিক্ষার্থীদের হাজিরা ক্লাশ শুরুর প্রথমে নেয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ সময়ে ক্লাশ শেষে হাজিরা নিয়ে থাকেন। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাস্তবে তা থেকে ২/৪ জন বেশী দেখিয়ে থাকেন সহায়ক / সহায়িকারা। সিএমসি সভা রেজিষ্ট্রারে সিএমসি সদস্যের স্বাক্ষর ঠিকমত নেয়া হয় না। রিসোর্স পার্সনদের ক্লাশ সম্পর্কিত রেজিষ্টার ঠিকমত পূরণ করা হয় না।

৯। শিক্ষা কেন্দ্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সকলে অংশগ্রহণ করেন কিনা এ সম্পর্কে মোট ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নটি পরিকল্পনা প্রনয়ণ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় কি না এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭১ জন (৯৫%) হ্যাঁ, ৯ জন (৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.১৮ ঃ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৮	৯৩	২৮	৯৩	২৭	৯০	২৮	৯৩	৩০	১০০	১৭১	৯৫
না	০	০	২	৬.৭	২	৬.৭	৩	১০	২	৬.৭	০	০	৯	৫
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন ১৭১ জন (৯৫%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে সকলে ৩০ জন (১০০%), খুলনা বিভাগে ২৮ জন (৯৩%), বরিশাল বিভাগে ২৮ জন (৯৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৭ জন (৯০%) , সিলেট বিভাগে ২৮ জন (৯৩%), রাজশাহী বিভাগে সকলে ৩০ জন (১০০%) উত্তরদাতা রয়েছেন। শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা হয় না বলে মতামত দিয়েছেন ৯ জন (৫%) উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন এবং খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগের প্রত্যেকটিতে ২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা বলতে কেন্দ্র শুরু তাং, মূল্যায়নের তাং, রিসোর্স পার্সনদের ক্লাশ সিডিউল, আরএলএম, পিজিএম, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে পূর্ব পরিকল্পনাকে বুঝান হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতার মতে পরিকল্পনা করা হয়। বাস্তবে বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে এ জাতীয় পরিকল্পনা লিখিত আকারে রাখা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা অংশগ্রহণ করে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৬৪ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন (২.৮%) শুধু এনজিও, ৩৫ জন (১৯%) সিএমসি, ২২ জন (১২%) সহায়ক ও প্রশিক্ষণার্থীরা, ১৯ জন (১১%) এনজিও ও সিএমসি, ৮৩ জন (৪৬%) সংশ্লিষ্ট সবাই বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.১৯ ঃ পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
শুধু এনজিও	২	৬.৭	০	০	১	৩.৩	২	৬.৭	০	০	০	০	৫	২.৮
সিএমসি	১৪	৪৭	৫	১৭	২	৬.৭	১০	৩৩	৪	১৩	০	০	৩৫	১৯
সহায়ক ও প্রশিক্ষণার্থীরা	৬	২০	৪	১৩	২	৬.৭	৬	২০	৪	১৩	০	০	২২	১২
এনজিও ও সিএমসি	১	৩.৩	৩	১০	৮	২৭	২	৬.৭	৪	১৩	১	৩.৩	১৯	১১
সংশ্লিষ্ট সবাই	৭	২৩	১৬	৫৩	১৫	৫০	৭	২৩	১৬	৫৩	২২	৭৩	৮৩	৪৬
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	৩০	১০০	২৮	৯৩	২৮	৯৩	২৭	৯০	২৮	৯৩	২৩	৭৭	১৬৪	৯১

উৎস ঃ মতামত জরীপ

শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করেন বলে মতামত দিয়েছেন ১৬৪ জন (৯১%) উত্তরদাতার মধ্যে শুধু এনজিও পরিকল্পনা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৫ (৩%), ৩৫ জন (১৯%) উত্তরদাতার মধ্যে শুধু এনজিও পরিকল্পনা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৫ (৩%), ৩৫ জন (১৯%) উত্তরদাতা সিএমসি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন বলে মতামত দিয়েছেন। ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%), খুলনা বিভাগে ৫ জন (১৭%), বরিশাল বিভাগে ২ (৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন (৩%), সিলেট বিভাগে ৪ জন (১৩%), প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে পরকল্পনা প্রণয়ন করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন ৮৩ জন (৪৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭ জন (২৩%), খুলনা বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), বরিশল বিভাগে ১৫ জন (৫০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন (২৩%), সিলেট বিভাগে ১৬ জন (৫৩%), রাজশাহী বিভাগে ২২ জন (৭৩%) উত্তরদাতা রয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় তারা কেন্দ্র পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। পরিকল্পনা সবাই মিলে করলেও অধিকাংশ সময় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার প্রধান কারণ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মনিটরিং সংস্থার আন্তরিকতার অভাব। অনেক সংস্থা লিখিত আকারে পরিকল্পনা নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে রাখলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ হয় না।

১০। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা কার্যক্রম ঃ

যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ছাড়া কোন কার্যক্রম বিশেষ করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্বব নয়। তাই স্থানীয় লোকজন প্রকল্প কার্যক্রমে কেম সহযোগিতা করে তা জানার জন্য একটি প্রশ্ন করা হয়।

স্থানীয় লোকজন এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কতটা সহযোগিতা করে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ জন (৩৭%) সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, ৭৮ জন (৪৩%) সহযোগিতা করে, ২৬ জন (১৪%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২.২%) মোটেই সহযোগিতা করে না, ৫ জন (২.৮%) সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২০ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে	৮	২৭	১২	৪০	৭	২৩	১৫	৫০	৯	৩০	১৬	৫৩	৬৭	৩৭
সহযোগিতা করে	১৩	৪৩	১২	৪০	১৫	৫০	১১	৩৭	১৫	৫০	১২	৪০	৭৮	৪৩
নিরপেক্ষ	৭	২৩	৫	১৭	৩	১০	৩	১০	৬	২০	২	৬.৭	২৬	১৪
মোটেই সহযোগিতা করে না	০	০	১	৩.৩	৩	১০	০	০	০	০	০	০	৪	২.২
সহযোগিতা করে না	২	৬.৭	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	৫	২.৮
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৬৭ জন (৩৭%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮ জন (২৭%), খুলনা বিভাগে ১২ জন (৪০%), বরিশাল বিভাগে ৭ জন (২৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জন (৫০%), সিলেট বিভাগে ৯ জন (৩০%), রাজশাহী বিভাগে ১৬ জন (৫৩%) উত্তরদাতা রয়েছে। সহযোগিতা করে বলে মতামত দিয়েছেন ৭৮ জন (৪৩%), উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৩ জন (৪৩%), খুলনা বিভাগে ১২ জন (৪০%), বরিশাল বিভাগে ১৫ জন (৫০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ জন (৩৭%), সিলেট বিভাগে ১৫ জন (৫০%), রাজশাহী বিভাগে ১২ জন (৪০%) উত্তরদাতা রয়েছে। নিরপেক্ষ বলে মতামত দিয়েছেন ২৬ জন (১৪%) উত্তরদাতা, মোটেউ সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন ৪ জন (২%) উত্তরদাতা সহযোগিতা করেন না বলে মতামত দিয়েছেন ৫ জন (৩%) উত্তরদাতা।

উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতার মনে করেন স্থানীয় জনসাধারণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন। তবে বরিশালে সব থেকে বেশী ৫জন উত্তরদাতা নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, কারণ সেখানে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার অবহেলা এবং মনিটরিং সংস্থার অনুপস্থিতি কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে সর্বস্তরের লোক এ প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সহযোগিতা করে আসছেন। স্থানীয় লোকজন মনে করেন এ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। এলাকার সর্বস্তরের জনগন এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহযোগীতা করে থাকেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে যে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের উপকরণ অবৈধ দখল করে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১। ঝরেপড়া সংখ্যা ঃ

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম সমস্যা হলো শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া। পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মডেল অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী একটানা ৩০ দিন শিক্ষা কেন্দ্রে না আসলে তাকে ঝরেপড়া বলা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার থেকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়লে তাদের অন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না। তাই ঝরেপড়ার সংখ্যা জানা খুবই জরুরী। ঝরেপড়া সংখ্যা জানার জন্য একটি প্রশ্ন করা হয় সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে।

প্রকল্পের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কেমন এ প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৭৩ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (১.৭%) খুব বেশী, ১০ জন (৫.৬%) বেশী, ৫৯ জন (৩৩%) মোটামুটি, ৬০ জন (৩৩%) খুব কম, ৪১ জন (২৩%) কম বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২১ ঃ প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুব বেশী	০	০	০	০	৩	১০	০	০	০	০	০	০	৩	১.৭
বেশী	০	০	৫	১৭	২	৬.৭	৩	১০	০	০	০	০	১০	৫.৬
মোটামুটি	১৪	৪৭	১৪	৪৭	১৩	৪৩	১০	৩৩	৭	২৩	১	৩.৩	৫৯	৩৩
খুব কম	১৪	৪৭	৭	২৩	৯	৩০	৭	২৩	১১	৩৭	১২	৪০	৬০	৩৩
কম	২	৬.৭	৪	১৩	৩	১০	১০	৩৩	১২	৪০	১০	৩৩	৪১	২৩
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	২৩	৭৭	১৭৩	৯৬

উৎস ঃ মতামত জরীপে

শিক্ষার্থী ঝরেপড়া সংখ্যা খুব বেশী বলে মতামত দিয়েছেন ৩ জন (২%) উত্তরদাতার মধ্যে সকলেই বরিশাল বিভাগের। ঝরেপড়া সংখ্যা বেশী বলে মতামত দিয়েছেন ১০ জন (৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ৫ জন (১৭%) খুরনা বিভাগে, বরিশাল বিভাগে ২ জন (৭%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন (১০%)। মোটামুটি বলে মতামত দিয়েছেন ৫৯ জন (৩৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%), খুলনা বিভাগে ১৪ জন (৪৭%), বরিশাল বিভাগে ১৩ জন (৪৩%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন (৩৩%), সিলেট বিভাগে ৭ জন

Dhaka University Institutional Repository

(২৩%), রাজশাহী বিভাগে ১(৩%) উত্তরদাতা রয়েছেন। খুব কম বলে মতামত দিয়েছেন ৬০ জন (৩৩%) উত্তদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪ জন (৪৭%) ঢাকা বিভাগে উত্তরদাতা রয়েছেন। ঝরেপড়া সংখ্যা কম বলে মতামত দেয়া ৪১ জন (২৩%) উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ সিলেটে ১২ জন (৪০%) উত্তরদাতা রয়েছেন।

ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বাস্তবে তেমন নেই। সংস্থার কেন্দ্রের কাগজপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় ড্রপ আউট খুবই কম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রতি শিফ্টে ৫/৭ জন শিক্ষার্থী খুবই অনিয়মিত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কোন শিক্ষার্থী একটানা ১ মাস অনুপস্থিত থাকলে তাকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে একটানা অনুপস্থিত না থাকলেও অনেক শিক্ষার্থীই মাসের অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকেন।

১২। উপস্থিত প্রশিক্ষাণার্থী সংখ্যা ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিদিন গড়ে কতজন শিক্ষার্থী উপস্থিত হন তা জানার জন্য সহায়ক / সহায়িকাদের নিকট একটি প্রশ্ন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কেমন এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ সহায়ক / সহায়িকার মতে পুরুষ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ১৫-১৮ জন এবং মহিলা শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ২০-২৪ জন।

টেবিল নং- ৪.২২ ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি ঃ

শিফট	উপস্থিতি
পুরুষ শিফট	১৭
মহিলা শিফট	২২

উৎস ঃ মতামত জরীপ।

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় পুরুষ শিফটে দৈনিক গড় উপস্থিতি ১৭ এবং মহিলা শিফটে গড় উপস্থিতি ২২ জন। বাস্তবে দেখা যায় কেন্দ্র কোন কোন কেন্দ্রে ছিল ৩০ জন (১০০%) উপস্থিত এবং অন্য দিন ১৮ জন উপস্থিত। আবার কোন কোন কেন্দ্রে কোন কোন দিন ২৫ আবার কোন দিন ৮ জন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে গড় উপস্থিতি পুরুষ শিফটে ১৫ থেকে ১৮ এর মধ্যে এবং মহিলা শিফটে ২০ থেকে ২৪ জনের মধ্যে। শিক্ষা কেন্দ্রে পুরুষ অপেক্ষা মহলিা শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশী কারণ পুরুষরা সারাদিন বিভিন্ন রকম শারীরিক পরিশ্রম করে তারা রাতে কেন্দ্রে আসতে চায় না। মহিলাদের বিকেলে অপেক্ষাকৃত কম কাজ থাকে বলে তাদের উপস্থিতি বেশী হয়। তাছাড়া মহিলাদের আকর্ষনীয় ট্রেড দর্জি বিজ্ঞান থাকায় তারা বেশ আগ্রহী হয় কেন্দ্রে আসতে।

উত্তরদাতাদের মতে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা শিক্ষার্থী উপস্থিতি বেশী। মহিলারা বিকেলে অবসর সময় কেন্দ্রে আসতে পারেন। অন্য দিকে পুরুষরা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থেকে রাতে শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে চান না।

কেন্দ্রে শিক্ষার্থী কিভাবে বাড়ানো যায় এ নিয়ে এফজিডি করে দেখা গিয়েছে যে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন মতামত দিলেও তারা মনে করেন শিক্ষার্থী উপস্থিতি বাড়াতে হলে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। মূলত তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভাতা, কেন্দ্রে নাস্তার ব্যবস্থা, সরকারী অনুদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেখা, কেন্দ্রে বিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির উপর বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। প্রকল্প পর্যায়ে যে সকল দুর্নীতি হয় তা রোধ করতে হবে।

১৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকসমূহ ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে কোন দুর্বলতা আছে কিনা, থাকলে কি ধরনের দুর্বলতা আছে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়ক / সহায়িকাদের কাছ থেকে জানা প্রয়োজন। দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা গেলে একদিকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সেই দুর্বলতার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া যাবে অন্যদিকে ভবিষ্যতে প্রকল্প ডিজাইন করা যাবে। তাই সংশ্লিষ্ট সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়। বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সংস্থার প্রতিনিধিদের দেয়া মতামত নিচে উপস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ উদ্যোগের অভাব।

২। পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব।

৩। সময়মত প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় না করা।

৪। সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব।

৫। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া।

৬। যোগ্য সংস্থাকে কাজ না দিয়ে অর্থের বিনিময় খারাপ সংস্থাকে কাজ দেওয়া।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না দেওয়া।

৮। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পে জমাকৃত কাগজপত্র হারিয় ফেলা।

৯। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া।

১০। এলাকার জনসাধারণকে প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত না করা।

১১। প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন বদলী হওয়া।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। উনফেক সহযোগিতা করতে চায় না।

২। প্রকল্প থেকে সময়মত অর্থ ছাড় না করা।

৩। কোন কোন খাতে বরাদ্দ কম থাকা বা না থাকা।

৪। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় না দেওয়া।

৫। পিআই সংস্থার কোন কর্মকর্তার বেতন ভাতার বরাদ্দ না থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। কেন্দ্র জ্বালানী ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

৭। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।

৮। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া।

৯। নিয়মিত জিও-এনজিও মিটিং না করা।

১০। ভাল কাজের মূল্যায়ন না করা।

সিলেট বিভাগ ঃ

সিলেট বিভাগের সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। সততার সাথে কাজ না করা।

২। জিও-এনজিও সমম্বয়ের অভাব।

৩। জিও-এনজিও পরস্পরে জবাবদিহিতার অভাব।

৪। লিংকেচ কর্মসূচীতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাব।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগে কর্মরত সংস্থার প্রতিনিধির কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। ভাল কাজের মূল্যায়ন না করা।

২। অসৎ কর্মকর্তাদের শাস্তি না দেওয়া।

৩। জবাবদিহিতার অভাব।

৪। উনফেকের অসহযোগিতা।

৫। তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

৬। সহায়ক / সহায়িকা, সুপারভাইজারের কম ভাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৭। অনিয়মিত অর্থ ছাড় ।

৮। নিম্ন মানের উপকরণ সরবরাহ ।

৯। মাষ্টার ট্রেনারদের ভূমিকা ট্রেনিং নেওয়া ও দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ।

১০। সিএমসি সভায় আপ্যায়নের কোন ব্যবস্থা না থাকা ।

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহ না করা ।

২। নিম্মানের উপকরণ সরবরাহ করা ।

৩। সিএমসি সভা নিয়মিত না হওয়া ।

৪। সময়মত অর্থ ছাড় না করা ।

৫। বার্ষিক একশন প্লান কার্যক্রম না করা ।

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। সহায়ক / সহায়িকা, সুপারভাইজারের সম্মানী বরাদ্দ কম থাকা ।

২। জ্বালানী খরচ প্রয়োজনের তুলনায় কম ।

৩। এসওই (এস্টেটমেন্ট অব এক্সপেন ডিচার) যথাসময় ছাড় না দেওয়া ।

৪। পিএম সংস্থার কর্মএলাকায় অফিস ভাড়ার জন্য বরাদ্দ না থাকা ।

৫। কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য পিএম সংস্থাকে মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা না থাকা ।

৬। ইউপিওদের অসহযোগিতা ।

Dhaka University Institutional Repository

৭। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা না থাকা।

১৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ভাল দিকসমূহ ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের কি কি ভাল দিক আছে তা জানতে চাওয়া হলে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের ব্যাখ্যা করেন। নিম্নে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। প্রকল্প থেকে প্রতি মাসে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি রাখার ব্যবস্থা।

৩। মাষ্টার ট্রেইনার ও সহায়ক / সহায়িকাদের বুনিয়াদি এবং সতেজীকরণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪। জিও-এনজিও মিটিংয়ের ব্যবস্থা।

৫। প্রকল্পের যুগোপযোগী কারিকুলাম।

৬। বিভিন্ন ধরনের বিনোদন উপকরণ সরবরাহ।

৭। সাক্ষরতা উত্তর পর্যায় সাধারণ ইস্যু ও আয়বর্ধক ইস্যুর ব্যবস্থা রাখা।

৮। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সহযোগিতা।

৯। বিভাগীয় টিমের আন্তরিক সহযোগিতা।

খুলনা বিভাগ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। নিয়মিত মনিটরিং।

২। জিও-এনজিও নিবিড় সম্পর্ক।

৩। বিভাগীয় টিমের আন্তরিক সহযোগিতা।

৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

৫। মাষ্টার ট্রেইনার ও সহায়ক / সহায়িকাদের বুনিয়াদি এবং সতেজীকরণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬। পেপার, ম্যাগাজিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

সিলেট বিভাগ ঃ

সিলেট বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বিনোদন উপকরণ রাখা।

৩। লিংকেজ কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখা।

৪। নিয়মিত কর্মসূচী মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ।

৩। নিয়মিত কর্মসূচী মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

৪ । বিভাগীয় কর্মকর্তারেদ সহযোগিতা ।

৫ । মাষ্টার ট্রেইনার ও সহায়ক / সহায়িকাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা ।

৬ । প্রত্যেক উপজেলায় ইউপিও-র বিধান রাখা ।

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১ । কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন ।

২ । বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় দল নেতার অফিস ।

৩ । সহায়ক / সহায়িকাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ।

৪ । সিএমসি কার্যকর রাকার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।

৫ । জেলা উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভার বিধান রাখা ।

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগে কর্মরত সহায়ক / সহায়িকাদের প্রকল্পের যে সকল ভাল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১ । প্রতি মাসে জিও-এনজিও সমন্বয় সভা ।

২ । মনিটরিং অফিস ডিভিশনাল টিম কর্তৃক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা ।

৩ । নিয়মিত উনফেক (উপজেলা নন-ফরমল শিক্ষা কমিটি) সভা হওয়া ।

৪ । নিয়মিত ডিউনফেক (জেলা নন-ফরমল শিক্ষা কমিটি) সভা হওয়া ।

৫ । নিয়মিত পত্রিকা ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা করা ।

৬ । নিয়মিত সহায়ক / সহায়িকাদের ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। প্রকল্প কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য সুপারিশ

কি কি পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে চলতে পারে এমন প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতারা যে মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগের উত্তরদাতারা যে পরামর্শ দেন তা নিম্নরূপ-

১। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে।

২। শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করা যেমন-শীতবস্ত্র, বিভিন্ন রকম কার্ড ইত্যাদি।

৩। কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৪। কেন্দ্রে ফ্যানের ব্যবস্থা করা।

৫। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬। কেন্দ্রের উপকরণ যথাসময় সরবরাহ করা।

৭। রিসোর্স পার্সনদের নিয়মিত ক্লাস নেয়া।

৮। দক্ষ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেওয়া।

৯। মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ করা।

১০। কেন্দ্র ঘরটি পাকা করা হলে।

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগের উত্তরদাতারা যে পরামর্শ দেন তা নিম্নরূপ-

১। প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা।

২। নষ্ট উপকরণ মেরামত করা।

৩। শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা।

৪। সিএমসিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫। প্রচার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রচারণা চালালে।

৬। শিক্ষার্থীদের ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতারা যে পরামর্শ দেন তা নিম্নরূপ-

১। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের পরে পুরস্কার দেয়া।

২। সিএমসি মিটিংয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা।

৩। মাঝে মধ্যে সিএমসি, সহায়ক/সহায়িকা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংস্থা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কেন্দ্র ভিত্তিক সভা করা।

৪। কেন্দ্রের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হলে।

৫। সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজার ও রিসোর্স পার্সনদের সম্মানী/ভাতা বৃদ্ধি করা হলে।

৬। শিক্ষার্থীদের মাঝে ছোট ছোট দল গঠন করা।

৭। কেন্দ্রে প্রদত্ত টিভি ও রেডিও কে কার্যকর রাখা।

৮। নিয়মিত সিএমসি মিটিং করা।

৯। মনিটরিংয়ের সময় স্থানীয় লোকজনদের সাথে কর্মসূচী বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা।

১০। কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মতামতের যথার্থ মূল্যায়ন করা।

১১। প্রশিক্ষণের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগানো ব্যবস্থা করা।

১২। ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বরদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরদাতারা যে পরামর্শ দেন তা নিম্নরূপ-

১। সিএমসিকে আন্তরিক হতে হবে।

২। শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩। সিএমসিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। দক্ষ ও অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করতে হবে।

৫। কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে পরিদর্শনের রিপোর্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও উনফেককে এক কপি প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। রিসোর্স পার্সন কর্তৃত ক্লাস শেষে হ্যন্ডনোট সরবরাহ করতে হবে।

৮। জিও-এনজিও সহ সহ কর্মক্ষেত্র আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯। শিক্ষার্থীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্রে আনা যাবে না।

১০। নিবিড় মনিটরিং করতে হবে।

১১। সহায়ক/সহায়িকাদের দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

১২। প্রতিটি কেন্দ্রের সমস্যা চিহ্নিত করে কেন্দ্র ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

১৩। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রগুলো বারবার পরিদর্শন করতে হবে।

১৪। প্রকল্প কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মকর্তাদেরকে সৎ এবং আন্তরিক হতে হবে।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগের উত্তরদাতারা যে পরামর্শ দেন তা নিম্নরূপ-

১। নিয়মিত মাসিক সিএমসি মিটিং করতে হবে।

২। এনজিও ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের বিনয়ী হতে হবে।

৩। উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে।

৪। সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। সহায়ক/সহায়িকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৬দিন থেকে বাড়িয়ে ৮দিন করতে হবে।

৬। সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে করতে হবে।

৭। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে কেন্দ্র ভিত্তিক সভা করতে হবে।

৮। দক্ষ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করতে হবে।

৯। শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। নষ্ট উপকরণ দ্রুত মেরামত বা নতুন উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত ৪৬০টি সংস্থা। ৪৬০টি সংস্থা ৪টি ফেজে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। গবেষক ৪৬০টি সংস্থার মধ্যে থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন স্তরীভূত দৈবচয়নের মাধ্যমে। গবেষক প্রতিটি পুরাতন বিভাগ থেকে ১৫ জন করে এবং নতুন বিভাগ থেকে ১০ জন করে এনজিও প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

টেবিল নং- ৪.২৩ ঃ এনজিও প্রতিনিধিদের পরিচিতি ঃ

বিভাগ	মোট অংশ	সেক্স		শিক্ষাগত যোগ্যতা			অভিজ্ঞতা				পদবী						ধর্ম	
		পুরুষ	মহিলা	এইচ. এস. সি	বিএ +	এম এ	১ বছরের কম	১-৩ বছর	৩+ থেকে ৫ বছর	৫ বছরের অধিক	মাস্টার ট্রেইনার	অডিট	Co-Ordi.	Field	হিসাব রক্ষক	অফিসার	ইসলাম	হিন্দু
ঢাকা	১৫	১১	৪	০	১০	৫	৩	৮	১	৩	৬	০	৪	৫	০	০	১২	৩
খুলনা	১৫	১২	৩	১	১০	৪	১	৫	৩	৬	৪	৪	২	৩	২	০	১২	৩
রাজশাহী	১৫	১০	৫	৪	১০	১	৭	৩	৪	১	৪	২	৩	২	৩	১	১৫	০
বরিশাল	১০	৮	২	১	৮	১	২	৭	০	১	২	১	১	৩	২	১	৯	১
সিলেট	১৫	১১	৪	০	১১	৪	৪	৫	৩	৩	২	১	৬	২	৩	১	১৫	০
চট্টগ্রাম	১০	৭	৩	১	৪	৫	২	৪	১	৩	১	১	২	৩	১	২	১০	০
মোট	৮০	৫৯	২১	৭	৫৩	২০	১৯	৩২	১২	১৭	১৯	৯	১৮	১৮	১১	৫	৭৩	৭

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সর্বমোট ৮০ জন উত্তরদাতার মতামত নেয়া হয়। ৮০জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম থেকে ১৫ জন করে মোট ৬০ জন (১৫×৪=৬০) উত্তরদাতা নেয়া হয় এবং বরিশাল ও সিলেট থেকে ১০জন করে মোট ২০জন (১০×২=২০) উত্তরদাতা নেয়া হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৯জন পুরুষ এবং ২১জন মহিলা। ৫৯ জন পুরুষ প্রতিনিধির মধ্যে সর্বোচ্চ খুলনা বিভাগে ১২ জন এবং সর্বনিম্ন চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন পুরুষ রয়েছে। ঢাকা বিভাগে ১১ জন, রাজশাহী বিভাগে ১০ জন, সিলেট বিভাগে ১৯ জন এবং বরিশাল বিভাগে ৮ জন পুরুষ উত্তরদাতা ছিলেন। ২৪ জন মহিলা উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫জন রাজশাহী বিভাগের এবং সর্বনিম্ন ২জন বরিশাল বিভাগের। ঢাকা বিভাগে ৪জন খুলনা বিভাগে ৩জন, সিলেট বিভাগে ৪জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৩জন মহিলা উত্তরদাতা ছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে এইচএসসি পাশ ৭জন। তার মধ্যে সর্বাধিক রাজশাহীতে ৪ জন এবং সিলেটে কোন এইচএসসি পাশ প্রতিনিধি পাওয়া যায়নি। বিএ পাশ ৫৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬ জন সিলেটে এবং সর্বাধিক ৪ জন চট্টগ্রামে। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে ১০ জন করে বিএ পাশ পাওয়া যায় এবং বরিশালে ৮ জন বিএ পাশ পাওয়া যায়। এমএ পাশ ২০ জন প্রতিনিধির মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ জন করে ঢাকা ও চট্রগাম বিভাগে এবং সর্বনিম্ন রাজশাহী ও বরিশালে ১জন করে পাওয়া যায়। খুলনা এবং সিলেটে ৪ জন করে এম এ পাশ প্রতিনিধিদের পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মোট প্রতিনিধি পাওয়া যায় ১৯ জন। তার মধ্যে সর্বোচ্চ রাজশাতীতে ৭জন, সিলেটে ৪ জন, ঢাকায় ৩জন, বরিশাল, চট্টগ্রামে ২জন করে এবং খুলনায় ১জন পাওয়া যায়। ১ থেকে ৩ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৩২ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে ঢাকায় ৮জন, খুলনায় ৫জন রাজশাহীতে ৩ জন, বরিশালে ৭জন, সিলেটে ৫জন এবং চট্টগ্রামে ৪ জন। ৩ থেকে ৫ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধি ১২ জন প্রতিনিধির মধ্যে সর্বোচ্চ রাজশাহীতে ৪ জন এবং বরিশালে কাউকে পাওয়া যায়নি। ৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৬ জন খুলনা বিভাগে এবং সর্বনিম্ন ১ জন করে রাজশাহী, বরিশাল বিভাগে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৯ জন মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। ১৯ জন মাষ্টার ট্রেইনারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬জন ঢাকা বিভাগের ৪জন করে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ২জন করে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১জন মাষ্টার ট্রেইনার ছিলেন। মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং ৭জন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ৩জন করে, বরিশাল বিভাগে ২জন, ঢাকা ও সিলেট বিভাগে ৪জন করে, রাজশাহী বিভাগে ৫জন করে উত্তরদাতা রয়েছে।

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কতগুলো Sub-tittle এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

১। প্রকল্প পরিচালনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন ঃ

যে কোন কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য পরিকল্পনা আবশ্যক। পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়নের উপর সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে। পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে কিনা তা মূল্যায়ন করা জরুরী। বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা তারা তাদের কাজ পরিকল্পনা মত করেন কিনা তা জানার জন্য পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে কিনা তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি পরিকল্পনা মত কার্যক্রম পরিচালিত হলে সেক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সব থেকে বেশী কৃতিত্বের দাবীদার এবং সর্বশেষ তৃতীয় প্রশ্নটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত না হলে সে ক্ষেত্রে তার কারণ কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্ন তিনটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো-

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম চলছে কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৫ জন (৮১%) হ্যাঁ, ১৫ জন (১৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২৪ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	১২	৮০	১৫	১০০	৮	৮০	৯	৬০	৭	৭০	১৪	৯৩.৩	৬৫	৮১
না	৩	২০	০	০	২	২০	৬	৪০	৩	৩০	১	৬.৬৭	১৫	১৯
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

৬৫ জন হ্যাঁ উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ ১৫জন, রাজশাহীতে ১৪জন, ঢাকায় ১২জন, চট্টগ্রামে ৯জন, বরিশালে ৮জন এবং সিলেটে ৭জন উত্তরদাতা ছিলেন। ১৫জন না উত্তরদাতার মধ্যে চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৬জন, সিলেট ও ঢাকায় ৩জন করে, বরিশালে ২জন এবং রাজশাহীতে ১জন উত্তরদাতা ছিলেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে না। প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত থাকায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় হীনতার কারণে অনেক সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না। ২০০০ সালে প্রকল্প শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে কার্যক্রম শুরু হয় ২০০২ সালে। ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীকে এ সময়ে শিক্ষাদান করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। এনজিও নির্বাচন সময় মত করা সম্ভব হয় না। তবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শুরু, শেষ, পিএল কোর্স চালু এবং সিই কোর্স চালু ইত্যাদি পরিকল্পনা মত করা সম্ভব হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ হিসেবে কোন বিষয়টি কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৬৫ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন (৯%) মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা, ৬ জন (৮%) দাতাসংস্থার সহযোগিতা, ৩৯ জন (৪৯%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা, ৯ জন (১১%) এনজিও সমূহের সহযোগিতা, ৪ জন (৫%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২৫ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা	২	১৩	১	৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	২	২০	১	৬.৬৭	৭	৯
দাতাসংস্থার সহযোগিতা	১	৬.৭	০	০	১	১০	১	৬.৬৭	৩	৩০	০	০	৬	৮
প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা	৫	৩৩	১০	৬৭	৬	৬০	৬	৪০	১	১০	১১	৭৩.৩	৩৯	৪৯
এনজিও সমূহের সহযোগিতা	২	১৩	৩	২০	১	১০	০	০	১	১০	২	১৩.৩	৯	১১
অন্যান্য কারণ	২	১৩	১	৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	০	০	০	০	৪	৫
মোট	১২	৮০	১৫	১০০	৮	৮০	৯	৬০	৭	৭০	১৪	৯৩.৩	৬৫	৮১

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৯ জন (৪৯%) উত্তরদাতা প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃতিত্বের দাবীদার বলে মনে করেন। ৩৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১১ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন এবং সর্বনিম্ন সিলেটে ১জন উত্তরদাতা ছিলেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭জন (৯%) উত্তরদাতা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা, ৬ জন (৮%) উত্তরদাতা দাতা সংস্থার সহযোগিতা, ৯ জন (১১%) এনজিওসমূহের সহযোগিতা এবং ৪জন (৫%) অন্যান্য কারণ বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী আন্তরিক প্রকল্পের নিজস্ব জনবল। তারা মনে করেন প্রকল্প সুন্দরভাবে চালাতে পারলে ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে এবং এ জাতীয় নতুন প্রকল্প আসবে। প্রকল্প কর্মকর্তারা আন্তরিক হলেও অনেক সময় তাদের পক্ষে সব কাজ সঠিক সময়ে করা সম্ভব হয় না কারণ বিভিন্ন সংস্থা এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা পর্যায় কর্মকর্তারাও অনেক সময় সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতা করেন। তবে প্রকল্প থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৫ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন (৮%) মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা, ৩ জন (৪%) দাতাসংস্থার অসহযোগিতা, ৩ জন (৪%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ২ জন (৩%) এনজিও সমূহের অসহযোগিতা, ১ জন (১%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২৬ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা	১	৬.৭	০	০	১	১০	৩	২০	১	১০	০	০	৬	৮
দাতাসংস্থার অসহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	২	২০	০	০	৩	৪
প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	২	১৩	০	০	১	১০	০	০	০	০	০	০	৩	৪
এনজিও সমূহের অসহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	০	০	১	৬.৬৭	২	৩
অন্যান্য কারণ	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	০	০	০	০	১	১
মোট	৩	২০	০	০	২	২০	৬	৪০	৩	৩০	১	৬.৬৭	১৫	১৭

উৎসঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন (৮%) উত্তরদাতা মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করেন। ৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ জন উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগে। ঢাকা, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগে ১জন করে উত্তরদাতা রয়েছেন। খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের কোন উত্তরদাতা মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতাকে দায়ী করেননি।

প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্প কর্মকর্তারাও দায়ী হন। সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বদলী করায় অনেক সময় নতুন কর্মকর্তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারেন না ফলে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। প্রকল্প এবং ব্যুরোর কিছু অসাধু কর্মকর্তা বিভিন্ন সময় সংস্থার কাছ থেকে সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমকে ব্যহত করে। দাতা সংস্থা, মন্ত্রণালয় এবং পিমু অফিসের মধ্যে সমম্বয়হীনতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দারুণভাবে ব্যাহত করে।

২। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য বাস্তবায়নে কি কি সমস্যা আছে এবং সব থেকে বড় সমস্যা কোনটি তা জানা জরুরী। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য সংস্থার প্রতিনিধিদের নিকট একটি প্রশ্ন করে মতামত জানতে চাওয়া হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন (৬%) এনজিও কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ৭ জন (৯%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ২৬ জন (৩৩%) অর্থের অভাব, ১৮ জন (২৩%) রাজনৈতিক প্রভাব, ২২ জন (২৮%) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা, ২ জন (৩%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.২৭ ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
এনজিও কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	১	৬.৭	১	৬.৭	০	০	২	১৩.৩	০	০	১	[	৫	৬
প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	০	০	১	৬.৭	১	১০	০	০	৩	৩০	২	১৩.৩	৭	৯
অর্থের অভাব	৫	৩৩	৩	২০	৩	৩০	৫	৩৩.৩	২	২০	৮	৫৩.৩	২৬	৩৩
রাজনেতিক প্রভাব	২	১৩	৬	৪০	৪	৪০	৪	২৬.৭	০	০	২	১৩.৩	১৮	২৩
স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের অসহযোগিতা	৬	৪০	৩	২০	২	২০	৪	২৬.৭	৫	৫০	২	১৩.৩	২২	২৮
অন্যান্য কারণ	১	৬.৭	১	৬.৭	০	০	০	০	০	০	০	০	২	৩
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা হিসাবে অর্থের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন ২৬ জন উত্তরদাতা। ২৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ৮জন, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৫জন করে, বরিশাল ও খুলনায় ৩ জন করে এবং সিলেটে ২জন উত্তরদাতা রয়েছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতাকে প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ১৮ জন উত্তরদাতা। ২৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৬জন ঢাকা বিভাগে, ৫ জন সিলেটে, চট্টগ্রামে ৪ জন, খুলনায় ৩ জন, বরিশাল এবং রাজশাহীতে ২ জন করে উত্তরদাতা ছিলেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতাকে দায়ী করে মতামত দিয়েছেন ২২ জন (২৮%) উত্তরদাতা মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬ জন (৪০%), খুলনা বিভাগে ৩ জন (২০%), বরিশাল বিভাগে ২ জন (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন (২৭%), সিলেট বিভাগে ৫ জন (৫০%), রাজশাহী বিভাগে ২ জন (১৩%) উত্তরদাতা রয়েছে। এনজিও কর্মকর্তাদের অসহযোগিতাকে দায়ী করে মতামত দিয়েছেন ৫ জন (৬%), প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতাকে দায়ী করে মতামত দিয়েছেন ৭ জন (৯%), অন্যান্য কারণ বলে মতামত দিয়েছেন ২ জন (৩%) উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ জন (২৮%) উত্তরদাতা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতাকে দায়ী করলেও বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি এ প্রকল্প সম্পর্কে জানেন না। তাদের কাছে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোন প্রতিনিধি সহজে যেতে চায় না। ফলে স্থানীয় জনপ্রনিধিরা সহযোগিতা করতে চায় না কিন্তু যে সকল এলাকায় বাস্তবায়নাধীন সংস্থা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চেয়েছেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহযোগিতা পেয়েছেন।

বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করে জানা যায় যে এ প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত একটি প্রকল্প কিন্তু মূল সমস্যা হলো যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় সে সকল বেসরকারী সংস্থা অনেক সময় অতিরিক্ত মুনাফা মূখী হয়ে পড়ে। তারা প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে ব্যয় করতে চায় না। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ দেয়া হয় না ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। প্রকল্পের মনিটরিং কাজে নিয়োজিত মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটগণও বিভিন্ন সময় তাদের মনিটরিং প্রতিবেদন বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তা সঠিকভাবে সহযোগিতা করে না। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ২৬ জন (৩৩%) উত্তরদাতা প্রধান সমস্যা হিসাবে অর্থের অভাবকে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে এ প্রকল্পের অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। যেখাতে যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে। তাবে অনেক সময় যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি।

৩। কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের জনবলের সহযোগিতা ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন স্তরের স্টক হোল্ডারদের সহযোগিতা আবশ্যক। বিশেষ করে পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। প্রকল্পের জনবল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কতটা সহযোগিতা করে তা জানার জন্য একটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহযোগিতা পর্যাপ্ততা কি না এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন এনজিও কর্মকর্তা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (১৬%) সম্পূর্ণ একমত, ৩৩ জন (৪১%) একমত, ১৪ জন (১৮%) নিরপেক্ষ, ৭ জন (৯%) মোটেই একমত নয়, ১৩ জন (১৬%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.২৮ ঃ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহযোগিতার পর্যাপ্ত ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	৩	২০	৩	২০	১	১০	৩	২০	০	০	৩	২০	১৩	১৬
একমত	৩	২০	৭	৪৭	৬	৬০	৬	৪০	২	২০	৯	৬০	৩৩	৪১
নিরপেক্ষ	৪	২৭	১	৬.৭	২	২০	২	১৩.৩	৫	৫০	০	০	১৪	১৮
মোটেই একমত নই	২	১৩	২	১৩	০	০	১	৬.৬৭	১	১০	১	৬.৬৭	৭	৯
একমত নই	৩	২০	২	১৩	১	১০	৩	২০	২	২০	২	১৩.৩	১৩	১৬
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (১৬%) উত্তরদাতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহযোগিতা পর্যাপ্ত এ বক্তব্যে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। সম্পূর্ণ একমত পোষণ করা ১৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি থেকে ৩জন করে এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগ থেকে ১জন করে উত্তরদাতা রয়েছেন। বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন ৩৩ জন (৪১%) উত্তরদাতার মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৯ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন এবং সিলেট বিভাগে ২জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৪ জন (১৮%) উত্তরদাতার মধ্যে সিলেট বিভাগে ৫ জন, ঢাকা বিভাগে ৪ জন, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ২জন করে, খুলনা বিভাগে ১ জন উত্তরদাতার রয়েছে। রাজশাহী বিভাগে নিরপেক্ষ কোন উত্তরদাতা পাওয়া যায়নি। বক্তব্যের সাথে মোটেই একমত নয় ৭জন (৯%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা ও খুলনা বিভাগে ২ জন করে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে ১ জন করে উত্তরদাতা রয়েছেন। বক্তব্যের সাথে একমত নয় ১৩

Dhaka University Institutional Repository

জন (১৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন করে, খুলনা, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে ২ জন করে এবং বরিশাল বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

প্রকল্প থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। প্রতিমাসে জিও-এনজিও সমন্বয় সভা করা হয় প্রকল্পের পক্ষ থেকে। এ সভায় এনজিওদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোথায় কোন সমস্যা আছে কিভাবে সমাধান করা যায় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। তবে ফিল্ড পর্যায় প্রকল্পের লোকবল কম থাকায় সব সময় প্রয়োজনমত সহযোগিতা করা সম্ভব হয় না। মাঠ পর্যায়ে ব্যুরো'র সহকারী পরিচালকগণ এবং প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তারা আর্থিক সুবিধা নেয়া ছাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করতে চায় না। এ ব্যাপারে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর উপজেলায় কর্মরত বাস্তবায়নাধীন সংস্থা স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুখ) প্রকল্প পরিচালক বরাবরে লিখিত অভিযোগ করলে ১ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটকে চাকরিচ্যুৎ করা হয়।

৪। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ এর মোট ফান্ডের ৮৪% অর্থ ব্যয় করা হয় সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা মাধ্যমে। তাই বেসরকারী সংস্থা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে কিনা এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় না করলে তার কারণ জানার জন্য দুটি প্রশ্ন করা হয়। ১ম প্রশ্নটি করা হয় পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়মানুযায়ী ব্যয় করা হয় কি না এবং ২য় প্রশ্নটি করা হয় নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় না করার কারণ জানার জন্য।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭১ জন (৮৯%) হ্যাঁ, ৯ জন (১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.২৯ ঃ প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা সংক্রান্ত মতামত ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	১২	৮০	১৫	১০০	১০	১০০	১২	৮০	৯	৯০	১৩	৮৬.৭	৭১	৮৯
না	৩	২০	০	০	০	০	৩	২০	১	১০	২	১৩.৩	৯	১১
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭১ জন (৮৯%) উত্তরদাতা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা হয় বরে মতামত দিয়েছেন। ৭১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১২ জন, খুলনা বিভাগে ১৫ জন, বরিশাল বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, সিলেট বিভাগে ৯ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করা হয় না বলে মতামত দিয়েছেন ৯ জন (১১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে কোন উত্তরদাতা অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে না বলে মতামত দেয়নি।

প্রকল্পের অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত দিলেও সরেজমিনে দেখা যায় যে, যে খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা সেভাবে ব্যয় করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা পর্যায় কর্মকর্তারা ব্যয় বিবরণীতে প্রতিস্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে কাজ করেনি। সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাও কম বেশী আর্থিক অনিয়ম করে থাকে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং মনিটরিং নিয়োজিত সংস্থাকে কোন সার্ভিস চার্জ দেওয়া হয় না বলে তারা অনিয়ম করার বেশী সুযোগ পায়।

নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয় না করার কারণ ব্যাখ্যা করেন সর্বমোট ৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (৩%) অজ্ঞতা, ৩ জন (৪%) অনীহা, ৪ জন (৫%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৩০ ঃ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
অজ্ঞতা	১	৬.৭	০	০	০	০	১	৬.৬৭	০	০	০	০	২	৩
অনীহা	১	৬.৭	০	০	০	০	১	৬.৬৭	০	০	১	৬.৬৭	৩	৪
অন্যান্য কারণ	১	৬.৭	০	০	০	০	১	৬.৬৭	১	১০	১	৬.৬৭	৪	৫
মোট	৩	২০	০	০	০	০	৩	২০	১	১০	২	১৩.৩	৯	১১

উৎস ঃ মতামত জরীপ

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে না বলে মতামত দিয়েছেন ৯ জন (১১%) উত্তরদাতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অজ্ঞতার কারণে অর্থ ব্যয় করে না বলে মতামত দিয়েছেন ২ জন, সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনীতা বলে মতামত দিয়েছেন ৩ জন, অন্যান্য কারণ দেখিয়েছেন ৪ জন উত্তরদাতা।

আর্থিক অনিয়মের অন্যতম কারণ হলো সংস্থাকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সার্ভিস চার্জ না দেয়া। কার্যক্রম পরিচালনায় প্রকল্প থেকে বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিলেও সার্ভিস চার্জ দেয়া হয় না। ফলে সংস্থার আনুসংগিক খরচ মেটাতে অনিয়ম করে থাকে, তাছাড়া প্রকল্প এবং বিএনএফই এর বিভিন্ন পর্যায় কর্মকর্তাদের অনৈতিক আর্থিক সুবিধা দেয়া নেয়ার মানসিকতাও সংস্থার আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি করে। সরেজমিনে দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা আর্থিক সুবিধা নিয়ে খারাপ অবস্থাকে ভাল বলে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ জন (২৩%) আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ১৪ জন (১৮%) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ৬ জন (৮%) কর্মী ব্যবস্থাপনা, ৩৭ জন (৪৬%) সঠিক পরিকল্পনা, ৫ জন (৬%) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৩১ ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৪	২৭	৩	২০	২	২০	৭	৪৬.৭	০	০	২	১৩.৩	১৮	২৩
প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	১	৬.৭	৫	৩৩	১	১০	৩	২০	২	২০	২	১৩.৩	১৪	১৮
কর্মী ব্যবস্থাপনা	২	১৩	০	০	১	১০	১	৬.৬৭	১	১০	১	৬.৬৭	৬	৮
সঠিক পরিকল্পনা	৭	৪৭	৬	৪০	৫	৫০	৩	২০	৬	৬০	১০	৬৬.৭	৩৭	৪৬
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়	১	৬.৭	১	৬.৭	১	১০	১	৬.৬৭	১	১০	০	০	৫	৬
অন্যান্য উপাদান	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ জন (২৩%) উত্তরদাতা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন। ১৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন উত্তরদাতা রয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ্পাদান বলে মতামত দিয়েছেন ১৪ জন (১৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, বরিশাল বিভাগে ১জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩জন, সিলেট বিভাগে ২জন ও রাজশাহী বিভাগে ২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। কর্মী ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মতামত দিয়েছেন ৬জন (৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২জন, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগ থেকে ১ জন করে উত্তরদাতা রয়েছেন।

সঠিক পরিকল্পনাকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মতামত দিয়েছেন ৩৭ জন (৪৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭জন, খুলনা বিভাগে ৬ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩জন, সিলেট বিভাগে ৬জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মতামত দিয়েছেন ৫জন (৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটিতে ১জন করে উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে সঠিক পরিকল্পনা করে উপযুক্ত কর্মী বাহিনী দ্বারা বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করা যায়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনা আছে, দক্ষ জনশক্তি আছে কিন্তু সমস্যা হলে দূর্নীতি এবং সমন্বয়হীনতা।

৬। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া প্রয়োজন। তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তড়িৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সফলতার পথে বড় অন্তরায়।

প্রকল্প কতৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া এ সম্পর্কিত পশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৭৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯ জন (১১%) সম্পূর্ণ একমত, ৩১ জন (৩৯%) একমত, ১৭ জন (২১%) নিরপেক্ষ, ১৪ জন (১৮%) মোটেই একমত নয়, ৮ জন (১০%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩২ ঃ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া সংক্রান্ত মতামত ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	৩	২০	২	১৩	০	০	১	৬.৬৭	০	০	৩	২০	৯	১১
একমত	৫	৩৩	৫	৩৩	৩	৩০	৭	৪৬.৭	২	২০	৯	৬০	৩১	৩৯
নিরপেক্ষ	১	৬.৭	৩	২০	৫	৫০	৩	২০	৪	৪০	১	৬.৬৭	১৭	২১
মোটেই একমত নই	৫	৩৩	৩	২০	১	১০	২	১৩.৩	৩	৩০	০	০	১৪	১৮
একমত নই	১	৬.৭	১	৬.৭	১	১০	২	১৩.৩	১	১০	২	১৩.৩	৮	১০
মোট	১৫	১০০	১৪	৯৩	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৭৯	৯৯

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯ জন (১১%) উত্তরদাতা বক্তব্যের সাথে একমত প্রকাশ করেন। একমত প্রকাশ করা ৯জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ জন করে উত্তরদাতার, খুলনা বিভাগে ২ জন উত্তরদাতা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত পোষণ করা ৩১ জন (৩৯%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৯ জন উত্তরদাতার রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৭ জন (২১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতার রয়েছেন। মোটেই একমত নয় ১৪ জন (১৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। বক্তব্যে একমত নয় বলে মতামত প্রকাশ করেছেন ৮জন (১০%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট বিভাগে ১ জন করে এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন করে উত্তরদাতার রয়েছেন।

বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় তারা জানান- এনজিওদেরকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুবই সামান্য সময় আগে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। প্রকল্প কর্তৃক প্রতি মাসে একটি করে সমন্বয় সভা আহবান করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সভার তারিখ ২/১দিন আগে জানান হয় ফলে সারা দেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় কর্মরত সংস্থাকে তড়িঘড়ি করে সভায় কোন প্রস্তুতি ছাড়াই অংশ গ্রহণ করতে হয়। ৬ বি ফেজে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের তারিখ মাত্র ২ দিন আগে জানানো হয়। ফলে অনেক সংস্থার পক্ষে যথাসময় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

৭। শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ঃ

বয়স্ক শিক্ষার সব থেকে বড় সমস্যা বিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া। কোন প্রশিক্ষণার্থী একটানা ৩০ দিন শিক্ষা কেন্দ্রে না আসলে তাদেরকে ঝরে পড়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্পের মূল সুবিধা ভোগী

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণার্থীদের ঝরে পড়া সংখ্যা কেমন, ঝরে পড়া সংখ্যা কম হলে তার কারণ কি এবং ঝরে পড়া বেশী হলে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এ সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্ন করা হয়।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (১%) খুব বেশী, ১১ জন (১৪%) বেশী, ২২ জন (২৮%) মোটামুটি, ২৬ জন (৩৩%) খুব কম, ২০ জন (২৫%) কম বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩৩ ঃ প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুব বেশী	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১০	০	০	১	১
বেশী	১	৬.৭	৫	৩৩	২	২০	২	১৩.৩	১	১০	০	০	১১	১৪
মোটামুটি	৩	২০	৩	২০	২	২০	৩	২০	৪	৪০	৭	৪৬.৭	২২	২৮
খুব কম	৮	৫৩	৪	২৭	৪	৪০	৬	৪০	১	১০	৩	২০	২৬	৩৩
কম	৩	২০	৩	২০	২	২০	৪	২৬.৭	৩	৩০	৫	৩৩.৩	২০	২৫
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৬ জন (৩৩%) উত্তরদাতা ড্রপ আউট সংখ্যা খুব কম বলে মতামত দিয়েছেন। যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮ জন (৫৩%), খুলনা বিভাগে ৪ জন (২৭%), বরিশাল বিভাগে ৪ জন (৪০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন (৪০%), সিলেট বিভাগে ১ জন (১০%), রাজশাহীতে ১৫ জন (১০০%) উত্তরদাতা রয়েছে।

উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১১% ঝরে পড়া সংখ্যা বেশী বলে মতামত দিয়েছেন যার মধ্যে খুলনার সব থেকে বেশী ঝরে পড়া এবং সিলেটে সব থেকে কম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প ডকুমেন্টস অনুযায়ী কোন প্রশিক্ষণার্থী একটানা ৩০ দিন কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকলে তাকে ড্রপ আউট হিসাবে ধরা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন প্রশিক্ষণার্থী একটানা ৩০ দিন অনুপস্থিত থাকে না তাই ড্রপ আউট সংখ্যা খুবই কম। তবে অনেক প্রশিক্ষণার্থী সপ্তাহে ২/৩ দিন কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন।

প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধ করার উপায় সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (১%) উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া রোধ করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩৪ ঃ ঝরে পড়া রোধ করার উপায় ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১০	০	০	১	১
শিক্ষা ভাতা দিয়ে	০	০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ	০	০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সচেতনতার বৃদ্ধি	০	০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অন্যান্য উপায়	০	০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১০	০	০	১	১

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে সিলেট বিভাগে ১ জন মাত্র উত্তরদাতা ড্রপ আউট সংখ্যা খুব বেশী বলে মতামত দিয়েছেন। তার মতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ড্রপ আউট সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

ড্রপ আউট সংখ্যা খুবই কম হলেও বাস্তবে অনুপস্থিতির হার খুবই বেশী বিশেষ করে পুরুষ শিফটে। অনুপস্থিতি রোধ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, শিক্ষা ভাতা, সরকারী বাধ্যবাধকতা, ভিজিএফ কার্ড, সরকারী ত্রাণ পেতে অগ্রাধিকার ইত্যাদি জাতীয় কর্মসূচী প্রণয়ণ করে অনুপস্থিতি রোধ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ২৬ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (৩%) সামাজিক জাগরণ, ১০ জন (১৩%) সচেতনতা বৃদ্ধি, ১৩ জন (১৬%) বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ, ১ জন (১%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩৫ ঃ ঝরে পড়ার সংখ্যা কম হওয়ার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সামাজিক জাগরণ	০	০	২	১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	২	৩
সচেতনতা বৃদ্ধি	৪	২৭	০	০	৩	৩০	২	১৩.৩	০	০	১	৬.৬৭	১০	১৩
বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ	৪	২৭	১	৬.৭	১	১০	৪	২৬.৭	১	১০	২	১৩.৩	১৩	১৬
অন্যান্য কারণ	০	০	১	৬.৭	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১
মোট	৮	৫৩	৪	২৭	৪	৪০	৬	৪০	১	১০	৩	২০	২৬	৩৩

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতা ২৬ জনের মধ্যে ১৩ জন (৫০%) উত্তরদাতা এ প্রশিক্ষণে ঝরে পড়া কম হওয়ার কারণ হিসাবে বাস্তবভিত্তিক চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ বলে মনে করেন। বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় বলে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। ১৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন উত্তরদাতা রয়েছে। ঝরে পড়া সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসাবে সচেতনতা বৃদ্ধি বলে মতামত দিয়েছেন ১৩ জন উত্তরদাতা, যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন এবং সিলেট বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছে।

এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রকল্পের নির্ধারিত ৮০ টি ট্রেডের মধ্যে যে কোন ১টি ট্রেড তাদের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দ করতে পারবে। ট্রেড গুলি অত্যান্ত বাস্তব সম্মত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সফলভাবে ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করার পর তাদেরকে লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আয় বর্ধক কাজে নিয়োগ করতে সহযোগিতা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮। প্রকল্প সুন্দরভাবে চালাতে পরামর্শ ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চালাবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিলে ভাল হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য উত্তর দাতাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়। উত্তরদাতারা দেশের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হওয়ায় তারা তাদের সমস্যার বিভিন্নতার আলোকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ প্রদান করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের উত্তরদাতাদের মধ্যে মিল থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা মতামত পাওয়া যায়।

চট্রগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দাতা সংস্থার মধ্যে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা, যাতে করে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে নেয়া যায়।

২. প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

৩. যথাসময়ে প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অর্থ ছাড় করা। অনেক সময় সঠিক সময়ে প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা হয় না বলে প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. এনজিও নির্বাচনে সততা ও স্বচ্ছতার সাথে সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত থেকে সংস্থা নির্বাচন করা।

৫. প্রকল্পের পক্ষ থেকে ঘন ঘন ও সততার সাথে কার্যক্রম মনিটরিং করা। মনিটরিং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।

৬. শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করার কথা তা যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে।

৭. বিটিভিতে প্রকল্প সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার বা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮. বিলবোর্ড, পোষ্টার, সাইনবোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালান।

৯. জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায় অবহিত করণ সভা করা।

১০. শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

১১. প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া ।

১২. কেন্দ্র ঘর স্থাপনের সময় অপেক্ষাকৃত গরীব এলাকা নির্বাচন করা ।

১৩. সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচনে যাবতীয় প্রভাব মুক্ত থেকে সহায়ক / সহায়িকা নির্বাচন করা ।

১৪. যে সকল সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনোনিত করা ।

১৫. মনিটরিং সংস্থার ইউপিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা ।

১৬. প্রকল্পের বিভিন্ন ফেজ বিরামহীনভাবে চালান অর্থাৎ এক ফেজ (৯ মাস) শেষে অন্য ফেজ দ্রুত শুরু করা ।

১৭. মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের পরিদর্শন সংখ্যা বাড়ান এবং পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্র মনিটরিং করা ।

১৮. উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা । সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রকল্পের পক্ষ থেকে পরিদর্শন খরচ বহন করা ।

১৯. ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা তাদের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় বর্ধন করতে পারে ।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) মিটিং প্রতি মাসে একবার করা ।

২. প্রকল্প থেকে সংস্থার বিপরীতে অর্থ যথাসময়ে ছাড় করা ।

৩. জিও-এনজিও পরস্পর জবাবদিহিতা করা ।

৪. সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য মটরসাইকেলের ব্যবস্থা করা ।

৫. প্রকল্প অফিসে দাখিলকৃত কাগজপত্রের কাজ দ্রুত নিস্পত্তি করা ।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা ভাতা দেয়া ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. যথাযথভাবে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

৮. প্রকল্প ও সংস্থার পক্ষ থেকে সততার সাথে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

৯. বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিজ চার্জ প্রদান করা।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. জনগণকে প্রকল্প সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করা।

২. সঠিক সময় প্রকল্প থেকে সংস্থার অর্থ ছাড় করা।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করা।

৪. সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজারদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা।

৫. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

৬. সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান করা।

৭. সময়মত শিক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।

৮. শিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (ট্রেড চাপিয়ে দেয়া যাবে না)।

৯. জনসাধারণের আস্থা সৃষ্টি করা।

১০. প্রকল্প কর্মকর্তাদের আর্থিক অনিয়ম দূর করা।

১১. বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুপাভাইজারের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মটরসাইকেলের ব্যবস্থা করা।

১২. যোগ্য ও অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষরে ব্যবস্থা করা।

১৩. স্বচ্ছতা ও সততার সাথে সংস্থা নির্বাচন করা।

১৪. প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত থেকে কাজ করা।

১৫. প্রকল্পের জন্য যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিভাগ ঃ

সিলেট বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের সততার সাথে মনিটরিং করা ।

২. সংস্থা নির্বাচনে যথেষ্ট স্বচ্ছতা ও সততার পরিচয় রাখা ।

৩. সময়মত প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা ।

৪. নিয়মিত জিও-এনজিও সমন্বয় সভা করা ।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে ঋণের ব্যবস্থা করা ।

৬. যে সকল সংস্থা ঠিকমত কাজ করে না তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা ।

৭. প্রকল্প থেকে কোন সিদ্ধান্ত দিলে তা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া ।

৮. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভাতা চালু করা ।

৯. সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা ।

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. জ্বালানী খাতে কেরোসিন ব্যয় বাবদ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা ।

২. যোগ্য ও দক্ষ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

৩. প্রতি মাসে মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট কর্তৃক মনিটরিং রিপোর্টের এক কপি সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে বাং সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদে দিতে হবে ।

৪. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা যাতে সিএমসি সদস্যরা দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শিক্ষার্থীদের আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা হবে বিশেষ করে গরীব শিক্ষার্থীদের ভিজিএফ কার্ড, বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা ।

৬. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সহযোগিতার হাত বাড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ।

৭. শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ট্রেড চালুর ব্যবস্থা করা ।

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগের উত্তরদাতাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা যে সব পরামর্শ প্রদান করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের সততার সাথে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২. শিক্ষা কেন্দ্রে যথাসময়ে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;

৩. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি'র (সিএমসি) সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্র ভিজিট করার ব্যবস্থা রাখা;

৫. ইউপিওদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা;

৬. একটি কর্ম এলাকায় একটি সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন ফেজ সম্পন্ন করা অর্থাৎ একই কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ফেজে বিভিন্ন সংস্থাকে কাজ না দেওয়া ।

৭. মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট কর্তৃক প্রতি মাসে দুই বার কার্য এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ।

৯ । কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফিল্ড পর্যায় সমস্যা ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফিল্ড পর্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয় । ফিল্ড পর্যায় কি কি ধরণের সমস্যা দেখা দেয় তা চিহ্নিত করে সমাধান করতে না পারলে প্রকল্পে সফলতা আনা সম্ভব নয় । তাই বাস্তবায়নকারী সংস্থা ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি

Dhaka University Institutional Repository

কি সমস্যার সম্মুখীন সে সম্পর্কে উত্তরদাতারা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিভাগের উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হলো-

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. স্থানীয় লোকজন সহযোগিতা করতে চায় না।

২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের আন্তরিকতার অভাব।

৩. প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন বৃষ্টি, বন্যা, খরা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে।

৪. প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় অনেক সময় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৫. স্থানীয় রাজনীতির প্রভাবে কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৬. এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রের দুরত্ব বেশী হওয়ায় কার্যক্রম মনিটরিং এ সমস্যা সৃষ্টি করে।

৭. দক্ষ সহায়ক/সহায়িকারা কম ভাতায় কাজ করতে চায় না।

৮. রাতের শিফট এ কেন্দ্র পরিদর্শন করা অনেক সময় ঝুকিপূর্ণ মনে হয়।

৯. পূর্ববর্তী ফেজ সম্পাদনকারী সংস্থার খারাপ কাজ করতে তার প্রভাব পরবর্তীকালে অন্য সংস্থার উপর পড়ে যা সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. সহায়ক/সহায়িকা হিসাবে নির্বাচিতরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করে যা অনেক সময় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে ।

২. প্রশিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে আসতে চায় না ।

৩. প্রশিক্ষার্থীরা ঋণ বা নগদে আর্থিক সুবিধা চায় ।

৪. শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়োগকৃত সহায়ক/সহায়িকারা সংস্থার পরামর্শ বা নির্দেশ মানতে চায় না ।

৫. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সহযোগিতা করতে চায় না ।

৬. এলাকা নির্বাচনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সহযোগিতা করতে চায় না ।

৭. স্থানীয় রাজনীতির কারণে কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা যায় না ।

৮. রিসোর্স পার্সনগণ সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে কম সম্মানীতে (প্রতি ক্লাস একশত টাকা) ক্লাস নিতে চায় না ।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. রাতের শিফট্ এ কেন্দ্র পরিদর্শন করা অনেক সময় ঝুকিপূর্ণ ।

২. শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করার কথা তা সঠিক সময়ে সঠিক পরিমানে পাওয়া যায় না ।

৩. কেন্দ্র গুচ্ছাকারে স্থাপিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থাপিত হওয়ায় দক্ষতার সাথে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অনেক কেন্দ্রের উপকরণ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির দখলে রাখার চেষ্টা করা ।

৫. কিছু কিছু কেন্দ্র ঘর স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলে রেখে অন্য কাজে ব্যবহার করা ।

৬. শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না ।

৭. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদদের অসহযোগিতা ।

৮. বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাব ।

৯. প্রকল্প থেকে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে মটরসাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা না করায় রাতে কেন্দ্র পরিদর্শন করা যথাযথভাবে সম্ভব হয়না ।

১০. এক এলাকার সংস্থা অন্য এলাকায় কাজ করতে যাওয়ায় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায় না ।

সিলেট বিভাগ ঃ

সিলেট বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে ।

২. সহায়ক/সহায়িকাদের বেতন কম হওয়ায় কাজের প্রতি আগ্রহ কম থাকে ।

৩. অনেক কেন্দ্রের উপরকরণ ব্যবহারের অনুপযোগি ।

৪. কেন্দ্র ঘর স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলে থাকা ।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. উনফেকের (উপজেলা ননফরমার এডুকেশন কমিটি) অসহযোগিতা বাববার চেষ্টা করেও অনেক সময় উপজেলা প্রশাসন সহযোগিতা করতে চায় না ।

Dhaka University Institutional Repository

২. পূর্বের সংস্থার খারাপ কাজের নেতিবাচক প্রভাব পরবর্তীতে অন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপর পড়ে।

৩. প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সততার অভাব।

৪. ইউপিও (উপজেলা প্রোগ্রাম অরগানাইজার) কে কর্ম এলাকায় পাওয়া যায় না।

৫. রাতের বেলায় শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে আসতে চায় না।

৬. মৌসূমী কাজের চাপে শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে আসতে পারে না।

৭. প্রশিক্ষণার্থীরা নগদে আর্থিক সুবিধা চায়।

চট্রগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা কি কি জাতীয় সমস্যায় পড়েন তা জানতে চাওয়া হলে তারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে করা যায় না। সহায়ক / সহায়িকা নিয়োগে রাজনৈতিক দল প্রভাব খাটায়।

২. প্রশিক্ষণার্থীরা নগদে সুবিধা পেতে চায়।

৩. এলাকার চেয়ারম্যান, সদস্যরা সংস্থা থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে চান।

৪. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সহযোগিতা করতে চায় না।

৫. স্থানীয় চাঁদাবাজরা বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবী করে।

৬. গুচ্ছাকারে কেন্দ্র স্থাপন না হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কেন্দ্র স্থাপন, ফলে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন রকম সমস্রার সৃষ্টি করে।

৭. সহায়ক/সহায়িকা ও সিএমসি কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপকরণ আত্মসাতের মনোভাব।

৮. সহায়ক / সহায়িকা এবং সিএমসি সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রঘর দখলের মানসিকতা।

৯. কার্যক্রম বাস্তবায়নে উনফেকের (উপজেলা ননফরমার এডুকেশন কমিটি) অসহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

১০। সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন অধিকাংশ উপকরণ বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায় শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহ করে থাকে। সরবরাহকৃত উপকরণের মানের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে বলে উপকরণের মান যাচাই করা খুবই জরুরী। উপকরণের মান যাচাই করার জন্য উত্তরদাতাকে উপকরণের মান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হয়।

শিক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যে সকল উপকরণ সরবরাহ করে তার মান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ জন (১৬%) খুব ভাল, ৫৬ জন (৬২%) ভাল, ৮ জন (৯%) নিরপেক্ষ, ১ জন (১%) মোটেই ভাল না, ১ জন (১%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩৬ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুব ভাল	৩	২০	৩	২০	১	১০	২	১৩.৩	০	০	৫	৩৩.৩	১৪	১৬
ভাল	৯	৬০	১০	৬৭	৮	৮০	১১	৭৩.৩	৯	৯০	৯	৬০	৫৬	৬২
নিরপেক্ষ	৩	২০	১	৬.৭	১	১০	২	১৩.৩	১	১০	০	০	৮	৯
মোটেই ভাল না	০	০	১	৬.৭	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১
ভাল না	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	১	১
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	৮৯

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতরদের মধ্যে খুব ভাল বলে মতামত দিয়েছেন ১৪ জন (১৬%), খুব ভাল মতামত দেয়া উত্তরদাতাদের মধ্যে ঢাকা ও খুলনা বিভাগে ৩ জন করে, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রামে ২ জন এবং রাজশাহীতে ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। উপকরণের মান ভাল বলে মতামত দেয়া ৫৬ জন (৬২%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ জন (৬০%), খুলনা বিভাগে ১০ জন (৬৭%), বরিশাল বিভাগে ৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ জন (৭৩%), সিলেট বিভাগে ৯ জন (৯০%), রাজশাহী বিভাগে ৯ জন (৯০%) উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৮ জন (৯%) ভাল না ১ জন (১%) এবং মোটেই ভাল না ১ জন (১%) বলে

Dhaka University Institutional Repository

মতামত দিয়েছেন। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই মালামালের মান বাল বলে মতামত দিয়েছেন।

বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণের মান অনেক ক্ষেত্রে তেমন ভাল না। সাদা কালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারী সহ) বাবদ ৭০০০/- টাকা দেয়া হলেও বাস্তবে তারা অত্যান্ত কম দামে নিম্ন মানের টেলিভিশন ক্রয় করে থাকে। অধিকাংশ কেন্দ্রের টেলিভিশন নষ্ট, চেয়ার-টেবিল ভেংগে গিয়েছে।

১১। বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ভিন্ন হওয়ায় পিএলসিইএইচডি-১ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আছে সে সকল সংস্থা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সকল সংস্থার অভিজ্ঞতা সমান নহে। কোন কোন সংস্থার অভিজ্ঞতা বেশী আবার কোন সংস্থার অভিজ্ঞতা কম। উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিজ্ঞতা কত বছরের তা মূল্যায়ন করা হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭ জন (২১%) ২ বছরের অধিক, ৪৪ জন (৫৫%) ৫ বছরের অধিক, ১২ জন (১৫%) ১০ বছরের অধিক, ৭ জন (৯%) ১৫ বছরের তদোর্দ্ধ বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৩৭ ঃ বেসরকারী সংস্থায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
২ বছরের অধিক	৪	২৭	৫	৩৩	২	২০	৩	২০	৩	৩০	০	০	১৭	২১
৫ বছরের অধিক	৭	৪৭	৭	৪৭	৪	৪০	১১	৭৩.৩	৫	৫০	১০	৬৬.৭	৪৪	৫৫
১০ বছরের অধিক	৪	২৭	২	১৩	২	২০	১	৬.৬৭	২	২০	১	৬.৬৭	১২	১৫
১৫ বছরের তদোর্দ্ধ	০	০	১	৬.৭	২	২০	০	০	০	০	৪	২৬.৭	৭	৯
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতা বাস্তবায়নকারী সংস্থার ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সংস্থার সংখ্যা মোট ১৭টি (২১%) সংস্থার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪টি (২৭%), খুলনা বিভাগে ৫টি (৩৩%), বরিশাল বিভাগে ২টি (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ ৩টি (২০%), সিলেট বিভাগে ৩টি (৩০%)। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সংস্থার সংখ্যা ৪৪টি (৫৫%), সংস্থার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭টি (৪৭%), খুলনা বিভাগে ৭টি (৪৭%), বরিশাল বিভাগে ৪টি (৪০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি (৭৩%), সিলেট বিভাগে ৫টি (৫০%) এবং রাজশাহী বিভাগে ১০ জন (৬৭%)। ১০ থেকে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১২টি (১৫%) সংস্থার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪টি (২৭%), খুলনা বিভাগে ২টি (১৬%), বরিশাল বিভাগে ২জন (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ১টি (৭%), সিলেট বিভাগে ২টি (২০%) এবং রাজশাহী বিভাগে ১টি (৭%)। ১৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৭টি (৯%) সংস্থার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১টি, বরিশাল বিভাগে ২টি এবং রাজশাহীতে ৪টি সংস্থা রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেক আলাদা। তাই এখানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ সংস্থা নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। সরেজমিনে দেখা যায় প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং এনজিও কর্তৃক নিয়োগকৃত লোকবলের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে।

১২। উনফেক সভা ঃ

উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি ঐ উপজেলার পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সুপারভিশন এবং মনিটরিং করে থাকে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি যে উপজেলায় যত বেশী কার্যকর সে উপজেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম তত ভালভাবে চলে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা এবং নিয়মিত সভা না হলে কি কারণে হয় না সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়।

প্রতি মাসে উনফেকের সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১ জন (৭৬%) হ্যাঁ, ১৯ জন (২৪%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৩৮ ঃ নিয়মিত উনফেকের সভা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	১০	৬৭	১১	৭৩	৮	৮০	১০	৬৬.৭	৮	৮০	১৪	৯৩.৩	৬১	৭৬
না	৫	৩৩	৪	২৭	২	২০	৫	৩৩.৩	২	২০	১	৬.৬৭	১৯	২৪
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১ জন (৭৬%) হ্যাঁ বলে মতামত দিয়েছেন। ৬১ জনের মধ্যে ঢাকায় ১০ জন, খুলনা ১১ জন, বরিশালে ৮ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, সিলেটে ৮ জন এবং রাজশাহীতে ১৪ জন। না বলে মতামত দিয়েছেন ১৯ জন যার মধ্যে সর্বাধিক ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৫ জন করে এবং সর্বনিম্ন বরিশাল ও সিলেটে ২ জন করে।

বেশীর ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন উনফেক সভা নিয়মিত হয়। বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদন এবং সরেজমিনে দেখা যায় উনফেক সভা নিয়মিত হয় না। তবে জেলা সদরের ডিউনফেক সভা অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত হয়ে থাকে। গবেষকের দেখা এমন অনেক উপজেলা আছে যেখানে প্রকল্প শুরু থেকে পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে কোন উনফেক সভা হয় নি। ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর উপজেলায় ৪ বছরের মধ্যে কোন উনফেক সভা হয় নি। অন্যদিকে পিরোজপুর সদর উপজেলায় নিয়মিত উনফেক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উনফেক সভায় সভাপতি থাকেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদস্য সচিব উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং উপজেলার অন্যান্য অফিসারগণ উনফেক সদস্য হিসাবে থাকেন। ফলে এ সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ সভা হয় না।

নিয়মিত উনফেকের সভা না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রকল্প সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পাননি। শুরুতে একবার মাত্র ইউএনওদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছিল তাদের অধিকাংশই বদলী হয়ে অন্যত্র কা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইউপিওগণ নিয়মিত কর্ম এলাকায় থাকেন না।

৩। ইউপিওগণ সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে না।

৪। ইউপিওদের আগ্রহ কম।

৫। ইউএনও সময় দিতে চান না।

৬। ইউএনফেক সভার সিদ্ধান্ত প্রকল্প থেকে বাস্তবায়নে দেরি করার অনেক সময় ইউএনফেক সদস্যরা সভা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৭। বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতনিধিরা অনেক সময় উপস্থিত থাকতে চায়না ফলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না।

৮। বাস্তবায়ন মডেল ইউএনওদের নিকট বিতরণ না করা।

৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনাগ্রহ।

১০। উপজেলা কর্মকর্তাদের রিসোর্স পার্সন হিসাবে সম্মানী না দেয়া।

১৩। এ প্রকল্প দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের উপকৃত হওয়া ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম যাদের উদ্দেশ্য সেই প্রশিক্ষণার্থীরা এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয়েছেন কিনা এবং আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন কিনা সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে দুটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় প্রকল্প দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীরা উপকৃত হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন কিনা তা জানার জন্য।

প্রকল্পের লক্ষ্য দল এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয় কিনা এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২২ জন (২৮%) সম্পূর্ণ একমত, ৪৩ জন (৫৪%) একমত, ১২ জন (১৫%) নিরপেক্ষ, ২ জন (৩%) মোটেই একমত নয়, ১ জন (১%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৩৯ ঃ প্রকল্প দ্বারা লক্ষ্য দলের উপকৃত হওয়া ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	৫	৩৩	৫	৩৩	২	২০	৩	২০	১	১০	৬	৪০	২২	২৮
একমত	৬	৪০	৯	৬০	৭	৭০	৯	৬০	৫	৫০	৭	৪৬.৭	৪৩	৫৪
নিরপেক্ষ	৪	২৭	০	০	১	১০	২	১৩.৩	৩	৩০	২	১৩.৩	১২	১৫
মোটেই একমত নই	০	০	১	৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	০	০	০	০	২	৩
একমত নই	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১০	০	০	১	১
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ২২ জন (২৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), খুলনা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), বরিশাল বিভাগে ২ জন (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন (২০%), সিলেট বিভাগে ১জন (১০%), রাজশাহী বিভাগে ৬ জন (৪০%)। একমত বলে মতামত দেয়া ৪৩ জন (৫৪%), খুলনা বিভাগে ৯ জন (৬০%), বরিশাল বিভাগে ৭ জন (৭০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন (৬০%), সিলেট বিভাগে ৫ জন (৫০%), রাজশাহী বিভাগে ৭ জন (৪৭%)। নিরপেক্ষ ১২ জন (১৫%), একমত নই ১ জন (১%) এবং মোটেই একমত নই ২জন (৩%) বলে মতামত দিয়েছেন।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা। এ প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেড থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশেষ করে মৎস্য চাষ, দর্জি বিজ্ঞান, হাঁস-মুরগী পালন, নার্সারী, গাভী পালন, হাউজ ওয়ারিং ইত্যাদি দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীরা উপকৃত হচ্ছে বলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে আলোচনায় জানা যায়।এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা তাদের আয় বাড়াতে পেরেছে এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬ জন (২০%) সম্পূর্ণ একমত, ৪৩ জন (৫৪%) একমত, ১৪ জন (১৮%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (৫%) মোটেই একমত নয়, ৩ জন (৪%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৪০ ঃ প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আয় বৃদ্ধি ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	৩	২০	৩	২০	৪	৪০	২	১৩.৩	০	০	৪	২৬.৭	১৬	২০
একমত	৯	৬০	৮	৫৩	৪	৪০	৪	২৬.৭	৭	৭০	১১	৭৩.৩	৪৩	৫৪
নিরপেক্ষ	২	১৩	৩	২০	২	২০	৬	৪০	১	১০	০	০	১৪	১৮
মোটেই একমত নই	১	৬.৭	১	৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	১	১০	০	০	৪	৫
একমত নই	০	০	০	০	০	০	২	১৩.৩	১	১০	০	০	৩	৪
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ১৬ জন (২০%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন (২০%), খুলনা বিভাগে ৩ জন (২০%), বরিশাল বিভাগে ৪ জন (৪০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২জন (১৩%), রাজশাহী বিভাগে ৪ জন (২৭%) উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ৪৩জন (৫৪%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ জন (৬০%), খুলনা বিভাগে ৮ জন (৫৩%), বরিশাল বিভাগে ৪ জন (৪০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন (২৭%), সিলেট বিভাগে ৭জন (৭০%), রাজশাহী বিভাগে ১১ জন (৭৩%) উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৪ জন (১৮%) একমত নই ৩ জন (৪%), মোটেই একমত নই ৫ জন (৪%) উত্তরদাতা রয়েছেন।

এখানে দেখা যায় অন্যান্য বিভাগ থেকে রাজশাহী বিভাগে প্রশিক্ষণার্থীরা আয় বৃদ্ধি বেশি করতে পেরেছেন এর অন্যতম কারণ হলো রাজশাহী বিভাগের মহাস্থানগড় অন্যতম পর্যটন এলাকা হওয়ায় সেখানে বিভিন্ন সময় প্রকল্প থেকে উধর্ক্ষতন কর্মকর্তার পরিদর্শন বেশী। তারা পর্যটন এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী এবং বেসরকারী দক্ষ লোক দ্বারা রিসোর্স পারসনের দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। লিংকেজ প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে অর্থ / ঋণ অনুমোদনের ব্যবস্থা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প থেকে পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেসার স্টাডি রিপোর্টে দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে আয় বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষ করে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা এ প্রশিক্ষণে বেশী উপকৃত হয়েছেন। দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে মহিলাদের মধ্যে সব থেকে বেশী আগ্রহ দেখা যায়। দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিবারের আয় বাড়িয়েছেন। তারা গার্মেন্টেসে অথবা স্থানীয় ভাবে টেইলারিংয়ের মাধ্যমে অনেকে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৪। কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটা পালন করেন অথবা পালনে তারা কতটা সক্ষম সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয় উত্তরদাতাদের মতামত জানার জন্য।

নিজ দায়িত্ব দায়িত্ব পালনে আপনি কতটা সক্ষম এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৭৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২১ জন (২৬%) সম্পূর্ণ সক্ষম, ৪৮ জন (৬০%) সক্ষম, ১০ জন (১৩%) আংশিক সক্ষম বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪১ ঃ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন সক্ষম	৫	৩৩	৫	৩৩	৩	৩০	২	১৩.৩	১	১০	৫	৩৩.৩	২১	২৬
সক্ষম	৯	৬০	৮	৫৩	৬	৬০	১০	৬৬.৭	৯	৯০	৬	৪০	৪৮	৬০
আংশিক সক্ষম	১	৬.৭	২	১৩	১	১০	৩	২০	০	০	৩	২০	১০	১৩
অক্ষম	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৪	৯৩.৩	৭৯	৯৯

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ সক্ষম বলে মতামত দেয়া ২১ জন (২৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), খুলনা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), বরিশাল বিভাগে ৩ জন (৩০%), চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন (১৩%). সিলেট বিভাগে ১জন (১০%), রাজশাহী বিভাগে ৫জন (৩৩%) উত্তরদাতা রয়েছে।

সম্পূর্ণ সক্ষম বলে মতামত দেয়া ২১ জন (২৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), খুলনা বিভাগে ৫ জন (৩৩%), বরিশালে বিভাগে ৩ জন (৩০%), চট্টগ্রামে ২ জন (১৩%), সিলেট বিভগে ১ জন (১০%), রাজশাহী বিভাগে ৫ জন (৩৩%) উত্তরদাতা রয়েছেন।

সরেজমিনে দেখা যায় ফিল্ড পর্যায় সংস্থা কার্যক্রম চালাবার জন্য যে সকল লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত পরিমানে ক্ষমতা দেয়া হয় না কার্যক্রম চালাতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলেও তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

১৫। স্থানীয় লোকজনের দেয়া সহযোগিতা ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় লোকজন এই কার্যক্রমকে সহযোগিতা করলে প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন সম্ভব। স্থানীয় লোকজন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কতটা সহযোগিতা করে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকজন কেমন সহযোগিতা করে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন (৯%) সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, ৪২ জন (৫৩%) সহযোগিতা করে, ১৭ জন (২১%) নিরপেক্ষ, ৬ জন (৮%) মোটেই সহযোগিতা করে না, ৮ জন (১০%) সহযোগিতা করে না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৪২ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে	১	৬.৭	২	১৩	১	১০	০	০	০	০	৩	২০	৭	৯
সহযোগিতা করে	৮	৫৩	৯	৬০	৪	৪০	৮	৫৩.৩	৪	৪০	৯	৬০	৪২	৫৩
নিরপেক্ষ	৩	২০	২	১৩	৩	৩০	৪	২৬.৭	৪	৪০	১	৬.৬৭	১৭	২১
মোটেই সহযোগিতা করে না	১	৬.৭	১	৬.৭	১	১০	১	৬.৬৭	০	০	২	১৩.৩	৬	৮
সহযোগিতা করে না	২	১৩	১	৬.৭	১	১০	২	১৩.৩	২	২০	০	০	৮	১০
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে বলে মতামত দেয়া ৭ জন (৯%) উত্তর দাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। সহযোগিতা করে বলে মতামত দেয়া ৪২ জন (৫৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮ জন, খুলনা বিভাগে ৯ জন, বরিশাল বিভাগে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন, সিলেট বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ বলে মতামত দেয়া ১৭ জন (২১%), উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন. সিলেট বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। মোটেই সহযোগিতা করেনা ৬ জন (৮%) এবং সহযোগিতা করেনা ৮ জন (১০%) বলে উত্তরদাতা মতামত দেন।

বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে সর্বস্তরের লোক এ প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সহযোগিতা করে আসছেন। স্থানীয় লোকজন মনে করেন এ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। এলাকার সর্বস্তরের জনগন এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহযোগীতা করে থাকেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে যে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের উপকরণ অবৈধ দখল করে নিয়েছেন।

১৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যাদের নেয়া সম্ভব হয়নি তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এই শিক্ষা আমাদের দেশে দিন দিন বিস্তার লাভ করছে। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধির কাছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ভবিষ্যতে প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় উপর আরো প্রকল্প আসা উচিত এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০ জন (৬৩%) সম্পূর্ণ একমত, ২৩ জন (২৯%) একমত, ৩ জন (৪%) নিরপেক্ষ, ১ জন (১%) মোটেই একমত নয়, ৩ জন (৪%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৩ ঃ ভবিষ্যতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	৯	৬০	১১	৭৩	৭	৭০	৮	৫৩.৩	৬	৬০	৯	৬০	৫০	৬৩
একমত	৬	৪০	৪	২৭	২	২০	৫	৩৩.৩	৩	৩০	৩	২০	২৩	২৯
নিরপেক্ষ	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	১	১০	১	৬.৬৭	৩	৪
মোটেই একমত নই	০	০	০	০	১	১০	০	০	০	০	০	০	১	১
একমত নই	০	০	০	০	০	০	১	৬.৬৭	০	০	২	১৩.৩	৩	৪
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ৫০ জন (৬৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ জন, খুলনা বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন. সিলেট বিভাগে ৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ২৩ জন (২৯%) উত্তরদাতার মধ্যে

ঢাকা বিভাগে ৬ জন, খুলনা বিভাগে ৪ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জন. সিলেট বিভাগে ৩ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৩ জন (৪%), মোটেই একমত নই ১ জন (১%) এবং একমত নই ৩ জন (৪%) বলে মতামত দেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই ব্যুরোতে বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চালু আছে। তার মধ্যে ২টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়। ব্যুরোকে সক্রিয় রাখার জন্য এ জাতীয় প্রকল্প আসা উচিত। তবে বর্তমানে যে ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে সেভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরবর্তী প্রকল্পের ডিজাইন করা উচিত।

১৭। মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম ঃ

যে কোন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য মনিটিরিং জরুরী। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠ সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেক দুটি ইউনিটের (প্রতিটি ইউনিটে ১৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র) জন্য একটি মনিটরিং সংস্থা আছে। মনিটরিং সংস্থার প্রতিনিধি ইউপিও ঠিকমত কার্যক্রম করছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়।

প্রকল্পের মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৭৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (১৬%) খুবই সন্তোসজনক, ৩৩ জন (৪১%) সন্তোসজনক, ১৪ জন (১৮%) নিরপেক্ষ, ৯ জন (১১%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ১০ জন (১৩%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৪ ঃ মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	৩	২০	১	৬.৭	২	২০	১	৬.৬৭	১	১০	৫	৩৩.৩	১৩	১৬
সন্তোসজনক	৯	৬০	৬	৪০	৫	৫০	৪	২৬.৭	১	১০	৮	৫৩.৩	৩৩	৪১
নিরপেক্ষ	২	১৩	১	৬.৭	১	১০	৫	৩৩.৩	৪	৪০	১	৬.৬৭	১৪	১৮
মোটেই সন্তোসজনক নয়	১	৬.৭	৩	২০	২	২০	২	১৩.৩	১	১০	০	০	৯	১১
সন্তোসজনক নয়	০	০	৩	২০	০	০	৩	২০	৩	৩০	১	৬.৬৭	১০	১৩
মোট	১৫	১০০	১৪	৯৩	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৭৯	৯৯

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ১৩ জন (১৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন. সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৩৩ জন (৪১%) উত্তরদাতার মধ্যে

ঢাকা বিভাগে ৯ জন, খুলনা বিভাগে ৬ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন. সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৮ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৪ জন (১৮%), মোটেই সন্তোষজনক নয় ৯ জন (১১%), সন্তোষজনক নয় ১০ জন (১৩%) বলে মতামত দেন।

মনিটরিং সংস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে মতামত দিলেও এটি সত্যি যে ২/৪ টি সংস্থা ছাড়া অধিকাংশ সংস্থা কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করছে না। অধিকাংশ সংস্থার মটরসাইকেল, কম্পিউটার নষ্ট। ইউপিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্ম এলাকায় অবস্থান করে না। প্রতি মাসে ইউনফেক সভা করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করছেন না। কোন কোন ইউপিও গত ৪ বছরে ১টি ইউনফেক সভাও করতে পারেনি। বাস্তবায়নকারী এবং মনিটরিং উভয় কার্যক্রমই পরিচালনা করা হয় বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে। অনেক সময় একটি সংস্থা এক উপজেলায় বাস্তবায়নকারী এবং অন্য উপজেলায় মনিটরিং সংস্থা হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া একটি সংস্থা আর একটি সংস্থার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলতে চায় না কিংবা নেতিবাচক প্রতিবেদন দিতে চায় না, ফলে মাঠ পর্যায়ের আসল চিত্র ফুটে উঠে না।

১৮। প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় ও অর্থ বরাদ্দ ঃ

প্রকল্প থেকে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড় করে কিনা, নির্ধারিত সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না করলে কি কারণে করে না এবং প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত কিনা এ সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মতামত মূল্যায়ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড় করা হয় কিনা সে সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় নির্ধারিত সময় অর্থ ছাড় না করার কারণ সম্পর্কে এবং তৃতীয় প্রশ্নটি করা হয় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত কিনা সে সম্পর্কে।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪ জন (৫৫%) হ্যাঁ, ৩৬ জন (৪৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৫ ঃ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময় প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৯	৬০	৮	৫৩	৬	৬০	৬	৪০	৩	৩০	১২	৮০	৪৪	৫৫
না	৬	৪০	৭	৪৭	৪	৪০	৯	৬০	৭	৭০	৩	২০	৩৬	৪৫
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ৪৪ জন (৫৫%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ জন, খুলনা বিভাগে ৮ জন, বরিশাল বিভাগে ৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন. সিলেট বিভাগে ৩ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ৩৬ জন (৪৫%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬ জন, খুলনা বিভাগে ৭ জন, বরিশাল বিভাগে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন. সিলেট বিভাগে ৭ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন দলিলপত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্প অর্থ ছাড়ে কখনও অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব করে না। বিশেষ কোন সমস্যা না থাকলে প্রকল্প থেকে যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা হয়। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার অর্থ ছাড় করতে বিলম্ব করা হয়।

প্রকল্প থেকে নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড় না করার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৩৬ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১১ জন (১৪%) প্রকল্পে অর্থের অভাব, ১৫ জন (১৯%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ৭ জন (৯%) সংস্থার কাজের নিম্নমান, ৩ জন (৪%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৪৬ ঃ অর্থ ছাড় না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
প্রকল্পে অর্থের অভাব	২	১৩	১	৬.৭	২	২০	৪	২৬.৭	১	১০	১	৬.৬৭	১১	১৪
প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	২	১৩	৩	২০	২	২০	১	৬.৬৭	৬	৬০	১	৬.৬৭	১৫	১৯
সংস্থার কাজের নিম্নমান	১	৬.৭	২	১৩	০	০	৩	২০	০	০	১	৬.৬৭	৭	৯
অন্যান্য লিখুন	১	৬.৭	১	৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	০	০	০	০	৩	৪
মোট	৬	৪০	৭	৪৭	৪	৪০	৯	৬০	৭	৭০	৩	২০	৩৬	৪৫

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ জন (১০০%) উত্তরদাতা নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড় না করার কারণ হিসাবে প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতাকে দায়ী করেন। ১৫ জনের মধ্যে ঢাকায় ২ জন, খুলনায় ৩ জন, বরিশালে ২ জন, চট্টগ্রামে ১ জন, সিলেটে ৬ জন এবং রাজশাহীতে ১ জন। প্রকল্পের অর্থের অভাব মনে করেন ১১ জন (১৪%)। ১১ জনের মধ্যে ঢাকা ২ জন, খুলনায় ১ জন, বরিশালে ২জন, চট্টগ্রামে ৪ জন, সিলেটে ১ জন এবং রাজশাহীতে ১ জন। সংস্থার কাজের নিম্নমান বলে মতামত দেয়া ৭ জন (৯%) উত্তর দাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় যথাসময়ে না করার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে ব্যয় বিবরণী সঠিক সময় প্রেরণ না করা। তাছাড়া সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়ম করার কারণেও অনেক সময় অর্থ ছাড় করা হয় না। আবার অনেক সময় দাতা সংস্থা সঠিক সময়ে প্রকল্পকে অর্থ ছাড় না করায় সংস্থাকেও অর্থ দেয়া সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন (৯%) সম্পূর্ণ একমত, ২৬ জন (৩৩%) একমত, ১৭ জন (২১%) নিরপেক্ষ, ১৫ জন (১৯%) মোটেই একমত নয়, ১৫ জন (১৯%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৭ ঃ প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	০	০	১	৬.৭	১	১০	৪	২৬.৭	০	০	১	৬.৬৭	৭	৯
একমত	৫	৩৩	৪	২৭	৪	৪০	২	১৩.৩	৩	৩০	৮	৫৩.৩	২৬	৩৩
নিরপেক্ষ	২	১৩	৩	২০	১	১০	৬	৪০	৫	৫০	০	০	১৭	২১
মোটেই একমত নই	৪	২৭	২	১৩	২	২০	৩	২০	১	১০	৩	২০	১৫	১৯
একমত নই	৪	২৭	৫	৩৩	২	২০	০	০	১	১০	৩	২০	১৫	১৯
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ৭ জন (৯%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ২৬ জন (৩৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৪ জন, বরিশাল বিভাগে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৮ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৭ জন (২১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন, সিলেট বিভাগে ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। মোটেই একমত নই বলে মতামত দেয়া ১৫ জন (১০০%) ঢাকা বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত নই বলে মতামত দেয়া ১৫ জন (১৯%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প থেকে বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা গবেষক পর্যাপ্ত মনে করেন। তবে কোন কোন খাতে অতিরিক্ত যেমন সাদা কালো টেলিভিশন খাতে ৭০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আবার একটি কেন্দ্রে মাত্র ২০০ টাকা কেরোসিন বরাদ্দ ধরা হয়েছে যা মোটেই বাস্তব সম্মত নয়। আবার শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি তোলার জন্য কেন্দ্র বরাদ্দ দেয়া হয় নাই। সাইন বোর্ড তৈরী বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

১৯। প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলী ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনায় মূল নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন পিডি (প্রকল্প পরিচালক) এবং তার সাথে কয়েকজন ডিডি (উপ-পরিচালক)। পিডি এবং ডিডি সরকারের যথাক্রমে যুগ্ম-সচিব এবং উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। প্রকল্প মেয়াদে বার বার প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বদলী প্রকল্পে কি রূপ প্রভাব পড়ে তা জানার জন্য উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়।

প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বার বার বদলী প্রকল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯ জন (৬১%) সম্পূর্ণ একমত, ২১ জন (২৬%) একমত, ৬ জন (৮%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (৫%) মোটেই একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৮ ঃ প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলীতে প্রকল্প কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ন একমত	৮	৫৩	১১	৭৩	৬	৬০	১০	৬৬.৭	৫	৫০	৯	৬০	৪৯	৬১
একমত	৩	২০	২	১৩	২	২০	৪	২৬.৭	৫	৫০	৫	৩৩.৩	২১	২৬
নিরপেক্ষ	৩	২০	০	০	১	১০	১	৬.৬৭	০	০	১	৬.৬৭	৬	৮
মোটেই একমত নই	১	৬.৭	২	১৩	১	১০	০	০	০	০	০	০	৪	৫
একমত নই	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	১৫	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	১০	১০০	১৫	১০০	৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ৪৯ জন (৬১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮ জন, খুলনা বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন, সিলেট বিভাগে ৫ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ২১ জন (২৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন, সিলেট বিভাগে ৫ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৬ জন (৮%) এবং মোটেই একমত নই ৪ জন (৫%) বলে মতামত দেন।

একটি প্রকল্প যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বারবার বদলী প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত ১২ জুন-২০০৭ তারিখ বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়ান জু সচিবকে প্রেরিত এক পত্রে এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ৫ বছরে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ৬জন উপ-পরিচালক পরিবর্তন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে।

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে কোন দূর্বলতা আছে কিনা থাকলে কি ধরনের দুর্বলতা আছে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানা প্রয়োজন। দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা গেলে একদিকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সেই দুর্বলতার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া যাবে অন্যদিকে ভবিষ্যতে প্রকল্প ডিজাইন করা যাবে। তাই সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে প্রকল্পের দুর্বলতা সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বল দিক

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কি কি দুর্বল দিক আছে সে সম্পর্কে উত্তরদাতারা যে মতামত দেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। ইউপিওরা যথাযথ ভাবে কার্যক্রম পরিদর্শন ও সহযোগিতা করে না।

২। কেন্দ্রে কেরোসিন বাবদ কম অর্থ বরাদ্দ রাখা।

৩। সহায়ক/সহায়িকাদের সম্মানী ভাতা তুলনামূলক ভাবে কম।

৪। সিএমসির মিটিংয়ের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ না রাখা।

৫। সংস্থার সমাজ সেবা মানসিকতার পরিবর্তে মুনাফা মূখী আচরণ।

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। টিভি এবং টিভির ব্যাটারী মেরামতের বরাদ্দ না থাকা।

২। সংস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়া।

৩। যে মানের উপকরণ দেওয়ার কথা সে মানের উপকরণ সরবরাহ না করা।

৪। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৫। পিআই সংস্থার জন্য মোটরসাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা না থাকা।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। বেদখল হয়ে যাওয়া কেন্দ্র উপকরণ বা কেন্দ্র ঘর উদ্ধারের উদ্যোগের অভাব।

Dhaka University Institutional Repository

২। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব।

৩। যে সকল সহায়ক/সহায়িকা বা সংস্থা কাজে অবহেলা করে তাদের শাস্তি প্রদান না করা।

৪। নিয়মিত রিসোর্স পার্সন কর্তৃক ক্লাস না নেয়া।

৫। একটি ফেজ শেষ হওয়া অনেক দিন পরে আরেকটি ফেজ চালু হওয়া।

৬। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার উদ্যেগের অভাব।

চট্রগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। সিএমসি সদস্যদের প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা না করা।

২। সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজারদের কম সম্মানী ভাতা।

৩। সহায়ক/সহায়িকার মাসিক সম্মানী নিয়মিত পরিশোধ না করা।

৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ না করা।

৫। পুরান উপকরণ মেরামতের ব্যবস্থা না করা।

৬। সিএমসি মিটিংয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা না থাকা।

৭। রিসোর্স পার্সনদের সম্মনী প্রদানে অনিয়ম।

৮। কিছু কিছু কর্মকর্তাদের মধ্যে সুবিধা আদায়ে মানসিকতা।

৯। প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা সকল কেন্দ্র মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না করা (কোন কোন কেন্দ্র বারবার পরিদর্শন করা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক কেন্দ্র একবারও পরিদর্শন করা হয় না)।

১০। অসৎ সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করা।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। কেন্দ্র ঘর মালিককে ঠিকমত ভাড়া পরিশোধ করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

২। সহায়ক/সহায়িকাদের অপর্যাপ্ত বেতন।

৩। কেন্দ্র বিদ্যুৎ বিল সংস্থা ঠিকমত পরিশোধ করে না।

৪। পিআই সংস্থা ঠিকমত মনিটরিং করে না।

৫। অধিকাংশ ইউপিও কর্ম এলাকায় থাকে না এবং ঠিকমত কেন্দ্র পরিদর্শন করে না।

৬। রিসোর্স পার্সনদের বেতন ঠিকমত দেওয়া হয় না।

৭। অনেক সংস্থা শেষের কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে কর্মস্থান ত্যাগ করে।

৮। সিএমসির সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

২০। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকসমূহ ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলি জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতারা যে মতামত দেন তা নিম্নরূপ-

রাজশাহী বিভাগ ঃ

রাজশাহী বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। নিরক্ষর লোকেরা অক্ষর জ্ঞান লাভের সুযোগ পাচ্ছেন।

২। প্রতিটি কেন্দ্রে নিয়মিত দুটি জাতীয় পত্রিকা ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন রাখা।

৩। বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রকল্পের পাশাপাশি পিএম সংস্থা দ্বারা মনিটরিং ব্যবস্থা করা।

৫। রিসোর্স পার্সন হিসেবে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা।

৬। অনাগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদা নজর রাখার ব্যবস্থা থাকা।

৭। বিভিন্ন ট্রেডের প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগ ঃ

বরিশাল বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। প্রতি মাসে প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা মনিটরিং এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের জন্য আলাদা মনিটরিং সংস্থা নিয়োগ ব্যবস্থা।

২। প্রকল্প থেকে নিয়মিত অর্থ ছাড়।

৩। সিএমসি সভাপতি ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৪। সুপারভাইজার কর্তৃক কেন্দ্র পরিদর্শন।

ঢাকা বিভাগ ঃ

ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষার মাধ্যমে ইতিপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ঝালাইয়ের ব্যবস্থা।

২। শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা।

৩। সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৪। রিসোর্স পার্সন কর্তৃক নিয়মিত ক্লাস নেয়া।

৫। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা।

২। প্রতিটি কেন্দ্রে দুটি জাতীয় পত্রিকা নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা।

৩। ইউপিও কর্তৃক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৪। বিভাগীয় দল কর্তৃক চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিরুপণ।

৫। বিনামূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বিনোদনের উপকরণ হিসাবে টিভি, রেডিও ব্যবস্থা থাকা।

৭। ট্রেডভিত্তিক অনুসারক গ্রন্থ সরবরাহের ব্যবস্থা।

খুলনা বিভাগ ঃ

খুলনা বিভাগের উত্তরদাতারা প্রকল্পের যে সকল সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। সরকার এবং বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আলাদা আলাদা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা।

২। মাস্টার ট্রেইনার এবং সহায়ক/সহায়িকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৩। সব থেকে অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে প্রকল্পের লক্ষ্য দল হিসাবে চিহ্নিত করণ।

৪। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি রাখার ব্যবস্থা।

৫। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজের ব্যবস্থা।

৬। অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন দ্বারা ক্লাস পরিচালনা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় বর্তমান বাস্তবায়নাধীন একমাত্র প্রকল্প পিএলসিইএইচডি-১। এই প্রকল্পের কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য সরকারের ১জন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে এবং ৪জন উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে উপ-পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া প্রকল্পের নিজস্ব জনবল হিসাবে প্রধান কার্যালয় পিমুতে (Project Implementation and Management Unit) ৪জন সহকারী পরিচালক, ৬ বিভাগে ৬জন বিভাগীয় টিম লিডার, প্রতি বিভাগে ৩ জন করে বিভাগীয় টিম মেম্বার, ৩২ বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ৬৪ জন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটের মধ্যে বর্তমানে ৪২ জন কর্মরত আছেন, ২ জন হিসাব রক্ষকের মধ্যে ১জন হিসাব রক্ষক এবং ১০ জন কারিগরি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। গবেষক প্রকল্পের মোট ১৯ জন কর্মকর্তার মতামত নিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৪৯ ঃ প্রকল্প কর্মকর্তাদের পরিচিতি ঃ

	মোট অংশ	সেক্স		শিক্ষাগত যোগ্যতা			অভিজ্ঞতা				ধর্ম	
		পুরুঃ	মহিঃ	এইচ. এস. সি	বিএ	এম এ	১ বছরের কম	১-৩ বছর	৩ থেকে ৫ বছর	৫+	ইসঃ	হিন্দু
পিমু অফিসের	৩	৩				৩			২	১	৩	
মনিটরিং অফিসের	১০	১০			২	৮			৫	৫	১০	
বিভাগীয় দল	৬	৬			৬					৬	৬	
মোট	১৯	১৯			২	১২			৭	১২	১৯	

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উত্তরদাতা ১৯ জন প্রকল্প কর্মকর্তার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (পিমু) ৩ জন, মনিটরিং এ্যাসেসিয়েট ১০ জন এবং বিভাগীয় দলের ৬ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। ১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৯ জনই পুরুষ, কোন মহিলা উত্তরদাতা নাই। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭ জন স্নাতকোত্তর অন্যন্য ডিগ্রী রয়েছে এবং মাত্র ২ জন স্নাতক পাশ রয়েছে। স্নাতক পাশ ২ জনই মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে অভিজ্ঞতা রয়েচে ৭ জন উত্তরদাতার এবং ৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা রয়েছে ১২ জনের। উত্তরদাতা ১৯ জন সকরেই ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রকল্প পরিচালনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

যে কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ যেমন প্রয়োজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নও তেমনি জরুরী। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মোট তিনটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয়- প্রকল্প কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয় কিনা তা জানার জন্য। দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হবার জন্য কোন উপাদানটির ভূমিকা বেশী। তৃতীয় প্রশ্নটি করা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত না হবার কারণ জানার জন্য।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে কি এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন প্রকল্প কর্মকর্তা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২ জন (৬৩%) হ্যাঁ, ৭ জন (৩৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫০ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	২	৬৭	৭	৭০	৩	৫০	১২.০	৬৩.২
না	১	৩৩	৩	৩০	৩	৫০	৭.০	৩৬.৮
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১২ জন (৬৩%) উত্তরদাতার মধ্যে পিমু অফিসের ২ জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৭ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ৭ জন (৩৭%) উত্তরদাতার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৩ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৩ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলে না। প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত থাকায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় হীনতার কারণে অনেক সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না। ২০০০ সালে প্রকল্প শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে কার্যক্রম শুরু হয় ২০০২ সালে। ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীকে এ সময়ে শিক্ষাদান করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এনজিও নির্বাচন সময় মত করা সম্ভব হয় না। তবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শুরু, শেষ, পিএল কোর্স চালু এবং সিই কোর্স চালু ইত্যাদি পরিকল্পনা মত করা সম্ভব হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার জন্য কৃতিত্বের দাবীদার উপাদান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন ১২ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন (১৮.২%) দাতাসংস্থার সহযোগিতা, ৭ জন (৩১.৮%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা, ১ জন (৪.৫%) এনজিও সমূহের সহযোগিতা বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫১ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
দাতাসংস্থার সহযোগিতা	০	০	২	২০	২	৩৩	৪.০	১৮.২
প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা	১	৩৩	৫	৫০	১	১৭	৭.০	৩১.৮
এনজিও সমূহের সহযোগিতা	১	৩৩	০	০	০	০	১.০	৪.৫
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	২	৬৭	৭	৭০	৩	৫০	১২.০	৫৫

উৎস ঃ মতামত জরীপ

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলার কারণ হিসাবে দাতা সংস্থার সহযোগিতা কৃতিত্বের দাবীদার বলে মতামত দেয়া ৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ২ জন বিভাগয়ি অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতাকে সব থেকে বেশী কৃতিত্বের দাবীদার বলে মতামত দেন সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭ জন কর্মকর্তা। ৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৫ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ১ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী আন্তরিক প্রকল্পের নিজস্ব জনবল। তারা মনে করেন প্রকল্প সুন্দরভাবে চালাতে পারলে ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে এবং এ জাতীয় নতুন প্রকল্প আসবে। প্রকল্প কর্মকর্তারা আন্তরিক হলেও অনেক সময় তাদের পক্ষে সব কাজ সঠিক সময়ে করা সম্ভব হয় না কারণ বিভিন্ন সংস্থা এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা অনেক সময় সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতা করেন। তবে প্রকল্প থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত না হলে তার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৭ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা, ২ জন (৯.১%) দাতাসংস্থার অসহযোগিতা, ৩ জন (১৩.৬%) এনজিও সমূহের অসহযোগিতা, ১ জন (৪.৫%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫২ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
দাতাসংস্থার অসহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	০	০	২	২০	০	০	২.০	৯.১
এনজিও সমূহের অসহযোগিতা	০	০	০	০	৩	৫০	৩.০	১৩.৬
অন্যান্য লিখুন	১	৩৩	০	০	০	০	১.০	৪.৫
মোট	১	৩৩	৩	৩০	৩	৫০	৭	৩৩

উৎস ঃ মতামত জরীপ

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম না চলার কারণ হিসাবে মাট ৭ জন কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা, ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা প্রকল্প কর্মকর্তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগিতা, ৩ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা এনজিওসমূহের অসহযোগিতা এবং ১ জন পিমু অফিসার অন্যান্য কারণকে দায়ী করে মতামত প্রকাশ করেন।

প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্প কর্মকর্তারাও দায়ী হন। সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে বদলী করাই অনেক সময় নতুন কর্মকর্তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারেন না ফলে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। প্রকল্প এবং ব্যুরোর কিছু অসাধু কর্মকর্তা বিভিন্ন সময় সংস্থার কাছ থেকে সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমকে ব্যহত করে।

২। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি কি সমস্যা হয় তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই জরুরী। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি কি সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করার জন্য একটি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং উত্তরদাতাদের মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮ জন (৪২.১%) এনজিও ও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহ, ২ জন (১০.৫%) প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ২ জন (১০.৫%) রাজনৈতিক প্রভাব, ৪ জন (২১.১%) সিদ্ধান্তহীনতা, ৩ জন (১৫.৮%) ফিল্ড পর্যায় অসহযোগিতা বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫৩ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
এনজিও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহ	১	৩৩	৪	৪০	৩	৫০	৮.০	৪২.১
প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা	০	০	২	২০	০	০	২.০	১০.৫
অর্থের অভাব	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
রাজনেতিক প্রভাব	১	৩৩	১	১০	০	০	২.০	১০.৫
সিদ্ধান্তহীনতা	০	০	২	২০	২	৩৩	৪.০	২১.১
ফিল্ড পর্যায় অসহযোগিতা	১	৩৩	১	১০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহকে দায়ী করে মতামত দেয়া ৮ জন (৪২%) উত্তরদাতার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৪ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৩ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতাকে দায়ী করে ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা মতামত দেন। রাজনৈতিক প্রভাবকে দায়ী করে পিমু অফিসের ১ জন এবং ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা মতামত দেন। সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করে ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসার মতামত দেন। ফিল্ড পর্যায়ের অসহযোগিতাকে দায়ী করে পিমু অফিসের ১ জন, বিভাগীয় অফিসের ১ জন এবং ১জন মনিটরিং কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০% মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৫০% বিভাগীয় কর্মকর্তা মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্য হিসাবে এনজিও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহকে বেশী দায়ী করেন। উত্তরদাতার ২০% মনিটরিং কর্মকর্তা প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতাকে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নকে সমস্যা বলে মতামত দেন।

বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মত বিনিময় করে জানা যায় যে এ প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত একটি প্রকল্প কিন্তু মূল সমস্যা হলো যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় সে সকল বেসরকারী সংস্থা অনেক সময় অতিরিক্ত মুনাফা মূখী হয়ে পড়ে। তারা প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে ব্যয় করতে চায় না। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ দেয়া হয় না ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। প্রকল্পের মনিটরিং কাজে নিয়োজিত মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটগণও বিভিন্ন সময় তাদের মনিটরিং প্রতিবেদন বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তা সঠিকভাবে সহযোগিতা করে না।

৩। প্রকল্পে প্রয়োজনীয় লোকবল, গাড়ী, যন্ত্রপাতির পরিমাণ ঃ

সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে প্রকল্প কার্যক্রম চালাবার জন্য দক্ষ জনশক্তি, গাড়ী যন্ত্রপাতি একান্ত জরুরী। প্রকল্পের জনশক্তি, গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত ২টি প্রশ্ন করে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

জনবল, গাড়ী ও যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা আছে কিনা তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় অপ্রতুলতার কারণ জানার জন্য। নিম্নে প্রশ্ন দুটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্প পরিচালনায় জনবল, গাড়ী, যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেন উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (৬৮.৪%) হ্যাঁ, ৬ জন (৩১.৬%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫৪ ঃ প্রকল্পে জনবল গাড়ী যন্ত্রপাতি অপ্রতুলতা ঃ

মতামত	বিভাগ						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩	১০০	৬	৬০	৪	৬৭	১৩.০	৬৮.৪
না	০	০	৪	২৭	২	১৩	৬.০	৩১.৬
মোট	৩	১০০	১০	৮৭	৬	৮০	১৯.০	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৩ জন (৬৮%) কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ৩ জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৬ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৪ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ৬ জন (৩২%) কর্মকর্তার মধ্যে মনিটরিং কর্মকর্তা ৪ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

প্রকল্পের প্রধান অফিস এবং বিভাগীয় অফিস ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ ফটোকপি মেশিন নষ্ট। কম্পিউটার প্রতি বিভাগে ২টি করে থাকার কথা থাকলেও ১টি করে সচল আছে এবং অন্যটি নষ্ট। ৬ বিভাগের জন্য ৬টি জীপ গাড়ী কেনার কথা থাকলেও বাস্তবে ৪টি কেনা হয়েছে। ক্রয়কৃত ৪টি জীপের মধ্যে ২টি মন্ত্রণালয়, ১টি প্রকল্প অফিসে এবং অন্যাটি রাজশাহী বিভাগে আছে। প্রকল্প থেকে নষ্ট ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার মেরামত করার ব্যবস্থা নিলে কিছুটা হলেও কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। পিমু এবং বিভাগীয় টিম লিডারের কার্যালয়ের অধিকাংশ প্রিন্টার নষ্ট। বিভাগীয় অফিসে OHP (Over Head Projector) থাকলেও তার কোন ব্যবহার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পে গাড়ী যন্ত্রপাতির অপ্রতুল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০ জন (৫২.৬%) অর্থের অভাব, ৬ জন (৩১.৬%) উদ্যোগের অভাব, ৩ জন (১৫.৮%) সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের অসহযোগিতা বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫৫ ঃ জনবল গাড়ী যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
অর্থের অভাব	০	০	৬	৬০	৪	৬৭	১০.০	৫২.৬
উদ্যোগের অভাব	০	০	৪	৪০	২	৩৩	৬.০	৩১.৬
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের অসহযোগিতা	৩	১০০	০	০	০	০	৩.০	১৫.৮
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

অর্থের অভাবকে দায়ী করে মতামত দেয়া ১০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৬ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৪ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। উদ্যোগের অভাবকে দায়ী করে মতামত দেয়া ৬ জন (৩২%) কর্মকর্তার মধ্যে মনিটরিং কর্মকর্তা ৪ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের অসহযোগিতাকে দায়ী করে পিমু অফিসের ৩ জন কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেন।

প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনায় জানা যায় অর্থের অভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার ও জীপ ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবে প্রকল্প কর্মকর্তাদের অদক্ষতার কারণেই বর্তমানে এ অর্থ সমস্যা দেখা দিয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এ সব যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দাতা সংস্থা সময় বেধে দিলেও বাস্তবে প্রকল্প কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও অদুরদর্শীতার কারণে্ যথসময়ে কেনা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে দাতা সংস্থা এ খাত থেকে টাকা প্রত্যাহার করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪ । প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ও মনিটরিং এনজিও কর্তৃক অর্থ ব্যয় ঃ

প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ বাস্তবায়নকারী এবং মনিটরিং সংস্থা নিয়মত অর্থ ব্যয় করে কিনা এবং ব্যয় না করলে তার কারণ জানার জন্য ২টি প্রশ্ন করা হয় । প্রথম প্রশ্নটি করা হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করে কিনা তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় না করার কারণ জানার জন্য । নিম্নে প্রশ্ন দুটি এবং উত্তরদাতাদের মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়মমত ব্যয় করে কিনা এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন । উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১০.৫%) হ্যাঁ, ১৭ জন (৮৯.৫%) না বলে মতামত দিয়েছেন ।

টেবিল নং- ৪.৫৬ ঃ সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয় ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	০	০	২	২০	০	০	২.০	১০.৫
না	৩	২০	৮	৫৩	৬	৪০	১৭.০	৮৯.৫
মোট	৩	২০	১০	৭৩	৬	৪০	১৯.০	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ২ জন (১০%) উত্তরদাতার মধ্যে ২ জনই মনিটরিং কর্মকর্তা এবং না বলে মতামত দেয়া ১৭ জন (৯০%) উত্তরদাতার মধ্যে পিমু অফিসের ৩ জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৮ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৬ জন কর্মকর্তা রয়েছেন ।

বেসরকারী সংস্থা নিয়মমত অর্থ ব্যয় করে না । বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিকমত ব্যয় করে না । প্রকল্প অফিস থেকে যে গাইড লাইন দেয়া হয় সে অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করে না । এ জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থাকে শোকজ করা হয় । তাছাড়া প্রায় .....গুলি সংস্থার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি আছে । মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে দেখা যায় অনেক সংস্থা নিয়মিত জাতীয় পত্রিকা রাখে না । রিসোর্স পার্সনদের বরাদ্দ যে অর্থ দেয়া আছে তা খরচ করে না । প্রথিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণ বরাদ্দ যে অর্থ আছে তা খরচ করে না ।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত অর্থ ব্যয় না করার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৭ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫ জন (৭৮.৯%) দূর্নীতি, ২ জন (১০.৫%) অনীহা বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫৭ ঃ নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ব্যয় না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
অজ্ঞতা	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
দূর্নীতি	৩		৭		৫		১৫.০	৭৮.৯
অনীহা	০		১		১		২.০	১০.৫
অন্যান্য কারণ	০		০		০		০.০	০.০
মোট	৩	০	৮	০	৬	০	১৭.০	৮৯.৫

উৎস ঃ মতামত জরীপ

দুর্নীতিকে দায়ী করে মতামত দেয়া ১৫ জন (৭৯%) কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন পিমু অফিসের, ৭ জন মনিটরিং অফিসার এবং ৫ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। অনীহাকে দায়ী করে মতামত দেয়া ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে মনিটরিং কর্মকর্তা ১ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ১ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

অর্থ ঠিকমত ব্যয় না করার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকলেও সব থেকে বড় কারণ প্রকল্প এবং বেসরকারী সংস্থার লোকদের দূর্নীতি আর সে কাজে সহযোগিতা করে প্রকল্পের কিছু লোক। বেসরকারী সংস্থার লোকদের সাথে দূর্নীতি নিয়ে আলোচনা করলে তারা জানান প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায় কর্মকর্তা, মনিটরিং কর্মকর্তা এবং পিমু অফিসের লোকদের বিভিন্ন ভাবে অর্থ দিতে হয়। ফলে এই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা অর্থ ঠিক মত ব্যয় করে না। প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে বেসরকারী সংস্থা বিপুল অংকের টাকা প্রকল্প থেকে আত্মসাৎ করে তার সামান্য অংশ বিভিন্ন পর্যায় কিছু অসাধু কর্মকর্তাকে দিয়ে তারা পার পেয়ে যান। অনেক বেসরকারী সংস্থা সমাজ সেবী মনোভাবের পরিবর্তে মুনাফামুখী হয়ে পড়েছে ফলে তারা কাজের মানের চেয়ে অর্থ সাশ্রয় করার বেশী চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫ । এনজিও কার্যক্রমে প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া ঃ

মাঠ পর্যায়ে কার্যম্র বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতামত জানার জন্য ১টি প্রশ্ন করা হয় । নিম্নে প্রশ্নটি এবং উত্তরদাতাদের মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন । উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (৬৮.৪%) আংশিক সন্তুষ্ট, ৫ জন (২৬.৩%) মোটেই সন্তুষ্ট না, ১ জন (৫.৩%) সন্তুষ্ট না বলে মতামত দিয়েছেন ।

টেবিল নং- ৪.৫৮ ঃ এনজিওদের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
আংশিক সন্তুষ্ট	২	৬৭	৮	৮০	৩	৫০	১৩.০	৬৮.৪
নিরপেক্ষ	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোটেই সন্তুষ্ট না	১	৩৩	১	১০	৩	৫০	৫.০	২৬.৩
সন্তুষ্ট না	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯.০	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে কোন উত্তরদাতাই এনজিও কার্যক্রমে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রকাশ করেন নি । ১৩ জন (৬৮%) আংশিক সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রদানকারী উত্তরদাতার মধ্যে ২ জন পিমু অফিসের, ৮ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৫ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন । মোটেই সন্তুষ্ট না বলে মতামত প্রদানকারী ৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৩ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন । কার্যক্রমে সন্তুষ্ট না বলে মতামত দিয়েছেন ১ জন মাত্র মনিটরিং অফিসার ।

সন্তুষ্টি আপেক্ষিক বিষয় হলেও বিভিন্ন পর্যায় কর্মকর্তারা ঢালাও ভাবে সকল সংস্থাকে খারাপ বলতে চান না । তাদের মতে অনেক সংস্থাই সুনামের সাথে কাজ করেছে । আবার কিছু কিছু সংস্থা অত্যান্ত নিম্ন মানের কাজ করছে । ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত সংস্থা ঠিকমত কাজ করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সংস্থা ঠিকমত কাজ করে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় মনিটরিং ঠিকমত করা যায় না বলে সে সুযোগে তারা কার্যক্রমে অনিয়ম করে থাকে। গত ২৬ শে মে-২০০৪ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরে গণশিক্ষায় ৬২ সংস্থা কালো তালিকাভূক্ত করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বরগুণা জেলায় সর্বোচ্চ ৮টি বেসরকারী সংস্থা রয়েছে।

৬। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি তা জানার জন্য ১টি প্রশ্ন করে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হলো।

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি এ প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১০.৫%) আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ৫ জন (২৬.৩%) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ১ জন (৫.৩%) কর্মী ব্যবস্থাপনা, ৫ জন (২৬.৩%) সঠিক পরিকল্পনা, ৬ জন (৩১.৬%) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৫৯ ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১	৩৩	০	০	১	১৭	২.০	১০.৫
প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	০	০	৪	৪০	১	১৭	৫.০	২৬.৩
কর্মী ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	১	১৭	১.০	৫.৩
সঠিক পরিকল্পনা	১	৩৩	৩	৩০	১	১৭	৫.০	২৬.৩
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়	১	৩৩	৩	৩০	২	৩৩	৬.০	৩১.৬
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করে মতামত দেয়া ২ জন (১০%) কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের এবং অন্য জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করে মতামত দেয়া ৫ জন (২৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ৪ জন মনিটরিং

Dhaka University Institutional Repository

অফিসের এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। সঠিক পরিকল্পনাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে মতামত দেন ৫ জন (২৬%) এর মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ৩ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমম্বয়-কে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করেছেন ৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের ৩ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন।

প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে সঠিক পরিকল্পনা করে উপযুক্ত কর্মী বাহিনী দ্বারা বিভিন্ন বিভাগের সমম্বয় সাধনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করা যায়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনা আছে, দক্ষ জনশক্তি আছে কিন্তু সমস্যা হলে দূর্নীতি এবং সমম্বয়হীনতা। মাঝে মধ্যে প্রকল্প অফিস, ব্যুরো এবং মন্ত্রণালয় এই তিনটি স্তরে দারুণভাবে সমম্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়।

৭। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মতামত জানার জন্য উত্তরদাতার নিকট ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় সে সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় সিদান্ত বাস্তবায়ন কিভাবে করা হয় সে সম্পর্কে। নিম্নে প্রশ্ন ২টির আলোকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো।

প্রকল্প সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) অফিস কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে, ৮ জন (৪২.১%) চাপিয়ে দেয়া হয়, ৭ জন (৩৬.৮%) সরকারী নীতিমালা অনুসারে, ৩ জন (১৫.৮%) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ করে বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৬০ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
অফিস কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
চাপিয়ে দেয়া হয়	১	৩৩	৩	৩০	৪	৬৭	৮.০	৪২.১
সরকারী নীতিমালা অনুসারে	২	৬৭	৪	৪০	১	১৭	৭.০	৩৬.৮
সংশিষ্ট সকলের সাথে আলাপ করে	০	০	২	২০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯.০	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে মতামত দেন মাত্র ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় বলে মতামত দেয়া ৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ৩ জন মনিটরিং অফিসার এবং ৪ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। সরকারী নীতিমালা অনুসারে মতামত দেয়া ৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২জন পিমু অফিসের, ৪ মনিটরিং অফিসার এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে বলে মতামত দেয়া ৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২ জন পিমু অফিসের এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সাধারণত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে করার কথা কিন্তু এ প্রকল্পের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করা হয় না। ২/১ দিন আগে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয় এবং তা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খুবই কম সময় দেয়া হয়। তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কাজের গুণগত মান নিম্নমানের হয়। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনায় জানা যায় তাদেরকে কোন সময় না দিয়েই তাৎক্ষনিকভাবে অনেক সময় কাজ করতে বলা হয়। এতে কাজের মান খারাপ এবং অর্থের অপচয় ঘটে। অনেক সময় প্রকল্প থেকে সংস্থা সম্পর্কিত অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেখানে সংস্থার পক্ষে কোন প্রতিনিধি থাকে না। ফলে সংস্থার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন (৫২.৬%) একমত, ১ জন (৫.৩%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২১.১%) মোটেই একমত নয় , ৩ জন (১৫.৮%) একমত নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬১ ঃ প্রকল্প থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
একমত	২	৬৭	৫	৫০	৩	৫০	১০.০	৫২.৬
নিরপেক্ষ	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
মোটেই একমত নয়	০	০	২	২০	২	৩৩	৪.০	২১.১
একমত নয়	১	৩৩	১	১০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেন ১ জন মাত্র মনিটরিং কর্মকর্তা। একমত বলে মতামত দেয়া ১০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন পিমু অফিসের ৫ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৩ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন নিরপেক্ষ ৪ জন মোটেই একমত নই এবং ৩ জন একমত নই বলে মতামত দেন।

এনজিওদেরকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুবই সামান্য সময় আগে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। প্রকল্প কর্তৃক প্রতি মাসে একটি করে সমন্বয় সভা আহবান করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সভার তারিখ ২/১দিন আগে জানান হয়। ফলে সারা দেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় কর্মরত সংস্থাকে তড়িঘড়ি করে সভায় কোন প্রস্তুতি ছাড়াই অংশ গ্রহণ করতে হয়। ৬ বি ফেজে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের তারিখ মাত্র ২ দিন আগে জানানো হয়। ফলে অনেক সংস্থার পক্ষে যথাসময় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

৮। শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার সংখ্যা, কারণ ও প্রতিকার ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া একটি বড় সমস্যা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার সংখ্যা, কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে মোট ৩টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় ঝড়ে পড়ার সংখ্যা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় ঝড়েপড়া সংখ্যা কমের কারণ সম্পর্কিত। নিম্নে প্রশ্ন ৩টি এবং উত্তরদাতাদের নিকট তেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) সংখ্যা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) খুব বেশী, ৭ জন (৩৬.৮%) মোটামুটি, ৮ জন (৪২.১%) খুব কম, ৩ জন (১৫.৮%) কম বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬২ ঃ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুব বেশি	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
বেশি	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোটামুটি	২	৬৭	৩	৩০	২	৩৩	৭.০	৩৬.৮
খুব কম	১	৩৩	৪	৪০	৩	৫০	৮.০	৪২.১
কম	০	০	২	২০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯.০	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুব বেশী বলে মতামত দেন ১ জন মাত্র মনিটরিং কর্মকর্তা। বেশী বলে কেহ মতামত দেননি। মোটামোটি বলে মতামত দেন ৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন পিমু অফিসের, ৩ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। খুব কম বলে মতামত দেয়া ৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ৪ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ৩ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। কম বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প ডকুমেন্টস অনুযায়ী কোন প্রশিক্ষণার্থী একটানা ৩০ দিন কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকলে তাকে ড্রপ আউট হিসাবে ধরা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন প্রশিক্ষণার্থী একটানা ৩০ দিন অনুপস্থিত থাকে না তাই ড্রপ আউট সংখ্যা খুবই কম। তবে অনেক প্রশিক্ষণার্থী সপ্তাহে ২/৩ দিন কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন।

প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া সংখ্যা বেশী হলে এটা কিভাবে রোধ কার যায় এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৩ ঃ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ঝরে পড়া রোধ করার উপায় ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে	০	০	১	১০	০	০	১.০	৫.৩
সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
শিক্ষা ভাতা দিয়ে	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	০	০	১	১০	০	০	১	৫.৩

উৎস ঃ মতামত জরীপ

ঝরেপড়া সংখ্যা খুব বেশী বলে মতামত দেয়া ১ জন মাত্র কর্মকর্তা মনে করেন তার মতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ঝরেপড়া রোধ করা যায়।

ড্রপ আউট সংখ্যা খুবই কম হলেও অনুপস্থিতির হার খুবই বেশী বিশেষ করে পুরুষ শিফটে। অনুপস্থিতি রোধ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক লেখাপড়া, খেলাধুলা, শিক্ষার বিনিময় খাদ্য অথবা সরকারী কোন সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে শিক্ষার্থীদেরকে কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) সংখ্যা খুব হলে এ জন্য কোন বিষয়টি কৃতিত্বের দাবীদার এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ৮ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (১৫.৮%) সচেতনতা বৃদ্ধি, ৫ জন (২৬.৩%) বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৪ ঃ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ঝরে পড়া সংখ্যা কমের কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সামাজিক জাগরণ	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
সচেতনতা বৃদ্ধি	০	০	২	২০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ	১	৩৩	২	২০	২	৩৩	৫.০	২৬.৩
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	১	৩৩	৪	৪০	৩	৫০	৮	৪২

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সচেতনতা বৃদ্ধি কৃতিত্বের দাবীদার বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ১ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা রয়েছেন। বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বলে মতামত দেয়া ৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ২ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় অফিসের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থীরা ৮০ টি ট্রেডের মধ্যে যে কোন ১টি ট্রেড তাদের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দ করতে পারবে। ট্রেডগুলি অত্যান্ত বাস্তব সম্মত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সফলভাবে ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করার পর তাদেরকে লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আয় বর্ধক কাজে নিয়োগ করতে সহযোগিতা করা হয়। যেহেতু ট্রেডটি বাস্তবভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক তাই শিক্ষার্থীরা এ জাতীয় প্রশিক্ষণ পছন্দ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণ ও তার মান ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহৃত উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হয় কিনা এবং সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কিত মোট ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় শিক্ষা কেন্দ্রে উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হয় কিনা সে সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কিত বিষয়ে। নিম্নে প্রশ্ন ২টি এবং উত্তরদাতাদের দেয়া মতামত উপস্থাপন করা হলো।

শিক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসময়ে কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৮ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (১৫.৮%) হ্যাঁ, ৫ জন (৫.৬%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৫ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	১	৩৩	১	১০	১	১৭	৩.০	১৫.৮
না	২	১৩	৯	৬০	৫	৩৩	৫.০	৫.৬
মোট	৩	৪৭	১০	৭০	৬	৫০	৮.০	৮.৯

উৎস ঃ মতামত জরীপ

পিএলসিই শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করার কথা বাস্তবে সে সকল উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথা সময়ে সরবরাহ করা হয় না। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতি শিক্ষার্থীর এক সংগে ১টি গ্রুপ ছবি থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ কেন্দ্রেই গ্রুপ ছবি পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় যে অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্রে নোটিশ বোর্ড নেই। পিএল পর্যায় প্রতি মাসে ১টি খাতা, ১টি কলম প্রতি শিক্ষার্থীকে দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেয়া হয় না। সিই পর্যায় ট্রেড উপকরণ ঠিকমত দেয়া হয় না। প্রতিদিন প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ২টি জাতীয় পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন দেয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেয়া হয় না। জ্বালানী তৈল বাবদ ১৫০ টাকা দেয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা দেয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫ জন (৭৯%) মোটামুটি, ৩ জন (১৬%) খারাপ, ১ জন (৫%) খুবই খারাপ বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৬ ঃ শিক্ষা কেন্দ্র সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই ভাল	০	০	০	০	০	০	০	০
ভাল	০	০	০	০	০	০	০	০
মোটামুটি	৩	১০০	৯	৯০	৩	৫০	১৫	৭৯
খারাপ	০	০	১	১০	২	৩৩	৩	১৬
খুবই খারাপ	০	০	০	০	১	১৭	১	৫
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সরবরাহকৃত উপকরণের মান খুবই ভাল এবং ভাল বলে কেহ মতামত প্রকাশ করেনি। মোটামোটি বলে মতামত দেয়া ১৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে পিমু অফিসের ৩ জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৯ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৩ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। খারাপ বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে মনিটরিং কর্মকর্তা ১ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। খুবই খারাপ বলে মতামত দিয়েছেন বিভাগীয় অফিসের ১ জন মাত্র কর্মকর্তা।

বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণ মান তেমন ভাল না। সাদা কালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারীসহ) বাবদ ৭০০০/- টাকা দেয়া হলেও বাস্তবে তারা অত্যন্ত কম দামে নিম্ন মানের টেলিভিশন ক্রয় করেছে। অধিকাংশ কেন্দ্রের টেলিভিশন নষ্ট, চেয়ার-টেবিল ভেংগে গিয়েছে। ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা কেন্দ্র ঘর স্থাপনের জন্য দেয়া হলেও বাস্তবে তা ১০/১২ হাজার টাকায় তৈরী করা হয় অর্থাৎ নিম্নমানের ঘর ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণের মান খারাপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫.৩%) উভয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৬৭ ঃ সরবরাহকৃত উপকরণের মান খারাপ হওয়ার কারণ ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
এনজিওদের অসহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	০	০
প্রকল্প থেকে অর্পযাপ্ত মনিটরিং	০	০	০	০	০	০	০	০
উভয়	০	০	০	০	১	১৭	১	১০০
অন্যান্য	০	০	০	০		০	০	০
মোট	০	০	০	০	১	০	১	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সরবরাহকৃত উপকরণের মান খুবই খারাপ বলে মতামত দেয়া উত্তরদাতার মতে এনজিওদের অসহযোগিতা এবং প্রকল্প থেকে অপর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থা উভয়কেই দায়ী করে ১ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা মতামত দেন।

উপকরণের মান খারাপ হওয়ার কারণ বেসরকারী সংস্থার সেবা মানসিকতার পরিবর্তে মুনাফা মানসিকতা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসাধু মানসিকতা। প্রকল্পের কিছু অসাধু কর্মকর্তার সহযোগিতায় বেসরকারী সংস্থা নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। ক্রয়কৃত উপকরণের ব্যয় বিবরণীতে (SOE) বিএনএফই এর জেলা পর্যায় কর্মকর্তা প্রতি স্বাক্ষর করে থাকেন। নিম্নমানের উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও জেলা পর্যায় কর্মকর্তা অনেক সময় ব্যয় বিবরণীতে প্রতি স্বাক্ষর করে থাকেন। টিভি খাতে ৭০০০/- টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে অনেক সংস্থা ২৫০০/- থেকে ৩০০০/- টাকার মধ্যে টিভি ক্রয় করে কার্যক্রম চালিয়ে থাকেন।

১০। প্রকল্প কর্মকর্তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে মতামত ঃ

প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট মোট ২টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা সম্পর্কে। প্রশ্ন ২টি এবং উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতন এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (৫%) সম্পূর্ণ একমত, ৪ জন (২১%) একমত, ৮ জন (৪২%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২১%) মোটেই একমত নয়, ২ জন (১১%) একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৮ ঃ প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতনতা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	০	০	০	০	১	১৭	১	৫
একমত	১	৩৩	২	২০	১	১৭	৪	২১
নিরপেক্ষ	১	৩৩	৫	৫০	২	৩৩	৮	৪২
মোটেই একমত নই	০	০	৩	৩০	১	১৭	৪	২১
একমত নই	১	৩৩	০	০	১	১৭	২	১১
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয় ১ জন মাত্র কর্মকর্তা যিনি বিভাগীয় অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ২জন এং বিভাগীয় অফিসের ১ জন কর্মকর্তা রয়েছন। নিরপেক্ষ মতামত দেয়া ৮ জন কর্মকর্তাদের মধ্যে পিমু অফিসের ১ জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৫ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। মোটেই একমত নই বলে মতামত দেয়া ৪ জন কমৃকর্তার মধ্যে ৩ জন মনিটরিং এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। একমত নই বলে মতামত দেয়া ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের অন্যজন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা।

প্রকল্প কর্মকর্তারা তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও মাঝে মধ্যে মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে যা বিভিন্ন সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্বে গতিশীলতা না থাকায় প্রকল্পের জনবল তাদের জুলাই, ০৬ থেকে মার্চ-০৭ পর্যন্ত বেতনের ১৮% পেয়েছেন এপ্রিল-০৭ মাসে। প্রকল্পের অনেক পদ শূন্য হলেও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

একজন কর্মকর্তা হিসাবে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপনি কতটা সক্ষম এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন (৩১.৬%) সম্পূর্ণ সক্ষম, ৯ জন (৪৭.৪%) সক্ষম, ৪ জন (২১.১%) আংশিক সক্ষম বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৬৯ ঃ প্রকল্প কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ সক্ষম	০	০	৫	৫০	১	১৭	৬.০	৩১.৬
সক্ষম	১	৩৩	৪	৪০	৪	৬৭	৯.০	৪৭.৪
আংশিক সক্ষম	২	৬৭	১	১০	১	১৭	৪.০	২১.১
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ সক্ষম বলে মতামত দেয়া ৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৫ জন মনিটরিং এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। সক্ষম বলে মতামত দেয়া ৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং কর্মকর্তা ৪ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৪ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। আংশিকভাবে সক্ষম বলে মতামত দেয়া ৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ২ জন, মনিটরিং ১ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ১ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

অধিকাংশ কর্মকর্তা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলে মতামত দিলেও মনিটরিং কার্যক্রমে জড়িত কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন না বলে মনে হয়। অনেক সময় অর্পিত দায়িত্ব যথাসময় সম্পাদন না করে তড়িঘড়ি করে এক সঙ্গে সম্পাদন করেন। এতে কাজের মান খারাপ হয়। প্রকল্পে বিভিন্ন পদে নিয়োগকৃত জনবল অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কিন্তু তাদেরকে সঠিকভাবে কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করতে না পারায় একদিকে কর্মকর্তারা অসলভাবে সময় কাটায় অন্যদিকে প্রকল্পে গতিহীনতা পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১। প্রকল্পের লক্ষ্য দল এ প্রকল্প দ্বারা কতটা উপকৃত হয় তা মূল্যায়ন ঃ

এ প্রকল্পের দ্বারা লক্ষ্য দল উপকৃত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট ১টি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

এ প্রকল্প দ্বারা প্রকল্পের লক্ষ্য দল উপকৃত হচ্ছে এ সম্পর্কে উত্তর দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১০.৫%) সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন (৪২.১%) একমত, ১জন (৫.৩%) নিরপেক্ষ, ১ জন (৫.৩%) মোটেই একমত নই, ২ জন (১০.৫%) একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭০ ঃ প্রকল্পের লক্ষ্যদলের এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হওয়া ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	০	০	১	১০	১	১৭	২	১০.৫
একমত	৩	১০০	১	১০	৪	৬৭	৮	৪২.১
নিরপেক্ষ	০	০	১	১০	০	০	১	৫.৩
মোটেই একমত নই	০	০	১	১০	০	০	১	৫.৩
একমত নই	০	০	১	১০	১	১৭	২	১০.৫
মোট	৩	১০০	৫	৫০	৬	১০০	১৪	৭৪

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ১ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা। একমত বলে মতামত দেয়া ৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন পিমু অফিসের, ১ জন মনিটরিং এবং ৪ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। নিরপেক্ষ বলে মতামত দিয়েছেন একমাত্র উত্তরদাতা যিনি মনিটরিং অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। মোটেই একমত নই বলে মতামত দেন ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা। একমত নই বলে মতামত দেয়া ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং অন্যতম বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা। এ প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেড থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশেষ করে মৎস্য চাষ, দর্জি বিজ্ঞান, হাঁস-মুরগী পালন, নার্সারী, গাভী

Dhaka University Institutional Repository

পালন, হাউজ ওয়ারিং ইত্যাদি দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীরা উপকৃত হয়েছে বলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে আলোচনায় জানা যায়। অনেক মহিলা প্রশিক্ষণার্থী দর্জি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

১২। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন ঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত জানার জন্য ১টি প্রশ্ন করা হয় প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট। নিম্নে প্রশ্নটি এবং উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও হিসাবে নির্বাচিত এনজিও সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেন সর্ব মোট ১৯ জন কর্মকর্তা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন (৩১.৬%) সন্তোসজনক, ৫ জন (২৩.৬%) নিরপেক্ষ, ৩ জন (১৫.৮%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৫ জন (২৬.৩%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭১ ঃ বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	০	০	০	০	০	০	০.০	০.০
সন্তোসজনক	১	৩৩	৪	৪০	১	১৭	৬.০	৩১.৬
নিরপেক্ষ	১	৩৩	২	২০	২	৩৩	৫.০	২৬.৩
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	১	১০	২	৩৩	৩.০	১৫.৮
সন্তোসজনক নয়	১	৩৩	৩	৩০	১	১৭	৫.০	২৬.৩
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুবই সন্তোষজনক বলে কোন উত্তরদাা মতামত দেয়নি। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের ৪ জন মনিটরিং এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। নিরপেক্ষ বলে মতামত দেয়া ৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের। ২ জন মনিটরিং এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেয়া ৫

Dhaka University Institutional Repository

জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের ৩ জন মনিটরিং এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খুবই সন্তোজনক বলে কেহই মতামত দেননি। ১৩ জন (৬৮%) উত্তরদাতা কার্যক্রম নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে কার্যক্রম যেভাবে চলার কথা বা যে শর্তে তারা কাজ চালাবার কথা বাস্তবে সে শর্ত তারা মানছে না। একদিকে তারা নিম্নমানের উপকরণ দিয়েছে অন্যাদিকে রিসোর্স পার্সনকে কম টাকা দিয়ে ক্লাশ পরিচালনা করছে। এ জন্য তারা সংস্থাকে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা পর্যায় কর্মকর্তাকে দায়ী করেন।

১৩। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বৃদ্ধি ঃ

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষার্থীরা আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্য ১টি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি ও প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হলো-

এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা তাদের আয় বাড়িয়েছে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৬ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ জন (৬৮.৪%) একমত, ২ জন (১০.৫%) নিরপেক্ষ, ১ জন (৫.৩%) মোটেই একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭২ ঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বাড়িয়ে ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	০	০	০	০	০	০	০	০.০
একমত	০	০	৯	৯০	৪	৬৭	১৩	৬৮.৪
নিরপেক্ষ	০	০	০	০	২	৩৩	২	১০.৫
মোটেই একমত নই	০	০	১	১০	০	০	১	৫.৩
একমত নই	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	১০	১০০	৬	১০০	১৬	৮৪

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ একমত বলে কোন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেনি। একমত বলে মতামত দেয়া ১৩ জনের মধ্যে ৯ জন মনিটরিং কর্মকর্তা ৪ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা রয়েছেন। নিরপেক্ষ বলে মতামত দিয়েছেন ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা। মোটেই একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন ১ জন মাত্র মনিটরিং কর্মকর্তা।

প্রকল্প থেকে পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেসার স্টাডি রিপোর্টে দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে আয় বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষ করে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা এ প্রশিক্ষণে বেশী উপকৃত হয়েছেন। দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে মহিলাদের মধ্যে সব থেকে বেশী আগ্রহ দেখা যায়। দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিবারের আয় বাড়িয়েছেন। তারা গার্মেন্টেসে অথবা স্থানীয় ভাবে টেইলারিংয়ের মাধ্যমে অনেকে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৪। ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প আসা উচিত কিনা সে সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিকট একটি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প ভবিষ্যতে আরো আসা উচিত সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১১ জন (৫৭.৯%) সম্পূর্ণ একমত, ৫ জন (২৬.৩%) একমত, ১জন (৫.৩%) নিরপেক্ষ, ২ জন (১০.৫%) মোটেই একমত নই বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭৩ ঃ ভবিষ্যতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সম্পূর্ণ একমত	৩	১০০	৬	৬০	২	৩৩	১১	৫৭.৯
একমত	০	০	৩	৩০	২	৩৩	৫	২৬.৩
নিরপেক্ষ	০	০	১	১০	০	০	১	৫.৩
মোটেই একমত নই	০	০	০	০	২	৩৩	২	১০.৫
একমত নই	০	০	০	০	০	০	০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ একমত বলে মতামত দেয়া ১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন পিমু অফিসের, ৬ জন মনিটরিং এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। একমত বলে মতামত দেয়া ৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন মনিটরিং এবং ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। ১ জন মাত্র উত্তরদাতা নিরপেক্ষ বলে মতামত দিয়েছেন। মোটেই একমত নই বলে মতামত দেন ২ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই ব্যুরোতে বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চালু আছে। তার মধ্যে ৩টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়। ব্যুরোকে সক্রিয় রাখার জন্য এ জাতীয় প্রকল্প আসা উচিত। তবে বর্তমানে যে ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে সেভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরবর্তী প্রকল্পের ডিজাইন করা উচিত।

১৫। মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম কেমন সে সম্পর্কে ১ টি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং প্রাপ্ত মতামতের ফলাফল উপস্থাপন করা হলো-

মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১০.৫%) খুবই সন্তোসজনক, ৬ জন (৩১.৬%) সন্তোসজনক, ১ জন (৫.৩%) নিরপেক্ষ, ৯ জন (৪৭.৪%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ১ জন (৫.৩%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭৪ ঃ মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	০	০	২	২০	০	০	২	১০.৫
সন্তোসজনক	১	৩৩	৪	৪০	১	১৭	৬	৩১.৬
নিরপেক্ষ	১	৩৩	০	০	০	০	১	৫.৩
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	৪	৪০	৫	৮৩	৯	৪৭.৪
সন্তোসজনক নয়	১	৩৩	০	০	০	০	১	৫.৩
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জনই মনিটরিং কর্মকর্তা। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ৪ জন মনিটরিং কর্মকর্তা, ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন। নিরপেক্ষ বলে মতামত দেয়া ১ জন কর্মকর্তা তিনি পিমু অফিসের। মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেয়া ৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪ জন মনিটরিং এবং ৫ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা। সন্তোষজনক নয় বলে মতামত দেয়া ১ জন কর্মকর্তা তিনি পিমু অফিসের।

মনিটরিং সংস্থা সম্পর্ক বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে মতামত দিলেও এটি সত্যি যে ২/৪ টি সংস্থা ছাড়া অধিকাংশ সংস্থা কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করছে না। অধিকাংশ সংস্থার মটরসাইকেল, কম্পিউটার নষ্ট। ইউপিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্ম এলাকায় অবস্থান করে না। প্রতি মাসে ইউনফেক সভা করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করছেন না। কোন কোন ইউপিও গত ৪ বছরে ১টি ইউনফেক সভাও করতে পারেনি।

১৬। শর্ত ভংগে ব্যবস্থা ঃ

প্রকল্পের নিয়োজিত এনজিওসমূহ শর্তানুযায়ী কাজ না করলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেয়া হয় সে সম্পর্কে ১টি প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং তার আলোকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রকল্পে নিয়োজিত এনজিও সমূহ শর্তানুযায়ী কাজ না করলে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয় এ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৯ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (১৫.৮%) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন, ১৩ জন (৬৮.৪%) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেন, ৩ জন (১৫.৮%) কিছুই করেন না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭৫ ঃ প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা ঃ

মতামত	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা						সর্বমোট	
	পিমু অফিস		মনিটরিং কর্মকর্তা		বিভাগীয় অফিস			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন	১	৩৩	২	২০	০	০	৩	১৫.৮
সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেন	১	৩৩	৭	৭০	৫	৮৩	১৩	৬৮.৪
কিছুই করেন না	১	৩৩	১	১০	১	১৭	৩	১৫.৮
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০.০
মোট	৩	১০০	১০	১০০	৬	১০০	১৯	১০০.০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু অফিসের, ২ জন মনিটরিং অফিসার রয়েছেন। সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে মতামত দেয়া ১৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে পিমু অফিসের ১জন, মনিটরিং সেকশনের ৭ জন এবং বিভাগীয় অফিসের ৫ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। কিছুই করে না বলে মতামত দেয়া ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পিমু, ১ জন মনিটরিং শাখা এবং ১ জন বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা রয়েছেন।

বেসরকারী সংস্থা সমূহ শর্তানুযায়ী কাজ না করলে তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কখনও কখনও কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। কোন সংস্থার কাজের মান খুবই খারাপ হলে সে ক্ষেত্রে তাদের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়।

১৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বল দিক ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বল দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্মকর্তারা যে মতামত দেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। মনিটরিং সংস্থার ইউপিওরা যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে না।

২। শিক্ষা কেন্দ্রে কেরোসিন বাবদ কম অর্থ বরাদ্দ রাখা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমাজ সেবা মানসিকতার পরিবর্তে মুনাফা মূখী আচরণ।

৪। টিভি এবং টিভির ব্যাটারী মেরামতের জন্য বরাদ্দ না থাকা।

৫। সংস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়া।

৬। শিক্ষা কেন্দ্রে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করা।

৭। প্রকল্পের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৮। পিআই সংস্থার জন্য মোটরসাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা না থাকা।

৯। বেদখল হয়ে যাওয়া কেন্দ্র উপকরণ বা কেন্দ্র ঘর উদ্ধারের উদ্যোগ না নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১০। যে সকল সহায়ক/সহায়িকা বা সংস্থা কাজে অবহেলা করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান না করা।

১১। রিসোর্স পার্সনদের সম্মানী প্রদানে অনিয়ম।

১২। প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা সকল কেন্দ্র মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না করা (কোন কোন কেন্দ্র বারবার পরিদর্শন করা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক কেন্দ্র একবারও পরিদর্শন করা হয় না)।

১৩। অসৎ সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি না দেয়া।

১৪। নিয়মিত রিসোর্স পার্সন কর্তৃক ক্লাস না নেয়া।

১৫। একটি ফেজ শেষ হওয়ার অনেক দিন পরে আরেকটি ফেজ চালু হওয়া।

১৬। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব।

১৭। প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ না করা।

১৮। পুরান উপকরণ মেরামতের ব্যবস্থা না করা।

১৯। কেন্দ্র ঘর মালিককে ঠিকমত ভাড়া পরিশোধে কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব।

২০। পিআই সংস্থা ঠিকমত মনিটরিং করে না।

২১। অধিকাংশ ইউপিও কর্ম এলাকায় থাকে না এবং ঠিকমত কেন্দ্র পরিদর্শন করে না।

২২। রিসোর্স পার্সনদের বেতন ঠিকমত দেওয়া হয় না।

২৩। অনেক সংস্থা শেষের কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে কর্মস্থান ত্যাগ করলে সে সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া।

২৪। সিএমসির সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

১৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিক ঃ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্মকর্তারা যে সকল মতামত দেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। প্রতিটি কেন্দ্রে নিয়মিত দুটি জাতীয় পত্রিকা ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন থাকে বলে সাধারণ মানুষ সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

২। বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় বলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

৩। প্রকল্পের পাশাপাশি পিএম সংস্থা দ্বারা কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা করা হয় বলে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৪। রিসোর্স পার্সন হিসেবে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখায় প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ পায়।

৫। অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদা নজর রাখার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া সুযোগ কম।

৬। বিভিন্ন ট্রেডের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

৭। প্রতি মাসে প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা মনিটরিং এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের জন্য আলাদা মনিটরিং সংস্থা নিয়োগের ব্যবস্থা।

৮। প্রকল্প থেকে নিয়মিত অর্থ ছাড় করা।

৯। সিএমসি সভাপতি ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। সুপারভাইজার কর্তৃক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করা।

১১। সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষার মাধ্যমে ইতিপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ঝালাইয়ের ব্যবস্থা করা।

১২। শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা।

১৩। সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

১৪। রিসোর্স পার্সন কর্তৃক নিয়মিত ক্লাস নেয়া।

১৫। আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা।

১৬। বিভাগীয় দল কর্তৃক চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিরূপণ করে সে অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৭। বিনামূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা।

১৮। বিনোদনের উপকরণ হিসাবে টিভি, রেডিও ব্যবস্থা থাকা।

১৯। ট্রেডভিত্তিক অনুসারক গ্রন্থ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা।

২০। সরকার এবং বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আলাদা আলাদা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২১। মাস্টার ট্রেইনার এবং সহায়ক/সহায়িকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

২২। সব থেকে অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে প্রকল্পের লক্ষ্য দল হিসাবে চিহ্নিত করণ।

২৩। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি রাখার ব্যবস্থা।

২৪। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

সিএমসি সদস্যদের কাছ থেকে মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্র ঠিকমত পরিচালনার জন্য প্রত্যকটি শিক্ষা কেন্দ্রে একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন করা হয়েছে। প্রত্যক সিএমসি তে ৯ জন সদস্য রয়েছে। ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট সিএমসি তে একজন সভাপতি, একজন সদস্য সচিব বাকী ৭ জন থাকেন সাধারণ সদস্য হিসাবে। সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত মনোনিত হতে হলে তাকে ঐ এলাকার জনপ্রতিনিধি/গণ্য মান্য ব্যক্তি হতে হবে। কেন্দ্রের সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাকী ৭ জন সাধারণ সদস্য স্থানীয় গ্রহণযোগ্য লোক হতে হবে। এই সিএমসি প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সিএমসির সভাপতি, সদস্য সচিব এবং সাধারণ সদস্যদের নিকট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম, সিএমসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণ, সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষণ, সহায়ক/সহায়িকা পাঠদান, সহায়ক/সহায়িকার মাসিক সম্মানী, প্রশিক্ষণার্থীদের আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নমালা দ্বারা তাদের মতামত জরীপ করা হয়। মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কতগুলো Sublittle এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল নং- ৪.৭৬ ঃ সিএমসি সদস্যদের পরিচিতি ঃ

বিভাগ	মোট অংশ	সেক্স		শিক্ষাগত যোগ্যতা				অভিজ্ঞতা				পদবী		ধর্ম	
		পুরুষ	মহিলা	৮ম-১০ম শ্রেণী	এস এস সি	এইচ এস সি	বিএ+	১ বছরের কম	১-৩ বছর	৩+ থেকে ৫বছর	৫ বছরের অধিক	সভাপতি	সদস্য	ইসঃ	হিঃ
ঢাকা	৩০	২৩	৭	১৭	৯	৩	১	৯	২১	০	০	১০	২০	৩০	০
খুলনা	৩০	২৪	৬	৯	৮	৫	৮	১৭	৯	৪	০	১৫	১৫	২৬	৪
রাজশাহী	৩০	২২	৮	৯	১৩	৬	২	১০	১২	৬	২	১৪	১৬	২৯	১
বরিশাল	৩০	২২	৮	১৪	৮	৪	৪	২৩	৭	০	০	১৩	১৭	২৮	২
সিলেট	৩০	১৮	১২	১৬	৭	৭	০	১৭	৭	৩	৩	১৫	১৫	১৮	১২
চট্টগ্রাম	৩০	২৯	১	১৩	১০	১	৬	১৪	১০	১	৫	১৫	১৫	৩০	০
মোট	১৮০	১৩৮	৪২	৭৭	৫৩	২৬	২৪	৯০	৬৬	১৪	১০	৮২	৯৮	১৬১	১৯

মোট ১৮০ জন সিএমসি সদস্যর মধ্যে ১৩৮ জন পুরুষ সদস্য এবং মাত্র ৪২ জন মহিলা সদস্য। ১৩৮ জন পুরুষ সদস্যর মধ্যে ঢাকায় ২৩ জন, খুলনায় ২৪ জন, রাজশাহী ও বরিশালে ২২ জন করে, সিলেটে ১৮ জন এবং চট্টগ্রামে ২৯ জন। ৪২ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ঢাকায় ৭ জন, খুলনায় ৬ জন, রাজশাহীতে ৮ জন, বরিশালে ৮ জন, সিলেটে ১২ জন এবং চট্টগ্রামে ১ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৮ম-১০ম শ্রেণীর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

৭৭ জন, এসএসসি পাশ ৫৩ জন, এইচএসসি পাশ ২৬ জন এবং বিএ পাশ ২৪ জন। সিএমসি সদস্যদের ৮ম-১০ম শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৭ জন ঢাকা বিভাগে এবং সর্বনিম্ন ৯ জন খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে। বিএ পাশ সর্বোচ্চ খুলনা বিভাগে ৮ জন এবং সিলেটে একজনও বিএ পাশ সিএমসি সদস্য পাওয়া যায় নি। সিএমসি সদস্যদের মধ্যে ১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্য আছেন মোট ৯০ জন। ১-৩ বছরের মধ্যে আছেন ৬৬ জন। ৩-৫ বছরের মধ্যে ১৪ জন। ৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্য রয়েছেন ১০জন। মোট ১৮০ জন সিএমসি সদস্যের মধ্যে সভাপতি ৮২ জন এবং সাধারণ সদস্য ৯৮ জন। মুসলমান ধর্মের ১৬১ জন এবং হিন্দু ধর্মের ১৯ জন।

টেবিলে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সিএমসি সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ সদস্য হলেও উলেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা সদস্য রয়েছে। চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং সিলেটে সর্বনিম্ন ১৮ জন পুরুষ সদস্য আছেন। সিলেটে সর্বোচ্চ ১২ জন এবং চট্টগ্রামে সর্বনিম্ন ১ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে এইচএসসি পাশের নিচে সর্বোচ্চ সিলেটে ১৬ জন এবং সর্বনিম্ন খুলনা ও রাজশাহীতে ৯ জন করে। বিএ পাশ সর্বোচ্চ চট্টগ্রামে ৬ জন এবং সিলেটে কোন বিএ পাশ পাওয়া যায় নি। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ১ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিএমসি সদস্যদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২১ জন ঢাকা বিভাগে এবং সর্বনিম্ন ৭ জন করে বরিশাল ও সিলেট বিভাগে। ৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সর্বমোট ১০ জনের মধ্যে চট্টগ্রামে রয়েছেন ৫ জন। উত্তরদাতা সিএমসি কমিটির সদস্যের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক সভাপতি এবং সদস্য। ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সকল উত্তরদাতাই মুসলমান। সব থেকে কম মুসলমান সিলেটে মাত্র ১৮ জন। সব থেকে বেশী হিন্দু সিলেটে ১২ জন।

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম, পিএলসিইএইচডি-১ এর প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত ২টি প্রশ্ন করে সিএমসি সদস্যদের মতামত দ্বারা বাস্তবায়নকারী সংস্থার এবং প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রশ্নটি করা হয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম কেমন সন্তোষজনক তা জানার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা কেমন সন্তোষজনক। নিম্নে প্রশ্ন ২ টি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হলো।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম কেমন জানতে চাওয়া হলে সর্বমোট ১৮০ জন সিএমসি সদস্য উত্তর দেন। সিএমসি সদস্যদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ জন (৩৭%) খুবই সন্তোসজনক, ১০১ জন (৫৬.১%) সন্তোসজনক, ৭ জন (৩.৮৯%) নিরপেক্ষ, ১ জন (০.৫৬%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৪ জন (২.২২%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭৭ ঃ পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কার্যক্রম ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	১৪	৪৭	১০	৩৩	১০	৩৩	৯	৩০	১৩	৪৩	১১	৩৬.৭	৬৭	৩৭
সন্তোসজনক	১৬	৫৩	১৮	৬০	১৮	৬০	১৭	৫৭	১৭	৫৭	১৫	৫০	১০১	৫৬.১
নিরপেক্ষ	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	৩	১০	০	০	২	৬.৬৭	৭	৩.৮৯
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	৩.৩৩	১	০.৫৬
সন্তোসজনক নয়	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	১	৩.৩৩	৪	২.২২
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৬৭ জন (৩৭%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন, বরিশাল বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন, সিলেট বিভাগে ১৩ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ১০১ জন (৫৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, খুলনা বিভাগে ১৮ জন, বরিশাল বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭ জন, সিলেট বিভাগে ১৭ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৭ জন (৪%), মোটেই সন্তোষজনক নয় ১ জন (.৬০%) এবং সন্তোষজনক নয় ৪ জন (২%) মতামত দেন। সিএমসি সদস্যদের অর্ধেকের বেশী কার্যক্রমে সন্তোষ্ট হলেও এলাকার সাধারণ জনগণ ততটা সন্তোষ্ট নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিএমসি সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে সিএমসি সদস্য এবং এলাকার সাধারণ মানুষ সংস্থার কার্যক্রমে সন্তুষ্ট তবে অধিকাংশ সদস্যই জানেনা এ কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষ এবং প্রশিক্ষাণার্থীরা কি কি সুবিধা পাবেন। তারা মনে করেন সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের সিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত। সিএমসি সদস্যরা কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় তারা অনেকটাই অন্ধকারে সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে। অনেক সদস্যই জানতেন যে বেসরকারী সংস্থার নিজ উদ্দ্যেগে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আর তাই তারা সংস্থাটির প্রতি ছিল সন্তুষ্ট।

প্রকল্পের পক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৭৯জন সিএমসি সদস্য। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০জন (২৭.৮%) খুবই সন্তোসজনক, ১১৭জন (৬৫%) সন্তোসজনক, ৭জন (৩.৮৯%) নিরপেক্ষ, ২জন (১.১%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৩ জন (১.৬৭%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৭৮ ঃ প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	১৪	৪৭	১০	৩৩	৩	১০	৫	১৭	১১	৩৭	৭	২৩.৩	৫০	২৭.৮
সন্তোসজনক	১৫	৫০	১৭	৫৭	২৪	৮০	২৩	৭৭	১৯	৬৩	১৯	৬৩.৩	১১৭	৬৫
নিরপেক্ষ	১	৩.৩	১	৩.৩	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	৩	১০	৭	৩.৮৯
মোটেই সন্তোসজনক নয়	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	১	৩.৩৩	২	১.১১
সন্তোসজনক নয়	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	০	০	৩	১.৬৭
মোট	৩০	১০০	২৯	৯৭	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৯	৯৯.৪

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৫০ জন (২৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জন, সিলেট বিভাগে ১১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৭ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ১১৭ জন (৬৫%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, খুলনা বিভাগে ১৭ জন, বরিশাল বিভাগে ২৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ জন, সিলেট

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে ১৯ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৭ জন (৪%), মোটেই সন্তোষজনক নয় ২ জন (১%) এবং সন্তোষজনক নয় ৩ জন (২%) মতামত দেন।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঢাকা বিভাগের কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে ভাল। ঢাকা বিভাগ হওয়ায় কার্যক্রম মনিটরিং সঠিকভাবে সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া যে সব বেসরকারী সংস্থার সুনাম রয়েছে সেইসব সংগঠনের বেশী ভাগই ঢাকা বিভাগে কাজ করছে। সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্য সন্তুষ্ট বলে মতামত দিলেও বাস্তবে অনেক সদস্যই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন মৌখিকভাবে। অসন্তুষ্ট হয়েও সন্তুষ্ট বলে মতামত দেয়ার অন্য একটা কারণ হলো অধিকাংশ সদস্যই সহায়ক/সহায়িকার আত্মীয়। তাই অনেক সিএমসি সদস্য লিখিত আকারে তাদের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করতে পারেন নি।

২। সিএমসি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ঃ

সিএমসি সদস্যদের নিকট সিএমসির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ করে রেজুলেশন করা, সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কিত মোট ৩টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি দ্বারা সিএমসি সদস্যদের সিএমসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা, দ্বিতীয়টি সিএমসি সভায় উপস্থিত হয়ে সভার রেজুলেশন করা, তৃতীয়টি দ্বারা সিএমসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কিত। নিম্নে প্রশ্ন ৩টি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো ঃ

শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করছেন কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮০ জন (১০০%) হ্যাঁ বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৭৯ ঃ সিএমসি কমিটির সদস্য হিসাব কার্যক্রম পরিচালনা করা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০
না	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় ১৮০ জন (১০০%) উত্তরদাতা হ্যাঁ বলে মতামত দিয়েছে। কোন উত্তরদাতা না বলে মতামত দেননি। হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের ৩০ জন করে উত্তরদাতা আছেন।

উত্তর দাতারা সকলেই কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত সরাসরি জড়িত অর্থাৎ উত্তর দাতারা প্রত্যেকেই কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি। উত্তরদাতা মনে করেন তারা সিএমসি সদস্য হিসাবে কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করে থাকেন।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯ সদস্যের মধ্যে একজন সভাপতি। একজন সদস্য সচিব অন্যরা সদস্য। এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সিনিয়র সহায়ক/সহায়িকা হবেন সদস্য সচিব। উত্তর দাতা হিসাবে যাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রতি কেন্দ্রের সভাপতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ কেন্দ্র সভাপতি হতে হলে তাকে জনপ্রতিনিধি হতে হয়।

শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) সভায় অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৮ জন (৯৮.৯%) হ্যাঁ, ২ জন (১.১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৮০ ঃ সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ করে রেজুলেশন করা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৯	৯৭	২৯	৯৭	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৮	৯৮.৯
না	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	২	১.১১
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৭৮ জন (৯৯%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ২৯ জন, বরিশাল বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন, সিলেট বিভাগে ৩০ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে উত্তর দেয়া ২ জন (১%) উত্তরদাতা ১ জন খুলনা বিভাগের এবং অন্যজন বরিশাল বিভাগের।

উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই মাসিক সভায় অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করেন বলে মতামত দিলেও বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ সদস্যরাই সভায় উপস্থিত না থেকে পরবর্তীতে রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর করেন। অধিকাংশ সিএমসি সদস্য তার স্বাক্ষরিত রেজুলেশনের বিষয় বলতে পারেন নি।

উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা কেন্দ্র ব্যবস্থা কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করেন বলে মতামত দিলেও বিভিন্ন উত্তরদাতার সাথে অত্যান্ত আন্তরিকভাবে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে অনেক সময় অনেক সদস্য সভায় উপস্থিত না থাকলেও পরবর্তী সভায় বা সুবিধাজনক সময়ে খাতায় উপস্থিতির স্বাক্ষর করেন। অনেক সদস্য তার স্বাক্ষরিত রেজুলেশনের বিষয় বলতে পারেন নি। কাগজে কলমে রেজুলেশন করা হয় এমন প্রমাণ থাকলেও সিনিয়র সহায়ক যিনি সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করেন তিনিই রেজুলেশন তৈরী করে কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৫ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ জন (০.৫৬%) সময়ের অভাবে যাওয়া হয়না, ১ জন (০.৫৬%) জাননো হয় না, ৩ জন (১.৬৭%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮১ ঃ সভায় অংশ গ্রহণ না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সময়ের অভাবে যাওয়া হয় না	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	১	০.৫৬
জানানো হয় না	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০.৫৬
মিটিং নিয়মিত হয়না	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সংস্থার আগ্রহের অভাব	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অন্যান্য কারণ	৩	১০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩	১.৬৭
মোট	৩	১০	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	৫	২.৭৮

উৎস ঃ মতামত জরীপ

বিভিন্ন এলাকার সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করলে সদস্যরা জানান বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ করেন না। সভায় অংশগ্রহণ না করার বিভিন্ন কারণের মধ্যে তারা অনিয়মিত মিটিং, অকার্যকর সভা, আপ্যায়নের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। অনেকেই বলেছেন অনেক সময় সভায় অংশগ্রহণ না করেও পরবর্তী সময়ে তাদের স্বাক্ষর করিয়ে নেন সংস্থার লোক।

৩। শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিক্ষা উপকরণ ও তার মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান সম্পর্কিত প্রশ্ন দ্বারা উপকরণের মান মূল্যায়ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্ন এবং উত্তরদাতাদের মতামত উপস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৩ জন (১৮.৩%) খুবই ভাল, ১১৯ জন (৬৬.১%) ভাল, ১৫ জন (৮.৩৩%) নিরপেক্ষ, ৬ জন (৩.৩৩%) মোটেই ভাল না, ৭ জন (৩.৮৯%) ভাল না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮২ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই ভাল	৭	২৩	১১	৩৭	০	০	৪	১৩	৬	২০	৫	১৬.৭	৩৩	১৮.৩
ভাল	২২	৭৩	১৭	৫৭	১৮	৬০	২০	৬৭	২১	৭০	২১	৭০	১১৯	৬৬.১
নিরপেক্ষ	০	০	১	৩.৩	৯	৩০	০	০	৩	১০	২	৬.৬৭	১৫	৮.৩৩
মোটেই ভাল না	০	০	০	০	১	৩.৩	৩	১০	০	০	২	৬.৬৭	৬	৩.৩৩
ভাল না	১	৩.৩	১	৩.৩	২	৬.৭	৩	১০	০	০	০	০	৭	৩.৮৯
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুবই ভাল বলে মতামত দেয়া ৩৩ জন (১৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭ জন, খুলনা বিভাগে ১১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন, সিলেট বিভাগে ৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ভাল বলে মতামত দেয়া ১১৯ (৬৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২২ জন, খুলনা বিভাগে ১৭ জন, বরিশাল বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ জন, সিলেট বিভাগে ২১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ১৫ জন (৮%) মোটেই ভাল না ৬ জন (৩%) এবং ভাল না ৭ (৪%) বলে মতামত দেন।

কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ দেয়ার কথা তার মান সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্য ভাল বলে মতামত দিলেও একটি উপকরণের বিপরিতে যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকে তা দিয়ে আরো ভাল উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব। সাদাকালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারী সহ) ৭,০০০/- টাকা ধরা হয়েছে। বাস্তবে ২,২০০ থেকে ৩,০০০/- টাকার টেলিভিশন সরবরাহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ উত্তরদাতা উপকরণের মান ভাল বলে মতামত দিলেও বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন উপকরণের বিপরীতে যে পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার অর্ধেক টাকাও খরচ করেনি সংশ্লিষ্ট সংস্থা। বিনোদনের উপকরণ হিসাবে প্রতিটি কেন্দ্রে সাদাকালো টেলিভিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারী সহ) বাবদ ৭,০০০/- টাকা দেয়া হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে যে অধিকাংশ টেলিভিশনের মান অত্যান্ত খারাপ। চেয়ার টেবিলের কাঠের মান অত্যান্ত খারাপ। যেহেতু সিএমসি সদস্যরা সহায়ক/সহায়িকাদের আত্মীয় অথবা নিজস্ব লোক তাই তারা কোন ব্যাপারেই নেতিবাচক মতামত দিতে চায়নি। একটি টেবিল ববাদ ১,০০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে তুলা কাঠ অথবা স্থানীয় কম দামের কাঠের টেবিল বাজার থেকে ২০০/২৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে।

৪। সহায়ক/সহায়িকার প্রশিক্ষণ ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা দান পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিশেষ ধরণের কলা কৌশল প্রয়োগ করে বাস্তবভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা দান করা হয়। আর তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকতা করার জন্য প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। সিএমসি সদস্যদের কাছে সহায়ক/সহায়িকাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রশ্ন করে সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষিত তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত উপস্থাপন করা হলো ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৮ জন (৯৮.৯%) হ্যাঁ, ২ জন (১.১১%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮৩ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহায়ক/সহায়িকা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্রগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৮	৯৩	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৮	৯৮.৯
না	০	০	২	৬.৭	০	০	০	০	০	০	০	০	২	১.১১
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৭৮ (৯৯%) জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ২৮ জন, বরিশাল বিভাগে ৩০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন, সিলেট বিভাগে ৩০ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ২ জন (১%) উত্তরদাতার মধ্যে ২ জনই খুলনা বিভাগের উত্তরদাতা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষা দানের কৌশল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়কদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে। এ প্রকল্পের সহায়কদের কেন্দ্র চালু করার আগেই ৬ দিনের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ৩ মাস পরে সিই কোর্স চালু হওয়ার আগে ৬ দিনের সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় যে প্রায় সকল সহায়ক/সহায়িকাই প্রশিক্ষিত।

হঠাৎ করে নতুন নিয়োগের কারণে ২/১ জন সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষণ না পেলেও অধিকাংশরাই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৫। সহায়ক/সহায়িকার ক্লাস পরিচালনা ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা দান এবং শিক্ষা উপকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত পাঠদান করেন কিনা, করলে কি কারণে তারা নিয়মিত পাঠদান করেন এবং নিয়মিত পাঠদান না করলে কি কারণে পাঠদান নিয়মিত করেন না সে সম্পর্কিত প্রশ্নমালা দ্বারা সহায়ক/সহায়িকাদের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান সম্পর্কিত বিষয়গুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন তিনটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হলো ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত পাঠদান সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭৭ জন (৯৮.৩%) হ্যাঁ, ৩ জন (১.৬৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৮৪ ঃ সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২৮	৯৩	২৯	৯৭	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৭৭	৯৮.৩
না	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	৩	১.৬৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৭৭ জন (৯৮%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ২৮ জন, বরিশাল বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন, সিলেট বিভাগে ৩০ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২ জন খুলনা বিভাগে এবং ১ জন বরিশাল বিভাগের উত্তরদাতা রয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে সব বিভাগেই দেখা যায় সহায়ক / সহায়িকা নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠ দান করেন। সহায়ক/সহায়িকা ক্লাস নিলেও যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। ২ ঘন্টার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১ থেকে $১\frac{১}{২}$ ঘন্টা কেন্দ্র চালু থাকে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা, মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন এবং উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত ক্লাশ নিয়ে থাকেন। তবে অনেকেই যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। আবার অনেকে ২ ঘন্টার পরিবর্তে ১ থেকে $১\frac{১}{২}$ ঘন্টা কেন্দ্র চালু রাখেন।

শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত পাঠদান করার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮ জন (৪৩.৩%) সহায়ক/সহায়িকাদের আগ্রহ, ২০ জন (১১.১%) প্রকল্পের দক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা, ২০ জন (১১.১%) স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা, ১৯ জন (১০.৬%) সংস্থার আন্তরিকতা, ৩৯ জন (২১.৭%) প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ, ৪ জন (২.২২%) অন্যান্য বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৮৫ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সহায়ক /সহায়ি: আগ্রহ	২৩	৭৭	১৫	৫০	৫	১৭	১৫	৫০	৫	১৭	১৫	৫০	৭৮	৪৩.৩
প্রকল্পের দক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা	০	০	৮	২৭	১	৩.৩	২	৬.৭	১	৩.৩	৮	২৬.৭	২০	১১.১
স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা	৩	১০	২	৬.৭	২	৬.৭	৯	৩০	২	৬.৭	২	৬.৬৭	২০	১১.১
সংস্থার আন্তরিকতা	০	০	৩	১০	৬	২০	১	৩.৩	৬	২০	৩	১০	১৯	১০.৬
প্রশিক্ষাণার্থীদের আগ্রহ	২	৬.৭	১	৩.৩	১৬	৫৩	৩	১০	১৬	৫৩	১	৩.৩৩	৩৯	২১.৭
অন্যান্য কারণ	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	১	৩.৩৩	৪	২.২২
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সহায়ক/সহায়িকাদের আগ্রহ বলে মতামত দেয়া ৭৮ (৪৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৩ জন, খুলনা বিভাগে ১৫ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জন, সিলেট বিভাগে ৫ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। প্রকল্পের দক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা বলে মতামত দেয়া ২০ জন (১১%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ৮ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৮ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা ২০ জন (১১%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। সংস্থার সহযোগিতা বলে মতামত দেয়া ১৯ জন (১১%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ৩ জন, বরিশাল বিভাগে ৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন, সিলেট বিভাগে ৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ বলে মতামত দেয়া ৩৯ জন (২২%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ১৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। অন্যান্য কারণ বলে মতামত দিয়েছে ৪ জন (২%)।

কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত ক্লাশ নেওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে সহায়ক/সহায়িকাদের আগ্রহ, বিভিন্ন পক্ষের আন্তরিক মনিটরিং, প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ ইত্যাদি। উত্তরদাতারা সহায়ক/সহায়িকাদের

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহকে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিলেও বাস্তবে বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে দেখা যায় যে বিভিন্ন পক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থায় সহায়ক/সহায়িকাদের সক্রিয় করে রাখে। আবার অনেকে মনে করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তদারকির কারণেও উপস্থিতি ভাল।

শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ৩ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (১.১১%) সহায়ক/সহায়িকাদের অনাগ্রহ, ১ জন (০.৫৬%) সংস্থার আন্তরিকতা বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮৬ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সহায়ক সহায়ি: অনাগ্রহ	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	২	১.১১
প্রকল্পের অপর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
স্থানীয় লোকজনের অসহযোগিতা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সংস্থার অআন্তরিকতার অভাব	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০.৫৬
প্রশিক্ষাণার্থীদের অনাগ্রহ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অন্যান্য কারণ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	২	৬.৭	১	৩.৩	০	০	০	০	০	০	৩	১.৬৭

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান না করার কারণ হিসাবে ২ জন উত্তরদাতা সহায়ক / সহায়িকার অনাগ্রহ বলে মতামত দিয়েছেন। ২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১ জন ঢাকা এবং অন্যজন খুলনা বিভাগের উত্তরদাতা রয়েছেন। সংস্থার আন্তরিকতার অভাব বলে মতামত দিয়েছেন খুলনা বিভাগের ১ জন উত্তরদাতা।

কিছু কিছু কেন্দ্র বন্ধ থাকে তার কারণ সহায়ক/সহায়িকাদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা এবং উদাসীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

মোট উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৩ জন উত্তরদাতা নিয়মিত ক্লাশ হয় না বলেছেন। বাস্তবে এ সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে। নিয়মিত ক্লাশ না হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হলো সহায়ক/সহায়িকাদের ফাকি দেয়ার মানসিকতা। অপর্যাপ্ত বেতন / সম্মানী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

৬। সহায়ক/সহায়িকার মাসিক ভাতা ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল সহায়ক/সহায়িকা পাঠদান করেন তাদের মাসিক ভাতা/সম্মানী নিয়মিত পান কিনা, নিয়মিত না পেলে কি কারণে পান না, যে পরিমান ভাতা দেয়া হয় তাতে সিএমসি সদস্যদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন তিনটি এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো ঃ

সহায়ক/সহায়িকার নিয়মিত মাসিক ভাতা পাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫৫ জন (৮৬.১%) হ্যাঁ, ২৫ জন (১৩.৯%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮৭ ঃ সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক ভাতা পাওয়া ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৩০	১০০	২২	৭৩	৩০	১০০	১৭	৫৭	২৯	৯৭	২৭	৯০	১৫৫	৮৬.১
না	০	০	৮	২৭	০	০	১৩	৪৩	১	৩.৩	৩	১০	২৫	১৩.৯
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ১৫৫ জন (৮৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ২২ জন, বরিশাল বিভাগে ৩০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭ জন, সিলেট বিভাগে ২৯ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২৭ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতামত দেয়া ২৫ জন (১৪%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১৩ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক/সহায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাস শেষে বেতন পান তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে টাকা পেতে দেরী হলে বেতন ভাতা দিতে সংস্থার দেরী হয়। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সংস্থার সহায়ক/সহায়িকাদের সাথে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে, প্রতি মাসের ভাতা সম্মানী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন সংস্থা পরবর্তী মাসের শেষ সপ্তাহে বা ২/১ মাস পর দিয়ে থাকে। দেরীতে বেতন দেওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রকল্প থেকে দেরীতে অর্থ ছাড় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার অসহযোগিতাই মূল কারণ। সহায়ক / সহায়িকাদের মাসিক ভাতা হিসেবে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা বর্তমান বাজার মূল্যে খুবই সামান্য আর তা যদি নিয়মিত প্রদান না করা হয় তাহলে সহায়ক / সহায়িকাদের কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত মাসিক ভাতা না পাওয়ার কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ২৪ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭ জন (৯.৪৪%) সংস্থার অবহেলা, ৭ জন (৩.৮৯%) প্রকল্প থেকে অর্থ না দেয়া বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮৮ ঃ সহায়ক/সহায়িকাদের নিয়মিত মাসিক ভাতা না পাওয়ার কারণ ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
সংস্থার অবহেলা	০	০	৭	২৩	০	০	১০	৩৩	০	০	০	০	১৭	৯.৪৪
প্রকল্প থেকে অর্থ না দেয়া	০	০	১	৩.৩	০	০	৩	১০	০	০	৩	১০	৭	৩.৮৯
অন্যান্য লিখুন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	৮	২৭	০	০	১৩	৪৩	০	০	৩	১০	২৪	১৩.৩

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সংস্থার অভাব বলে মতামত দেয়া ১৭ জন (৯%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন, উত্তরদাতা রয়েছেন। প্রকল্প থেকে অর্থ না দেয়া বলে মতামত দেয়া ৭ জন (৪%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বেতন নিয়মিত না হওয়ার পিছনে প্রকল্প অর্থ ছাড় না করার চেয়েও বেশী দায়ী সংস্থা কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে দেরী করে।

প্রকল্পের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্প অফিস থেকে যথাসময়ে অর্থ ছাড় করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা যথাসময়ে অর্থ পেয়েও সহায়ক/সহায়িকাদের সঠিক সময়ে বেতন ভাতা পরিশোধ করে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা এসওই (Statement of Expenditure) প্রতিস্বাক্ষর করে যথাসময়ে প্রকল্প অফিসে জমা দেয় না।

সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক ভাতার পরিমানে সন্তুষ্টি কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮ জন (৪৩.৩%) হ্যাঁ, ১০২ জন (৫৬.৭%) না বলে মতামত দিয়েছেন।

টেবিল নং- ৪.৮৯ ঃ সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক ভাতার পরিমাণের সন্তুষ্টি ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
হ্যাঁ	৬	২০	১৯	৬৩	১৬	৫৩	৬	২০	২৪	৮০	৭	২৩.৩	৭৮	৪৩.৩
না	২৪	৮০	১১	৩৭	১৪	৪৭	২৪	৮০	৬	২০	২৩	৭৬.৭	১০২	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

হ্যাঁ বলে মতামত দেয়া ৭৮ জন (৪৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬ জন, খুলনা বিভাগে ১৯ জন, বরিশাল বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ জন, সিলেট বিভাগে ২৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৭ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। না বলে মতমত দেয়া ১০২ জন (৫৭%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৪ জন, খুলনা বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ১৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৪ জন, সিলেট বিভাগে ৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬.৭% উত্তরদাতা অপর্যাপ্ত বেতন ভাতা মনে করলেও বাস্তবে এ সংখ্যা আরো বেশী। কারণ সহায়ক/সহায়িকাদের বেতন ভাতা (পিএল পর্যায় ৮২৫ এবং সিই পায় ১০২৫ টাকা) বর্তমান বাজার মূল্যের খুবই কম এবং তাদের কোন উৎসব ভাতা নেই। ৯ মাস ব্যাপী কোর্সের প্রথম ৩ মাসে পিএল পর্যায় সিনিয়র সহায়ককে ৮২৫ টাকা, জুনিয়রকে ৭৭৫ টাকা এবং পরবর্তী ৩ মাস সিই পর্যায় সিনিয়র সহায়ককে ১০২৫, জুনিয়র সহায়ককে ৯৭৫ টাকা দেওয়া হয়। ২০০০ সালে এ প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলকে যে বেতন ভাতা দেওয়া হতো বর্তমানে ঠিক একই হারে বেতন ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাজার মূল্য বেড়েছে অনেক বেশী। তাই বেশীর ভাগ সিএমসি সদস্য মনে করেন সহায়ক/সহায়িকাদের মাসিক বেতন ভাতা অপর্যাপ্ত। বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ ভাতা বাড়ান উচিত।

৭। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আয় বৃদ্ধির হার ঃ

পিএসিইএইচডি-১ প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চাহিদাভিত্তিক আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে নিজের এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধি করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের আয় বাড়লে তা কি পরিমাণ বাড়ে সে সম্পর্কে সিএমসি সদস্যদের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা হয়। নিম্নে প্রশ্নটি এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ফলাফল উপস্থাপন করা হলো ঃ

এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বৃদ্ধি করতে পারা প্রশিক্ষণার্থীদের শতকরা হার সম্পর্কে মতামত দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭ জন (৯.৪৪%) ০-১%, ৫৩ জন (২৯.৪%) ২-১০%, ৩৯ জন (২১.৭%) ১১-২০%, ৩৭ জন (২০.৬%) ২১-৩০%, ২৯ জন (১৬.১%) ৩১-৪০%, ৫ জন (২.৭৮%) ৪১% থেকে ততোর্দ্ধ বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৯০ ঃ আয় বৃদ্ধি করতে পারা প্রশিক্ষণার্থীদের শতকরা হার ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
০-১%	০	০	১১	৩৭	২	৬.৭	২	৬.৭	১	৩.৩	১	৩.৩৩	১৭	৯.৪৪
২-১০%	২	৬.৭	৫	১৭	৭	২৩	১৯	৬৩	১০	৩৩	১০	৩৩.৩	৫৩	২৯.৪
১১-২০%	৫	১৭	৯	৩০	৮	২৭	৭	২৩	৪	১৩	৬	২০	৩৯	২১.৭
২১-৩০%	১১	৩৭	৪	১৩	১১	৩৭	১	৩.৩	৭	২৩	৩	১০	৩৭	২০.৬
৩১-৪০%	৯	৩০	১	৩.৩	২	৬.৭	১	৩.৩	৬	২০	১০	৩৩.৩	২৯	১৬.১
৪১% থেকে ততোর্দ্ধ	৩	১০	০	০	০	০	০	০	২	৬.৭	০	০	৫	২.৭৮
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

১% শিক্ষার্থী তার আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে বলে মতামত দেয়া ১৭ জন (৯%) উত্তরদাতার মধ্যে খুলনা বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ২% থেকে ১০% শিক্ষার্থী তার আয় করতে পেরেছেন বলে মতামত দেয়া ৫৩ জন (২৯%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, বরিশাল বিভাগে ৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১০ জন, সিলেট বিভাগে ১০ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১০ জন রয়েছেন। ১১% থেকে ২০% শিক্ষার্থী আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন বলে মতামত দেয়া ৩৯ জন (২২%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৯ জন, বরিশাল বিভাগে ৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন, সিলেট বিভাগে ৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৬ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ২১% থেকে ৩০% শিক্ষার্থী আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন বলে মতামত দেয়া ৩৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন, খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন, সিলেট বিভাগে ৭ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৩ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ৩১% থেকে ৪০% শিক্ষার্থী তার আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন বলে মতামত দেয়া ২৯ জন (১৬%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ জন, খুলনা বিভাগে ১ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ জন, সিলেট বিভাগে ৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ১০ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ৪১% এর বেশী শিক্ষার্থী আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন বলে মতামত দেয়া ৫ জন (৩%) উত্তরদাতার মধ্যে ৩ জন ঢাকা বিভাগের এবং ২ জন সিলেট বিভাগের উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতারা সব থেকে বেশী সংখ্যক লোক এ প্রশিক্ষণ দ্বারা আয় বৃদ্ধি করেছে বলে মতামত দিয়েছেন। ঢাকা বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ বেশী পায় কারণ ঢাকায় বিভিন্ন রকমের কাজের সুযোগ বেশী। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর হওয়ার কথা থাকলেও এ সংখ্যা বাস্তবে ৫-১০% এর মধ্যে।

সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় যে কিছু কিছু শিক্ষার্থী পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে লেখা পড়া করে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে যারা দর্জি বিজ্ঞান নিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বাজারে বা বাড়িতে বসে দর্জি কাজ করে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন।

৮। সুপারভাইজার কর্তৃক কেন্দ্র পরিদর্শন ঃ

যে কোন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পাদন করার জন্য সুপারভিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের প্রতি ইউনিটে একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয় যার দায়িত্ব কাযক্রম সুপারভিশন করা। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত এই সুপারভাইজার কি পরিমান শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন সে সম্পর্কে সিএমসি সদস্যদের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্নটি এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হলো ঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়োকৃত সুপারভাইজারের শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন সর্বমোট ১৮০ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৬ জন (২০%) খুবই সন্তোসজনক, ১৩০ জন (৭২.২%) সন্তোসজনক, ৭ জন (৩.৮৯%) নিরপেক্ষ, ৪ জন (২.২২%) মোটেই সন্তোসজনক নয়, ৩ জন (১.৬৭%) সন্তোসজনক নয় বলে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল নং- ৪.৯১ ঃ সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যা ঃ

মতামত	বিভাগ												সর্বমোট	
	ঢাকা		খুলনা		বরিশাল		চট্টগ্রাম		সিলেট		রাজশাহী			
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই সন্তোসজনক	১১	৩৭	৮	২৭	৫	১৭	৩	১০	৪	১৩	৫	১৬.৭	৩৬	২০
সন্তোসজনক	১৬	৫৩	১৯	৬৩	২৫	৮৩	২৩	৭৭	২৫	৮৩	২২	৭৩.৩	১৩০	৭২.২
নিরপেক্ষ	০	০	৩	১০	০	০	১	৩.৩	১	৩.৩	২	৬.৬৭	৭	৩.৮৯
মোটেই সন্তোসজনক নয়	১	৩.৩	০	০	০	০	২	৬.৭	০	০	১	৩.৩৩	৪	২.২২
সন্তোসজনক নয়	২	৬.৭	০	০	০	০	১	৩.৩	০	০	০	০	৩	১.৬৭
মোট	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	৩০	১০০	১৮০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

খুবই সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ৩৬ জন (২০%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন, খুলনা বিভাগে ৮ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ জন, সিলেট বিভাগে ৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৫ জন উত্তরদাতার রয়েছেন। সন্তোষজনক বলে মতামত দেয়া ১৩০ জন (৭২%) উত্তরদাতার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, খুলনা বিভাগে ১৯ জন, বরিশাল বিভাগে ২৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ জন, সিলেট বিভাগে ২৫ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। নিরপেক্ষ ৭ জন (৪%)। মোটেই সন্তোষজনক নয় ৪ জন (২%) এবং সন্তোষজনক নয় ৩ জন (২%) বলে মতামত দেন।

বিভিন্ন কেন্দ্রে সিএমসি সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে দেখা গেছে যে তারা জানেন না সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শন হার কেমন। তারা সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শনে সন্তুষ্ট হলেও বাস্তবে প্রকল্প থেকে যে হারে এবং যে ভাবে পরিদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে এবং সে হারে সুপারভাইজার কেন্দ্র পরিদর্শন করে না। একজন সুপারভাইজার প্রতিদিন ২টি পুরুষ শিফট এবং ২টি মহিলা শিফটের কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা থাকলেও তারা দৈনিক ১/২টি শিফটের বেশী পরিদর্শন করে না। পরিদর্শন শেষে তাদের পাক্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানের বরাবরে পাঠাবার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তারা তা পাঠান না।

Dhaka University Institutional Repository

Focus Group Discussion

বর্তমান গবেষক এ গবেষণা কার্যটি সমৃদ্ধ করার জন্য চারটি উপজেলার চারটি স্থানে [Focus group discussion (FGD)] করেন। FGD তে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র যথাসময়ে চালু হয়না। একটি ফেজ শেষ হওয়ার পর পরই পরবর্তী ধাপ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় কোন কোন সময় নয় মাসের একটি ফেজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ফেজ শুরু করতে এক বছরেরও বেশী সময় লাগে। অনেক দেরীতে কেন্দ্র চালু করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। তাই যত দ্রুত সম্ভব এক ফেজ শেষ হওয়ার পর পরই দ্বিতীয় ফেজ শুরু করা প্রয়োজন।

২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত অনেক সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথেষ্ট দক্ষতা ও সততার পরিচয় দিতে পারেনি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থা সততা ও দক্ষতার সাথে নির্বাচন করা প্রয়োজন। বর্তমানে অনেক সংস্থা তাদের কার্যক্রমে ন্যূনতম সততার পরিচয় দিতে পারেনি।

৩। বর্তমানে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাকে সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হয় না, ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ দেয়া প্রয়োজন।

৪। মাঠ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তারা প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না ফলে তাদের পক্ষে সঠিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন দেবার কথা থাকলেও কোথাও কোথাও তা নিয়মিত নয়। প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রত্যেকটি ফেজ শুরুর সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ / ওরিয়েন্টেশন দেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা সাধারণত গরীব শ্রেণীর মানুষ। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শারীরিক পরিশ্রম করে সংসার চালায়। সারাদিন পরিশ্রম করার পর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে চায় না, তাই তাদেরকে মাসিক ভাতা প্রদান করে শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয় তার মান অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত টেলিভিশন নষ্ট এবং নিম্মানের। চেয়ার, টেবিল, আলমারীসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের মান অত্যন্ত খারাপ। বিভন্ন উপকরনের বিপরীতে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ আছে তা যথাযথভাবে ব্যয় করা প্রয়োজন।

৭। নয় মাসের একটি ফেজ শেষ হওয়ার পর আর একটি ফেজ শুরু করতে কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছর সময় লাগে তাই শিক্ষা কেন্দ্রের উপকরণ যথাযথভাবে অনেক সময় সংরক্ষণ না করার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাই উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা দরকার।

৮। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে এবং বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হয় না। অনেক সংস্থার উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করেনা। প্রকল্পের মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট ঠিক মত কার্যক্রম মনিটরিং করেননা। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভবে সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা, মনিটরিং সংস্থা এবং প্রকল্পের পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন।

৯। মনিটরিং সংস্থার প্রতিনিধি উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় তারা অনেক সময় সহযোগিতা না করে বরং বিভিন্ন সময় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে মনিটরিং সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১০। প্রকল্প বাস্তবায়ন মডেল অনুযায়ী উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজারকে কর্ম এলাকায় অবস্থান করার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় তারা কর্ম এলাকায় অবস্থান করে না। উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজারকে কর্ম এলাকায় অবস্থান করে কার্যক্রমে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

১১। প্রত্যেক উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও সহযোগিতা করার জন্য উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (উনফেক) রয়েছে। বাস্তবে উনফেক সভা নিয়মিত হয় না এবং প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং করে না। প্রকল্প কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য উনফেককে আরো আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

১২। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন না করলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ঘর ভাড়া নেওয়ার বিধান রয়েছে। ভাড়া বাবদ মাসিক ৫০০/- টাকা বাড়ীওয়ালকে দেওযার বিধান থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় বাড়ীওয়ালাকে কোন ভাড়া পরিশোধ করে না অথবা সামান্য পরিমাণ পরিশোধ করে। ফলে কেন্দ্র ঘর যথাযথভাবে ব্যবহার করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

১৩। প্রতি মাসে জিও এনজিও সমন্বয় সভা হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প মেয়াদের শেষ দিকে নিয়মিত সমন্বয় সভা হয়নি। সমন্বয় সভায় সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা পরস্পর মত বিনিময় করার সুযোগ পায় বলে প্রকল্পকে সফলভাবে পরিচালিত করতে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয়। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়মিত সমন্বয় সভা করা প্রয়োজন।

১৪। প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ধাপে যে পরিমান টাকা প্রয়োজন তা অনেক সময় যথাসময়ে প্রকল্প অফিস থেকে ছাড় করা হয় না। প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন।

১৫। প্রকল্পের অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে রিসোর্স পার্সন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পাঠদান করতে চায় না। তাই উপজেলা পর্যায় যে সকল কর্মকর্তা রয়েছেন তাদেরকে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

আদেশের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রে রিসোর্স পার্সন হিসাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১৬। প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান করার জন্য যে সকল রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেয়া হয় অধিকাংশ কেন্দ্রেই তারা অনিয়মিত থাকেন। রিসোর্স পার্সন অনিয়মিত থাকার কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাই যে সকল লোক আন্তরিকভাবে কেন্দ্রে শিক্ষা দান করাবেন বলে অংগিকার করবেন তাদেরকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

১৭। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় তা উনফেক কর্তৃক অনুমোদন নিতে হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উনফেকের সভাপতি হওয়ায় তার প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অথবা অন্য কোন কারণে অনুমোদন দিতে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করেন। শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠদান কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য উনফেক কর্তৃক নিয়মমত রিসোর্স পার্সনদের তালিকার অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

১৮। রিসোর্স পার্সন হিসাবে যে সকল লোক নিয়োগ দেয়া হয় তারা প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ পান না। রিসোর্স পার্সনদের প্রকল্প থেকে যে পরিমান অর্থ দেওয়ার নির্দেশ আছে সে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে রিসোর্স পার্সন আরো আন্তরিক হবেন।

১৯। প্রকল্প কার্যক্রম প্রকল্পের পক্ষ থেকে আরো নিবীড়ভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষা কেন্দ্র নিয়মিত মনিটরিং করা হয় না।

২০। সিএমসি সভা নিয়মিত হয় না। সদস্র সচিব সিএমসি সভা করার জন্য সদস্যদের আমন্ত্রণ জানায় না। সদস্য সচিবসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে সিএমসি সভা করার আগ্রহ অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় না। সিএমসি সভা নিয়মিত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বাড়ান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

উপসংহার ঃ

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়ে এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আদৌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলে ভর্তি হয় না। বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান কারার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মান বৃদ্ধি করাও জরুরী। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর যা বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।

বিশেষ করে পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিভিন্ন রকম অনিমের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োগ করলে সেই সকল প্রকল্প সফলভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করবে। গবেষক পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পটির ওপর এ গবেষণা করে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সময়সীমা ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প একটি ভিন্নধর্মী প্রকল্প। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পটি বাস্তব ভিত্তিক ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক। এ প্রকল্প ২০০১ সালে চালু হয়ে ২০০৫ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে ২০০১ সালে স্বল্প সংখ্যাক জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৩ সালে মাঠ পর্যায় কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং চারটি ফেজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১/১২/০৭ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবে প্রকল্প যখন শুরু হওয়ার কথা সে সময় শুরু হয়নি এবং প্রতিটি ফেজে এনজিও নির্বাচনে অস্বাভাবিক বিলম্ব করায় যথাসময়ে প্রকল্প কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয় নি। এতে সময় এবং অর্থের উভয়েরই অপচয় হয়েছে। এনজিও নির্বাচনে বিলম্বের পিছনে কখনও মন্ত্রণালয় আবার কখনও দাতা সংস্থা দায়ী। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলেও শেষ পর্যন্ত সরকার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি।

সংস্থা নির্বাচন ঃ

বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে এনজিও নির্বাচনে যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় তাতে যাদের সবগুলো শর্ত পূরণ হয় কেবল তাদের কাছ থেকেই RPP চাওয়া হয়। পরবর্তীতে মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে RPP মূল্যায়ন করে যারা যোগ্য তাদের সাথে চুক্তি করা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনায় দেখা যায় যে সামান্য সংখ্যক সংস্থা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছে। অধিকাংশ সংস্থাই কোন না কোন ভাবেই মূল্যায়ন কমিটিকে প্রভাবিত করে নির্বাচিত হয়েছে। আবার অনেক সংস্থা ভূয়া অভিজ্ঞতা ও যোগ্যাতার দলিল পত্র দাখিল করে নির্বাচিত হয়েছে। ২০০৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক ৪৬০ টি নির্বাচিত সংস্থার মধ্যে ১৪৫ টি সংস্থার দলিলপত্রে আপত্তি দিলে তদন্ত শেষে ৯৯ টি সংস্থার ভূয়া দলিল দিয়ে নির্বাচিত হবার বিষয় প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জনবল ঃ

প্রকল্পের যে পরিমান জনবল থাকার কথা তা নেই। প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। প্রকল্প পরিচালক সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। এ পর্যন্ত মোট ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে যা প্রকল্প পরিচালনা দারুণভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। উপপরিচালক হিসেবে চারটি পদে সরকারের চারজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। প্রকল্প পরিচালক এবং উপপরিচালক পর্যায় বার বার বদলী প্রকল্পের স্বাভাবিক গতিতে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, সহকারী পরিচালক এবং ষ্টোর রক্ষকের পদসহ বিভিন্ন পদে জনবলের অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়।

আসবাবপত্র ও মেশিন ঃ

প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে থেকে ক্রয়কৃত বিভিন্ন আসবাবপত্র অত্যান্ত নিম্নমানের। বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ ছিল তা থেকে ক্রয়কৃত আসবাবপত্রের মান অত্যান্ত নিম্নমানের। প্রকল্পের বিভিন্ন বিভাগীয় অফিস ও পিমুতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সরবরাহকৃত কম্পিউটার কার্যত ব্যবহারে অনুপযোগী তবে ডিসেম্বর, ০৬ সালে যে সকল কম্পিউটার ক্রয় করা হয় তার মান অপেক্ষাকৃত ভাল।

পরিবীক্ষণ সংস্থা ঃ

পরিবীক্ষণ সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত ইউপিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেনা। অধিকাংশ ইউপিও কর্ম এলাকায় অবস্থান করেন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করে না। কোন কোন সংস্থার নিয়োগকৃত উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (ইউপিও) পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও তাদেরকে অন্য প্রকল্পের কাজে লাগানো হয় ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মনিষ্ঠা ঃ

প্রকল্প কর্মকর্তা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট সততার ও আন্তরিকভাবে পরিচয় দিতে পারেন নি। ইতোমধ্যে প্রকল্পের একজন মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটকে চাকুরীচ্যুত করা হলেও কিছু কিছু কর্মকর্তা এখনও কার্যক্রমে সততা ও আন্তরিকতার পরিচয় রাখতে পারেন নি।

প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যান্ত ভালভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজার যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। সঠিক নির্দেশনা ও মনিটরিং এর অভাবে কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভাগীয় পর্যায় হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা বিভাগীয় পর্যায় না হয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে হওয়ায় কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ের পরে এবং অব্যাহত শিক্ষা পর্যায় শুরুর আগে মাষ্টার ট্রেইনার এবং সহায়ক / সহায়িকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কোন কোন সময় তা যথাসময়ে না হয়ে পরে সম্পাদিত হয়েছে।

সমন্বয় সভা ঃ

প্রতিমাসে জিও এবং এনজিও সমন্বয় সভা হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত হয়নি। প্রকল্প কর্মকর্তারা এ জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করলেও বাস্তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাই মূল কারণ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রকল্প থেকে অত্যান্ত কম সময় বেঁধে দেয়া হয়। এতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় দেয়া উচিত বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন। তড়িৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যক্রমের গুণগত মান খারাপ হয়। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মাসিক সমন্বয় সভার তারিখ কোন কোন সময় প্রকল্প অফিস থেকে ২/৩ দিন পূর্বে জানানো হয় যা অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্প থেকে সময় মত অর্থ ছাড় করা হয় না বলে অনেকে অভিযোগ করেন। সময়মত অর্থ না পাওয়ায় সংস্থা ঠিকমত মাঠ পর্যায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। যথাসময়ে অর্থ ছাড় না করার অন্যতম কারণ হলো সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে ব্যয় বিবরণী প্রকল্প অফিসে জমা না দেয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মমত অর্থ ব্যয় না করার কারণেও যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়না। আবার অনেক সময় সংস্থার অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় অর্থ ছাড় করা প্রকল্পের পক্ষ থেকে সম্ভব হয়না।

প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না। ২জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ থাকলেও ১জন মাত্র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা দ্বারা কার্যক্রম চালান হয়। আর্থিক অনিয়ম নিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ কয়েকবার সংবাদ ছাপিয়েছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতি ধাপে (৯ মাসে ১টি ধাপ) যে সকল মালামাল ক্রয় করত তার এসওই পিমুতে দিতে হতো। পিমু অধিকাংশ সংস্থার কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ শতাংশ করে টাকা নিয়ে বিল পাশ করত। আবার সংস্থা যে পরিমাণ বা যে মানের মাল ক্রয় করার কথা তার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ টাকা ব্যয় করত। এক্ষেত্রে তারা ভূয়া কাগজপত্র দ্বারা বিল তৈরি করত। আর্থিক অনিয়মের জন্য মোট ২৯টি সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ সংস্থাই যথাযথভাবে কাগজপত্র সংরক্ষণ করত না এবং নিয়মমত অর্থ ব্যয় করত না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা এসওই প্রতিস্বাক্ষর করত। তারা অনেক সময় প্রভাবিত হয়ে এসওই যথাযথভাবে নিরীক্ষা না করে প্রতিস্বাক্ষর করতেন। পিমু অফিসের অর্থ শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়ে ভূয়া কাগজপত্র দ্বারা তৈরিকৃত এসওই পাশ করে দিত। অনেক সময় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পিমু অর্থ শাখা অনিয়ম করে অর্থ ছাড় করত। অনেক সময় সংস্থার হিসাবে প্রকল্প থেকে সময়মত অর্থ ছাড় করতে পারত না কারণ সংস্থা যথাসময়ে বা যথাযথভাবে এসওই দাখিল করত না।

Dhaka University Institutional Repository

রিসোর্স পার্সনদের প্রতি দিন ২০০ টাকা দেয়ার কথা থাকলেও কোন কোন সংস্থা ঐ পরিমান অর্থ সপ্তাহে ও দেয়া হয়নি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্থিক অনিয়মের কারণে প্রকল্পের প্রধান অফিস ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে মোট ৮০ টি অডিট আপত্তি হয় যার মধ্যে ৬০টি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ২০টি নিস্পত্তি হয়নি। ।প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সততা ও নিষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত হলেও আর্থিক অনিয়মের কারণে জনমনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে, ফলে শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম নিয়ে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

প্রকল্প চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোন সংস্থা আর্থিক বা অন্য কোন বড় ধরণের অনিয়ম করলে তার সাথে চুক্তি বাতিল সহ আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। সে অনুযায়ী এ পর্যন্ত ২৯ টি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে কালো তালিকা ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ২৯ টি কালো তালিকা ভূক্ত সংস্থার মধ্যে ২০ টি পি আই (প্রোগ্রাম ইমপ্রিমেনটেশন) সংস্থা এবং ৯টি পিএম (প্রোগ্রাম মনিটরিং) সংস্থা। ইতোমধ্যে ১২টি সংস্থা কালো তালিকাভূক্তির বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট করেছেন।

শিক্ষার্থী ঃ

এ প্রকল্পের লক্ষ্য দল ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী অল্প শিক্ষিত, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় বর্তমানে স্কুলে পড়ছে এমন সব শিক্ষার্থীরা এ প্রকল্পের শিক্ষার্থী হিসাবে নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরুষ শিক্ষার্থী অপেক্ষা মহিলা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলক ভাবে বেশী। একজন শিক্ষার্থী একটি মাত্র ফেজে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ফেজে নিজের নাম তালিকাভূক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ঃ

মাঠপর্যায়ে শিক্ষা কেন্দ্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন করা হয়। এদের প্রতি মাসে মিটিং করার কথা থাকলেও বাস্তবে মিটিং নিয়মিত হয়নি। কমিটিরি অধিকাংশ সদস্য সহায়ক/সহায়িকার আত্মীয় হওয়ায় মাসিক সভায় উপস্থিত না হয়েও রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর করে থাকেন। যে সকল সিএমসি সদস্য প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাননি তাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না সদস্য হিসেবে তার কাজ কি।

গ্রুপ ছবি, সাইনবোর্ড, নোটিশ বোর্ড ঃ

প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর গ্রুপ ছবি, সাইনবোর্ড, নোটিশ বোর্ড থাকার কথা থাকলেও অনেক কেন্দ্রে এ সকল উপকরণ পাওয়া যায়নি। গ্রুপ ছবি না থাকায় শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কেন্দ্রের সাইনবোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা অথবা নষ্ট। অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড পাওয়া যায় নি।

কেন্দ্র ঘর ও কেন্দ্র উপকরণ ঃ

প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্র ঘর স্থাপনের ব্যয় বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রকল্প থেকে দেয়া হলেও বাস্তবে তার অর্ধেক টাকাও খরচ করা হয়নি। কেন্দ্র ঘর অত্যান্ত নিম্নমানের এবং কিছু কিছু কেন্দ্র বেদখল হয়েছে। কেন্দ্রের উপকরণ বিশেষ করে টিভি রেডিও নষ্ট। অধিকাংশ কেন্দ্রে চেয়ার টেবিল ভাল আছে। কোন কোন কেন্দ্র ঘর জমির মালিক নিজের কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা নির্বাচন ঃ

পিএলসিইএইচডি-১ এর জন্য এলাকা নির্বাচনে শিক্ষার্থীর অধিক্য ও উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হলেও অনেক জায়গায় বাস্তবায়ন মডেল অনুসরণ করা হয়নি। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুবিধামত এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে অনেক জায়গায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি আবার অনেক জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় ঠিকমত মনিটরিং করা সম্ভব হয় নি।

সহায়ক/সহায়িকা নিয়োগ ঃ

শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/সহায়িকা নিয়োগে অনেক সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপজেলা প্রশাসন প্রভাব বিস্তার করে এলাকার প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যদের সহায়ক/সহায়িকা হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। ফলে তারা ঠিকমত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করেনি। আবার অনেক সহায়ক/সহায়িকার এলাকায় গ্রহণ যোগ্যতা না থাকায় শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক হয়নি।

সবশেষে এই গবেষণার চারটি উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা গবেষক মূল্যায়ন করার জন্য প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারদের মতামত বিশ্লেষণ করেন। গবেষণার চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটি ছিল এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া যথেষ্ট সততার সাথে হয়নি। অধিকাংশ এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতার গুরুত্ব দেয়া হলেও কিছু কিছু এনজিও বাছাই কমিটিকে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশেষ করে এনজিও নির্বাচনে অস্বচ্ছতা নিয়ে লেখা বের হয়েছিল। ২০০৪ সালে ৪৬০ টি নির্বাচিত সংস্থার মধ্যে ১৪৫টিতে দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক আপত্তি দিলে ৯৯টি সংস্থার ভূয়া দলিল দিয়ে নির্বাচিত হবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলায় আলোর দিশা নামক একটি সংস্থা কাজ পেলেও অন্য একটি এনজিও (একই নাম কিন্তু রেজিষ্ট্রেশন আলাদা) প্রকল্প ভূয়া দলিলপত্র অফিসে দাখিল করে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করে। পরবর্তীতে সেই সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম চারটি ধাপে (প্রতিটি ৯ মাস) বাস্তবায়িত হয়েছিল। শর্ত ছিল যারা প্রথম ধাপে খারাপ করবে তারা পরবর্তী ধাপে নির্বাচিত হবেনা। বাস্তবে দেখা গেল যারা খারাপ কাজ করেছে তারা বারবার নির্বাচিত হয়েছে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার ২টি সংস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ সম্পাদন করলেও তারা প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে সবগুলো ধাপে নির্বাচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের কাজের মান ও উপকরণের মান মূল্যায়ন করা। গবেষক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের কাজের মান ও উপকরনের মান সন্তোষজনক ছিল না। কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিমু, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব ছিল। কর্মকর্তারা বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেনি। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬ বার প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়েছে যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করেছিল। বিভাগীয় দলের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়নি। ইউপিওকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেয়া হয়নি এবং তাঁদেরকে সংস্থার অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কোন সার্ভিস চার্জ দেয়া হয় না। ফলে তারা এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করত। পিমু ও বিভাগীয় অফিসে যে সকল আসবাবপত্র ও উপকরণ দেয়া হয়েছে তার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। বাস্তনায়নকারী সংস্থা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য তিন প্রকার উপাদান ক্রয় করত (অবকাঠামোগত, বিনোদন ও শিক্ষা উপকরণ) যাহার মান অত্যন্ত নিম্ন মানের। ৭ হাজার টাকার সাদা কালো টিভির জন্য বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবেয় ২০০০ থেকে ২,৫০০ টাকার মধ্যে ক্রয় করত এবং ২০,০০০ টাকার কেন্দ্র ঘর স্থাপন করার কথা থাকলেও ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকার মধ্যে কেন্দ্র ঘর নির্মাণ করত। কেন্দ্র ঘরের আসবাবপত্র অত্যন্ত নিম্নমানের সরবরাহ করা হয়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা। গবেষক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করে প্রতিয়মান হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমম্বয়হীনতা ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে নেয়া হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মন্ত্রণালয় এবং দাতা সংস্থার সাথে সমম্বয় ছাড়াই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিমু দিয়ে থাকে। ফলে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অসহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পর সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। মাসিক সমম্বয় সভা কিংবা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রকল্প পরিচালক ২ দিন আগে সংশ্লিষ্ট লোকদের জানাতেন ফলে আয়োজন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রস্তুতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কর্মকর্তারা বিভিন্নবাবে প্রভাবিত হয়ে প্রকল্প সর্ম্পর্কিত অনেক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে নেয় নি । ২০০৭ সালে মহাপরিচালক প্রকল্পের বিভাগীয় দলকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র জেলা কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিপত্র জারী করেন। প্রকল্পে পক্ষ থেকে উক্ত পরিপত্র চ্যালেঞ্জ করা হলেও প্রকল্প পরিচালক এবং ডিজির মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। অনেক সময় ডিজি এবং পিডি একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা প্রকল্প বাস্তবায়নে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যথাযথ ছিল না যা অনেক সময় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।

গবেষণার চতুর্থ উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ণ করা। গবেষক গবেষণা করে দেখতে পান যে প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার সুযোগ ছিল। প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না। ২জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ থাকলেও ১জন মাত্র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা দ্বারা কার্যক্রম চালান হয়। আর্থিক অনিয়ম নিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ কয়েকবার সংবাদ ছাপিয়েছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতি ধাপে (৯ মাসে ১টি ধাপ) যে সকল মালামাল ক্রয় করত তার এসওই পিমুতে দিতে হতো। পিমু অধিকাংশ সংস্থার কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ শতাংশ করে টাকা নিয়ে বিল পাশ করত। আবার সংস্থা যে পরিমাণ বা যে মানের মাল ক্রয় করার কথা তার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ টাকা ব্যয় করত। এক্ষেত্রে তারা ভূয়া কাগজপত্র দ্বারা বিল তৈরি করত। আর্থিক অনিয়মের জন্য মোট ২৯টি সংস্থাকে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ সংস্থাই যথাযথভাবে কাগজপত্র সংরক্ষণ করত না এবং নিয়মমত অর্থ ব্যয় করত না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা এসওই প্রতিস্বাক্ষর করত। তারা অনেক সময় প্রভাবিত হয়ে এসওই যথাযথভাবে নিরীক্ষা না করে প্রতিস্বাক্ষর করতেন। পিমু অফিসের অর্থ শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়ে ভূয়া কাগজপত্র দ্বারা তৈরিকৃত এসওই পাশ করে দিত। অনেক সময় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পিমু অর্থ শাখা অনিয়ম করে অর্থ ছাড় করত। অনেক সময় সংস্থার হিসাবে প্রকল্প থেকে সময়মত অর্থ ছাড় করতে পারত না কারণ সংস্থা যথাসময়ে বা যথাযথভাবে এসওই দাখিল করত না।

রিসোর্স পার্সনদের প্রতি দিন ২০০ টাকা দেয়ার কথা থাকলেও কোন কোন সংস্থা ঐ পরিমান অর্থ সপ্তাহে ও দেয়া হয়নি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্থিক অনিয়মের কারণে প্রকল্পের প্রধান অফিস ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে মোট ৮০ টি অডিট আপত্তি হয় যার মধ্যে ৬০টি নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ২০টি নিস্পত্তি হয়নি। । প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সততা ও নিষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পটি খুবই বাস্তব সম্মত হলেও আর্থিক অনিয়মের কারণে জনমনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে, ফলে শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম নিয়ে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

এক কথায় উপসংহারে বলা যায় যে, মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ একটি বাস্তব মুখী ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প। এ প্রকল্প দারিদ্র বিমোচনে সচেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কিছু কিছু সমস্যা থাকলেও সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ গরীব শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ঠিকমত পরিচালিত হলে আরো বেশী সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

এ গবেষণায় যে ফলাফল পাওয়া যায় তার আলোকে গবেষক যে সকল সুপারিশ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ

১) দাতা সংস্থা, মন্ত্রণালয়, উশিব্যু ও পিমু এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুষ্ঠ সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। দাতা সংস্থা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (উশিব্যু), প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিমু) এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ বার সভা করা যেতে পারে। এই সমন্বয় কমিটি প্রতি ১৫ দিন পর পর সভা করে প্রকল্প কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমকে গতিশীল করা সম্ভব। সমন্বয় কমিটিতে ষ্টেক হোল্ডারদের প্রতিনিধি থাকে বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়।

২) মন্ত্রণালয়, উশিব্যু এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের কার্য সম্পাদনে আন্তরিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে প্রকল্পের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩) প্রকল্পের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার অথবা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় প্রতি উপজেলায় উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি নামে যে কমিটি আছে তাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি এবং মনিটরিং সংস্থার প্রতিনিধি ইউপিও সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কমিটিতে ইউপিও সক্রিয় না থাকলে ঠিকমত সভা হয় না। বিভিন্ন কারণে এ কমিটি অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়। তাই উনফেকের পাশাপাশি একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করে কার্যক্রম আরো ভালভাবে চালান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৪) প্রকল্প পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায়ে বার বার বদলী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাই প্রকল্প মেয়াদে বদলী প্রবণতা যতটা সম্ভব কমান দরকার। ২০০১ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ০৬ বার প্রকল্প পরিচালক এবং ৫ বার উপ-পরিচালক পর্যায় বদলী করা হয়েছে। বারবার প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বদলী হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতার অভাবে কার্যক্রমে অনেকটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক তার এইড মেমোতে বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনে অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেছে।

৫) প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত যে সকল গাড়ী অন্য সংগঠনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা ফিরিয়ে আনা দরকার। প্রকল্পের প্রতিটি বিভাগীয় অফিসে একটি গাড়ী থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে ঢাকায় এবং রাজশাহীতে ১টি করে গাড়ী আছে। তাই প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে অন্য ৪ বিভাগের জন্য গাড়ী কেনা যেতে পারে।

৬) প্রতিমাসে উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কর্তৃক প্রেরিত তথ্য বিভাগীয় দল কর্তৃক পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের কর্তৃক মনিটরিং রিপোর্ট এর ভিত্তিতে প্রতি বিভাগীয় অফিস থেকে স্ব স্ব বিভাগের একটি রিপোর্ট তৈরী করে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা যেতে পারে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে অনেক সময় প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

৭) প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাকে কোন সার্ভিজ চার্জ দেয়া হয় না, ফলে তারা সততার সাথে কাজ করতে পারে না। সংস্থার কাজকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সার্ভিস চার্জের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সার্ভিস চার্জ না থাকার কারণে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ ঠিকমত ব্যয় না করে সেখান থেকে কিছু অর্থ রেখে দিয়ে অন্য খাতে ব্যয় করে থাকে। অথবা অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

৮) প্রতিটি সংস্থার কর্ম এলাকায় অফিস স্থাপন করা দরকার। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মএলাকায় অফিস থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক সংস্থার কোন অফিস নেই। এতে প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন ঘটে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে করার জন্য প্রতিটি সংস্থাকে তার কর্ম এলাকায় বা সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা সদরে অফিস স্থাপন করতে হবে। অফিসের সাইনবোর্ড আকারে এমন হতে হবে যেন সহজেই লোকের চোখে পড়ে। সাইনবোর্ড এমনভাবে টানাতে হবে যেন সহজে দেখা যায়। বর্তমানে অনেক সংস্থা সাইনবোর্ড টানালেও তা গাছের বা ঘরের আড়ালে রাখে যাতে সহজে শিক্ষা কেন্দ্রটি খুজে পাওয়া না যায়।

৯) ইউপিও এর উপজেলা সদরে অফিস থাকতে হবে। কিছু কিছু সংস্থা প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী উপজেলা সদরে অফিস স্থাপন করেনি। অনেক সংস্থা পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের নামে অফিস নিলেও বাস্তবে তারা সেখানে অন্য প্রকল্পের কার্যক্রম চালায়।

১০) ইউপিওদের কর্ম এলাকায় অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের সাথে সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী ইউপিও সার্বক্ষণিক কর্মএলাকায় থাকার কথা থাকলেও সাধারণত ইউপিওরা কর্ম এলাকায় অবস্থান করেন না। অনেক ইউপি ও জেলা সদরে অবস্থান করেন অথবা তার সংস্থার অন্য উপজেলায় অবস্থিত অফিসে অবস্থান করেন।

উপকরণ ঃ

১) প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন মডেল অনুসারে যে সকল উপকরণ শিক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহ করার কথা তা যতটা সম্ভব দ্রুততম সময়ে কেন্দ্রে সরবরাহ করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায় কিছু কিছু উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হলেও কিছু কিছু উপকরণ অনেক দেরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিক শিক্ষণ শিখন পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হয়।

২) উপকরণের বিপরীতে যে বরাদ্দ দেয়া আছে সে অনুযায়ী উপকরণ ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বরাদ্দ থেকে অনেক কম দামে উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। সাদাকালো টিভি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাটারীসহ) বাবদ ৭০০০/- (সাত হাজার টাকা) বরাদ্দ আছে। বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ টিভি ২২০০ থেকে ২৬০০ টাকার মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। ১টি চেয়ার বাবদ ১০০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে তৈরী করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩) অধিকাংশ কেন্দ্রের উপকরণ নষ্ট। এ সকল উপকরণ মেরামত করা খুবই জরুরী। মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে মেরামত করাতে হবে। উপকরণ মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকতে হবে। এ প্রকল্পে মালামাল মেরামতের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৪) অনেক কেন্দ্রে উপকরণ থাকলেও তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয় না। তাই সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা কেন্দ্রে তিন ধরণের উপকরণ সরবরাহ করা হয় যথা ঃ (১) অবকাঠামোগত উপকরণ যেমন- স্টীলের আলমারী, নোটিশ বোর্ড, টেবিল (২) শিক্ষা উপকরণ যেমন- বই, খাতা, কলম, ব্লাক বোর্ড ইত্যাদি (৩) বিনোদন উপকরণ যেমন- রেডিও, টিভি, লুডু, বাগাডুলি। অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে রেডিও, টিভি শিক্ষা কেন্দ্রে না রেখে তা সহায়ক/সহায়িকার বাড়ী অথবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়ীতে রাখা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা রেডিও টিভি দ্বারা শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান বিশেষ করে মাটি ও মানুষ এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখতে পারে না। বাগাডুলি এবং লুডু বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে খেলতে খেলতে শিক্ষার্থীরা গণনা করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল উপকরণ শিক্ষা কেন্দ্রে থাকলেও শিক্ষার্থীদের খেলতে উৎসাহিত করা হয় না বরং অযত্ন অবহেলায় কেন্দ্রে ফেলে রাখা হয়। কেন্দ্রে বিভিন্ন অনুসারক গ্রন্থ থাকলেও বাস্তবে সেগুলো শিক্ষার্থীদের পড়তে উৎসাহিত করা হয় না।

৫) উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য প্রকল্প থেকে অর্থ প্রদান করা হলেও কোন কোন সংস্থা কম্পিউটার ক্রয় করেনি। আবার ক্রয় করলেও সংস্থা ইউপিও অফিসে তা ব্যবহার না করে সংস্থার নিজ নিজ অফিসে অন্য কাজে ব্যবহার করছে। কিছু কিছু অফিসে কম্পিউটার থাকলেও তা নষ্ট। প্রকল্পের কাজের গতিশীলতা আনার জন্য ইউপিও অফিসে কম্পিউটারের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার থাকতে হবে।

৬) প্রত্যেক ইউপিও অফিসে একটি মটর সাইকেল থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। কিছু কিছু সংস্থা মটর সাইকেলটি অন্য প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করে থাকে। এতে প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়। তাই প্রকল্প কাজে মটর সাইকেলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মটর সাইকেলের জন্য বর্ধিত বাজার দরের সংগে সংগতি রেখে জ্বালানী তেলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭) একটি ফেজ শেষ করার পর অন্য ফেজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত উপকরণ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমানে সংরক্ষণ করার নিয়ম যথাযথভাবে পরীবিক্ষণ করা হয় না। একটি ফেজ শেষ হওয়ার পর আর একটি ফেজ চালু করতে কখনও কখনও পাঁচ মাস থেকে পনের মাস পর্যন্ত সময় লাগে। এই সময়ে উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে উপকরণ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

প্রশিক্ষণ ঃ

১) সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষণ শেষে সাক্ষরতা উত্তর ক্লাশ শুরু করতে হবে। একই দিনে সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষণ এবং সাক্ষরতা উত্তর ক্লাশ চলতে পারে না। একই দিনে প্রশিক্ষণ এবং ক্লাশ চালালে সহায়ক/সহায়িকাদের পক্ষে কোন কাজই সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না।

২) যে সকল মাস্টার ট্রেইনারগণ মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কেবল মাত্র তারাই সহায়ক/সহায়িকা প্রশিক্ষণ দিবেন। অনেক সংস্থা মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণে যাদের পাঠিয়ে ছিলেন তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে অন্য লোক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ফলে প্রশিক্ষণের মান যথাযথ হয়নি।

৩) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অবশ্যই জেলা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা মনিটরিং করাতে হবে। অনেক সংস্থা ৬ দিনের প্রশিক্ষণ ৪ দিনে শেষ করেন। বরগুনার দি ক্রাপদা সংস্থাটি তাদের ৬দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৪ দিন চালিয়েছিল তা বিভাগীয় টিম লিডার, বরিশাল কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়।

৪) মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তিদ্বয় অবশ্যই সংস্থার নিয়োগকৃত লোক হতে হবে। বাহির থেকে স্বল্প সময়ের জন্য অন্য কাউকে এ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। অনেক সংস্থা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে নিয়োগ দিয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করান। পরবর্তীতে তারা প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। ফলে অপ্রশিক্ষিত লোক দ্বারা সংস্থা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫) সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ জেলা পর্যায়ে বিভাগীয় দল কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। বর্তমানে সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে হয় না। একটি সংস্থায় একজন মাত্র সুপারভাইজার থাকায় এক জনের জন্য সুপারভাইজারী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয় না। তাই জেলায় কর্মরত সকল সংস্থার সকল সুপারভাইজারদের একত্রিত করে বিভাগীয় দলের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ করতে হবে। বিভাগীয় দলে অনেক দক্ষ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে হবে।

সংস্থা নির্বাচন ঃ

১) প্রকল্প কার্যক্রম যেহেতু বাস্তবায়ন করা হয় বেসরকারী সংস্থা দ্বারা সেহেতু সংস্থা নির্বাচনে আরো সততার সাথে যাবতীয় প্রভাবমুক্ত থেকে বাস্তবায়নকারী এবং মনিটরিং সংস্থা নির্বাচন করতে হবে।

২) বাস্তবায়নকারী সংস্থার ৯ মাসের কার্যক্রম (একটি ফেজ) দ্রুত শুরু করতে হবে অর্থাৎ একটি ফেজ শেষ হওয়ার ১/২ মাসের মধ্যে অন্য ফেজ শুরু করতে হবে। ৯ মাসের একটি ফেজ চালুতে ৬ মাস থেকে ১১/২ বছর সময় নেয়া হয় শুধুমাত্র সংস্থা নির্বাচনে যা কোন ভাবেই কাম্য নয়।

৩) সংস্থার কর্ম এলাকা বন্টনের সময় সংস্থাকে নিজ নিজ এলাকায় কাজ দেয়া যেতে পারে এতে সংস্থার কাজ করতে সুবিধা হয়। নিজ নিজ এলাকায় কাজ করতে নির্বাচিত সংস্থাগুলো আন্তরিক হওয়ায় কাজের মান ভাল হতে পারে।

৪) একই কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ফেজে (১টি ফেজ ৯ মাস) বিভিন্ন সংস্থাকে কাজ না দিয়ে বরং একটি সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন ফেজ সম্পাদন করলে কাজের মান ভাল হতে পারে। বিভিন্ন ফেজে বিভিন্ন সংস্থা নির্বাচন করলে পূর্বের সংস্থার নেতিবাচক প্রভাব পরবর্তী সংস্থার উপর পড়ে যা সঠিকভাবে কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে।

৫) যে সকল সংস্থা শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না তাদেরকে পরবর্তী ফেজে কাজ দেয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ঐ ইউনিটে অন্য সংস্থাকে (যে সংস্থা ভাল কাজ করেছে) কাজ দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম ভালমন্দ বিচার করা হয়না। অনেক সংস্থা ভাল কাজ করেও

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে নির্বাচিত হতে পারেনি। আবার খারাপ কাজ করেও পরবর্তী ফেজে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

৬) যে সকল এলাকায় কোন সংস্থার মাইক্রো ক্রেডিট কাজ আছে সে সকল এলাকায় ঐ সংস্থাকে কাজ দিলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। একই জায়গায় যে সংস্থা মাইক্রো ক্রেডিট কাজ নেই তার উপস্থিতি কম পক্ষান্তরে যে সংস্থার মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম আছে সে সংস্থার শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশী।

প্ররোচনা ও প্রণোদনা ঃ

১) সামাজিক জাগরণের জন্য বর্তমানে বিটিভিতে প্রচারিত গণশিক্ষার আসরের পাশাপাশি পিএলসিইএইচডি-১ এর কার্যক্রম প্রচার করা যেতে পারে।

২) বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায় যে সকল ওয়ার্কসপ, সেমিনার, র‍্যালী ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে হওয়ার কথা তা দ্রুত করতে হবে। এই সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে না করায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের লোকজন প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারছে না। অন্যদিকে এ কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় দল তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পারছেন না বিভিন্ন রকম লজিষ্টিক সমস্যার কারণে। তাই এ সকল কাজ করার প্রয়োজনী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) প্রশিক্ষণার্থীদের নগদ মাসিক একটা ভাতা দেয়া যেতে পারে। যুব উন্নয়নে এ জাতীয় প্রশিক্ষণে থাকা খাওয়া সহ মাসিক ৫০০ টাকা দেয়া হয়। পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পে নগদ অর্থ দেওয়ার বিধান বর্তমান পিপিতে নেই সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাসিক ১০০ টাকা করে দেয়া যেতে পারে।

৪) সরকারী বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা যেমন ভিজিএফ কার্ড, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদানের সময় পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদেরকে।

৫) প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র স্থাপন ঃ

১) কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গরীব এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে কারণ বাস্তবে এ প্রকল্পের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই গরীব। এতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়বে।

২) যে সকল এলাকায় শিক্ষার্থীর অধিক্য আছে সে সকল এলাকায় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩) কেন্দ্র ঘর স্থাপনে সিএমসির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সিএমসি কেন্দ্র স্থাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ভাল কেন্দ্র ঘর স্থাপন করা সম্ভব হবে।

৪) কেন্দ্র ঘর স্থাপনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনা করে অপেক্ষাকৃত আলো বাতাসসমৃদ্ধ স্থানে কেন্দ্র ঘর স্থাপন করতে হবে।

কার্যক্রম মনিটরিং ঃ

১) প্রকল্প কার্যক্রম নিষ্ঠা ও সততার সাথে মনিটরিং করতে হবে। প্রকল্প থেকে মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের মনিটরিং কার্যক্রম সতততার সাথে করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি বেশী বেশী করে পরিদর্শন করতে হবে। এমনভাবে পরিদর্শন করতে হবে যাতে প্রতিটি কেন্দ্র যেন মাসে অন্তত একবার পরিদর্শনের আওতায় আসে।

২) মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের ফিল্ড পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগিতা নেয়া উচিত নয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগিতায় কেন্দ্র পরিদর্শন করলে তারা আগেই কেন্দ্র সাজিয়ে রাখার সুযোগ পায়। এতে ফিল্ডের আসল চেহারা পাওয়া যায় না।

৩) মনিটরিং এ্যসোসিয়েটদের মনিটরিং রিপোর্ট প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক মাঝে মধ্যে ক্রোচ চেক করতে হবে।

৪) প্রকল্পের প্রতিটি বিভাগে অবস্থিত বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা মনিটরিং করানো হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৫) পরিবীক্ষণ সংস্থার প্রতিনিধি উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গ্যানাইজার স্ব স্ব কর্মএলাকায় অবস্থান করে নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে পরিদর্শিত রিপোর্ট প্রকল্প কর্মকর্ত, বিভাগীয় দলনেতা ও সহকারী পরিচালকের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে এক কপি প্রদান করতে হবে। এতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পাবে।

৬) মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কর্মকর্তা, বিভাগীয় দলনেতা, জেলা সহকারী পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, মনিটরিং সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে। বর্তমানে বিভাগীয় দলনেতা, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, মনিটরিং সংস্থাকে প্রতিবেদন দেয়া হয় না।

৭) উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তাদের দ্বারা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য কর্মকর্তাদের জ্বালানী তেল বা যাতায়াত খরচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) মনিটরিং এ্যাসোসিয়েটদের প্রতি মাসে ফিল্ডে মনিটরিং করার ব্যবস্থা করতে হবে। একবারে ২০ দিন ফিল্ডে থেকে মনিটরিং না করে বরং ২ বারে প্রতি বারে ১০ দিন করে ফিল্ডে কাজে থেকে মনিটরিং করা হলে আরো গতি আসবে। অনেক সময় মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট ২০ দিনের মধ্যে ৫/৭ দিন ফিল্ডে থেকে বাকী সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করে থাকে।

জনবল নিয়োগ ঃ

১) প্রকল্পের শুন্য পদে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগ কাজ চুড়ান্ত করতে হবে।

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক নিয়োগ কালে নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প পরিচালক অপেক্ষা সিনিয়র একজনকে মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ দান করতে হবে। কোন কোন সময় দেখা যায় যে মহাপরিচালক প্রকল্প পরিচালকের অপেক্ষা চাকুরীতে জুনিয়র অথবা একই ব্যাচের যা উশিব্যু বা প্রকল্প কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ঃ

১) সিএমসি কমিটিতে যারা আছেন তাদেরকে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দিতে হবে। বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ সিএমসি সদস্য তার কাজ কি তা জানেন না। এতে প্রকল্প কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

২) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সভাপতিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র সভাপতি ও সদস্য সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রশিক্ষণ সিএমসি সদস্যদের সকলের জন্য হওয়া উচিত।

৩) সিএমসি কমিটির সভাপতিকে শিক্ষিত হতে হবে। সিএমসি কমিটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়ক/সহায়িকার আত্মীয়রা থাকেন সেক্ষেত্রে কমিটি সহায়ক/সহায়িকা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার অনেক সিএমসি সভাপতি নিরক্ষর। তার দ্বারা কেন্দ্র সঠিকভাবে পরিচালনা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই কেন্দ্র সভাপতি অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে এলাকার জনপ্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক অথবা গ্রাজুয়েট ব্যক্তিকে সভাপতি করা যেতে পারে।

৪) সিএমসি মিটিং নিয়মিত করতে হবে। সিএমসি মিটিং প্রতি মাসে হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক সংস্থার সিএমসি মিটিং মাসিক হয় না।

৫) সিএমসি মিটিং উপস্থিত সদস্যদের আপ্যায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আপ্যায়ন বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হবে। প্রকল্প থেকে প্রতি কেন্দ্র বাবদ ২০০ (দুই শত টাকা) কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয় দেয়া হলেও অধিকাংশ সংস্থাই সিএমসি মিটিং বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করে না। এতে সিএমসি সদস্যরা নিজেদেরকে অসম্মানিত মনে করেন।

৬) প্রতি মিটিং এর রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। রেজুলেশনের একটি কপি সংস্থার আঞ্চলিক অফিসে প্রদান করতে হবে। রেজুলেশন প্রেরণ নিশ্চিত করা গেলে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

দল গঠন ও ট্রেড নির্বাচন ঃ

১) প্রশিক্ষণার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করতে হবে। প্রকল্প নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা, এলাকার বাজার চাহিদা ও রিসোর্স পার্সনদের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে ট্রেড নির্বাচন করার কথা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রেড নির্বাচনে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত উপেক্ষা করে সংস্থা তার আর্থিক লাভের কথা বিবেচনা করে ট্রেড নির্বাচন করে থাকে।

২) স্বল্প টেকনোলজি ভিত্তিক নতুন নতুন ট্রেড নির্বাচন করতে হবে। দর্জি বিজ্ঞান, মৎস্য চাষ এ সমস্ত ট্রেডের পাশাপাশি আধুনিক সমাজে চাহিদা আছে এমন ট্রেড নির্বাচন করতে হবে।

৩) সীড মানি হিসাবে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী বাবদ ২০০ টাকা বারাদ্দ আছে। এই অর্থ দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্থা সামান্য পরিমান (১০/২০ টাকার) উপকরণ দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এ টাকাটা শিক্ষার্থীদের নগদ দেয়া যেতে পারে।

৪) প্রায়ই অনুপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি বাড়াবার জন্য ছোট দল গঠন করা যেতে পারে। একটি দলে ২/৩ জন সদস্য থাকবে। তারা কেন্দ্রে আসার সময় একজন আর একজনকে ডেকে আনবে।

বিনোদন ঃ

১) প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে পাঠ ও পাঠকেন্দ্র আকর্ষণীয় করার জন্য প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন রকম বিনোদন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

২) বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দর্শনীয় স্থানে পরিদর্শন এবং বাৎসরিক বনভোজনের আয়োজন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঃ

১) প্রকল্প থেকে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন কাজ করতে খুবই সামান্য সময় দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য মিটিং, প্রশিক্ষণের সংবাদ ২/৩ দিন আগে সংস্থা বা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জানানো হয় এর ফলে উপস্থিতি আশা অনুরূপ হয় না।

২) প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনার মধ্যে ঐক্য আকিতে হবে। এক এক সময় এক এক ধরনের নির্দেশ দেয়া যাবে না। এর ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ফিল্ড পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন।

উনফেক ঃ

১) UNFEC কমিটির মাসিক মিটিং করতে হবে। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান, রিসোর্স পার্সনদের সমন্বয়ে মাসিক UNFEC মিটিং করতে হবে।

২) UNFEC কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে ইউপিও এর পরিবর্তে উপজেলা শিক্ষা অফিসার অথবা সমাজসেবা অফিসারকে রাখা যেতে পারে। ইউপিও সংস্থা প্রতিনিধি হওয়ায় অনেক সময় সরকারী কর্মকর্তারা তাকে মূল্যায়ন করতে চায় না।

৩) UNFEC মিটিং ও অন্যান্য খরচের জন্য বরাদ্দ থাকা দরকার।

৪) UNFEC কমিটির রেজুলেশন সংশ্লিষ্ট সংস্থার চেয়ারম্যান/আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, জেলা সহকারী পরিচালক এবং বিভাগীয় দল নেতার অফিসে পাঠাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

লিংকেজ ঃ

বর্তমানে লিংকেজ বাবদ প্রতিটি কেন্দ্রে ৩৫০০×২= ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ সংস্থা বরাদ্দের ২০% টাকাও খরচ করে না। তাছাড়া লিংকেজ এর জন্য কোন গাইড লাইন নাই। তাই লিংকেজের জন্য গাইড লাইন তৈরী করতে হবে।

রিসোর্স পার্সন ঃ

১) সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে যে সকল রিসোর্স পার্সন নিয়োগ দেয়া হবে তারা অবশ্যই UNFEC কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২) বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব জনবল এবং প্রকল্প কর্মকর্তাকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে অনুমোদন দেয়া যাবে না।

৩) অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে নিয়োগকৃত রিসোর্স পার্সনকে অবশ্যই প্রকল্প থেকে প্রদত্ত ট্রেড গাইড লাইন অনুযায়ী ক্লাস নিতে হবে।

৪) সিই পর্যায়ে রিসোর্স পার্সনদের সম্মানী বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে ২০০ টাকা প্রতি ক্লাস হিসাবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রিসোর্স পার্সন অনেক সময় পাওয়া যায় না।

৫) রিসোর্স পার্সনদের দৈনিক হ্যান্ড নোট কেন্দ্রে রাখার কথা থাকলেও বাস্তবে রাখা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

০১. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন আমাদের শিক্ষা কোন পথে ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা১৯৯৬

০২. সৈয়দা তাহমিনা আক্তার, শ্যামলী আকবর, জাহান আরা বেগম নারী শিক্ষা ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৪১৫

০৩. তপন কুমার দাশ, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, গণসাক্ষরতা অভিযান, ডিসেম্বর ২০০৫

০৪. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, আগষ্ট ২০০২

০৫. আবদুল মোতালেব, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি, ঢাকা, ১৯৯৮

০৬. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা ১৯৯২

০৭. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন শিক্ষা ও বিজ্ঞান অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১

০৮. আবু হামিদ লতিফ বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঢাকা ডিসেম্বর ২০০১

০৯. আলী আসগর, শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা, আগামী প্রকাশনী,

১০. মমতাজ লতিফ বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

১১. আলি আসগর, শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

১২. এ.জেড.এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ চট্টগ্রাম, মে ২০০০

১৩. এম.এ. রশীদ অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ সহায়িকা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, ঢাকা ২য় প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৩

১৪. এম. জামালউদ্দীন, মুহাম্মদ শহীদুল আমিন চৌধুরী শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি আগষ্ট ২০০২

১৫. বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

১৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০০৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা সংকট ও সম্ভাবনা, প্রথম প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারী ২০০০

১৮. জ্যোতির্ময় বসু রায় চৌধুরী ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কলকাতা, ১৯৮৬

১৯. তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, মে ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

২০. দরিয়া নূর বেগম শিশুর আচারণ ও ক্রমবিকাশ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৩

২১. প্রতিবেদন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি ১৯৯৭ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ঢাকা ডিসেম্বর ১৯৯৭

২২. ফরিদা আক্তার, আনন্দে শেখা রাড্ডা বারনেন, ঢাকা, সেপ্টম্বর ১৯৯৭

২৩. বিভুরঞ্জন গুহ ও শান্তি দত্ত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক

২৪. ম. হাবিবুর রহমান শিক্ষাকোষ কম্পেন্ডিয়াম অব এডুকেশন প্রজেক্ট, ঢাকা

২৫. মুহাম্মদ নাজমূল হক শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৬. মোঃ আনসার আলী খান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা অন্যান্য, ঢাকা

২৭. মোঃ আবদুল আউয়াল খান ও সহযোগী শিক্ষার ভিত্তি সামাদ পাবলিকেশন এন্ড রিসার্চ, ঢাকা

২৮. মোজাম্মেল হক নিয়োগী প্রশিক্ষণ পরিচিতি সাকী পাবলিশিং ক্লাব, ঢাকা

২৯. মোহাম্মদ আজহার আলী পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩০. মোহাম্মদ হাননান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস প্রথম প্রকাশ, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

৩১. আবু হামিদ লতিফ অনূদিত বয়স্ক শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রথম প্রকাশ, ফ্রেপড, ঢাকা

৩২. হামিদা আক্তার ও অন্যান্য,মনোবিজ্ঞান শব্দকোষ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

৩৩. সংখ্যা-৪১,৪৩-৪৪,৫৫-৫৬,৫৯-৬০,৯১-৯২,১০০ সাক্ষরতা বুলেটিনঃ গণসাক্ষরতা অভিযান

৩৪. ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩৫. এ.বি.এম. রশীদুজ্জামান, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, আইডিয়াল লাইব্রেরী

৩৬. ম. হাবীবুর রহমান, গণশিক্ষা প্রসারে শিক্ষা উপকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩৭. আবুল কাশেম সন্দীপ ও অন্যান্য, বাংলাদেশের সাক্ষরতা কার্যক্রম ও শিক্ষোপকরণ, গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত

৩৮. এল. রহমান, কারবারের ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন

৩৯. সেতু ব্র্যাকের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র বর্ষ-২১, সংখ্যা-৩

৪০. জনকণ্ঠ,১৮ অক্টোবর-২০০৬

৪১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন পরীবিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ, ক্যাম্পে

৪২. আবু হামিদ লতিফ, বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

৪৩. SP Gumpta, Statistical Method, Delhi : Sultan Chand and Sons

৪৪. মোঃ আবদুস সালাম হোসনে আরা বেগম ,আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা- বাংলাদেশ

৪৫. Julion L. Simon Basic Research Methods in Social Science New Work Random House

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. শহীদুল ইসলাম শিক্ষা ভাষা

৪৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, শিক্ষা প্রসঙ্গ

৪৮. পাউলো ফ্রেইবী নিপিড়িতের শিক্ষা

৪৯. শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত

৫০. বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো

৫১. Sector Study on Non-formal Education in Bangladesh, 2001: Dhaka, Asian Development Bank

৫২. Annual Monitoring Report of Reaching Out-of-School Children Project (ROSC), ROSC MIS Cell, Local Government Engineering Department, 2007: Dhaka., Directorate of Primary Education (DPE), Ministry of Primary and Mass Education (MOPME)

৫৩. Non-formal Education (NFE) Policy, Ministry of Primary and Mass Education

৫৪. আবু হামিদ লতিফ ,বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

৫৫. ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা প্রশাসন, বাংলা একাডেমী

৫৬. এ.বি.এম রশীদুজ্জামান, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, আইডিয়াল লাইব্রেরী

৫৭. APPEAL Training Materials for Coninuing Educations, UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bankok

৫৮. Adult Education : Current Trends and Practices, UNESCO, 1999

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর কারিকুলাম

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

দেশে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

১। ১৬.৫৬ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীতে অন্তভূক্তির মার্ধমে ইতোপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা সুসংহত করা, ধরে রাখা, মান উন্নত করা;

২। সম সংখ্যক সাক্ষরতা উত্তর কোর্স সম্পন্নকারীকে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কারিগরী দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাঁদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে প্রদীপ্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা;

৩। প্রকল্পের লক্ষ্য দলকে জীবনমুখী শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা;

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কাঠামো দৃঢ়করণ এবং সাক্ষরতা, সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার বাস্তব সংজ্ঞা ও রূপরেখা নির্ধারণ;

৫। সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

কারিকুলামের আবশ্যিক বিষয়সমূহ

❑	লক্ষ্যদল	ঃ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নব্য সাক্ষর
❑	শিক্ষার্থীর বয়স	ঃ	১১-৪৫ বছর
❑	কোর্সের মেয়াদ	ঃ	৯ মাস (৩মাস সাক্ষরতা উত্তর এবং ৬মাস অব্যাহত শিক্ষা)
❑	পর্যায়	ঃ	২ টি (প্রথম পর্যায় সাক্ষরতা উত্তর এবং দ্বিতীয় পর্যায় অব্যাহত শিক্ষা)
❑	শিক্ষাদলের আকার	ঃ	কেন্দ্র প্রতি ৬০ জন (৩০ জন পুরুষ এবং ৩০ জন মহিলা)
❑	শিফ্‌ট	ঃ	দুইটি (দিনে, রাতে অথবা শিক্ষার্থীর সুবিধাজনক সময়ে)
❑	সর্বমোট গ্রন্থ	ঃ	১২৫ টি
❑	মোট সেশন		২১৬ কার্যদিবস
❑	দৈনিক কর্মঘন্টা	ঃ	ন্যূনতম (০২) দুই ঘন্টা
❑	মোট কর্মঘন্টা	ঃ	২১৬×০২ ঘন্টা = ৪৩২ ঘন্টা

সাক্ষরতা উত্তর পর্বের পাঠ্যসূচী

- রিসোর্স পার্সন কর্তৃক

  ২০ টি ইস্যুভিত্তিক (৮ টি সাধারণ এবং ১২ টি আয়বর্ধক) অলোচনা ।

- ১২৫ টি অনুসারক গ্রন্থ ।

Dhaka University Institutional Repository

সময় বন্টন

কোর্স মেয়াদ ঃ ৩ মাস বা ৯০ দিন

সপ্তাহে কার্য দিবসঃ ৬ দিন

মোট কার্য দিবস ঃ ৭২ দিন

প্রত্যহ ২ ঘন্টা করে

৭২×২ = ১৪৪ ঘন্টা

সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচীকে ২টি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে।

সামগ্রিক সময় বন্টন ঃ

১ম পর্ব ঃ ১২০ ঘন্টা বা ৬০ দিন

২য় পর্ব ঃ ২০ ঘন্টা বা ১০ দিন

মোট ঃ ১৪০ ঘন্টা বা ৭০ দিন

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা থাকবে। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কমিটি থাকবে তার গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে।

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি

গঠন

১।	সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী	-	প্রধান পৃষ্ঠপোষক
২।	জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	-	পৃষ্ঠপোষক
৩।	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
৪।	জেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় প্রধান	-	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমূহের UNO গণ	-	সদস্য
৬।	জেলায় কর্মরত PI-NGO ও PM-NGO সমূহ	-	সদস্য
৭।	জেলা কো-অর্ডিনেটর	-	সদস্য সচিব

দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) জেলায় বাস্তবায়নাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ) কর্মসূচি মূল্যায়ন করা ।

ঘ) নিয়মিত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা ।

প্রকল্প কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে ।

উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউ,এন,এফ,ই,সি)

গঠন

১ ।	মাননীয় সংসদ সদস্য	-	পৃষ্ঠপোষক
২ ।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
৩ ।	ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার চেয়ারম্যানবৃন্দ	-	সদস্য
৪ ।	উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ	-	সদস্য
৫ ।	কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও/এনজিওসমূহের প্রধান	-	সদস্য
৬ ।*	জেলা কো-অডিনেটর/উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার/ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	-	সদস্য সচিব

*সদর উপজেলায় জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং অন্যান্য উপজেলায় প্রকল্প-৪ এর প্রোগ্রাম অফিসার সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন । তবে যে সব উপজেলায় প্রকল্প-৪ এর প্রোগ্রাম অফিসার নাই, সে সব উপজেলায় PM-NGO 'র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন ।

প্রকল্প কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে ।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা, পরিবীক্ষণ এবং তদারকিকরণ;

খ) সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র (সি,ই,সি) এর স্থান নির্বাচন ও অনুমোদন করা;

গ) PI-NGO কর্তৃক গঠিত CMC -কে অনুমোদন করা;

ঘ) শিক্ষার্থীদের তালিকা অনুমোদন করা;

ঙ) কেন্দ্র সহায়তাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগের তালিকা ও অপেক্ষমান তালিকা অনুমোদন করা;

চ) PL পর্যায়ের ২০টি ইস্যুভিত্তিক ও CE পর্যায়ের ট্রেড ভিত্তিক রিসোর্স পার্সনের তালিকা অনুমোদন করা;

ছ) কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা;

জ) মাসিক সভায় মিলিত হয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

ঝ) কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করা;

ট) মাসিক সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা এবং প্রকল্প পরিচালক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

ঠ) প্রতি পর্যায়ের কর্মসূচি সমাপ্তিতে কোন কর্মকর্তা অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোনয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা;

ড) বাস্তবায়নকারী/পরিবীক্ষণকারী এনজিওদের কর্মসূচি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার তাৎক্ষনিক সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

ঢ) মাসিক সভার আপ্যায়ন ব্যয় PM-NGO -কে বহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিঃদ্রঃ কর্মসূচি প্রতিটি পর্যায় (৯ মাস) সফল সমাপ্তির পর কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউএনএফইসি) এর দায়িত্বে থাকবে। ইউএনএফইসি কোন কর্মকর্তা অথবা কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হলে কেন্দ্রর দায়িত্ব গ্রহণকারী নির্বাচিত এনজিও'র নিকট কেন্দ্রের দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। সিএমসি এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। চতুর্থ পর্যায় শেষে ইউএনএফইসি কেন্দ্রের দায়িত্বভার সিএমসি'র নিকট হস্তান্তর করবে। কেন্দ্রটি পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের নিকট জীবনব্যাপী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং শিক্ষার্থীগণ নিজস্ব উদ্যোগে কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে ।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)

গঠন

১।	স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি (ইউ পি সদস্য)/কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সভাপতি
২-৫।	স্থানীয় গণ্যমান্য/ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি (২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা)	-	সদস্য
৬-৭।	শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবক (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
৮।	জুনিয়র কেন্দ্র সহায়ক	-	সদস্য
৯।	সিনিয়র কেন্দ্র সহায়ক	-	সদস্য সচিব

বিঃদ্রঃ (১) একই এলাকায় একাধিক স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি থাকলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একজনকে সিএমসি'র সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য আলাদা আলাদা কমিটি থাকবে। একই ব্যক্তি একটি মাত্র কেন্দ্রের সভাপতি হতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা;

২। কেন্দ্রের কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

৩। সহায়কদের নির্দেশনা প্রদান করা;

৪। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

৫। দক্ষতা বৃদ্ধি কোর্সে অংশ গ্রহণেচ্ছুদের সনাক্ত করা এবং বাছাই করা;

৬। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউ, এন, এফ, ই, সি) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৭। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদা নিরূপণ করা;

৮। প্রশিক্ষণ দানে সহায়তা করা;

৯। কেন্দ্রের চত্বরের নিরাপত্তা বিধান করা;

১০। মাসে অন্ততঃ ১ বার বাস্তবায়ন সভা অনুষ্ঠান করা;

১১। কোন প্রকার অনিয়ম দেখা গেলে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে (উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি/ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার/ জেলা সমন্বয়কারী) অবহিত করা;

১২। কেন্দ্রটিকে রিসোর্স সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা এবং কর্মসূচি সমাপ্তির পরেও যাতে কেন্দ্রটি চলমান থাকে তৎলক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের বিভিন্ন অফিস ও শাখার কার্যাবলী

প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিমু) কার্যালয়ের নিয়োগ, দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিমু) গঠন করা হবে। পিমুর কর্মকর্তা হবেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের জন্য সরাসরিভাবে (চুক্তিভিত্তিক) নিয়োজিত কর্মকর্তা। প্রকল্পের অন্যান্য কর্মচারী পিমু কর্তৃক (চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ প্রাপ্ত হবে। প্রকল্প কার্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সকল কাজের জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন;

২। প্রকল্পের জন্য মালামাল ও সেবা ক্রয় (Goods and Services) এর ব্যবস্থা করা;

৩। অর্থ ও লজিষ্টিকস্ ব্যবস্থাপনা করা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

৪। কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিদপ্তরকে NGOs, CBOs, PVOs এবং অন্যান্য সংস্থা নির্বাচনে সহায়তা করা;

৫। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে ও এর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে অধিদপ্তরকে সহায়তা করা;

৬। বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় করা;

৭। প্রকল্পের কার্যাবলীর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও MIS-এর ফলাফল/সুপারিশসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৮। মাঠ পর্যায় থেকে ব্যয় বিবরণী সংগ্রহ ও পুনরায় অর্থ ছাড় নিশ্চিত করা। নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা ও নিরীক্ষিত বিবরণী সময়মত উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট প্রেরণ করা;

৯। পরামর্শকদের কাজের নিয়মিত সমন্বয় করা;

Dhaka University Institutional Repository

১০। বিভাগীয় দল এবং কর্মসূচি সংগঠকদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা;

১১। কম্পোনেন্ট ও সাবকম্পোনেন্ট ভিত্তিক সকল বিষয় নিয়মিত পর্যালোচনা করা;

১২। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সুসম্পন্ন করা।

বিভাগীয় দলের নিয়োগ ও কার্যাবলী

প্রকল্প এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ভর প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় টীম নিয়োগ (চুক্তিভিত্তিক) দেয়া হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভাগীয় দল নিয়োগ কার্যাদি সম্পন্ন করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিভাগীয় দল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। বিভাগীয় দলের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপঃ

১। নব্য সাক্ষরদের জন্য স্থানীয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং সুবিধা নিরূপন করা;

২। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন করা;

৩। দক্ষতা প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করা এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা;

৪। প্রোগ্রাম অর্গানাইজারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন করা এবং পর্যায়ক্রমে তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

৫। যে সব প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মনীতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রণীত নিয়ম নীতি ও শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সে সব প্রতিষ্ঠানকে সিইসি কোর্স উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে প্রস্তাব পেশ করা;

৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মরত স্বল্প সামর্থ্যের অব্যাহত শিক্ষা প্রদানকারী এনজিও গুলোর সামর্থ বৃদ্ধির জন্য যোগ্য এনজিও গুলোর সাথে যোগাযোগ রাখা;

Dhaka University Institutional Repository

৭। অব্যাহত শিক্ষা প্রদায়ী সংস্থাগুলোর সেবা বাজারজাত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা;

৮। বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা, সাম্প্রতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতনতা, সাধারণ সমস্যা নিরূপন এবং অব্যাহত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা;

৯। নিয়মিতভাবে উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি সংগঠকদের (বেসরকারী সংস্থা) সাথে যোগাযোগ রাখা যাতে তাদের সাথে কোর্স, নব্যসাক্ষরদের আগ্রহ ও চাহিদা, এলাকায় প্রাপ্ত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যের শরিক হতে পারে;

১০। প্রকল্প আরম্ভের সময় থেকে বিভাগীয় দল কর্মসূচি সংগঠকদের (বেসরকারী সংস্থা) সাথে মিলে উপজেলার সকল কর্মকর্তাকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

১১। জেলা কো-অর্ডিনেটর, টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজারদের নিয়ে ত্রৈমাসিক আলোচনা সভা করে তাদের কার্যক্রমকে গতিশীল করা;

১২। ট্রেডভিত্তিক কোর্স উন্নয়নের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা।

মনিটরিং এসোশিয়েট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রকল্পের কার্যাবলী নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ৩২ জন মনিটরিং এসোশিয়েটস (চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ দেয়া করা হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ কার্যাদি সম্পাদন করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। মনিটরিং এসোশিয়েটদের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। সহায়তাকারী, সুপারভাইজার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক রক্ষিত রেকর্ডসমূহ যাচাই করা;

২। প্রতিমাসে কমপক্ষে ৪০টি সাক্ষরতা উত্তর (PL) ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র (CEC) পরিবীক্ষণ করা;

Dhaka University Institutional Repository

৩। DNFE এর মনিটরিং শাখা কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়ভিত্তিক পরিবীক্ষণ সম্পাদন করা;

৪। নির্দেশিত সময়সীমা অনুসারে সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

৫। অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সহায়তাকারী, সুপারভাইজার, কেন্দ্র ব্যাবস্থাপনা কমিটি এবং বাস্তবায়নকারী এনজিওসহ অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করা;

৬। সহায়তাকারী, সুপারভাইজার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির উপর মাসিক প্রতিবেদন তৈরী করা;

৭। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা), MIS শাখা, DCO এবং PO দের নিকট প্রেরণ করা;

৮। পূর্ববর্তী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের প্রতিক্রিয়া/সুপারিশমালা কেন্দ্র সহায়তাকারী, সুপারভাইজার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজারকে অবহিত করা;

৯। মাসে ২০ দিন মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা এবং বাকী ১০ দিন অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ শাখায় থেকে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা;

১০। কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও (PM-NGO) কে পরিবীক্ষণ করা;

১১। মাসিক মনিটরিং সভায় যোগদান করা;

১২। অধিদপ্তর/ পিমু কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত বিভিন্ন আদেশ প্রতিপালন করা।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণকারী এনজিও নির্বাচন

সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) দের নিয়োগ দেয়া হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন উইং এর এনজিও শাখা এনজিও নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও বিশ্ব ব্যাংক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে-

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকর্তৃক যোগ্য NGO/CBO/PVO-দের নিকট হতে প্রকল্পের অধীনে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা ও পরিবীক্ষনের জন্য নির্দিষ্ট ছকে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা ;

২। প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব পূর্ব নির্দ্ধারিত যোগ্যতার আলোকে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা করা ;

৩। পরীক্ষিত প্রকল্প প্রস্তাব সাবভেনশন সাব-কমিটি কর্তৃক গ্রেডিং করার লক্ষ্যে উক্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা ;

৪। সাবভেনশন সাব-কমিটির সুপারিশ বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতির লক্ষ্যে প্রেরণ করা ;

৫। বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতি প্রদানের পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সাবভেনশন কমিটিতে উপস্থাপন করা ;

৬। সাবভেনশন কমিটি কর্তৃক এনজিও নির্বাচনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ;

৭। নির্বাচিত এনজিওদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা ।

কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও এর প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। কেন্দ্র এবং শিক্ষার্থী নির্বাচনে কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী এনজিওকে সহায়তা প্রদান করা;

২। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে PI-NGO -কে সহায়তা করা ;

৩। অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র, UNFEC, বিভাগীয় দল ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা;

৪। কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের ট্রেড নির্বাচনে সহায়তা করা;

Dhaka University Institutional Repository

৫। PI-NGO ও রিসোর্স পার্সনের সাথে আলোচনা পূর্বক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের সিডিউল তৈরী করা;

৬। কেন্দ্রগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ, ঋণসুবিধা, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা;

৭। পাঠ উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং বিভাগীয় দলের মধ্যে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা;

৮। কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও রেকর্ড সংরক্ষণ করার বিষয়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা;

৯। কেন্দ্রের কাজকর্ম এবং শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়মিত যাচাই করা;

১০। কেন্দ্রসমূহের সহায়কদের জন্য প্রশিক্ষণ ও তথ্য বিনিময়ের জন্য কর্মশালা আয়োজনে বিভাগীয় দলকে সহায়তা করা;

১১। বিভাগীয় দলকে প্রকল্পের কর্মকান্ড, চাহিদা ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বিষয়ে অবহিত করা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্মসূচি অবহিতকরণে সহায়তা করা;

১২। চিহ্নিত প্রশিক্ষণ প্রদায়ী সংস্থাগুলোর মধ্য হতে কার্যকরী প্রশিক্ষণ সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী এনজিওকে সহায়তা করা;

১৩। প্রতিটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা;

১৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রশাসনিক ও আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

১৫। বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা;

১৬। ট্রেড অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্দেশিকা (Directory) এমআইএস শাখায় প্রেরণ এবং প্রতি বৎসর তা হাল নাগাদ করা;

১৭। ট্রেড এবং কর্মসংস্থানের নির্দেশিকা (Directory) সংরক্ষণ করা এবং বছর শেষে হালনাগাদ করা;

১৮। অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য UNFEC এবং UNO কে অবহিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

১৯। প্রতিমাসে প্রতি কেন্দ্রের প্রতিটি শিফট্ ন্যুনতম একবার নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা এবং যথাসময়ে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা;

২০। মাসিক DNFEC সভায় অংশগ্রহণ করা এবং সমস্যাসমূহ তুলে ধরা;

২১। UNFEC কমিটির মাসিক সমন্বয় সভায় সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

২২। বিভাগীয় দলের ত্রৈমাসিক সভায় যোগদান করা;

২৩। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার তার কর্মকান্ডের জন্য DCO'র নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং বিভাগীয় দলকে অবহিত করবে;

২৪। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

বাস্তবায়নকারী এনজিও'র দায়িত্ব কর্তব্য

১। কেন্দ্রের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ৯ মাস মেয়াদী (৩ মাস সাক্ষরতা উত্তর ও ৬ মাস অব্যাহত শিক্ষা) সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা সেবা প্রদান;

২। সাক্ষরতা উত্তর পর্ব শুরুর প্রারম্ভে শিক্ষার্থীদের একটি প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার আয়োজন করা এবং পরীক্ষার ফলাফলের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং এই তথ্যের মাধ্যমে পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করা;

৩। শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত তালিকা তৈরী ও সংরক্ষণ করা;

৪। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর প্রমাণস্বরূপ ১০ জনের গ্রুপ করে সকল শিক্ষার্থীর ছবিসহ তালিকা স্থায়ীভাবে প্রদর্শন করা;

৫। মডেল অনুসারে কেন্দ্র নির্বাচন করা। সপ্তাহে ৬দিন নুন্যতম ২ ঘন্টা করে কেন্দ্র চালু রাখা। শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী কেন্দ্র পরিচালনার সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৬। প্রতিটি কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড তৈরী করা এবং কেন্দ্র স্থলে তা ঝুলানো থাকবে;

Dhaka University Institutional Repository

৭। নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্র সহায়ক ও সুপারভাইজার নিয়োগের নিমিত্তে অপেক্ষমান তালিকাসহ একটি তালিকা প্রণয়ন করবে এবং উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউএনএফইসি) এর নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। কেন্দ্র সহায়ক ও সুপারভাইজার নিয়োগের ক্ষেত্রে প[illegible]র্ণ সময়কালীন দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে যেন কোনক্রমেই কোন সহায়ক বা সুপারভাইজার কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে দায়িত্ব ত্যাগ না করে;

৮। কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত মালামাল নির্দেশনা মোতাবেক সংগ্রহ ও সরবরাহ করা;

৯। কর্মসূচি শেষে কেন্দ্রের মালামাল ইউএনএফইসি কর্তৃক নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট হস্তান্তর করা;

১০। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থী তালিকা তৈরী ও সংরক্ষণ করা। এ বিষয়ে একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা;

১১। প্রতিটি ইউনিটের (১৫ কেন্দ্র = ১ ইউনিট) জন্য ব্যাংকে একটি আলাদা চলতি হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং ব্যাংক হিসাবের স্ট্যাটাস CMC ও PIMU-কে অবহিত করা;

১২। প্রয়োজনীয় হিসাব বই, ডাবল কলাম ক্যাশবই, লেজার, রেজিষ্টার, বিল ভাউচার ইত্যাদি সংরক্ষণ করা;

১৩। পর্যায় শেষে অডিট রিপোর্টি PIMU-তে উপস্থাপন করা;

১৪। প্রতি মাসে সবকয়টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং প্রতিমাসের ২২ তারিখের মধ্যে প্রথম ১৫দিনের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় ১৫ দিনের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা;

১৫। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এর সহায়তায় ঈগঈ গঠন করা এবং টঘঋউঈ থেকে অনুমোদন করা;

১৬। নিজস্ব সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ দুইজন কর্মকর্তাকে মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে নির্বাচন করে তার বিবরণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বরাবর প্রেরণ করা;

Dhaka University Institutional Repository

১৭। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এর সহায়তায় সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ের ২০টি ইস্যুভিত্তিক আলোচনার রিসোর্স পার্সন ও অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ের ট্রেডভিত্তিক রিসোর্স পার্সনের তালিকা তৈরী করা ও তা UNFEC থেকে অনুমোদন করা।

এলাকা নির্বাচন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন এলাকা নির্বাচন করতে হবে। কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলাকা নির্বাচন করে ইউএনএফইসি সভায় উপস্থাপন করবে এবং ইউএনএফইসি সভার অনুমোদনক্রমে এলাকা নির্বাচন চূড়ান্ত করবে। এলাকা নির্বাচনের যে সকল দিক বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলোঃ

১। নব্য সাক্ষরের আধিক্য।

২। কেন্দ্র প্রাপ্তিতে সুবিধা।

৩। কেন্দ্র এলাকায় যাতায়াতের সুবিধা।

৪। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচির প্রতি চাহিদার আধিক্য।

কেন্দ্র স্থাপন

কেন্দ্র স্থাপনা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থে প্রথম পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্তৃক কেন্দ্র স্থাপনের ঘর ভাড়া করার বিধান রাখা হয়েছে। যদি কর্মসূচি এলাকায় কোন নিষ্কন্টক জমি বিনা সেলামীতে পাওয়া যায় অথবা যদি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বিনা সেলামীতে কেন্দ্রের জন্য জমি প্রদান করে তবে ধার্যকৃত এককালীন বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে কেন্দ্র নিমার্ণ করা যাবে। এ কেন্দ্রে ৪ পর্যায়ের কর্মসূচিই প্রতি পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হবে। প্রতিটি পর্যায় শেষে কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নকারী এনজিও কেন্দ্রের দায়িত্বভার ইউএনএফইসি'র নিকট হস্তান্তর করবে। চতুর্থ পর্যায়ের কর্মসূচির শেষে ইউএনএফইসি কেন্দ্রের দায়িত্বভার সিএমসি'র নিকট হস্তান্তর করবে।

স্থানীয় প্রশাসন, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং কর্মসূচিভুক্ত কম্যুনিটির যৌথ সহযোগিতায় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তবে কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে কেন্দ্র স্থাপন কার্য সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্র স্থাপনের যাবতীয় কার্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও সম্পন্ন করবে। কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও (PM-NGO), কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাস্তবায়নকারী এনজিওকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও নিম্নরূপভাবে কর্মসূচি এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করবে ঃ

১। কেন্দ্রসমূহ গুচ্ছাকারে স্থাপন করতে হবে।

২। কেন্দ্র ঘরটিতে ৩০ জন শিক্ষার্থী ও ১ কেন্দ্র সহায়কের বসার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। ঘরের মাপ আনুমানিক ২০ফুট×১২ফুট = ২৪০ বর্গফুট হতে পারে।

৩। কেন্দ্র ঘরটি কমপক্ষে টিনের চালাযুক্ত, শক্ত, মজবুত ও নিরাপদ হতে হবে। কেন্দ্র ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকতে হবে।

৪। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা থাকতে হবে।

৫। কেন্দ্রের জন্য ঘর ভাড়া করা হলে কেন্দ্র ভাড়া প্রতি মাসে এমনভাবে নির্ধারিত হবে যেন চার পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৬। কেন্দ্রের ঠিকানা DT, UNFEC, DCO, PM-NGO, PI-NGO এবং CEC তে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

৭। কেন্দ্র স্থাপনে PM-NGO ও CMC PI-NGO কে সহায়তা প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক/সহায়িকা (Facilitator) নির্বাচন/নিয়োগ

কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও সহায়ক/সহায়িকা নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং সহায়ক/সহায়িকা নির্বাচন কমিটি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। নিম্নলিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কেন্দ্র সহায়ক নির্বাচন করবেঃ

১। প্রতি কেন্দ্রে দুইজন সহায়তাকারী থাকবেন যাদের একজন হবে জুনিয়র সহায়তাকারী এবং অপরজন সিনিয়র সহায়তাকারী। মহিলা শিফটের জন্য মহিলা সহায়তাকারী এবং পুরুষ শিফটের জন্য পুরুষ সহায়তাকারী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচ, এস, সি পাশ হতে হবে। তবে মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে এস, এস, সি পাশ প্রার্থী যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩। যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে সিনিয়র ও জুনিয়র কেন্দ্র সহায়ক নির্ধারণ করতে হবে।

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপর ধারণা থাকতে হবে।

৬। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপর দক্ষতা থাকতে হবে।

৭। দৈহিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে।

৮। এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

৯। যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণে দক্ষ হতে হবে।

১০। দল গঠনে ও দলে কাজ করার যোগ্যতা ও মানসিকতা থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক/সহায়িকা (Facilitator) নির্বাচন কমিটি

PI-NGO, UNFEC, PM-NGO এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে PI-NGO, UNO এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। কমিটি ছয় সদস্য বিশিষ্ট হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

(ক)	সভাপতি	-	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
(খ)	সদস্য	-	জেলা কো-অর্ডিনেটর
(গ)	সদস্য	-	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
(ঘ)	সদস্য	-	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
(ঙ)	সদস্য	-	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার
(চ)	সদস্য সচিব	-	PI-NGO

কমিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য কেন্দ্র সহায়কদের তালিকা তৈরী করবে এবং তা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটিতে পেশ করবে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি'র অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কেন্দ্র চালুর অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্র সহায়কদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

সহায়ক/ সহায়িকাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা করা;

২। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা;

৪। সিএমসি/ সুপারভাইজারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

Dhaka University Institutional Repository

৫ । শিক্ষার্থীদের পরিবীক্ষণ করা;

৬ । সিনিয়র সহায়কের সিএমসি'র সদস্য সচিব এবং জুনিয়র সহায়কের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করা;

৭ । সিনিয়র সহায়কের কেন্দ্রের উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা;

৮ । নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রাক ও প্রান্তিক মূল্যায়ন করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা;

৯ । স্থানীয় জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা;

১০ । শিক্ষার্থীদের নাম, রেজিষ্ট্রেশন, হাজিরা পরিদর্শন ও মূল্যায়নের রেকর্ডপত্র কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা;

১১ । নিয়মিতভাবে পাক্ষিক মনিটরিং ছক পুরনপূর্বক সুপারভাইজারদের নিকট দাখিল করা;

১২ । কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

১৩ । শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি, অবসাদগ্রস্থতা, অন্যমনস্কতা দ[illegible]রীকরণের জন্য এবং পাঠকে আকর্ষণীয় করার জন্য মাঝে মাঝে কেন্দ্র বিনোদনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা (যেমনঃ কৌতুক, কবিতা, গান, ছড়া, ছোটগল্প, নাটিকা ইত্যাদি);

১৪ । কেন্দ্রে সরবরাহকৃত দৈনিক সংবাদপত্র/ ম্যাগাজিন এর প্রধান প্রধান অংশগুলো পাঠ করে শোনানো;

১৫ । শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে সচেষ্ট থাকা;

১৬ । শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা;

১৭ । কেন্দ্রের ব্যয় বিবরণী নিয়মিতভাবে PI-NGO কে দাখিল করা ।

সুপারভাইজার নির্বাচনের যোগ্যতা

কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও সুপারভাইজার নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে । উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং সুপারভাইজার নির্বাচন কমিটি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে । ন্মিলিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও সুপারভাইজার নির্বাচন করবেঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীকে ন্যুনতম স্নাতক পাশ হতে হবে।

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২। তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে।

৩। তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরীর দক্ষতা থাকতে হবে।

৪। দলীয় কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা থাকতে হবে।

৫। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

৬। এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। যদি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা পাওয়া না যায় তবে নিকটবর্তী এলাকা থেকে সুপারভাইজার নির্বাচন করা যেতে পারে।

৭। একজন সুপারভাইজারকে মাত্র একটি ইউনিটের জন্য নিয়োজিত করা যাবে।

সুপারভাইজার নির্বাচন কমিটি

PI-NGO, UNFEC, PM-NGO এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে PI-NGO, UNO এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে সুপারভাইজার নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। কমিটি ছয় সদস্য বিশিষ্ট হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

(ক)	সভাপতি	-	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
(খ)	সদস্য	-	জেলা কো-অর্ডিনেটর
(গ)	সদস্য	-	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
(ঘ)	সদস্য	-	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
(ঙ)	সদস্য	-	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার
(চ)	সদস্য সচিব	-	PI-NGO

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য সুপারভাইজারদের তালিকা তৈরী করবে এবং তা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটিতে পেশ করবে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি'র অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কেন্দ্র চালুর অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে সুপারভাইজার নিয়োগ কার্যক্রম সম্ভন্ন করবে।

সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। প্রতিদিন দু'টি পুরুষ ও দু'টি মহিলা শিফ্‌ট পরিদর্শন করা;

২। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

৩। কেন্দ্রে সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীকে ফলপ্রসু করতে সহায়ক/সহায়িকা ও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা;

৪। সহায়ক/সহায়িকাকে নিয়মিত কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করা;

৫। কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকার নিকট থেকে পাক্ষিক মনিটরিং প্রতিবেন সংগ্রহ করা এবং তা সমন্বিত করে PI-NGO এর নিকট দাখিল করা;

৬। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে সহায়ক/সহায়িকাকে সহায়তা করা;

৭। অনানুষ্ঠানিকভাবেও কেন্দ্র পরিদর্শন করা;

৮। কেন্দ্রে উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৯। কেন্দ্রে নিয়মিত মাসিক সিএমসি সভা অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

শিক্ষার্থী নির্বাচন শর্তাবলী

নিলিখিত শর্তপূরন সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও শিক্ষার্থী নির্বাচন করবেঃ

১(ক) শিক্ষার্থীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন গৃহীত যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নব্য সাক্ষর হতে হবে। নব্য সাক্ষরদের তালিকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা জেলা কো-

Dhaka University Institutional Repository

অর্ডিনেটরের কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে। প্রোগ্রাম অর্গাইজার শিক্ষার্থী নির্বাচনে বাস্তবায়নকারী এনজিওকে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে।

১(খ) তাছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে সাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেও অন্তভূক্ত করা যাবে।

২। শিক্ষার্থীর বয়স সীমা ১১-৪৫ বৎসর হতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মূল্যায়ন পরীক্ষা হবে চেতনা-১ এবং চেতনা-২ এর আলোকে।

৪। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীর অবস্থান কেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। শিক্ষার্থীকে অবশ্যই উক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

৭। শিক্ষার্থী, কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ নয় মাস কেন্দ্র পরিত্যাগ করতে পারবে না, এ শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

৮। শিক্ষার্থী চূড়ান্ত নির্বাচনে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৯। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা UNFEC, DCO, PM-NGO, PI-NGO, CMC এবং শিক্ষা কেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে।

১০। শিক্ষার্থীদের তালিকার কোনরূপ পরিবর্তন/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে এবং পরিবর্তিত তালিকা ৯নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।

১১। মহিলা শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকদের সম্মতি নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

১। কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থী নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

২। কেন্দ্র এলাকায় নূন্যতম ২৪০ জন নব্যসাক্ষরের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। DNFE'র নব্যসাক্ষরের তালিকা জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার UNO এর অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। DNFE'র নব্যসাক্ষর পাওয়া না গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া বা বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে সাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

৩। তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র অনুযায়ী একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৪। নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৩০ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ শিক্ষার্থীকে কর্মসূচিভুক্ত করতে হবে।

৫। পরবর্তী প্রতি পর্যায়ে একই তালিকা হতে অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদেরকে একইভাবে নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মসূচিভুক্ত করতে হবে।

৬। প্রতি পর্যায়েই নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি'র নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)

প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র ব্যবস্থপনা কমিটি (CMC) গঠন করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও কমিটি গঠনের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিওকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কমিটির সভাপতি হবেন। একই এলাকায় একাধিক

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রতিনিধি থাকলে সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একজনকে কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেবেন। নিম্নলিখিতভাবে কেন্দ্র ব্যবস্থা কমিটি (সিএমসি) গঠিত হবেঃ

১।	স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি (ইউ পি সদস্য)/কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সভাপতি
২-৫।	স্থানীয় গণ্যমান্য/ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি (২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা)	-	সদস্য
৬-৭।	শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবক (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
৮।	জুনিয়র কেন্দ্র সহায়ক	-	সদস্য
৯।	সিনিয়র কেন্দ্র সহায়ক	-	সদস্য সচিব

দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা;

২। কেন্দ্রের কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

৩। সহায়কদের নির্দেশনা প্রদান করা;

৪। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

৫। দক্ষতা বৃদ্ধি কোর্সে অংশ গ্রহণেচ্ছুদের সনাক্ত করা এবং বাছাই করা;

৬। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউ, এন, এফ, ই, সি) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৭। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদা নিরূপণ করা;

৮। প্রশিক্ষণ দানে সহায়তা করা;

Dhaka University Institutional Repository

৯। কেন্দ্রর চত্তরের নিরাপত্তা বিধান করা;

১০। মাসে অন্ততঃ ১ বার বাস্তবায়ন সভা অনুষ্ঠান করা এবং সভার রেজ্যুলেশন সংরক্ষণ করা;

১১। কোন প্রকার অনিয়ম দেখা গেলে সাথে সাথে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে (উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি/ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার/ জেলা সমম্বয়কারী) অবহিত করা।

১২। কেন্দ্রটিকে রিসোর্স সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা এবং কর্মসূচি সমাপ্তির পরেও যাতে কেন্দ্রটি চলমান থাকে তৎলক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশিক্ষণের ধরন

প্রশিক্ষণের নাম	স্থিতিকাল	লক্ষ্যদল	প্রশিক্ষক
বুনিয়াদী	৬ দিন	মাষ্টার ট্রেইনার	টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট
বুনিয়াদী	৬ দিন	সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজার	মাষ্টার ট্রেইনার
সুপারভাইজরী	২ দিন	সুপারভাইজার	মাষ্টার ট্রেইনার
বুনিয়াদী	২ দিন	সিএমসি সদস্য	মাষ্টার ট্রেইনার
বুনিয়াদী	৫ দিন	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট
M&E	২ দিন	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট

PL পর্যায়ের সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারের এবং CE পর্যায়ের সহায়ক/সহায়িকাদের প্রশিক্ষণের বাজেট বিভাজন নিরূপঃ

ট্রেড নির্বাচন

১। বিভাগীয় দলের সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থানীয় বাজার চাহিদা, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, কাচাঁমালের সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয় সম্ভর্কে শিক্ষার্থীগণ অবহিত হবেন;

২। ট্রেড নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীগণ দলীয় আলোচনা করবেন;

Dhaka University Institutional Repository

৩। শিক্ষার্থীগণ ট্রেড নির্বাচনের জন্য কেন্দ্র সহায়ক, সুপারভাইজার এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের সহায়তা গ্রহণ করবেন;

৪। ডিভিশনাল টীমের Need Assessment হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রেড নির্বাচনের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ট্রেডসমূহ

সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও শিক্ষার্থীদের জন্য ৮টি সাধারণ এবং ১২টি আয়বৃদ্ধিমূলক ইস্যু নিয়ে আলোচনার আয়োজন করবে। উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তারা রিসোর্স পারসন (তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি) হিসাবে শিক্ষাকেন্দ্রে ইস্যুভিত্তিক আলোচনা করবেন। অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নিম্নে সম্ভাব্য সাধারণ এবং আয়বৃদ্ধিমূলক ইস্যু সন্নিবেশিত হলো। তবে এলাকার চাহিদা, কাচাঁমালের প্রাপ্যতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত বিষয়ের বাইরেও অন্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

সাধারণ ইস্যু

১। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং এইড্‌স্ ও মাদকাসক্তি বিষয়ে সচেতনতা;

২। আর্সেনিক দূষণ ও নিরাপদ পানি;

৩। নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা;

৪। নারী ও পুরুষ সমতা এবং শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধীর অধিকার;

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

৬। বৃক্ষরোপন ও পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আইন সচেতনতা;

৮। আত্মকর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বিতা।

Dhaka University Institutional Repository

আয়-বর্ধক ইস্যু

১। হাঁস-মুরগী পালন;

২। ছাগল পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ;

৩। দর্জি বিজ্ঞান;

৪। গাভী পালন;

৫। পশু চিকিৎসা;

৬। শাক্-সবজি চাষ;

৭। নার্সারী ও ফুলের চাষ;

৮। মৌচাষ;

৯। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;

১০। পেপার ব্যাগ, ইনভেলাপ তৈরী ও বুক বাইন্ডিং;

১১। কাঠের কাজ;

১২। সাবান তৈরী;

১৩। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার রিং ও পাব তৈরী;

১৪। সাইকেল, রিকসা, ভ্যান ও তালাচাবি মেরামত;

১৫। শ্যালো মেশিন/পাওয়ার টিলার রিপেয়ারিং ও মোটর সাইকেল মেরামত;

১৬। চুল কাটা ও সেভ করা;

১৭। লন্ড্রী;

১৮। চানাচুর ও মুড়ালী তৈরী;

১৯। মৎস্য চাষ;

২০। এমব্রয়ডারী ও নিটিং;

২১। বাটিক ও ব্লক প্রিন্ট;

২২। স্ক্রীন প্রিন্ট;

২৩। বাঁশ ও বেতের কাজ;

২৪। হস্ত শিল্প/অন্যান্য কুটির শিল্প;

২৫। মাছধরা জাল বুনন;

২৬। মোমবাতি তৈরী;

২৭। উন্নত চুলা তৈরী;

২৮। মিষ্টিজাত দ্রব্য তৈরী;

২৯। রাজমিস্ত্রীর কাজ;

৩০। ড্রাইভিং;

৩১। রেডিও/টেলিভিশন ও ঘড়ি মেরামত;

৩২। ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং;

৩৩। ওয়েল্ডিং;

৩৪। তাঁতের কাজ;

৩৫। চক তৈরী;

৩৬। সেমাই, শনপাপড়ি, চটপটি, কেক তৈরী;

৩৭। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (টমেটো কেচাপ, আচার, জেলী, চালকুমড়ার মোরব্বা, কলার চিপস্, কাঁচা আমের কাসুন্দি ও পেয়ারার জেলী ইত্যাদি তৈরী;

৩৮। রেশম চাষ;

৩৯। চুল কাটা/পার্লার;

৪০। জুতা তৈরী।

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেডভিত্তিক দলগঠন

১। ডিভিশনাল টিম কর্তৃক চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

২। ডিভিশনাল টিম কর্তৃক চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা এলাকার চাহিদা, কাচাঁমালের প্রাপ্যতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের ট্রেড নির্বাচন করবে। কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজার, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। প্রয়োজনবোধে তারা শিক্ষার্থীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করবে

৩। একই ইউনিটের একই ট্রেডভুক্ত সর্বোচ্চ ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করতে হবে। একই ট্রেডে ৩০ জন শিক্ষার্থীর বেশী হলে একাধিক দল গঠন করতে হবে। দল গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মতামত যেমনঃ যাতায়াত সুবিধা, প্রশিক্ষণ সময় ইত্যাদি কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একজন শিক্ষার্থী একটিমাত্র ট্রেডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪। ট্রেডভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তালিকা, রিসোর্স পারসন এবং প্রশিক্ষণ সিডিউল উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউ,এন,এফ,ই,সি) কর্তক অনুমোদিত হতে হবে এবং তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও, কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও, ইউএনএফইসি, জেলা কো-অর্ডিনেটর, সিএমসি এবং বিভাগীয় দলের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকবৃন্দ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষরতা উত্তর পর্বের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কর্মসূচির গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। কর্মসূচি পরিবীক্ষণ সংস্থা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, জেলা সমন্বয়কারী, মনিটরিং এসোসিয়েট, উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মসূচি পরিবীক্ষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি, ডিভিশনাল টিম, উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (ঈগঈ) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

কর্মসূচি পর্যালোচনা

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি কর্মসূচির মাঝামাঝি সময়ে এবং শেষ পর্যায়ে পর্যালোচনা করবে। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি, উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি, জেলা সমনয্কারী, ডিভিশনাল টিম, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিমু), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

সাক্ষরতা উত্তর পর্বের মূল্যায়ন

সাক্ষরতা উত্তর কোর্সের অগ্রগতি নিরূপণ ও শিক্ষার্থী তথা লক্ষ্য দলের অগ্রগতি যাচাইয়ের লক্ষ্যে মূল্যায়ন করা হবে। প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, সহায়ক/সহাযিকা, সুপারভাইজার, জেলা সমন্বয়কারী, উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

পরিবীক্ষণের ফরম্যাটসমূহ ঃ

ফরমের নম্বর ও নাম	কে প্রস্তুত করবেন	কোথায় পাঠাবেন	কত দিনের মধ্যে পাঠাবেন
ফরম নং-১ সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে কেন্দ্রের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (২ পৃষ্ঠার ফরম ১ বার পাঠাতে হবে)	১ । পিআইএনজিও (প্রতি কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুত করবেন) ২ । পিএম এনজিও (প্রতি এনজিওর জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুত করবেন)	১ । পিএম এনজিওকে ১ কপি ২ । ডিএনএফইতে ১ কপি ৩ । ১টি অফিস কপি ১ । ইউএনও কে ১ কপি ২ । ডিসিও কে ১ কপি ৩ । ডিটিকে ১ কপি ৪ । ১টি অফিস কপি	কর্মসূচি শুরু করার ১৫ দিনের মধ্যে
ফরম নং- ১.১ অব্যাহত শিক্ষা কোর্সের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	১ । বাস্তবায়নকারী এনজিও ২ । মনিটরিং এনজিও	১ । ডিএনএফই মনিটরিং শাখা ২ । মনিটরিং এনজিও ১ । ইউএনও ২ । ডিসিও ৩ । ডিটি ৪ । অফিস কপি ৫ । কেন্দ্রে	শুরুর দিন ১০ দিনের মধ্যে
ফরম নং- ২ (সাক্ষরতা উত্তর) মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন	মনিটরিং এসোসিয়েট	১ । ডিএনএফই'র মনিটরিং শাখায়	পরবর্তী মাসের ১ তারিখ
ফরম নং- ২.১ (অব্যাহত শিক্ষা কোর্স) মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন	মনিটরিং এসোসিয়েট	১ । ডিএনএফই'র মনিটরিং শাখায়	পরবর্তী মাসের ১ তারিখ
ফরম নং- ৩ (সাক্ষরতা উত্তর) কেন্দ্র সম্পর্কিত সহায়ক/সহায়িকার মাসিক প্রতিবেদন	সহায়ক/সহায়িকা	১ । স্ব স্ব সংস্থা প্রধান ২ । কেন্দ্রে	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে
ফরম নং- ৩ (অব্যাহত শিক্ষা কোর্স) কেন্দ্র সম্পর্কিত সহায়ক/সহায়িকার মাসিক প্রতিবেদন	সহায়ক/সহায়িকা	১ । স্ব স্ব সংস্থা প্রধান ২ । কেন্দ্রে	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে
ফরম নং- ৪ (সাক্ষরতা উত্তর) সুপারভাইজারের মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন	সুপারভাইজার	১ । স্ব স্ব সংস্থা প্রধান	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে
ফরম নং- ৪.১ (অব্যাহত শিক্ষা কোর্স) প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের মাসিক মনিটরিং ফরম	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	১ । ডিসিও ২ । ডিটি ৩ । পিআই এনজিও	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ফরমের নম্বর ও নাম	কে প্রস্তুত করবেন	কোথায় পাঠাবেন	কত দিনের মধ্যে পাঠাবেন
		৪ । অফিস কপি	
ফরম নং- ৫ (সাক্ষরতা উত্তর) প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের মাসিক মনিটরিং ফরম	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	১ । ডিসিও ২ । ডিটি ৩ । পিআই এনজিও ৪ । অফিস কপি	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে
ফরম নং- ৫.১ (অব্যাহত শিক্ষা) কোর্স সমাপ্তি মনিটরিং ফরম	১ । বাস্তবায়নকারী এনজিও ২ । মনিটরিং এনজিও	১ । ডিএনএফই মনিটরিং শাখা ২ । মনিটরিং এনজিও ১ । ডিএনএফই ২ । ডিসিও ৩ । ডিটি ৪ । অফিস কপি ৫ । কেন্দ্রে	কর্মসূচী শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পিআই এনজিও থেকে পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে
ফরম নং- ৬ (সাক্ষরতা উত্তর) কোর্স সমাপ্তি মনিটরিং প্রতিবেদন	১ । বাস্তবায়নকারী এনজিও ২ । মনিটরিং এনজিও	১ । ডিএনএফই মনিটরিং শাখা ২ । মনিটরিং এনজিও ১ । ইউএনও ২ । ডিসিও ৩ । ডিটি ৪ । অফিস কপি ৫ । কেন্দ্রে	পিএল কর্মসূচী শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পিআই এনজিও থেকে পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে
ফরম নং- ৬.১ (অব্যাহত শিক্ষা) তদারকি কর্মকর্তার কেন্দ্র পরিদর্শনের প্রতিবেদন	ডিএনএফই/পিমু এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	কেন্দ্র পরিদর্শনের ৭ দিনের মধ্যে
ফরম নং- ৭ (সাক্ষরতা উত্তর) তদারকি কর্মকর্তার কেন্দ্র পরিদর্শনের প্রতিবেদন	ডিএনএফই/পিমু এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	কেন্দ্র পরিদর্শনের ৭ দিনের মধ্যে

কেন্দ্রের দায়িত্ব হস্তান্তর

কর্মসূচির প্রতিটি পর্যায় (৯ মাস) সফল সমাপ্তির পর কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউএনএফইসি) এর দায়িত্বে থাকবে। ইউএনএফইসি সিএমসি'র সভাপতি অথবা একজন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হলে কেন্দ্রর দায়িত্ব গ্রহণকারী নির্বাচিত এনজিও'র নিকট কেন্দ্রের দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। সিএমসি এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। চতুর্থ পর্যায়ের কর্মসূচির শেষে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও কেন্দ্রের দায়িত্বভার সিএমসি'র নিকট হস্তান্তর করবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ

সুপারভাইজারঃ ১৫টি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকবেন। সুপারভাইজার কেন্দ্রসমূহ হতে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং প্রতি মাসের ৭ ও ২২ তারিখে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও ও পরিবীক্ষণকারীর এনজিও'র নিকট প্রেরণ করবেন।

কর্মসূচিবাস্তবায়নকারী এনজিও (PI-NGO)ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও'র কর্মকর্তা নিয়মিত কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করবেন এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৭ ও ২২ তারিখের মধ্যে এনজিও প্রধান, কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও, জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং বিভাগীয় দলের নিকট প্রেরণ করবেন।

প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (PM-NGO)ঃ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার প্রতি মাসে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিটি শিফট্ অন্ততঃ একবার পরিবীক্ষণ করবেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি, জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তিনি ত্রৈমাসিক এবং প্রতিটি পর্যায় শেষে একটি একীভূত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উল্লেখিত স্থানে প্রেরণ করবেন।

উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (ইউএনএফইসি)ঃ উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করবেন। তাছাড়া সুপারভাইজার, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও'র নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং গৃহীত সুপারিশমালা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দল, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও'র নিকট প্রেরণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (DNFEC) ঃ জেলা বাস্তবায়ন কমিটি বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করবে। মনিটরিং এসোসিয়েটস্, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং পরিবীক্ষণকারী এনজিওদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বয় করবেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যা/জটিলতা জেলা কো-অর্ডিনেটর জেলা বাস্তবায়নকারী পরিবীক্ষণ ইউনিটের সভায় উপস্থাপন করবেন। সভার করার পরবর্তী মাসের ৭ তারিখে মধ্যে সভার সুপারিশমালা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দল ও সংশ্লিষ্ট এনজিওদের নিকট প্রেরণ করবেন।

জেলা কো-অর্ডিনেটরঃ জেলা কো-অর্ডিনেটর কর্মসূচী পরিবীক্ষণ করবেন এবং মনিটরিং এসোশিয়েটস্, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং পরিবীক্ষণকারী এনজিওদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বয় করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন করে প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরের প্রেরণ করবেন।

বিভাগীয় দলঃ বিভাগীয় দল কর্মসূচি সংশ্লিষ্টদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন। প্রতি মাসে ৭ তারিখের মধ্যে প্রকল্প কার্যালয় ও অধিদপ্তরে তাদের কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

মনিটরিং এসোশিয়েটস্ঃ মনিটরিং এসোশিয়েটস্গণ প্রতিমাসে অন্ততঃ ৪০টি কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করবেন। তাছাড়া তারা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিওদের কার্যক্রমও পরিবীক্ষণ করবেন। তারা প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সময়ে সময়ে কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করবেন এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি পরিচালনার ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবরে প্রদান করা হবে। কর্মসূচি বাস্তবয়নে যে সকল খাতে ব্যয় প্রদান করা হবে এবং অর্থ ছাড়করণে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

কেন্দ্র স্থাপনা ব্যয়

কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত খাতসমূহের ব্যয় কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও বরাবরে প্রদান করা হবে। এস্টাবলিশমেন্ট গ্রান্ট থেকে কেন্দ্র ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। কেন্দ্র ভাড়া প্রতি মাসে এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যেন চার পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য মোট কেন্দ্র ভাড়া বিশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে যদি কর্মসূচি এলাকায় কোন নিষ্কন্টক জমি বিনা সেলামীতে পাওয়া যায় অথবা যদি কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা বিনা সেলামীতে কেন্দ্রের জন্য জমি প্রদান করে তবে ধার্যকৃত এককালীন বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে কেন্দ্র নিমার্ণ করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা	আইটেম	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকায়)
১	এস্টাবলিশমেন্ট গ্রান্ট*	১	২০০০০.০০	২০০০০.০০
২	চেয়ার	১	১০০০.০০	১০০০.০০
৩	টেবিল (শিক্ষকের জন্য)	১	১৫০০.০০	১৫০০.০০
৪	লম্বা টেবিল (অংশগ্রহণকারীদের জন্য)	৪	১৫০০.০০	৬০০০.০০
৫	লম্বা বেঞ্চ (অংশগ্রহণকারীদের জন্য)	৮	১০০০.০০	৮০০০.০০
৬	উডেন শেলফ্	১	২০০০.০০	২০০০.০০
৭	ষ্টীল আলমীরা	১	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৮	নোটিশ বোর্ড	১	১০০০.০০	১০০০.০০
৯	সাইন বোর্ড	১	৫০০.০০	৫০০.০০
১০	ব্লাক বোর্ড	১	৪০০.০০	৪০০.০০
১১	১৭" সাদা-কালো টেলিভিশন (প্রযোজ্যক্ষেত্রে ব্যাটারীসহ)	১	৭০০০.০০	৭০০০.০০
১২	রেডিও	১	৫০০.০০	৫০০.০০
১৩	তালা-চাবি	১	১৫০.০০	১৫০.০০
১৪	ইস্যুভিত্তিক পুস্তকাদি	১২৫	২০.০০	২৫০০.০০
	মোট			৫৬৫৫০.০০

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয়

সাক্ষরতা উত্তর কোর্সে কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যে সকল খাতে ব্যয় প্রদান করা হবে তা নিম্নরূপঃ

কেন্দ্র সংখ্যা ১

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা - ৩০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা (২ শিফট)

ক্রমিক সংখ্যা	আইটেম	একক	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকায়)
১	দৈনিক পত্রিকা (প্রতিদিন ২টি)	সংখ্যা	১৮০	৮.০০	১৪৪০.০০
২	সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন (প্রতি সপ্তাহে ১টি)	সংখ্যা	১২	২০.০০	২৪০.০০
৩	নব্য-সাক্ষরদের জন্য ম্যাগাজিন (প্রতি মাসে ১টি)	সংখ্যা	৩	৮.০০	২৪.০০
৪	চক	সংখ্যা	৬	৫.০০	৩০.০০
৫	জ্বালানী/ বৈদ্যুতিক বিল	থোক	৩	২০০.০০	৬০০.০০
৬	অনুশীলনী খাতা	সংখ্যা	১৮০	১৫.০০	২৭০০.০০
৭	বলপেন	সংখ্যা	১৮৬	৫.০০	৯৩০.০০
৮	ডাস্টার	সংখ্যা	১	১০.০০	১০.০০
৯	ল্যান্টার্ন	সংখ্যা	৬	১০০.০০	৬০০.০০
১০	লুডু	সংখ্যা	২	২৫.০০	৫০.০০
১১	দাবা	সংখ্যা	২	১০০.০০	২০০.০০
১২	বাগাডুলি	সংখ্যা	১	১০০.০০	১০০.০০
১৩	কেন্দ্র সহায়ক (সিনিয়র) এর সম্মানী	জনমাস	৩	৮২৫.০০	২৪৭৫.০০
	কেন্দ্র সহায়ক (জুনিয়র) এর সম্মানী	জনমাস	৩	৭৭৫.০০	২৩২৫.০০
১৪	সুপারভাইজারের সম্মানী	জনমাস	১/৫	১৫০০.০০	৩০০.০০
১৫	রিসোর্স পারসনের সম্মানী	জন	২০	২০০.০০	৪০০০.০০
১৬	কেন্দ্র সহায়কের প্রশিক্ষণ	জন	২	১২৩৩.৮৭	২৪৬৭.৭৪
১৭	সুপারভাইজারের প্রশিক্ষণ	জন	১/১৫	১২৩৩.৮৭	৮২.২৬
১৮	সুপারভাইজারের সুপারভাইজরী প্রশিক্ষণ	জন	১/১৫	৯৫০.০০	৬৩.৩৩
১৯	কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয়	মাস	৩	২০০.০০	৬০০.০০
	মোট				১৯২৩৭.৩৩

কেন্দ্র প্রতি ব্যয় = টাকা ১৯২৩৭.৩৩

অংশগ্রহণকারী প্রতি ব্যয় = টাকা ৩২০.৬২

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয়

অব্যাহত শিক্ষা কোর্সে কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যে সকল খাতে ব্যয় প্রদান করা হবে তা নিম্মরূপঃ

কেন্দ্র সংখ্যা - ১টি

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা- ৩০ জন পুরুষ ও ৩০ মহিলা (২ শিফট্)

ক্রমিক সংখ্যা	আইটেম	একক	মোট	একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকায়)
১	দৈনিক পত্রিকা (প্রতিদিন ২টি)	সংখ্যা	৩৬০	৮.০০	২৮৮০.০০
২	সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন (প্রতি সপ্তাহে ১টি)	সংখ্যা	২৪	২০.০০	৪৮০.০০
৩	ডাস্টার	সংখ্যা	২	১০.০০	২০.০০
৪	চক	সংখ্যা	৬	৫.০০	৩০.০০
৫	জ্বালানী/ বৈদ্যুতিক বিল (প্রতিমাসে ২০০.০০ টাকা)	মাস	৬	২০০.০০	১২০০.০০
৬	কেন্দ্র সহায়ক (সিনিয়র) এর সম্মানী	জনমাস	৬	১০২৫.০০	৬১৫০.০০
	কেন্দ্র সহায়ক (জুনিয়র) এর সম্মানী	জনমাস	৬	৯৭৫.০০	৫৮৫০.০০
৭	কেন্দ্র সহায়কের প্রশিক্ষণ	জন	২	১৫৯৩.৩৩	৩১৮৬.৬৬
৮	দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যয়		২ শিফট্	২৬০০০.০০	৫২০০০.০০
৯	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ব্যয়	মাস	৬	২০০.০০	১২০০.০০
	মোট				৭২৯৯৬.৬৬

কেন্দ্র প্রতি ব্যয় = টাকা ৭২৯৯৬.৬৬

অংশগ্রহণকারী প্রতি ব্যয় = টাকা ১২১৬.৬১

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়ম

আর্থিক অনিয়ম

১।	তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রে মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ না করা।

২।	কেন্দ্রের ভাড়া নিয়মিত পরিশোধ না করা।

৩।	সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজার ও রিসোর্স পারসনদের সম্মানী নিয়মিত পরিশোধ না করা।

৪।	দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, নব্য সাক্ষরদের জন্য ম্যাগাজিন এবং কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় বিল নিয়মিত পরিশোধ না করা।

প্রশাসনিক অনিয়ম

১।	গাইডলাইন অনুযায়ী এলাকা এবং শিক্ষার্থী নির্বাচন না করা।

২।	যোগ্যতাসম্পন্ন সহায়ক/সহায়িকা, সুপারভাইজার ও মাস্টার ট্রেইনার নির্বাচন না করা।

৩।	যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মসূচি সংগঠন (কর্মসূচি পরিবীক্ষণকারী এনজিও'র ক্ষেত্রে) নির্বাচন না করা।

৪।	নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রের মালামাল সংগ্রহ না করা

৫।	নিয়মিত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ না করা।

৬।	নিয়মিত সভা আহবান ও যোগদান না করা।

৭।	কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে না করা।

৮।	কর্তৃপক্ষের আদেশ/সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গ্রহণ

নির্বাহী সংস্থা (DNFE) নোটিশ প্রদানের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণে NGO-এর সাথে চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা রাখে এবং এতদবিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে সকল কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা হচ্ছে ঃ

১। কর্মসূচি পরিচালনায় কোন অনিয়ম প্রমাণিত হলে

২। NGO আর্থিক অস্বচ্ছল/ দেউলিয়া হলে;

৩। দৈব দুর্বিপাকের (Force Majeure) কারণে NGO উপকরণগত ক্ষয়ক্ষতি ২৮দিনের মধ্যে পূরণ করতে অক্ষম হলে;

৪। চুক্তি সম্পাদনের বা নির্বাহের ক্ষেত্রে ঘএঙ এর কোন দুর্নীতি, জালিয়াতি নির্বাহী সংস্থা (DNFE) কর্তৃক প্রমাণিত হলে;

৫। যদি NGO, DNFE- এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবহেলা করে কিংবা সন্তোষজনকভাবে কার্য সম্পাদন করতে না পারলে অথবা তার কাজে অন্য কোন সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব করলে;

উপরোক্ত কারণ ব্যতিতও DNFE কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরীপের জন্য তৈরীকৃত প্রশ্নমালা

গোপনীয়

প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য

১। নাম ঃ ....

২। পদবী ঃ ....

৩। সংগঠনের নাম ঃ ....

৪। ক) স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

৬। চাকুরীর মেয়াদকাল ঃ ....

৭। স্বাক্ষর ঃ ....তারিখ ঃ ....

১। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম চলছে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

২। উত্তর হ্যাঁ হলে এজন্য কোন বিষয়টি কৃতিত্বের দাবীদার ।

☐ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ☐ দাতাসংস্থার সহযোগিতা ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা

☐ এনজিও সমূহের সহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৩। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা ☐ দাতাসংস্থার অসহযোগিতা ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা

☐ এনজিও সমূহের অসহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৪। আপনার মতে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা কোনটি?

☐ এনজিও কর্মকর্তাদের অনাগ্রহ ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ☐ অর্থের অভাব

☐ রাজনৈতিক প্রভাব ☐ সিদ্ধান্তহীনতা ☐ ফিল্ড পর্যায় অসহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৫। প্রকল্প পরিচালনায় জনবল গাড়ী যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা আছে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

৬। উত্তর হ্যাঁ হলে তার কারণ কি?

☐ অর্থের অভাব ☐ উদ্যোগের অভার ☐ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের অসহযোগিতা

☐ অন্যান্য লিখুন ।

Dhaka University Institutional Repository

৭। প্রকল্প প্রদত্ত অর্থ এনজিওরা নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

৮। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ অজ্ঞতা ☐ দুর্নীতি ☐ অনীহা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৯। এনজিওদের কার্যক্রমে আপনি কতটা সন্তুষ্ট?

☐ সম্পূর্ন সন্তুষ্ট ☐ আংশিক সন্তুষ্ট ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তুষ্ট না ☐ সন্তুষ্ট না ।

১০। আপনার মতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন উপাদান কোনটি?

☐ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ☐ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ☐ কর্মী ব্যবস্থাপনা ☐ সঠিক পরিকল্পনা

☐ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১১। প্রকল্প সর্ম্পকিত সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়?

☐ অফিস কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ☐ চাপিয়ে দেয়া হয়

☐ সরকারী নীতিমালা অনুসারে ☐ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ করে ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১২। প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) সংখ্যা কেমন?

☐ খুব বেশী ☐ বেশী ☐ মোটামুটি ☐ খুব কম ☐ কম ।

১৩। খুব বেশী হলে এটা কিভাবে কমান যায়?

☐ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ☐ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ☐ শিক্ষা ভাতা দিয়ে

☐ প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১৪। উত্তর খুব কম হলে এজন্য কোন বিষয়টি কৃতিত্বে দাবীদার?

☐ সামাজিক জাগরণ ☐ সচেতনতা বৃদ্ধি ☐ বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ ☐ অন্যান্য ।

১৫। আপনার মতে কি করলে প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে চলতে পারে?

ক)

খ)

১৬। প্রকল্প থেকে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এনজিওদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

১৭। কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসময়ে কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় কিনা? ☐ হ্যা ☐ না ।

১৮। এনজিও কর্তৃক কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ দেয়া হয় তার মান-

☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ খারাপ ☐ খুবই খারাপ ।

১৯। উত্তর খুব ভাল হলে এ কৃতিত্বের দাবীদার কোন বিষয়?

☐ এনজিও এর আন্তরিকতা ☐ প্রকল্পের দক্ষ মনিটারিং ব্যাবস্থা ☐ উভয়

☐ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আন্তরিকতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

Dhaka University Institutional Repository

২০। উত্তর খুবই খারাপ হলে এ জন্য দায়ী কোন বিষয়?

☐ এনজিওদের অসহযোগিতা ☐ প্রকল্প থেকে অপর্যাপ্ত মনিটারিং ☐ উভয় ☐ অন্যান্য লিখুন ।

২১। আপনার মতে ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন-

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২২। প্রকল্পের লক্ষ্য দল এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এব্যাপারে আপনার মত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৩। কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও হিসাবে নির্বাচিত সংস্থা সমূহের কার্যক্রম কেমন ?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয় ।

২৪। আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপনি কতটুকু সক্ষম হচ্ছেন বলে মনে করেন?

☐ সম্পূর্ন সক্ষম ☐ সক্ষম ☐ আংশিক সক্ষম ☐ অন্যান্য লিখুন ।

২৫। এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষনার্থীরা তারা তাদের আয় বাড়িয়েছে এ বক্তব্যে আপনার মতামত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর আরো প্রকল্প আসা উচিত বলে আপনি কি মনে করেন?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৭। মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম কেমন-

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয় ।

২৮। প্রকল্পে এনজিও সমূহ শর্তানুযায়ী কাজ না করে থাকলে তার জন্য কি করেন?

☐ শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা নেন ☐ সংশোধনমূলক ব্যাবস্থা নেন ☐ কিছুই করেন না

☐ অন্যান্য লিখুন ।

২৯। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন দূর্বল দিক থাকিলে সেগুলি লিখুন?

৩০। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলি লিখুন?

Dhaka University Institutional Repository

গোপনীয়

স্থানীয় জন প্রতিনিধি/ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য

১। নাম ঃ ....

২। পদবী ঃ ....

৩। সংগঠনের নাম ঃ ....

৪। ক) স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায়

অভিজ্ঞতা ঃ ....

৭। স্বাক্ষর ঃ ....তারিখ ঃ ....

১। আপনার এলাকায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যহত শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

২। আপনি কেন্দ্র পরিচালনা কমিটিতে (সিএমসি) আছেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৩। উত্তর হ্যাঁ হলে সিএমসি মিটিংয়ে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে রেজুলেশন করেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৪। উত্তর হ্যাঁ হলে সংস্থার কার্যক্রম কেমন চলছে?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

৫। উত্তর না হলে কেন নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করছেন না তার কারণ?

☐ সময়ের অভাবে আপনি যান না ☐ আপনাকে জানান হয় না ☐ মিটিং নিয়মিত হয় না ☐ সংস্থার আগ্রহের অভাবে ☐ অন্যান্যলিখুন।

৬। কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান কেমন?

☐ খুবই ভাল ☐ ভাল ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই ভাল না ☐ ভাল না।

৭। কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর প্রশিক্ষিত কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

Dhaka University Institutional Repository

৮। কেন্দ্র সহায়ক/সহায়িকা নিয়মিত ক্লাশ নেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৯। উত্তর হ্যা হলে এ জন্য কার অবদান সবচেয়ে বেশী?

☐ সহায়ক সহায়িকাদের আগ্রহ ☐ প্রকল্পের দক্ষ মনিটারিং ব্যাবস্থা ☐ স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা ☐ সংস্থার আন্তরিকতা ☐ প্রশিক্ষনার্থীদের আগ্রহ ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১০। উত্তর না হলে কি কারণে ক্লাস হচ্ছে না?

☐ সহায়ক সহায়িকাদের অনাগ্রহ ☐ প্রকল্পের অর্পযাপ্ত মনিটারিং ব্যাবস্থা ☐ স্থানীয় লোকজনের অসহযোগিতা ☐ সংস্থার আনান্তরিকতা ☐ প্রশিক্ষনার্থীদের অনাগ্রহ ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১১। সহায়ক সহায়িকা নিয়মিত ভাতা পান কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১২। উত্তর না হলে তার কারণ কি? ☐ সংস্থার অবহেলা ☐ প্রকল্প থেকে অর্থ না দেয়া ☐ অন্যান্য লিখুন।

১৩। সহায়ক সহায়িকাদের ভাতার পরিমানে আপনি কি সন্তুষ্ট?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১৪। শতকরা কতজন প্রশিক্ষনার্থী এখান থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন?

☐ ০-১% ☐ ২-১০% ☐ ১১-২০% ☐ ২১-৩০% ☐ ৩১-৪০% ☐ ৪১% থেকে ততোর্দ্ধ।

১৫। সংস্থার সুপারভাইজারের কেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যা সন্তোসজনক কিনা?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

১৬। একটি কেন্দ্রে দৈনিক গড় আনুমানিক কতজন প্রশিক্ষণার্থী (৩০ জনের মধ্যে) উপস্থিত থাকেন?

পুরুষ শিফট ☐ জন মহিলা শিফট ☐ জন

১৮। প্রশিক্ষনার্থীদের উপস্থিতি বাড়াবার জন্য আপনার পরামর্শ লিখুন।

১৭। প্রকল্প কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন (প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠায় লিখুন)।

Dhaka University Institutional Repository

গোপনীয়

এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য

১। নাম ঃ ....

২। পদবী ঃ ....

৩। সংস্থার নাম ঃ ....

৪। ক) স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

৬। ধর্ম ঃ ....

৭। মেয়াদ ঃ ....

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ঃ ....

৯। স্বাক্ষর ঃ ....তারিখ ঃ ....

১। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম চলছে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

২। উত্তর হ্যা হলে এজন্য কোন বিষয়টি কৃতিত্বের দাবীদার ।

☐ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ☐ দাতাসংস্থার সহযোগিতা ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ☐ এনজিও সমূহের সহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৩। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা ☐ দাতাসংস্থার অসহযোগিতা ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ☐ এনজিও সমূহের অসহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৪। আপনার মতে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা কোনটি?

☐ এনজিও কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ☐ অর্থের অভাব ☐ রাজনৈতিক প্রভাব ☐ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৫। কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প থেকে যে সহযোগিতা করা হয় তা পর্যাপ্ত ।

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

৬। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

৭। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ অজ্ঞতা ☐ অনীহা ☐ অন্যান্য লিখুন ।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আপনার মতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন উপাদান কোনটি?

☐ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ☐ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ☐ কর্মী ব্যবস্থাপনা ☐ সঠিক পরিকল্পনা ☐ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ☐ অন্যান্য লিখুন ।

৯। প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় এ বক্তব্যে আপনার মতামত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

১০। প্রশিক্ষণার্থী ঝরে পরা (ড্রপ আউট) সংখ্যা কেমন?

☐ খুব বেশী ☐ বেশী ☐ মোটামুটি ☐ খুব কম ☐ কম ।

১১। খুব বেশী হলে এটা কিভাবে কমান যায়?

☐ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ☐ শিক্ষা ভাতা দিয়ে ☐ প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ ☐ সচেতনতার বৃদ্ধি ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১২। উত্তর খুব কম হলে এজন্য কোন বিষয়টি কৃতিত্বের দাবীদার?

☐ সামাজিক জাগরণ ☐ সচেতনতা বৃদ্ধি ☐ বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১৩। আপনার মতে কি করলে প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে চলতে পারে?

১৪। ফিল্ড পর্যায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনি কি কি সমস্যায় পড়েন লিখুন ?

১৫। আপনারা কেন্দ্রে যে সকল উপকরণ সরবরাহ করেন তার মান কেমন?

☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই ভাল না ☐ ভাল না ।

১৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাবার অভিজ্ঞতা আপনার সংস্থার কত বছর?

☐ ২ বছরের অধিক ☐ ৫ বছরের অধিক ☐ ১০ বছরের অধিক ☐ ১৫ বছরের তদোর্দ্ধ ।

১৭। প্রতিমাসে উনফেকের সভা নিয়মিত হয় কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

১৮। যদি নিয়মিত উনফেকের সভা না হয় তার কারণ লিখুন ।

১৯। প্রকল্পের লক্ষ্য দল এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এব্যাপারে আপনার মত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

Dhaka University Institutional Repository

২০। আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপনি কতটুকু সক্ষম হচ্ছেন বলে মনে করেন?

☐ সম্পূর্ন সক্ষম ☐ সক্ষম ☐ আংশিক সক্ষম ☐ অন্যান্য লিখুন ।

২১। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় লোকজন কেমন সহযোগিতা করে?

☐ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে ☐ সহযোগিতা করে ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সহযোগিতা করে না ☐ সহযোগিতা করে না ।

২২। এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষনার্থীরা তারা তাদের আয় বাড়িয়েছে এ বক্তব্যে আপনার মতামত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর আরো প্রকল্প আনা উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৪। মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম কেমন-

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয় ।

২৫। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প থেকে অর্থ ছাড় করা হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না ।

২৬। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ প্রকল্পে অর্থের অভাব ☐ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ☐ সংস্থার কাজের নিম্নমান ☐ অন্যান্য লিখুন ।

২৭। প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পর্যায় বার বার বদলী প্রকল্পে প্রভাব পড়ে ।

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৮। প্রকল্প থেকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত এ বক্তব্যে আপনার মতামত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২৯। একটি কেন্দ্রে দৈনিক গড় আনুমানিক কতজন প্রশিক্ষণার্থী (৩০ জনের মধ্যে) উপস্থিত থাকেন?

পুরুষ শিফট ☐ জন মহিলা শিফট ☐ জন

৩০। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন দূর্বল দিক থাকিলে সেগুলি লিখুন?

৩১। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলি লিখুন?

Dhaka University Institutional Repository

গোপনীয়

সহায়ক/সহায়িকাদের জন্য

১। নাম ঃ ....

২। পদবী ঃ ....

৩। সংস্থার নাম ঃ ....

৪। ক) স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

৬। ধর্ম ঃ ....

৭। মেয়াদ ঃ ....

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা (কত বছর)ঃ ....

৯। স্বাক্ষর ঃ ....তারিখ ঃ ....

১। আপনার এলাকায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যহত শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

২। কেন্দ্রে সরবরাহকৃত উপকরণের মান কেমন?

☐ খুবই ভাল ☐ ভাল ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই ভাল না ☐ ভাল না।

৩। আপনি সহায়ক/সহায়িকা হিসাবে প্রশিক্ষণ করেছেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৪। উত্তর হ্যাঁ হলে তা পর্যাপ্ত কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৫। মাসিক সন্মানী নিয়মিত পাচ্ছেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৬। মাসিক যে পরিমান সন্মানী প্রদান করা হয় তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭। এনজিও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

৮। প্রকল্পের পক্ষ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

☐ খুবই সন্তোসজনক ☐ সন্তোসজনক ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সন্তোসজনক নয় ☐ সন্তোসজনক নয়।

৯। মনিটরিং সংস্থার ইউপিও নিয়মিত আপনার কেন্দ্র পরিদর্শন করে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১০। ইউপিও প্রকল্পের কাজ করার জন্য আপনাকে সহযোগিতা কেমন করে?

☐ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে ☐ সহযোগিতা করে ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সহযোগিতা করে না ☐ সহযোগিতা করে না ।

১১। আপনার সংস্থাকে আপনার কেন্দ্র সম্পর্কিত সমস্যা জানান হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১২। উত্তর হ্যাঁ হলে তারা কতটুকু সহযোগিতা করে?

☐ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে ☐ সহযোগিতা করে ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সহযোগিতা করে না ☐ সহযোগিতা করে না।

১৩। রিসোর্স পার্সন নিয়মিত কেন্দ্রে আসেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১৪। উত্তর না হলে তার কারণ কি?

☐ এনজিওদের অসহযোগিতা ☐ রিসোর্স পার্সোনদের অবহেলা ☐ খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা ☐ সম্মানী প্রদানে অনিয়ম ☐ অন্যান্য লিখুন।

১৫। কেন্দ্রের কাগজপত্র নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১৬। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন পরিকল্পনা করা হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

১৭। উত্তর হ্যাঁ হলে পরিকল্পনায় কারা অংশ গ্রহণ করে?

☐ শুধু এনজিও ☐ সিএমসি ☐ সহায়ক ও প্রশিক্ষাণার্থীরা ☐ এনজিও ও সিএমসি ☐ সংশ্লিষ্ট সবাই ☐ অন্যান্য লিখুন ।

১৮। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় লোকজন কেমন সহযোগিতা করে?

Dhaka University Institutional Repository

☐ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে ☐ সহযোগিতা করে ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই সহযোগিতা করে না

☐ সহযোগিতা করে না ।

১৯। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যে সকল উপকরণ(বই, খাতা, কলম) দেওয়ার কথা তা নিয়মিত সরবরাহ করা হয় এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

☐ সম্পূর্ন একমত ☐ একমত ☐ নিরপেক্ষ ☐ মোটেই একমত নই ☐ একমত নই ।

২০। প্রশিক্ষনার্থী ঝরে পরা (ড্রপ আউট) সংখ্যা কেমন?

☐ খুব বেশী ☐ বেশী ☐ মোটামুটি ☐ খুব কম ☐ কম ।

২১। একটি কেন্দ্রে দৈনিক গড় আনুমানিক কতজন প্রশিক্ষণার্থী (৩০ জনের মধ্যে) উপস্থিত থাকেন?

পুরুষ শিফট [জন] মহিলা শিফট [জন]

২২। প্রশিক্ষনার্থীদের উপস্থিতি বাড়াবার জন্য আপনার পরামর্শ লিখুন ?

২৩। কি কি পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প আরে সুন্দর ভাবে চলতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন ।

২৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন দুর্বল দিক থাকলে তা লিখুন ।

২৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সবল দিকগুলি কি কি?

Dhaka University Institutional Repository
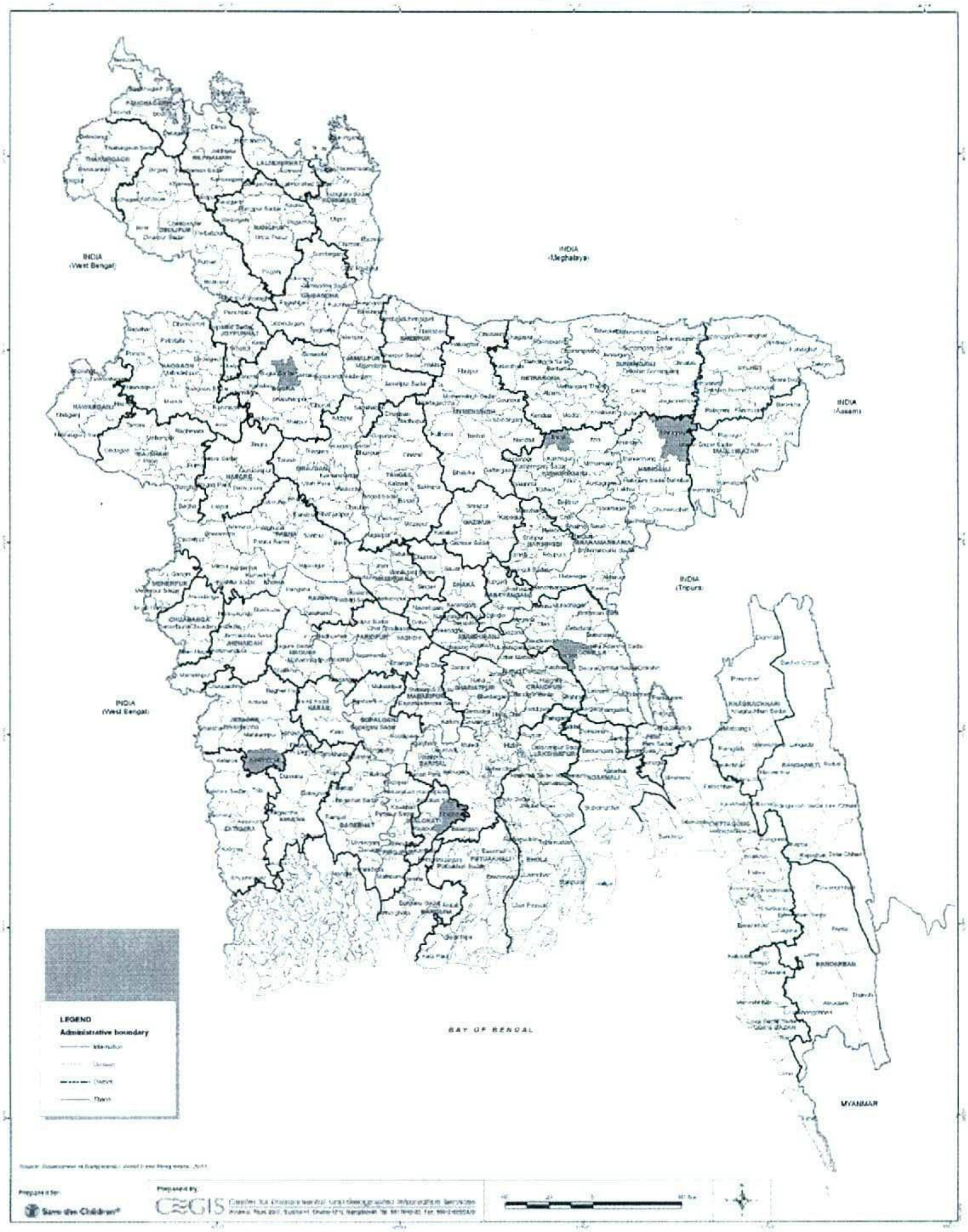
Upazillas of Bangladesh